সমগ্র রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, পি, কে, সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬

প্রকাশক ঃ
৭৫তম শ্রীসত্যানন্দ জন্মজয়ন্তী সমিতি
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, পি. কে, সাহা লেন
কলিকাতা-৩৬ (ফোন ঃ ৫৬-২৭৭০)

১লা বৈশাখ, ১৩৭৩

প্রেসিডেন্ট, ৭৫তম শ্রীসত্যানন্দ জন্মজয়ন্তী সমিতি কর্তৃক

মুদ্রাকর ঃ
নিরঞ্জন বোস
নর্দান প্রিণ্টার্স
৩৪।২, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ ১২/০০ (সমগ্র রচনাবলী)

সমগ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

ও পৃঃ পৃঃ

যায়। একটা মিসৃটিসিন্ধুর আবেশ পেল মনটাকে মেদুর ক'রে তোলে। পুরোনো দিনের হিন্দী ভজনগুলি ঠাকুর রচনা করেছেন একটু পুরোনো হিন্দী চালে। বিহারী, মৈথিলি, দেহাতি ভাষা মিশ্রিত সে ভজনগুলি প্রাচীন কবি তুলসী দাস, ব্রহ্মানন্দের ভজনাবলীর কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে কোন কোন অবাঙালীর মুখে এমন কথাও শোনা গেছে "ভজন যেন এমনিটি হলেই বেশী ভাল লাগে।" সত্যিই এই বিহারী মৈথিলি দেহাতি ভাষার সংমিশ্রণে লেখা ভজন যেন পাঁচ মিশেলি ফুলে গাঁথা বনমালার মতই রূপ নেয়, আর সেটি একমাত্র শোভা পায় দেবতার গলায় আর তাঁর পূজার অর্ঘ্যে। এর যে সৌরভ সে সৌরভ বন্য-সুরভির মত মনটাকে আকুল ক'রে তোলে। তাই এতে ব্যাকরণিক ভুল কিছু থাকলে সেগুলো কবি-প্রয়োগের গৌরবেই গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। তাই অবাঙালী কবি-প্রাণও এ গানকে খুব বেশী ব্যাকরণের মার্জনায় সুমাজিত করতে চান না। তবে বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ হিন্দী ভজনের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁরা চান যে, সে গান যেন সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণ শুদ্ধ হয়। কিন্তু ঠাকুর আবার কোন গানেই অতি ব্যাকরণ শুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বলতেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস মধুর রঙ্গভরা ভাষায়, "গানটাকে ব্যাকরণ করে তুলতে বোলনা বাপু—মোটামুটি ব্যাকরণ শুদ্ধ হ'ল সেই বেশ কিন্তু সেই 'উপচিকীর্ষা' আর তার সঙ্গে অনুপ্রাস যুক্ত মিল 'গুপো নাদির শা' এই ভজন যদি আমায় লিখতে হয় তবে তো বাপু আমাকে তোমরা কঠিন সমস্যায় ফেলবে। সেখানে আমি নজরুলের সঙ্গে একমত —'ফুলে কিছু থাকনা কাঁটা।' কি মুস্কিলের কথা বলতো, যখন আমার প্রাণ বলতে চাইছে একটা কথা, অথচ ব্যাকরণ নিষেধ করছে তাহলে করি কি ?"

সেই পুরোনো চালের হিন্দী ভজনই দেওয়া হ'ল মঞ্জীরে। ঐ হিন্দীর কিছু কিছু ঠাকুর অবশ্য পেয়েছেন বিহারী ভাষাভাষীদের চলতি কথার মধ্যে তাদের সঙ্গে কিছু কিছু আদান প্রদান তাঁর হ'ত সাধনকালে। একটি সাধু প্রকৃতির কনেষ্টবল ও আরও অনেকের কথা ঠাকুরের মুখে আমরা শুনেছি। অভিধানে তাই হয়তো অনেক ভাষার অর্থ পাওয়া নাও যেতে পারে। এছাড়া পদাবলী অনুকরণে কীর্তনাঙ্গের ভজনও আছে।

শ্রীঠাকুরের কাব্য জীবনের সুরু কবে থেকে, আমরা সঠিক না জানলেও, যতদূর মনে হয় তাঁর সাধন জীবনের সঙ্গেই সে জীবনের সুরু। তবে খুব প্রথম দিকের রচনার অনেকগুলিই আমরা পাইনি—কারণ শ্রীঠাকুরের মুখেই শুনেছি বেশ কিছু গান তিনি দান করেছেন কোনও কবি প্রকৃতির গরীব ছেলেকে তারই গোপন ভিক্ষায়—সেই গানগুলি নিয়ে যদি কিছু তার উপার্জনের পথ খুলে যায় এই ভেবে। আবার কিছু কিছু গান অনেকেই লিখে নিয়ে গেছে তাদের কোন ধর্মীয় উৎসবাদি উপলক্ষ্যে, তারও কোন কপি ছিলনা ঠাকুরের কাছে। একবার তো বহু গান নিজেই ছিঁড়ে দিয়েছেন শুনেছি তাঁরই মুখে; বেশ সহজ ভাবেই হেসে বলেছিলেন, "কি করবো বল্—হঠাৎ একবার মনে বিচার এলো গান মানেই তো মিছে কথা লেখা। যে আকুলতার কথাটা গানে লিখছি সুন্দর সাজানো ভাষা দিয়ে ফেনিয়ে বাড়িয়ে ঠিক ততখানি আকুলতা কি সত্যই আমার মনে জাগছে? গানের লাইনে হয়তো লিখছি 'চোখের জল কিন্তু তখন আসল চোখ দুটো হয়তো সাহারা মরুভূমি হয়ে আছে।' সে কথা শুনে বলেছি ক্ষুণ্ণস্বরে—"কিন্তু চোখ দুটো না ভিজলেও মনটাতো নিশ্চয়ই কেঁদেছিলো? মনটা না কাঁদলে কি কান্নার ভাষাটা ফুটতো গানে?" বলতেন,—"তা বটে—কিন্তু কি করি এক এক সময় মনটা খুব শুকিয়ে যেতো, তখন এইসব বিচারগুলো জেগে উঠতো। আর বিচার আসাও যা অমনি তা কাজে পরিণত হওয়া, সব গানগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। আর শুধু তাই নয়, এক সময় হয়তো গান লেখা বন্ধও ক'রে দিয়েছিলাম—শেষে মা'র নির্দ্দেশে আবার সুরু করি।" সব কথার শেষে বেশ খানিকটা হেসে বলতেন—"পাগলামী! পাগলামী! পাগলামী ছাড়া আর কি? জানিস্ তো poets and philosophers are all mad".

এতটুকু দিব্যতার প্রকাশ—সত্য শিব সুন্দরের প্রকাশ দেখলে নিজেকে ভুলে ঠাকুর পাগলই তো হয়ে যেতেন। সে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝেই হোক, আর চারটি দেয়ালের মাঝে ঢাকা দেবালয়ের কোণেই হোক—তাঁর লেখনী যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতো। অনেক সময় এতটুকু দেরীও সইতো না কাগজ কলম আনার—কাঠ কয়লা দিয়েও লেখা হ'তো সে মনের আকুলতা।

কখনও খোলা মাঠে বা বুনো পথে চলতে চলতে মুখে, হ'তো গান—আর সে গান মনে রাখার ভার পড়তো তাঁর চারপাশে যারা উপস্থিত থাকতো তাদের। এক এক জন—এক একটি চরণ মনে রাখতো আর পরে তা টুকে নেওয়া হ'তো খাতায়। বিশেষ ক'রে 'রাসবনের' জঙ্গলে পথ চলতে চলতে মুখে মুখে গান লেখা ঠাকুরের একটি খেলার মতই ছিল—

এই ছায়ার পথে লুটি
চল রামকৃষ্ণ বলে ছুটি

গাইতে গাইতে হয়তো ছুটলেন সরের ঝোঁপে ঢাকা জঙলা ছায়া ছায়া পথে। পেছনে ছেলে বুড়ো সবাই—যে যেমন পারে গাইছে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে। আর ঠাকুর চরণের পর চরণ মিলিয়ে যাচ্ছেন,—

ঘরের কোণে মন কি মানে
তাই ছড়িয়ে দেবে সকল খানে
স্বপন মুঠি মুঠি।

আবার কখনও—

রামকৃষ্ণ বল নেচে চল পরাণ ভরে
গাওরে নাম
ইত্যাদি—

কানা নদী আর ময়ূরাক্ষী নদীর মাঝখানের চর এই রাসবন—নামটি ঠাকুরেরই দেওয়া। আর যে নদীর ধারাটির তীরে বসে ঠাকুর কাটিয়েছেন তাঁর তীব্র তপস্যার দিনগুলি, সাধনধন্য সেই তীরটির নাম দিয়েছিলেন ঠাকুর—'বিস্মরণী।' এই বিস্মরণীর তীরে বসে লেখা গানগুলিতে কোথাও কোথাও বিস্মরণী কথাটির উল্লেখও ক'রেছেন। গভীর অমাবস্যার ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে নদীর কূলে, সরের ঝোপে ঝিঁ ঝিঁর একটানা গুঞ্জন...নিকষ কালো আকাশের পটে অবাক হয়ে চেয়ে আছে হাজার তারার চোখ...উধাও নদীর বালুচরের বুকে ঠাকুর প্রদীপহীন অন্ধকারে বসে বলে চলেছেন গান, আর ভক্তরা চারপাশে বসে তুলে রাখছে স্মৃতির পাতায় এক একটি লাইন—

অমা স্পন্দিত ঘন রাত্রি
চির চঞ্চল আমি যাত্রী
এই বিস্মরণীর তীরে।

তারপর কত সন্ধ্যা কত রাত্রির ধ্যান গম্ভীর পরিবেশে এই গান সুরছন্দে ছন্দিত হ'য়ে আরো মৌন মন্থর ক'রে তুলেছে সে প্রহরকে।

সিউড়ী আশ্রমে হঠাৎ একদিন বৈশাখের দুপুর বেলায় আকাশ লাল হ'য়ে উঠলো, ঠাকুর উঠোনে এসে দাঁড়ালেন—আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ বৈশাখের রুদ্র রূপের আভাস—কালবৈশাখের ঝড় উঠবে বোধ হয়।" বলেই বসলেন জাম গাছটার তলায়, পেন্সিল খাতা নিয়ে লিখতে সুরু করলেন—

মৃত্যু মোরে ডাক দিয়েছে
আয়রে ছুটে আয়
মেঘের মাদল তাই বেজেছে
নৃত্য লাগে পায়॥

ঠাকুরের গান লেখাও শেষ হ'ল—আর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অট্টরবে ডেকে উঠলো মেঘ, সুরু হ'য়ে গেল ঝড়। ঘরে এসে বসলেন ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগলেন আমাদের সবাইকে নিয়ে সদ্য লেখা গানটি—অন্তরাটি গাইবার সময় ঠাকুরের দৃপ্ত কণ্ঠের ধ্বনিটি যেন আজও কানে বাজে—

বিজলি জ্বালা বুকের তলে
পৃথ্বী দোলে টলোমলো
নয়ন ভরা নয়ন জলে
আর কে পিছে চায়।

এই গ্রীষ্মের এক খরা রৌদ্রের দিনে লেখা…

বুঝি এই পথের ধুলো
রাঙা হয়ে উঠেছিল
ধরে রাঙা চরণ দুটি
ধরে রামকৃষ্ণ চরণ বুকে।

ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন—অবশ্য সিউড়ীতে নয় কাশীপুরে। দর্শন ধন্য হইনি, হয়েছি শ্রবণ ধন্য। শুনেছি—এই গানটি ঐ পুণ্য তিথির সকালেই রচনা ক'রে গাইতে গাইতে ঠাকুর, ভক্তসঙ্গে পদব্রজে কাশীপুর থেকে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। লিখেছিলেন গৈরিক রূপোচ্ছলা সুরধুনীকে লক্ষ্য ক'রে—

ওরে ও সুরনদী কার চরণ ছোঁয়ায় বল
এত করিস টলমল ॥

এই সময়েই একদিন কাশীপুর মহাশ্মশান দর্শন করতেও গিয়েছিলেন ভক্ত-সঙ্গে, কীর্তন করতে করতে সেদিন লিখেছিলেন—

মুসাফির মৈ তেরে দ্বারকো
ভিখার হৈ প্রভু তেরে চরণকে ধারিকো ॥

দেরী তো লাগতো না ঠাকুরের নিজের মনের ভাবটিকে ভাষায় রূপ দিতে। চারপাশের কলকোলাহল—পরিস্থিতি বা পরিবেশের অব্যবস্থা কোন কিছুই যেন অসুবিধার সৃষ্টি করতো না। ঠিক গানটি লিখে ফেলতেন কোনও একসময় সবার মাঝে থেকেও মনটাকে একলা ক'রে নিয়ে।

মনে আছে—একবার একাদশীর দিন ইসারা করে ঘড়ি দেখতে বলে ২৫ মিনিটের ভেতর ৭।৮ খানি গান লিখে ফেল্লেন—আমরা শুধু অবাক হ'য়ে দেখলাম। দেখলাম মুখে মৃদু হাসি নিয়ে লিখে যাচ্ছেন গানের পর গান বিরামহীনভাবে, যেন আগেকার মুখস্থ কিছু লিখে যচ্ছেন, চিন্তার কোন প্রশ্নই উঠছে না, সহজ সাবলীলভাবে শুধু লিখেই চলেছেন।

সিউড়ীতে হাতে লেখা পত্রিকা বের করবে, স্থানীয় তরুণদল ঠাকুরকে ধরলো তাদের পত্রিকায় দিতে কিছু লেখা।

চিন্তাও করতে হ'লনা—লিখলেন

বিকাশ মাধুরী জীবনে
বিকাশ মাধুরী মরণে

পত্রিকার নাম ছিল 'বিকাশ'।

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে লেখা গানটির কথাও মনে আছে। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান হ'লো জামগাছ তলায়, ছোটখাটো একটি মঞ্চ তৈরী ক'রে—এবং তারো চেয়ে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা গাইলো ঐ গানটি—

তুমি শিশুর ছলে খেলিছো হরি
আমারি ঘরে।

আরো কিছু দর্শনীয় শ্রবণীয় অনুষ্ঠান ছিল সে সভায়, কিন্তু সবার মনে ছাপ দিয়েছিলো ঐ বিশেষ দিনে লেখা বিশেষ গানটি।

এই সঙ্গীতগুলি যেন হারানো-দিনের এক একটি স্মৃতিলিপি। এরি মাঝেই হয়তো কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায় ধরায় থেকেও অধরা কবির জীবন ও শিল্পকে। সে অসীম মনের সসীম অভিব্যক্তি কোথাও যদি থাকে—তা তাঁর এই সঙ্গীতে, কাব্যে ও শিল্প-নির্দেশনায়। তাই আমাদের এই দীন প্রচেষ্টা তাঁর বিরাট শিল্প সম্ভারের যেটুকু ধরতে পেরেছি সেটুকু যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। শুধু ছাপানো বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়—মর্ম্মীজনের মুখে মুখে…দরদীজনের প্রাণে প্রাণে॥

শ্রীঅর্চনাপুরী

মঞ্জীর

১

এস সন্ধ্যার চিরসাথী
পথে সুপ্তির অমা রাতি ॥
ধূলা খেলা মোর ক'রে দাও ভোর
খুলে দাও সব মায়া মোহ ডোর
নিবে যাক হেম বাতি ॥
আঁখি জল ঢালা কামনার মালা
নির্ম্মম করে ছিঁড়ে দাও তারে ঘুচে যাক সব সুখ কলরব
যত জীবন-মরণ জ্বালা।
আলো ছায়া দোলা স্বপনের কুলে
ডেকে যায় পাখী আধো ঝরা ফুলে
কেন মিছে ডাকাডাকি ॥
এস চুপে চুপে ছায়া ঘন বুকে
শ্রান্ত নয়নে নিদালীর রূপে
দাও বিথারিয়া তব শেষ মায়া দেহ অঞ্চল পাতি ॥

২

এমনি ক'রে জমবে গো মেঘ জমবে থরে থরে
এমনি ক'রে ঝোড়ো হাওয়া বইবে উতরে
এমনি ক'রে ঝরবে বারি ঝরবে অঝোরে ॥
এমনি সেদিন দিনের শেষে
দাঁড়াবে মোর পথে এসে
বিদায় বাঁশী বাজবে সাঁঝের পুরবী সুরে ॥

হয়তো সেদিন ঝড়ের রাতি ক'রবে বুকে মাতামাতি
হয়তো সেদিন ভয়ে ডরে আমি রইবো দুয়ারে ॥
হয়তো সেদিন নানান ছলে
ভিজিয়ে নিচোল নয়ন জলে
আমি বারে বারে চাইবো ফিরে নয়ন ভ'রে ॥

৩

আমার শেষের সুরে মিলিও হে সুর
বাজিও বরণ বাঁশী।
যেন নয়ন জলে হৃদয় দলে ফুটে উছল হাসি ॥
করুণ ক'রে কানে কানে
কে ডাকে হায় কেই বা জানে
পথের পথিক হারালো দিক
ও সে চায় অনিমিখ হায় পিয়াসী ॥
চুকিয়ে আমার দেয়া নেয়া
যেদিন দাঁড়াবো দিন শেষে
কান্না হাসির জমা বাকী
প'ড়ে রইবে কি পথ পাশে।
ও তার নাই কি নিরিখ
পথ ভোলা এই আলোর পথিক
পায় যদি আজ পথের নিরিখ
ঘরের ছেলে পরের কাছে রয় কি পরবাসী ॥

21.9.34
Dep Suri

৪

হে মোর সুদূর চারী
হে মোর গোপন চারী ॥
শুধু গান গেয়ে যাই পথ বেয়ে
ঝরে শুধু আঁখি বারি ॥
গোধূলি মলিন বেশে এসে দাঁড়ানু কি পথ শেষে
আশা নিরাশায় গোপন সে ভাষা
থামিল কি ম্লান হেসে।
আর দূর আরো কতদূর
ল'য়ে যাবে হাতে ধ'রে দূর হ'তে দূরে স'রে
ক্লান্ত পথিক পন্থ চাহে না চলিতে যে নাহি পারি
এস হে অলখ বিহারী ॥

To Suri

৫

চুপি চুপি পায়
যায় গো ঐ সাঁঝের ছায়া যায় ॥
একা পথের পাশে সে বা কেন হাসে
যদি পথের বুকে সবি গেছে চুকে
যত দেয়া নেয়া দায় ॥
বাজিয়ে বেভুল বাঁশী উদাসী কি বলে আসি
অরুণ কি তার করুণ আঁখি বিদায় ব্যথায় ॥
আমার আঁধার বাণী
মিছে তার কানে করে কানাকানি
সে তো আমার পানে ফিরে চাবে না হায় ॥
আমায় পথেই ফেলে যদি যাবেই চ'লে
তবে নয়ন জলে লহ লহ বিদায় ॥

৬

পথিক ওগো পথিক ওগো কোথায় যাবে ভাই
সঙ্গী তোমার সাথী তোমার কেউ তো সাথে নাই ॥
আকাশ জুড়ে বজ্র জ্বালা
মাতাল হ'ল মেঘের মালা
উতল ধারে বাদল ঝরে কোথায় পাবে ঠাঁই ॥
কাজল কালো দিনের শেষে
আলেয়া যে উঠবে হেসে
পথের রেখা যায় কি দেখা বল'না শুধাই ॥
বাঁকা পথে আছে আঁকা
আমার হরির চরণ বাঁকা
যে পথ একা সেই পথে ভাই তারেই সদা পাই ॥

৭

মরা গাঙ্গে জেগেছে বান ভরা কানে কান
চলরে বেয়ে ওরে নেয়ে গেয়ে চলার গান ॥
পালের বুকে ফুলে ফুলে
উতল হাওয়া উঠে দুলে
বাঁধন হারা নাচন তুলে ছুটছে তুফান ॥
কুলের বুকে বেভুল বাঁশী কোন সুরে সে বাজে
তরণী মোর উতল হ'লো কাজল জল মাঝে ॥
তারি সুরের ধারা ধরি
দিলাম ছেড়ে সাধের তরী
জীবন মরণ রইল পড়ি কে নেবে মোর দান ॥
তারি সুরের ধারায় ভেসে
ভাঙ্গা ভেলায় চলব হেসে
খেয়ার শেষে নেবে কি সে আমার সাধের দান ॥

৮

রাঙ্গা পথের ধূলে তারে পেয়েছি ভুলে ॥
আনমনা মনে চলিবে কি ক্ষণে
থমকি দাঁড়ায়ে রহিনু স্বপনে
অথির নয়ন তুলে ॥
চেয়েছি কি তারে কভু ভুল ক'রে
তবু কেন জানি মন নাহি সরে
ভুলে যেতে ভুল ব'লে ॥
ধূলি মেখে তাই পথে ব'সে রই
আগে যেতে আর মন লাগে কই
চপল চরণ ফেলে ॥
সে কোন পরশ মাণিক তারি পরশে খানিক
পথের পথিক বসে রয় পথ ভুলে ॥

৯

আমার শূন্য পূজার থালা
সাজিয়ে দেব দিয়ে এবার অশ্রু মোতির মালা ॥
ঝরিতে কণ্ঠ ভ'রে যে বাণী প'ড়বে ঝ'রে
বেদন বীণার তারে তারে
তারি নীরব রবে হবে গো হবে
আমার পূজার মন্ত্র বলা ॥
নিবু নিবু একটি যে দীপ আঁধারে জ্বলবে খানিক
সেই যে মাণিক দেউল আমার করবে গো আলা ॥
সব দেওয়ার এই মিনতি
দেহ ধূপের এই আরতি
বুকে আমার রইবে নিতি জ্বালা ॥

১০

নিশুত রাতের আধখানা চাঁদ
আধ চেনা কোন গন্ধ
স্বপ্নে ভোলা কোন ফুলেলায়
নাম না জানা গন্ধ ॥
সুখের দুখের সেই যে দোলা
আজো কি হায় যায় নি ভোলা
চেয়ে চেয়ে নাই যে নিমিষ দিশ হারা তাই অন্ধ ॥
গোপন কোন আঁধার রাতে রঙ্গিন আঙ্গিনায়
দেখা কি হায় হয়েছিল স্বপন ঝরোকায় ॥
অচিনের পায়ের চিন আছে কি আর নাই
আজো কি তায় চাই
সুর হারা এই সোনার বীণা তাই কি নিরানন্দ ॥

১১

আয় আয় ওরে আয়
প্রভাতী গাহিতে পাখী পূরবীতে যায় ডাকি
ঘুম ভাঙ্গা ফুল দল ছল ছল চোখে চায় ॥
আলো ছায়া দোলা পূবালী আকাশে
আয় আয় ক'রে কে যেন আভাসে
যেন চিনি তারে স্বপনের পারে
যেন সে হারায় হারায় ॥
বাঁধি আলোর রাখি দিল বিদায় সেকি
কোন অলখ সাথী
এলো আধো ঘুম আধো জাগায় ॥
ভোরের স্বপনখানি যদি বা নিল টানি
তারই পথেই আমি যাবো গো যাবো পায় পায় ॥

১২

একলা ঘরে নয়ন ভ'রে
পাগলা ও মন কাঁদ ॥
যদি তোর ভাঙ্গলো মেলা
যদি তোর সাঙ্গ খেলা
সন্ধ্যে বেলা যদি মিটলো সকল সাধ ॥
ও তোর ভাঙ্গন যদি লাগলো কুলে
একুল ওকুল উঠল রে দুলে
তবে আর মনের ভুলে দিসনে বালির বাঁধ ॥
বুকে তোর জমলো জানি
কতনা ব্যথার বাণী
নয়ন জলে গ'লে পড়বে ব'লে
যত ময়লা মাটী খাদ ॥

১৩

আমি ঝ'রে পড়া ফুল   পথের ধূলায় আকুল
আঁখির শিশির মাখা   হেথা আছে আঁকা
কত বেদন ব্যথা কত কথা আকুল ॥
দখিন হাওয়া দিয়ে দোদুল দোলা
বলে সাঁঝের বেলা ওরে অবুঝ ভোলা
তোর একি রে ভুল ॥
তোর পথ বেয়ে সে যে গেছে চ'লে
বেলা শেষের গানে ঘুম ভাঙ্গার ছলে
তবু ছিলি বেভুল ॥
নয় ফেরার কথা তবু যদি ফেরে
তারি পথের ধারে তাই আছি ঝ'রে
আমি শিথিল বকুল ॥

১৪

আমি বেদন মঞ্জরী
বেলা শেষে মলিন হেসে
ঝ'রে পড়ি গো পড়ি ॥
আজ যে ভাঙ্গার মেলা
বনে নাই যে রঙ্গের খেলা
একেলা একেলা নয়ন জল ফেলা
গুমরি গুমরি ॥
পথের পথিক দ'লবে তু'পায়
ধূলাই হব মলিন ধূলায়
তবু যদি এস কভু হেথায়
যাবে কিহে বিস্মরি ॥

১৫

তার ভঙ্গিম নাচনে আজি চন্দিম রাতি
তার নূপুর গুঞ্জনে উঠে স্বপন মাতি ॥
তার বাঁশীর বোলে
মোর যমুনা দোলে
তার হাসিতে উছল বিজুরী পাঁতি ॥
মোর নিরজনে সে যে আঁখির জল
সেথা মালার ছলে আমি বেদন গাঁথি ॥
মোর স্বপন মনে
সে যে শিহরণ
তাই জাগরণে হয় স্মরণ সাথী ॥

১৬

মন তুলসী মূলে
সাঁঝের প্রদীপ মোর দিয়েছি জ্বেলে
নিয়ে মৌন মিনতি আর বেদন যত
সারা দিনের শেষে আজি হ'য়েছি নত
তব চরণ ধূলে ॥
গোপন বুকেতে করি চুপে বহিয়া এনেছি হরি
কতনা বেদন ব্যথা
অফুট কতনা কথা মনের ভুলে ॥
ছড়ান জীবন মোর জড়ান কাজে
হিয়াটি দুরু দুরু তোমা ভুলেছি পাছে।
সবারে এড়ায়ে ভীরু নয়ন ভরি
তিলেকের তরে তাই এসেছি সরি
পারাণীর কড়ি সে যে মোর অকূলে ॥

১৭

আমার বীণার বেদন বাণী
জানি জানি আমিই জানি ॥
বেদনে বন চঞ্চরিয়া মঞ্জরি কি মেলবে হিয়া
আমার এ অন্ধ আঁখি
জাগালে জাগে নাকি পেয়ে তার পরশখানি ॥
ভোরের আলোয় কেঁদে ফিরে
পূরবী তার সুরের মীড়ে
কও কথা কও দাও দেখা দাও মরমীরে ॥
জাগেনা সে জাগেনা গো
নয়ন মেলে চাহেনা তো
নিঠুর তার নীরবতায় হারায় আমার মুখর বাণী

১৮

আমি সাঁঝের ছায়া করি লুকোচুরি
ঘন নীপের বনে আমি গোপনচারী ॥
ওগো পথিক সখা তুমি নহ একা
বাঁকা পথের রেখা যেথা নাহি আঁকা
আলো আলেয়া ধরি সেথা আমি ঘুরি ॥
আমি স্মরণ বীণে তব মরম কোণে
জাগি চুপে চুপে সারা জীবন ভরি ॥
একলা রাতে আমি একটি তারা
চুপে চেয়ে থাকি যেন আপন হারা
বাদল রাতে আমি উছল ধারা
কাঁদন দিয়ে লই বেদন কাড়ি ॥

১৯

আমার অশ্রু গহন নদী
পার হয়ে আজ এলে যদি ॥
আজকে বুকের কাণায় কাণায় কাঁদন শুধু কাঁদন ঘনায়
হায় কে এমন বেদন ধন
এলে নিতে সেই আরতি ॥
ওগো গোপন মনের মাণিক অতিথ ওগো ওগো ক্ষণিক
যাবেই যদি যাবার আগে
দুয়ারে মোর দাঁড়াও খানিক ॥
সাঁঝের আঁধার ঘনায় যখন জমা যে রয় অনেক কথন
চোখের জলে এই যে সাধন
নিও ধ'রে এই মিনতি ॥

২০

যুগে যুগে অবতার এস হে আবার ॥
এস হরধনু ভাঙ্গিতে এস নরতনু ধরি হে
রাজা ও রাজ্য ভাঙ্গিতে গড়িতে
হরিতে ভব ভয় ভার ॥
এস নব যুগ সারথি ল'য়ে নব ভারতী
বাজায়ে বাঁশরী মধু মিলন গীতার ॥
পথ হারা আঁধিয়ারে পথ দিতে বারে বারে
উথলিত জানি তব প্রেমের পাথার ॥
ভাবে ভোরা গর গর আঁখি জলে ঢর ঢর
এস নব নটবর গোপন লীলার
(গোপন হিয়ার) ॥

Centenary.

২১

আসিছে বা নামি ঘনিমা আঁধার
কি জানি কখন ছিঁড়ে গেছে তার
তাই বীণাটি আমার বাজে না যে আর মরমে ॥
আনমনে পথে পেয়েছিনু খুঁজি
পথেরি বুকেতে তারে হারিয়েছি বুঝি
তাই ভরায়েছি পুঁজি বেদনে ॥
পদরেখা হায় যদি যাই ফেলি
চুপে চুপে তাই পথ বেয়ে চলি
আজি এ গোধূলি লগনে ॥

২২

আঁখির শতদল বেদনে টলোমলো।
কুঁড়ির বুক জুড়ি প'ড়ে রহিল পরিমল ॥
দখিন হাওয়া দিয়ে দোতুল দোলা
বলেনি জাগো জাগো
নয়ন ভ'রে ভোরের বেলা
পরালোনা গো আলোর কাজল ॥
আশা নিরাশায় দিন গুণে দিন যায় গো
বোঁটার বাধা টুটে লুটিতে প্রাণ চায় গো
মালার মাঝে মোরে গাঁথা কি সাজে
নাহি যে ঠাঁই হায় প্রভুর কাছে
নিলনা কেহ তাই ভরিয়া অঞ্চল ॥

২৩

আমি পথের ধূলি রই পথে পড়ি
আধো চরণ রেখা বুকে আঁকড়ি ॥
কবে কোন উদাসী এল হেলায় হাসি
দ'লে চরণ তলে মোরে রাঙ্গালো মরি
চেয়ে থাকা মোর পথ বেয়ে
চপল পায়ে যেবা আসে ধেয়ে
বলি চরণ ধ'রি ॥
ওগো অচিন সখা বুঝি পেয়েছি দেখা
বুঝি এতদিনে মোরে নিলে চিনে
বুঝি এলে হরি ॥
যত অবুঝ ব্যথা রয় বুকে গাঁথা
স্মরণ বীণে শুধু হয় গো সাধা
বেদন কাজরী ॥

২৪

জমলো কি তোর ব্যথার বাদল কাজল সাঁঝে
আঁখিতে তাই নামলো কি ঢল
বল কি তোর ব্যথা বুকে অথৈ হ'য়ে আছে ॥
মেখেছিস্ পথের ধূলি পথে তাই রইলি ভুলি
মলিন ধূলি সাঁঝে ॥
কাটালি সারা বেলা ক'রে কেবল হেলা ফেলা
ভুলে যে রইলি ভোলা তোর অলখ রাজে
ছলছল আঁখির জল ভ'রে বুকের মাঝে ॥

২৫

হে যুগ-সম্ভব করুণার লীলা অবতার
লহ প্রণতি লহ হে লহ বার বার ॥
আর্ত্তের ব্যথা বক্ষে বেজেছে
মেরীর মমতা সোহাগ রেঙেছে
তাইতো সেজেছে বুকে রুধির হার ॥
দিকে দিকে শুনি তব প্রেমের বাণী
কোলে তুলে নিতে কল আবাহনী
অশ্রু সরস নয়নে আবার
জাগিল মুক্তির পারাবার ॥

২৪.১২.৪১

২৬

ঘুমের মালা জড়িয়ে এলে এলে একেলা
প্রদীপ তাই হয়নি জ্বালা
আপন ভোলা স্বপন মাঝে
বলার কথা হয়নি বলা ॥

শিথিল আমার বীণাখানি হারিয়ে পেলে যে গানখানি
বুঝি চুপে চুপে তারি সাথে
সেধে গেলে আপন গলা॥
তারার চোখে ঝিকি মিকি কি কথা হায় ছিল জাগি
মুখর ক'রে নিথর পথ এলে যখন থমক আঁকি।
ওগো অলখ মনের মাণিক হয়তো সেথা দাঁড়িয়ে খানিক
ফেলে গেছ চরণ রেখা হয়তো তার একটু লেখা
রইবে না আর ভোরের বেলা॥

২৭

ও ভাই সেই দেশে মোর ঘর।
সোনার আলো রোজ সকালে
রাঙা তিলক দেয় কপালে
সাঁঝের তারা প্রদীপ জ্বেলে আপন করে পর॥
যেথায় রাঙ্গা পথে আঁকা
হরির রাঙ্গা চরণ বাঁকা
প্রেমে মাখা রাঙ্গা রজ মাথায় তুলে ধর॥
ক্ষীর সায়রের নীর যে পিয়ে মরা মানুষ উঠে জিয়ে
মায়ের আশিষ আষাঢ় মেঘে ঝরে ঝর ঝর॥
সোনার ধানে মায়ের আঁচল
কোথায় এমন উথল পাথল
দশ হাতে মা দশ ভূজা দেয়রে অভয় বর॥

২৮

বাজিয়ে মাদল ও কোন পাগল বাদল বেশে যায়
এমন অবেলায়॥
মুখর তার মুখের কথা নীরব হ'য়ে রবে কি তা
গুরু গুরু গুমরি কি জানাবেনা বেদনায়॥

নয়নে তার থমকে আছে
ব্যথার বাদল কত না যে
কোন বাঁধনে রাখবো বাঁধি
পাগল ভোলা নটরাজে
তার চরণের চঞ্চলতা
দুয়ার পথে থামবে কি তা
নিবিড় বেশে নীরব হেসে যাবে কি সে চ'লে হেলায় ॥

২৯

তোমার হাতের বীণাখানি
দিও আমার আপন হাতে
গাইতে গিয়ে গেছে থেমে
গানখানি মোর আঁধার রাতে ॥
জমলো যত ব্যথার বাণী নাই যে তার জানাজানি
তোমার সুরে প'ড়বে ঝ'রে
অশ্রু হ'য়ে আঁখির পাতে ॥
গোপন কোন আঁধার কোণে কাটে যে দিন গুণে গুণে
কণ্ঠ ভরা হয়তো সে গান হারিয়ে গেছে নিরজনে ॥
যাবার দিনে বীণাখানি বেদন ভ'রে দিব আনি
মৌন ব্যথার কানাকানি
রইবে গাঁথা তারি সাথে ॥

৩০

আজি ছায়া বাদলে যদি হে এলে
ঘন মেঘের কোলে দোলে উত্তরীয়
কোন কাজরী সুরে মোরে জাগালে প্রিয়
নয়ন জলে ॥

বাঁধন পরে ওগো আপনা হারা
জানি আপন হ'য়ে নাহি দিবে ধরা।
দুখ সায়র সেঁচি আজি পেয়েছি খুঁজি
ওগো ক্ষণিক সখা বুঝি এসেছ একা
ঝরা কেতকী ব'লে ॥

৩১

নিকুঞ্জ মোর মুঞ্জরিল কার কল-গুঞ্জনে
কে এল গো কে এল মোর
গোপন মন অঙ্গনে।
তার যে কথা তার যে বাণী
সবখানি তার নাহি জানি
কি বারতা দিল আনি অনিদ স্বপনে ॥
তার নিবেদন নিবিড় বেদন
গানে গন্ধে হয়কি লেখন
ফুলে ফলে জলে থলে মনে ও বনে ॥
ওরে অবুঝ নয়ন বুজে
স্বপনে যারে মরিস খুঁজে
সে যে যেচে এসেছে আজ তোরি তোরণে ॥

৩২

কাজল মেঘের আঁচল ঢেকে
আমি যাইগো বাদল মেয়ে
উছল আমার আঁখির দুধার
তোমার মুখের পানে চেয়ে ॥
বাউল বাতাস বাজায় মাদল
কেশের দোলায় গগন পাগল
বিজলী জ্বালা বুলায় কাজল হাস্‌ছি গগন ছেয়ে ॥

মত্ত মরু শুষ্ক শুধু শূন্য
দীপ্ত দিনের দহন জ্বালায় পূর্ণ
অশ্রু যে তাই বন্ধহারা
ঝরছে চোখে মুক্তাধারা
নৃত্য পাগল আপনহারা মেঘের তরী বেয়ে ॥

৩৩

রাঙ্গা ঐ আলোর চুমায়
যদি বা ঘুম দিয়ে যায় পথেরি ধূলায় ॥
আজি ঐ নীলার বিথার
যার নাই এপার ওপার
যদি বা তারই পাড়ি ধরি এই শেষের খেয়ায়
যেথায় ঐ ঝিকিমিকি
জাগে না থির জোনাকী
অলস মেঘের মত যদি বা একলা জাগি ॥
চপলায় ছলছল ঢালে না ব্যথার ঢল
নীলার সেই কাজল যদি রয় নয়ন কোণায় ॥

৩৪

ওগো দখিন হাওয়া দোলো দোলো
দাও দোলা এই অফুট ফুলে
সোনার আলোর আঁচল দিয়ে
ভোরের বেলা যদি বা ছুঁলে ॥
গন্ধ আমার নীড় বিরাগী তোমার লাগি
ঘুমের মাঝে থাকি থাকি
শিউরে ওঠে মনের ভুলে ॥

যত আছে কথা হায় নাহি বাণী
কত গোপন ব্যথা কারে দেবো আনি
আমার নতুন পাতার আঁচল
ছড়িয়ে দেবো ওগো চপল
ছন্দহারা পায়ের তলে চলবে যখন দুলে দুলে
মন পথে সাড়া তুলে॥

৩৫

ধীরে ধীরে রূপ সায়রে ফুটলো শতদল
ঢেউয়ের দোলায় ঐ সে দোলে রূপে টলমল ॥
আলোর চুমায় ঝ'রছে হাসি
মলয়া আজ বাজায় বাঁশী
রূপ সায়রে লাগলো দোলা উথল পাথল ॥
কাল যা ছিল কালো সেথা আজ আলোয় আলো
রঙ্গে আজ রঙ্গিন হ'লো গহিন হিয়া তল ॥
স্বপনে থৈ লাগে না
মনে আজ মন থাকে না
চলিতে চরণ নাচে চলা হ'ল ছল ॥

৩৬

ফুলে আমার কাঁটার ব্যথা
তাইতো কুঁড়ির হয়নি ফোটা
গানের মালা হয়নি গাঁথা
ছড়িয়ে আছে হেথা হোথা ॥
প্রদীপ আমার ঘরের কোণায়
কেঁপেই মরে ঝড়ের দোলায়
পূজার ছলে হ'ল কি ভুল
দেউলে যে নেই দেবতা ॥

কাটলো সারা সকাল বেলা
ক'রে কেবল হেলা ফেলা
ঝ'রলো না জল নয়ন ভ'রে
জমলো শুধুই কথার কথা ॥

৩৭

আনন্দেরি নন্দিনী তুই নন্দলোকের বাণী
রাধা-সীতা-সারদা মা যুগে যুগেই জানি ॥
রূপসায়রে লহর তুলে
আলোর কমল উঠলো দুলে
তাই কূলে কূলে কলকল আলোর কানাকানি ॥
যত মায়ের সোহাগ তিলে তিলে
ঐ বুকের তলে রূপ যে নিলে
ওমা তাই কি এলে রামকৃষ্ণ লোকের রাণী ॥

৩৮

আমি যাই যে কেবল ভুলে
ধূলার মেলায় কাজের দোলায়
যখন মরি কেবল দুলে ॥
চিত্ত আমার নিত্য হারায়
লক্ষ্যহারা লক্ষ ধারায়
কূল চেয়ে যে থাকি বসে আমার অকূলে ॥
যখন আসে চেতনহারা মোহের আবরণ
কখন ভুলে তারি জালে জড়ায় ভোলা মন।
হৃদয় মাঝে সকল কাজে জেগেও ওগো জাগে না যে
জেনেও যে তাই জানি না হায় কখন আমায় ছলে ॥

৩৯

ওরে ব্যথার শতদল
বেলা শেষে এখন তোরে কোথায় রাখি বল ।।
গোধূলির আলোয় রেঙে
সাঁঝের পাখী যাবে থেমে
গেয়ে ঘুমপাড়ানি গান
সাঁঝের প্রদীপ দেবে ধরে
শেষ আরতির দান   নয়ন ছলছল
পূজার দেউল রুদ্ধ হবে
ধূলার খেলায় মত্ত যবে মগ্ন রবে ঘুমে।
সন্ধ্যা এসে ক্লান্ত নয়ন চুমে
একে একে ঝরিয়ে দেবে সকল ক'টি দল ।।

সিউড়ী

৪০

এই ছায়ার পথে লু
চল রামকৃষ্ণ ব'লে ছুটি ।।
আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে
রামকৃষ্ণ বলি পথে ধেয়ে
সবাই মিলে জুটি ।
বনের মাঝে নাহি যে ভয়
মনে যে রয় মনময় হৃদয় দল টুটি
ঘরের কোণে মন কি মানে
তাই ছড়িয়ে দেবে সকল খানে
স্বপন মুঠি মুঠি ।।

বাসবন

৪১

ওরে পদ্ম দিঘির বায়
তোর কমল ছাওয়া ঘরে এবার ডাকলি কি আমায় ॥
ঘুম পাড়ানি গানের নেয়ে   এলি কত পথ বেয়ে
ঝিরি ঝিরি সারি গেয়ে কারই ইসারায় ॥
ধূলা আমার আছে কত   বুকে সুখের দুখের ক্ষত
কেড়ে নিতে তোর এত কি দায়
হাল্কা হাসির ঘায় ॥
সোজা পথের বোঝা অনেক
ডাইনে বাঁয়ে খোঁজা অনেক
তাই মন বেঁকে যায় ॥
যাই যদি আজ তোরি কোলে
সকল দোলায় ভুলতে দোলে
সাঁঝে শুনতে সোনা মানিক ঘুমা
মায়ের চুমায় ॥

৪২

বলাকার পলকা পাখায় আজকে যাবো ভেসে
দিনের তরী যেথায় ভিড়ে সকল দিনের শেষে ॥
ব্যথার রাগে রাঙে যখন নীলার নীল চেলি
ঘরে ফেরার বাঁশীতে হায়
কেন ভাসে দু' কপোল
খেয়ার ধারে এসে ॥
অনেক দিনের চেনাশোনা   কাঁদায় হাসায় আনাগোনা
পাওনা দেনা দিয়ে
তাদের নিয়ে করবো কি আজ   নিরুদ্দিশের দেশে ॥

পথের সাথী হবে যে জন তারি তরে পথিক এমন
আমার মাঝে সেও কি খোঁজে
যখন খুঁজি সারাক্ষণ এমন কাঙ্গাল বেশে ॥

৭৬

কেন পথে পড়ার ছল
ওরে ব্যথার দুটি দল ॥
চলার পথে অজানিতে বুঝি তারি খানিক ছোওয়া পেতে
এই অবেলায় পথের ধূলায়
পেতেছিলি তোর বুকের আঁচল ॥
ধূলি মাখা আঁখির শিশির আঁকা
আধো ঢাকা লাজে
লুকিয়ে ছিলি বুকের বেদন
তোর আপন বুকের মাঝে ॥
না জেনে তাই গেছে চলি বলার ব্যথা নাহি বলি
আধো আঁকা চরণের বাঁকা রেখা
আর রাখা কেন বল ॥ *

* জাহ্নুড়ীর পথে যেতে দুটি পদ্মের পাপড়ি ধূলায়
পড়ে থাকতে দেখে।

আমার ঝরা ফুলের মালা
তাই পথের ধূলায় রাখি মেলে
আমার হেলা ফেলার ডালা ॥
পূজার লাগি নয় এ সাজি তাই যে গান ওঠে বাজি
ধূলায় মেলায় এই অবেলায়
সে যে শুধু ধূলা খেলা ॥

দিনের আলোয় সাজে না যে
লোকের চোখে তাই এ লাজে
তাইতো বাজে কাঁটার মত
বুকে সকাল সাঁঝে ॥
বাঁকা পথে মাথা খুঁড়ি   গন্ধ আমার মরে ঘুরি
সাঙ্গ হয়ে আসে যখন   সন্ধ্যা পূজার পালা ॥

সিউড়ী

৪৫

সুখে দুখে কাজে অকাজে আমার এ গান বাজে
কভু বা তার সুরের মীড়ে   অশ্রু ভিড়ে নয়ন জুড়ে
কভু বুকের কানায় কানায় উছল হয়ে রাজে ॥
ভোরের বেলা যে গান সাধি   সাঁঝের সুরে তারি আঁধি
দুটি নয়ন দেয় বাঁধি চলার পথ মাঝে ॥
নীল গগনে কাঁপে যখন রাতের তারকা
নীরব রবে যায় যে ভ'রে বুকের ঝরোকা ।
আমার এ গান বেসুর জানি
তোমার সভায় নাহি সাজে মানি
সবখানি তার হয়তো হারায় আমার বুকের কাছে ॥

৪৬

সাঁঝের তারকা আরতি প্রদীপ জ্বলেছে আকাশ ভরি
আজি সন্ধ্যা লগনে গগনে ভুবনে আবাহন তব হেরি ॥
ধূপ সৌরভে অমৃত বায়
অঙ্গে তোমার চামর ঢুলায়
বন্দনা তব ছন্দিয়া উঠে মৌন অম্বর ভরি ॥

হয়নি তো জ্বালা সন্ধ্যা প্রদীপ হৃদয় তুলসী মূলে
সাজান হয়নি এ দেহ দেউল ধূপে দীপে পূজা ফুলে।
নিবিড় আঁধারে বসে আছি একা
নয়ন উছলি দেহ দেহ দেখা
ও রাজীব চরণ এ মরম মাঝে রাখিব হে ধরি।

৪৭

পাতার ভেলা ভাসাই আমার জীবন নদীর ভাঙ্গা কূলে
এ কূল যারে চাইলো না হায় ও কূল তারে যদি ভোলে ॥
এ পারে এই ছল ছল দেখি ওপারে সেই অথৈ জল
আমার একূল ওকূল ছকূল ভরা
ব্যথার পাথার দোলে ॥
চোখের জলের এই যে বাঁধন
নিবিড় হ'য়ে রয়কি কখন
তাই কাঁদন আমার সাধন আমার আমার বুকেই দোলে ॥
আমার ছুখের প্রদীপটিরে বুকের ব্যথায় রাখি ঘিরে
পথের সাথী নেবে চিনে পথিক যদি যায় বা ভুলে ॥

৪৮

আজ ঝরা পাতার গান আমার ভাঙ্গা মেলার মাঝে
পড়া বেলার পথিক ওরে তোরে যাত্রী বেশেই সাজে ॥
দূরের পথের নেই তো পুঁজি মিছে ও তুই মরিস খুঁজি
দেওয়া নেওয়া বোঝা বুঝি চুকিয়ে দেওয়ার কাজ এ ॥
পিছে প'ড়ে রয়না কিছু
সেই ভয়ে কি রইবি প'ড়ে
বোঝার পরে চাপিয়ে বোঝা
বুকের পরে আঁকড়ে ধরে

নাই বা পথের রইলো দিশা
ও তোর দিশারী যে বাদল নিশা
চলার আগে পথ যে জাগে
ভুলায় যত আগে পাছে ॥

২৮।১০।৩৭
সিউড়ী

৪৯

ওরে ঘরে ফেরার পাখী
মিছে দিকের রেখায় হারাতে চাস সাঁঝের ছায়া মাখি ॥
ডাক দিলি যে দিনের আলোয় ভোরের বাতায়নে
তোর ঘুমভাঙ্গানি সুর জাগালি কুঁড়ির দু' নয়নে
দিয়ে রঙ্গের রাখী ॥
তারেই বুঝি বিদায় দিলি অস্ত গিরির তীরে
মৌন মুখে সাঁঝের কোলে ধরা যখন ফিরে ধীরে ধীরে
হায় অনেক যখন বাকী ॥
ব্যথার বাঁধন কখন যেন জড়িয়ে গেছে পায়ে পায়ে
তাইতো এমন মনের আঁকে বাঁকে
জমা যে হায় অনেক ফাঁকি ॥

৫০

নই নিবেদনের ফুল
তাই চলার পথে থাকি প'ড়ে ধূলাতে আতুল ॥
হয়তো নাহি যাবে দ'লি
ফুটিয়ে দল সকলগুলি
হয় তো পায়ের ছোঁয়া লাগি হব গো আকুল ॥

মাগিনি তো পূজার থালায় স্থান
চলতে পথে যদি থমকে থেকে
চাও গো বারেক সেই তো হবে পরম দান ॥
দিনের শেষে রৌদ্র জ্বালায়
যখন শুকিয়ে যাবো ধূলার মেলায়
সেইটুকু মোর শেষের পুঁজি হবে গো অতুল ॥
(নাই যে তার তুল)

১৫।৮।৩৭

৫১

নিত্যি ভোরে কে তোরে জাগায় ওরে
আপন ভোলা কমল ॥
কে তোরে আলোর রাখী পরালো বলতো দেখি
রঙে তার রাঙলো নাকি
তোর গহিন হিয়া তল ॥
ঘুমে কার শুনলি বাঁশী চুমে যার উঠলি হাসি
তারে নয়ন ভ'রে ধ'রে রাখতে তোর এ
নয়ন ভরানো ছল ॥
বুকে কার লাগলো দোলা চুপে তাই আলাভোলা
সেই অতিথে আপনায় বিলিয়ে দিতে
বুঝি করিস টলোমল ॥

সিউড়ী

৫২

শিথলে দে তোর সেতার এবার থামারে তোর গান
নীরব রবে বাজুক তবে জাগারে তোর প্রাণ ॥

তোর নিবেদনের মাঝে
শুধু চাওয়ার কথাই আছে
তোর অনুরাগের অঞ্জনে হায় মাখা অভিমান ॥
তোর পূজার দেউলে
দুখের দেউটী কোথা জ্বলে
তাই গহিন হিয়ার কূলে
কঠিন আঁধার নাহি গলে ॥
সকল ভুলে কাঙাল সাজে
এবার কাঁদিস বসে আপন মাঝে
দীনের ঠাকুর মাগেন তোরি ব্যথার খানিক দান ॥

৫৩

আজি ঝরা পাতার মাঝে
আমার মেলা ভাঙ্গার গান
পথের ধারে প'ড়ে রইবে ওরে ভাঙ্গা বীণা খান ॥
হাতের কিছু আঁকি ঝুঁকি হেথায় হোথায় দেবে উঁকি
মত্ত হাওয়ায় মর্ম্মরিবে মাধবী বিতান ॥
ছিন্ন বুকের পাপড়িগুলি
হয়তো ধূলায় হবে ধূলি
সাঁঝের ক্ষণে সাঁঝালি দীপ
বুকে মাগবে গো কার সোহাগ ছোঁয়ান ॥
একদিন কোন রঙিন ভোরে জানি সবাই ভুলবে মোরে
ভ'রে তাদের শূন্য হিয়া উঠবে সুখের কলতান ॥

সিউড়ী
২৯।৮।৩৭

সিউড়ী থেকে চলে আসার সময় অযত্নে রাখা কতকগুলি ফুলকে ঝ'রে যেতে দেখে অশ্রু আকুল চোখে লেখা ॥

৫৪

ওরে আকাশ গাঙ্গে পাল তুলে দি আয়
ভেসে যাবো আজ নীলার দরিয়ায় ॥
ও কার মেঠো সুরের বাঁশীতে মন অকারণে উদাসী
আপন গন্ধে বাউল বিলাসী যেন বনের মৃগ ধায় ॥
কচি ধানের ক্ষেতে মেতে বেড়ায় নাম-না-জানা গন্ধ
তাই তর সহেনা মন রহেনা
ঘরেতে আজ বন্ধ ॥
প্রজাপতির পাখনা মেলি আজকে যাবো উড়ে
ঐ সুদূরে
ঘরের কথা থাকনা ঘরে ওরে যাবার বেলা যায় ॥
কার চলার পথে কমল ফোটা কেয়ার বন শিউরে ওঠা
চল ছন্দে মধুর ঝুমুর ঝুমুর
পাতায় নুপুর বেজে যায় ॥

৫৫

এ যে ভুলেরি ভেলা
তাই বেয়ে যে ব'য়ে যায় আমার সারা বেলা ॥
পালের বুকে কাঁপে হাওয়া
দু'হাতে তাই তরী বাওয়া
দুকূলের এই দোলায় আমি দু'লি একেলা ॥
কোন অকূলের পরশ লেগে
কাজল নদী উঠে জেগে
থেকে থেকে বুকের তলে তারি একি দোলা ॥
ভুলায় যদি উছল নদী
কূলের কথা না রয় যদি হ'লই বা এ খেলা ॥

পথের দেখা নাহি জানি
পায়ের রেখা রয় না মানি
আগে পিছে হোক না মিছে জলেতে জল ফেলা

৫৬

যুগে যুগে একি করুণা ভরে
এসেছ নামি ধূলার ঘরে ॥
নব অরুণের বারতা গাহি
এসেছো আলোর তরণী বাহি
এনেছো কমল ফোটার বাণী
আমার বন্ধ আঁধার ঘরে ॥
নয়ন জড়ানো কাজল আঁখি
জাগালে জাগিনি নয়ন ঢাকি
জানি গো জানি তবু যে জানি
তুমি যে আছো আমারি তরে ॥

কালীপ্রসাদ—**জন্মবাসর**
১৯৩৬

৫৭

ভাটার টানে যায় ভেসে যায় ভাঙ্গা এ তরী
সাঁঝের ছায়ায় ছল ছল দুকূল মরি ॥
কালো ঐ কূলের লাগি
ওরে ও বিরাগী
শুধু একূল ওকূল ক'রবি নাকি বাজিয়ে বেভুল বাঁশরী ॥
কালো জল কল কলি
ডাকে আয় কূল ভুলি
ঘর ছাড়া আজ পরের কাছে মিছে কি রইবি পড়ি ॥

৫৮

উতল হাওয়ায় দোল দুলে আয় চঞ্চরি
ওগো বাদল মঞ্জরী ॥
গুরুগুরু গানে গানে
আয় ছুটে আয় অথির প্রাণে
ঝরা ফুলের কানে কানে কও কথা কও গুঞ্জরি ॥
সুরহারা মোর ভাঙ্গা ঘরে
দাও ধরা দাও আপন ক'রে
আমার ভাঙ্গা আগল ভেঙ্গে বাদল হেনে লও হরি ॥
আমার বউল পাতায় পাতায় বাজুক বাঁশী নাচের নেশায়
দুখের আঁধার রাতির বুকে
বাজের মাদল বাজুক সুখে
আকূল করা কাজল রূপে চুপে চুপে দাও ভরি ॥

৫৯

ওই বনের বাঁশী মনের মাঝে কে যেন বাজায়
বাঁশীতে তার কি সুর বাজে কি তার ব্যথা জানি না যে
কে সে কেঁদে কাঁদায় ॥
ব্যথা কি তার বাদল ভ'রে
আকাশ ভেঙ্গে গ'লে পড়ে
বাউল বাতাস উদাস হ'য়ে ফিরে ফিরে যায় ॥
সেকি শুধু সুরের মায়া
কালো রূপের আলো ছায়া
নিকটে দূর রূপে অরূপ আমার আঙ্গিনায় ॥

৬০

দেখে ঐই নীলার খেলা সারা বেলা
তোর মনকে ভোলা ॥
মেঘে ঐ রঙ্গের মেলা
যা না ভুলে যত তোর বুকের দোলা ॥
কচি পাতার কাঁপন ভুলে
ব'সে কি রইবি এমন অকূলে মনেরি কূলে ॥
আলো ছায়ার লহর তুলে
ভোরাই হাওয়ায় যায় যে খুলে তোর মনেরি ভেলা ॥
রঙে আজ রঙ লেগেছে সুরে তাই রূপ জেগেছে
অরূপের তাই তো এ রূপ বুকে তাই আগল খোলা ॥

৬১

আমার ব্যথার পূজার অঞ্জলি
যাবে কি গো দ'লি
আঁখির শিশির মাখা
বেদন আঁকা অফুট কুঁড়ি বলি ॥
আসবে ব'লে অরুণ রথে ছিনু ব'সে দূরের পথে
ক্ষণে ক্ষণে আনমনে উঠেছি যে চঞ্চলি ॥
গন্ধ হ'য়ে কুঁড়ির বুকে
জেগেছি যে চুপে চুপে
কত শাওন রাতে ঝড়ের সাথে উঠেছি যে দুলি ॥
ফাগুনের বিদায় দিনে নেবে কি নেবে চিনে
যা কিছু আছে মম
দিব হে নিরুপম নয়ন জলে উছলি ॥

৬২

নিরালা বকুল তলায় আ-গাথা কার এ মালা
ভরিতে হয়নি ভরা ঝরা এ ফুলের পালা ॥
ধূলার পথে পাতা এ যে কার বুকের ব্যথা
অফুট দুটি কথা বলিতে হয়নি বলা ॥
আলো ছায়ার এই মায়াতে
যদি বা যায় সে ভুলে
যদি এই মাতন রাতে
চ'লে যায় আপন ভুলে ।
যদি তায় নাহি চিনে ফাগুনের বিদায় দিনে
স্মরণের আছে কি চিন চিনাবে বিদায় বেলা ॥

৬৩

আমার এ গানের মালা
প'ড়ে রয় পথের ধূলায়
কেন হায় হেলা ফেলা ॥
বাদল রাতে নয়ন জলে
বুকে যে হায় নিছি তুলে
বারে বারে হায় কে তারে
পথের ধূলায় ক'রলো ধূলা ॥
হারায়ে ফেলেছি পেয়েছি যা কিছু
পথের পুঁজি যে রাখিনি কিছু
ফুলের মেলা সাঙ্গ যেদিন
ভাঙ্গল কে হায় বুকের এ বীণ
পথের ধূলায় হায় কি হবে
সাঙ্গ আমার সকল খেলা ॥

৬৪

রাঙ্গা দুই চরণ বাঁকা
পথে কি আছে আঁকা ॥
জানি না অজানা কে
ডাকে গো পথের বাঁকে
কাজল মেঘের ফাঁকে সজল হাসি মাখা ॥
কাঁপনে থর থর মাতনে মর মর
জলে তাও ভর ভর বন পথ আঁকা বাঁকা ॥
আলেয়া উঠে হাসি
বাজায়ে বাজের বাঁশী
হায় উদাসী এমন রাতে পথে তোর দাঁড়িয়ে কেবা ॥

৬৫

আঁধার পথে ধাঁধাঁর মত চমক লাগে
পথের ধারে পথিক তাই একেলা জাগে ॥
চকিত চোখের চাহনিতে
ভয় যে জাগে চারিভিতে
থমথমে ঐ আঁধার রাতে ডাকে কে ডাকে ॥
পায়ে আমার অচল শিকল চলার পথে চরণ চপল
বাঁধন আমার কাঁদন আমার পিছনে হাঁকে ॥
মুখর ক'রে নিথর পথে
আসবে কবে ভোরের রথে
অচল বসে চলার পথে পথ যে মাগে ॥

৬৬

বাদলের ঝর ঝরে
আজি কার কাঁদন ঝরে কেয়ার বনে ॥

ভরা নদীর ভাঙ্গা চরে
ঝরা রাতির একা ঘরে স্মরণ সনে ॥
ওপার আমায় ডাক দিয়ে যায়
এপারে রই চেয়ে
ছল ছল করে যে জল খেয়ার বুক বেয়েঁ ॥
কাঁদনের মরমরে ভাঙ্গা ঘর ভেঙ্গে পড়ে
সাড়া কি দেয় সে মোরে মরণের এই রণনে ॥
চেয়ে এই আগে পিছে
আঁখি যে যায় গো ভিজে
কি করি কি যে করি দুয়ারে আনমনে।

৬৭

জাগো অমৃত লগনে জাগো জাগো হে
জাগো প্রভাত গগনে জাগো জাগো হে ॥
জাগো হৃদয়ে বাহিরে জাগো তিমির দুয়ারে
নত নয়নের নীরে জাগো জাগো হে ॥
এস আলোর অরুণ রথে ধরো সঙ্গীহীনের হাতে
জাগো পথিক জনের পথে জাগো জাগো হে ॥
জীবন মরণ মাঝে
জাগো সুন্দর বরসাজে
জাগো সুখে দুখে সব কাজে জাগো জাগো হে ॥
জাগো ধ্যানে জাগো জ্ঞানে জাগো লাজে ভয়ে অপমানে
জাগো হৃদয়ে বাহিরে সবখানে জাগো জাগো হে ॥

৬৮

ভরা দরিয়ায় তরী ভেসে যায়
একা ভেসে যায় ॥

তার দুকূলে কাজল মাখা
উজানের ঢেউ আঁকা একা একা
আর বয়ে যাওয়া হ'ল দায় ॥
কূলেতে উছলি জল ছলছলি
কে যেন আকুলি আয় আয় বলে আয় ॥
অজানা যে জনে চেয়েছি কি ক্ষণে
ভুলিবারে তারে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে
মন প্রাণ ভুলে যায় ॥

৬৯

মন নিকুঞ্জে আজো গুঞ্জে বাঁশরী অনুরাগে
তাই মঞ্জরীদল দোলে পুঞ্জে পুঞ্জে শাখে ॥
শ্যাম যমুনায় সুর মুরছায় কেঁদে মুরছায়
তাই দুকূল উছলি বয়ে যায় তাই হৃদয়-যমুনা জাগে ॥
মদির মাধবী রাতে
তাই আকুল কোয়েলা ডাকে
মোর স্বপন জড়ানো আঁখে
শ্যাম অঞ্জন ঘন লাগে ॥
বিধুর এ হিয়া রহিয়া রহিয়া
মরে গুমরিয়া সব পাশরিয়া
পথ চেয়ে তাই থাকে ॥

৭০

মেঘের মত ঘনিয়ে এস এস আমার নয়ন ভ'রে
দিনের আলোয় দিশেহারা হারিয়ে যাওয়া পথের ধারে ॥
স্বপন ভরা ফাগুন রাতে কেন বাজাও বাঁশী পথ ভুলাতে
পথেরি ধারে ॥

আঁধার রাতে চমক মেখে
ডাকবে যখন শ্রাবণ হেঁকে
থমকে থাকি রইবো নাকি
কাজল তোমার বরণ দেখে
অথির আমার আঁখির কোণে শ্যামল হে এসো নেমে
আমার সকল ব্যথা সফল ক'রে
নয়ন জলে নয়ন ভ'রে ॥

৭১

মনের মুকুল ফুটলো না হায়
যখন ফুটলো বনের ফুল
আলোর আঁচল
মুছিয়ে দিল আঁখির কাজল
হায় জাগলো না বেভুল ॥
বনের বাঁশী বাজলো যখন উদাসী মন হায়গো তখন
দিল না যে সাড়া
বাইরে কোথা রইবে খাড়া খুললো না তার দুখের দেউল ॥
গন্ধ যখন ধূপের ধোঁয়ার সন্ধ্যা পূজায় আপনা হারায়
দীপের শিখা পূজার ছলে
আপনারে শুধুই জ্বালায় ॥
সেদিন একা আপন মাঝে আপনা নিয়ে থাকবি কি লাজে
গন্ধ যে তোর বুকের মাঝে হ'য়েছে আকুল ॥

৭২

প্রভু আমার এ গান
এ যে তোমারি দান
তোমার কাছেই আছে ওগো যা কিছু এর মান ॥

আমার নাই সে সাধন
সব হারানোর সেই শরণ সাধন
তাই গানের মাঝে জাগে না যে প্রাণের বীণা খান ॥
গাইতে গিয়ে সুর যে হারায়
ছিঁড়ে যে যায় তার
তুলতে ধ'রে ঝ'রে পড়ে
কথার কণ্ঠহার ॥
সারা বেলা যায় গো হেলায়
পূজার ছলে কথার খেলায়
তবু বেলা শেষে সেধে যে যায় আমার শেষের দান ॥

৭৩

আলো ছায়ায় এই যে খেলা ঝিকিমিকির মালা
এই নিয়ে কি সাঙ্গ হবে আমার গানের পালা ॥
নিবিড় ব্যথায় হবে কালো
আমার সকল আলো
চোখের জলে বাঁধ ভেঙ্গে যে ভাঙ্গবে সাধের মেলা ॥
উজান ঠেলে বাইতে হবে
যেদিন ভাঙ্গা এ তরী
কালো নদীর কূলের রেখা
র'বে অকূলে প'ড়ি ॥
সেদিন আমার দুচোখ ভ'রে
আঁধার শুধুই দেবে ধ'রে
আলেয়া হ'য়েই রইবে তুমি শেষ বিদায়ের বেলা ॥

৭৪

আমি রাখাল ছেলে বটের কোলে
বাঁশের বাঁশী বাজাই ॥
বাউল বাতাস আমার সনে তালের বনে তালী হানে
আমি আপন মনে হাটে বাটে মেঠো সুর ছড়াই ॥
যে সুর মনে আপনি ওঠে যে ফুল বনে একলা ফোটে
তারি মালা আপনি গেঁথে আমি আপন গলে পরাই ॥
পথের পথিক ক্ষণিক থেমে যায়
গাঁয়ের মেয়ে ঘাটে নেয়ে
থমকে যেন চায় ।
শাপলা ফোটা কাজলা দীঘির পাড়ে
আঁকাবাঁকা ঐ রাঙ্গা পথের ধারে
নাম না জানা রাখাল আমি আপনা হারাই ॥

৭৫

শাখি তোর শাখে শাখে
দেয়না পাখী দোল দোল দোল ॥
শুখনো পাতা আছে প'ড়ে
জুড়ে সারা কোল ॥
নয়নে নাই যে বারি ঝরেনা শাঙন ঝারি
নিঙারি হিয়া তোরি গেল যে গেল ছাড়ি
তারে তুই ভোল ভোল ভোল ॥
শুধু হায় জল ফেলে এলি আর গেলি চ'লে
পথে তোর রইলো পাতা শুধু ব্যথার আঁচল
হায় হায়রে শ্যামল ॥

৭৬

হায়্ রাতে মোর আঙ্গিনাতে
শুনি কার পায়ের রণন,
কে এল হায় গোপন পা'য়
ঘুমেই বুঝি ছিল কাঁদন ॥
রুণু তার পায়ের নুপুর রাঙা কি ধরিল সুর
ভরি কি দিল সে মোর নয়নে গহীন স্বপন ॥
সেকি মোর গোপনচারী
এল আজ স্বপন ছাড়ি
নিদালীর আড়াল রাখি এল এই ছায়ার মতন
ঘুমে দু'নয়ন ঢুলি কেন বা রইনু ভুলি
জাগালে জাগিনি তো পাতিনি ব্যথার আসন ॥

৭৭

এই অফুরান পথ চাহি
আর কত যাবো গাহি ॥
নেমেছে ব্যথার ঢল
দু'কুলে কেবলি জল
পথের দিশে হারাবো কি সে ব্যথায় অবগাহি ॥
ঐ নীল হাওড়ের ডাকে
আমার বুকের সাড়া জাগে
ঐ পদ্ম দীঘির বাঁকে যেন চমকে চেয়ে থাকে।
পথিক্ এ'মন পড়ে লুটি
এই পথের ধুলায় মাথা কুটি
ছুটির কথা ব'লে কে দেয় যেথা পথের দেখা নাহি ॥

১১.৮.৩৮

রাত্রি

৭৮

এ নহে রঙীন তিথি
ঝরা রাতের আঙ্গিনাতে
নিঝুম এই বন পথে কেন এলে হায় অতিথি ॥
বিরহী বায় কেঁদে কাঁদায়
বেতস বনে শুধু হারায় ও তার বেদন গীতি ॥
কুঞ্জ ভ'রি নাই কলতান কুন্দ কেয়া মঞ্জরী
স্বপন হারা নয়ন তারা নাই যে চেয়ে পথ ভ'রি
মরি গো মরি।
পূরবীতে বাজে বাঁশী বিদায় বেলায় এলে কি হায়
ছড়িয়ে সোনা হাসি হায় উদাসী
এই কি তোমার রীতি ॥

৭৯

অন্ধ তামসী নিশি উঠে হাসি
শুভ্র সমুজ্জ্বল স্থির নির্ম্মল
তোমায় নমি হে পরম প্রভাতে ॥
অমা স্পন্দিত তুখ রাত্রি চির চঞ্চল চলে যাত্রী
বন্ধুর মত বন্ধুর পথে
ধর কম্পিত দুটি হাতে ॥
হর জড়তা দীনতা মোর শত মায়া মমতার ডোর
বন্ধন ডরে ক্রন্দন রত নত নয়নে
জাগো অন্ধের বন্দনাতে ॥
হে চির শরণ শাশ্বত জ্যোতি পিয়াসীর চির গতি
চির আলোক রথের সারথি লহ নতি লহ নতি ॥
গত জীবনের যত অমারাশি ফুলে ফুলে সব উঠুক বিলাসী
এস সুন্দর চির মঙ্গল মৃতে অমৃত বিলাতে ॥

৮০

জ্যোতির জয় টীকা   ললাটে তব আঁকা
রাজ অধিরাজ
অরুণ অচলে কে এলে দিতে দেখা
একি জয় অভিযান সাজ ॥
নীরব নয়নে চির নীরবতা
কহিতে জানেনা তবু কত কথা
গাঁথা আছে তারি মাঝ ॥
শিরে শিশু-শশী উঠিছে উলসি
অরুণ নয়নে ধ্যান গম্ভীর একি হাসি
অস্ত রবির রাগে সে কথা যদি বা জাগে
মৌন নিথর বুকে চুপে চুপে
ভয় ডর কিবা লাজ ॥

৮১

এ যে নয়ন জলের অঞ্জলি
নাই যে বরণ বাঁশী উছলি ওঠা হাসি
উদাসী শুধু ব্যথায় ওঠে চঞ্চলি ॥
বনে যে ফোটেনি ফুল
টুটেনি মনের মুকুল
তাই হৃদয় ওঠে আকুলি ॥
আছে মোর যে গানখানি
গাওয়া তো হয়নি জানি
হাতে মোর ছিন্ন রাখী কেমনে দিব আনি ।
আয়োজন নাই যদি রয়
পূজা মোর সাঙ্গ বা নয়
দেবতা হয় কি নিদয়   চরণে যায় কি দ'লি ॥

৮২

শ্যাম সুন্দর সখী
কোথায় বা দেখি
গোপন মরম মাঝে
রাখিলে সে রয়না যে
তার চপল চরণ সে কি আমারি লাগি ॥
শ্যাম করি ব্রজবন
আছে বুঝি শ্যামতন
যমুনার কালো জলে কালা লুকালো নাকি ॥
শাঙন গগন ভরি
শ্যামল কি আছে মরি
বিজলী চমকে তার চপল আঁখি ॥

৮৩

যতন ক'রে তারে তুই বুকের মাঝে রাখ
গোপন ক'রে তারে রাখ আদরে
জানবে না কেউ ঘরে পরে
দিশ হারা তোর নয়ন তারা তারি বরণ পাক ॥
যাদের সবইরে গোল
তারা যে বলবে পাগল
ভেঙ্গে এই ভাঙ্গা আগল ওরে ঐ সাধের কাজল মাখ ॥
মনরে ভোলা হ'লে ভোরা
হবিনে আর সে ধন হারা
সুখে দুখে জাগবে বুকে মরণের মন হরা ॥
বিজন বনের ব্যাকুল বাঁশী শুনে তোর মনের বনে
ফোটে যে ফুল হয়না বাসি
উদাসী তুই তার পিয়াসী তারি চরণ আঁক ॥

৮৪

প্রভু প্রদীপ আমার রাখি জ্বেলে
তাই কি আলো জ্বলবেনা।
তোমায় আমি চাই না ব'লে
চ'লে যাওয়া চলবেনা ॥
জানি গো জানি
দিবস যামী আছো তুমি ভ'রে আমার সবখানি
তবু মন যে মানে না ॥
এই যে শিখা এই যে আলো
এই যে জ্বালা তুমিই জ্বালো
আঁধার কালো তাইতো এমন লাগেনা ভালো।
তোমার পরশ তোমার হরষ দিও হে দিও
জানতে দিও ওগো প্রিয় আপনি জানিও
নও চির অচেনা ॥

৮৫

হরি বলে প্রেমে গ'লে কে প্রেমের ঠাকুর আবার এলে।
ওরে নামের কাঙ্গাল প্রেমের মাতাল
চলতে চরণ যায় যে ট'লে ॥
কোথা ফেলে এলে কিষণ চূড়া
ও যে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়া
রাধার প্রেমে গুঁড়া গুঁড়া ধরার ধূলা গ'লবে ব'লে ॥
কে নামের নেশায় আপন ভোরা
শান্তিপুরের নবীন গোরা
কৃষ্ণ নামের বিজয় দিতে
এলে বিজয় চাঁদের ছলে ॥

জন্ম eve
১৭৪০

৮৬

সে যে নীলার স্বপন
ধরা কি দেয়রে কখন
মিছে তোর কাটে রাতি   মিছে তুই উঠিস্ মাতি
আতি পাঁতি খুঁজিস মিছে সে যে মিছার ধন ॥
তার এই নিঠুর লীলায়
তার এই হেলা ফেলায়
এসে এই এড়িয়ে যাওয়ার বোঝে কি কত বেদন ॥
যদি বা আসে চুপে
স্বপনের অরূপ রূপে
আবছা তারি ছোঁওয়ায় মুছে যায় যাবার মুখে।
পরশে কনক করা   এরা কোন পরশ রতন
রঙ্গে রঙ্গে রাঙ্গায়ে কি ধরেছে আঁধার বরণ ॥
1939

৮৭

আজি শ্রাবণ ঢল ঢল বাদল সাঁঝে
কি ব্যথা বাজে কি কথা আছে
আঁধারে আধো ঢাকা আলেয়া সাজে ॥
গগনে গুরু গুরু নয়নে ঝুরু ঝুরু
হৃদয় তুরু তুরু
রাখিতে তারে আর পারিনা যে ॥
কাজল কালি মাখা কাজরী হ'য়ে
চমকে কি কথা র'য়ে র'য়ে   যায় বা ব'য়ে
সকল বেলা আজি আলসে লাজে ॥
আলেয়া ব'লে তারে যাই বা ভুলে
মেঘ যমুনায় উজান তুলে উঠে যে দুলে
নিবিড় হ'য়ে বুঝি আজিও আছে ॥

৮৮

আজি এই বাদল বীণায় কাজরী হ'ল সুরু
ব্যথার থমক তাই ঝরিছে ঝুরু ঝুরু ॥
কালো ঐ মেঘের মত
জমে হায় ছিল কত
বুকে তাই থেকে থেকে গুমরে গুরু গুরু ॥
বিজুরী শিহর এঁকে
কি কথা উঠে জেগে
আদরে আধো ডরে আঁখি যে রাখি ঢেকে ॥
বুকের ব্যথায় ভেঙ্গে
কেতকী উঠে রেঙ্গে
ফুটিতে ফোটে না গো হিয়া তাই দুরু দুরু ॥

৮৯

আজি এই জলে জলে হৃদয় কই উথলে
বুকের পাষাণ যত ব্যথায় কই গো গলে ॥
কেতকীর মত ফুটি
পথে কই পড়ে লুটি
আলো আর ছায়া দোলে দোলে কই শতদলে ॥
মনের কদম বনে
ক্ষণে কই শিহর লাগে
কলাপীর আলাপে কই কাজরীর ছন্দ জাগে ॥
দাদুরীর দুরু দুরু
যদি বা হ'ল সুরু
তাহারি সুরে সুরে কোথা সুর জলে থলে ॥

৯০

সে কি মোর ছিল কাছে
যারে আজ দেখি না যে।
নীল ঐ নীলার বুকে লুটিয়ে রয় কি চুপে
বুকের দহন ধূপে রূপে রূপে
দেয় ধরা এই বুকের মাঝে ॥
যে জাগায় ডেকে ডেকে
তারি সাড়ায় জেগে থাকে
আবছা তারি হাত ছানিতে
চলা কি যায় গো সাঁঝে ॥
অফুট ব্যথায় ভেঙ্গে হেথা যে উঠে রেঙ্গে
কাঁদায় আর হাসায় কি তার আড়াল যায় গো টুটে ॥
আজি এ নিবিড় ব্যথায়
কেঁদে হায় সেই কি কাঁদায়
রাঙ্গা এই অনুরাগে সাজায় আবার সেও কি সাজে ॥

৯১

বুকের রাঙা রুধির দিয়ে
এবার খেলবো হোরি তোমায় নিয়ে ॥
আমার চোখের জলের আলগা রাখী
এস অলখ তোমায় দিই পরিয়ে ॥
ধূপের মত পুড়ে পুড়ে
ঐ দহন লীলায় ঘুরে ঘুরে
আমার সকল ঘোরা আমার সকল পোড়া
যেন একেবারে যায় জুড়িয়ে ॥
এবার শুধু দেবার পালা
উজাড় করা ব্যথার ডালা

তাই বুক ভাঙ্গা ঐ রাঙ্গা পায়ে
আঙ্গার হয়েই রই জড়িয়ে ॥

৯২

ওরে ও নীড় বিরাগী পাখী
পথের ধারে কিসের তরে
তোর এত ডাকাডাকি ॥
মাঠে মাঠে সোনা ফলা
দিঘীর বুকে আলো গলা
ভোরের বেলা পরালো কে রঙের রাখী ॥
কাশের বনে ছড়ানো কার রূপালী আঁচল
পদ্মপাতায় সোহাগ ঢালা করে ঢল ঢল ।
চলতি পথে পথের বাঁকে
এমন ক'রে দেখলি কাকে
কার ডাকে পিছন থেকে করিস তাকাতাকি ॥

৯৩

আলো আর ছায়া তলে   কে যেন লুটিয়ে চলে
শিশির ধোওয়া ভোর আঙ্গনে
যেন বা পড়লো ঢ'লে ॥
ভোরে যে অলখ চুমায় ঘুম ভাঙ্গাতে ঘুমই জাগায়
আঁখির কোলে তারি ছোঁয়ায়
বুঝি শিশির হ'য়ে পড়ে গ'লে ॥
শিউলী ঝরা ভোরের বায়ে আঁচল বুঝি যায়রে খ'সে
কমল কলি উঠে দুলি   একটু তারি পরশ রসে ॥
আলোর চুমকী ভরা
কালো দিঘীর চোখে সে কি পড়ল ধরা
তারি কি কল্পগড়া মায়াপুরী জলে থলে ॥

৯৪

কোন সে সুরের সাকী আমার এ সুরের সাথে
গাঁথে সুর দূরে থাকি
অলখ তারি ডাকে গুমরি শ্রাবণ জাগে
জাগায় এই বেদনে ভিজে যায় দুটি আঁখি ॥
কখন আনমনে
সে যে সুর বুলায়ে যায় কেমনে
এমনি দিতে ফাঁকি আপনি আপন জনে
বুকে তার বাজে নাকি ॥
আজি তাই সুরের মীড়ে তাহারে লব ঘিরে
ভুলাবো অলখ রাজে বুকে যে কত বাজে
বেঁধে এই দূরের রাখী ॥

৯৫

ঝরা এই পত্র লেখা
এনেছে কাহার বাণী
বনে কে ডাক দিয়ে যায় একি তার আমন্ত্রণী ॥
স্বপন গেছে ছুটি
হয়েছে শিথিল মুঠি
ধূলার পথে লুটি গেয়েছি আবাহনী ॥
দেখেছি ঝড়ের মাতন
তার দুই চরণ ঘেরি
জ্বলেছে বিজলী নাগ কটি-তট আধো ঘেরি ॥
এড়াতে চাইতে তারে
বুঝি ডেকেছি বারে বারে
শিহরে এ দীপ আমার শেষের শিখায় জানি ॥

1939
চৈতী

৯৬

প্রভু তোমার ব্যথার দানে
আজি গন্ধ আমার ছড়িয়ে গেল
সকল দিকে ওগো সকল খানে ॥
দখিন হাওয়া যত দিল দোলা
কুঁড়ির আঁখি তত তন্দ্রা ভোলা
জাগার কথা হায় নাহি জানে ॥
আমার তুয়ার পথে আলোর আলপনা
পড়েও পড়ল না
ভোরের চুমে শুধু রইনু ঘুমে নিঝুম জাগলো না ॥
তোমার ব্যথার রাখী
যেদিন রাঙিয়ে দিলে বেদন নীলে
মেলে ব্যাকুল আঁখি
আমি চেয়ে থাকি শুধু তোমার পানে ॥

৯৭

তিমির ঘেরা ওগো সাঁঝের আলো
আবছা ছোঁওয়ায় একি বাসলে ভালো
যাবার মুখে ঐ মৌন চোখে
মোর গহিন ব্যথাই বুঝি জড়ালো ॥
শেষের লিপি ললাটে এঁকে
যাবে কি একা পথিকে রেখে
ক্ষণিক খেয়ার এই অবেলায়
ঐ চরণ রেখাও হবে যে কালো ॥
মরম ছেঁড়া তব চরণ ধ্বনি
ধূসর পথে রবে না জানি
কনককান্না ঐ পরশখানি রবে কি বুকে বলো গো বলো ॥

৯৮

যখন শুকনো পাতা যায় গো ঝ'রে ভোরের পূরবীতে
ডাক শুনে কি রইবো ব'সে
নিরালা এই কোনটীতে ॥
পূবের হাওয়ায় মর মর
কাঁপন লাগে থর থর
আধো ভোলা কত কথা
কেন বুকের কোণে হয় গো জড়ো ।
ছিন্ন বুকের বীণাখানি
তবু আবার নিলেম টানি
ভোলা ব্যথায় কানাকানি
চোখের পাতায় রইবে তিতে ॥

৯৯

আজি মোর সকল কথাই তোমার কথা
বাজে মোর সকল ব্যথায় তোমার ব্যথা ॥
নয়নে এই যে বারি
এই যে আমার ব্যথাহারী
ব্যথার হরি সেও তো তুমি
আমার নয়ন জলে নয়ন রাতা ॥
আজ এই সাঁঝ তিমিরে
যে কথা রয় আমায় ঘিরে
অলখ হোয়ে লোকে লোকে
কোথায় তুমি ওগো কোথা ॥
আমায় নিয়ে চুপে চুপে
এই যে খেলা সুখে দুখে
তাই এ বুকে ব্যথার অতল বইছে সোঁতা ॥

১০০

আজি বাদল সাঁঝের আঁচল ঘিরে
আমায় বুঝি নিলে ফিরে ॥
ব্যথিয়ে ওঠা কোন গোপন বাণী
জমে ছিল কখন জানি
বুক ফাটা সেই ছুটি ফোঁটা ঝ'রলো বুঝি নয়ন তীরে ॥
কথায় বা হয় কথার কথা
তাই নীরব ব্যথায় ছিল গাঁথা
গোপন বুকের এই গাগরী আঁচল দিয়ে ছিল ঢাকা ॥
আঁধার ক'রে আমার দিঠি আজ এসেছো সব আড়াল টুটি
তাই আলো ভোলা নয়ন আমার পথের ধূলায় পড়ে লুটি ॥
কাছে পেয়ে যাই বা ভুলে
তাই কি দূরে দিলে ঠেলে
অলখ হয়ে তাই কি আজি বুকের কাছে এলে ভিড়ে ॥

১০১

রামকৃষ্ণ বল নেচে চল
পরাণ ভরে গাওরে নাম
ঐ নামের ফাঁদে হৃদয় চাঁদে
ধরব হৃদে অবিরাম ॥
ঐ যে নামে সুধা ক্ষরে ক্ষুধা হরে
শান্তি ঝরে অনুপাম
ঐ নাম নিয়ে যাই গড়াগড়ি
ঐ নামে বাঁধা প্রাণারাম ॥
ঐ নাম নেমেছে গগন বেয়ে
ঐ নামের নেয়ে বাঁকা ঠাম ॥

১০২

ঐ পঞ্চবটের বটের মূলে
আর মা বলে কে পড়বে ঢলে
আর কে বেড়াবে বুলে বুলে
আলো করে সুরধূনীর কূলে ॥
মরণ রাঙা ব্যথায় ভেঙ্গে মায়ের আঁধার বরণ তুলবে রেঙে
আলোর জোয়ার আনবে কে আর
কেঁদে আকুল ধরার ধূলে ॥
কাঁদনে মুক্তা ঝরে ক্ষণে হাসির মাণিক ঠিকরে পড়ে
মার আদরে গর গর মায়ের অলখ লীলায় রয় কে ভুলে ॥
দেখে ঐ আঁধার আলো এই ধরার ধূলে আর কে বাসবে ভালো
ঢল ঢল নাচন তুলে
কোথা মায়ের তুলাল মায়ের কোলে ॥

১০৩

আজ মৃত্যু মোরে ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয়
মেঘের মাদল তাই বেজেছে নৃত্য লাগে পায় ॥
বিজলী জ্বালা বুকের তলে
পৃথ্বি দোলে টলোমলো
নয়ন ভরা নয়ন জলে আর কে পিছে চায়
আজ নটরাজের নাচন তলে
গগন ভুবন ঐ যে দোলে
ঐ কালো মেঘের কেশ এলিয়ে আমায় কে ডেকে যে যায় ॥
আজ রুদ্ধ বুকের তুয়ার খুলি বুকেই তারে নেব তুলি
সব ভুলি আজ তারি সাথে চলবো অজানায় ॥

কালবৈশাখী

৬ই বৈশাখ ১৩৪৮

১০৪

নব যুগের আগে তব জাগরণ
নমো হে নমো নমো হে নমো
তুমি সত্য তুমি সুন্দর
মম বেদন মন্থন ধন ॥
তুমি প্রথম প্রভাত জীবনে
তুমি আধো আলো আধো ছায়া
মোর ম্লান গোধূলি নয়নে চির শরণ ॥
তুমি হৃদয়ে হাসির মীড়
তুমি নয়নে নয়ন নীর
বন্ধন ধৃত অন্ধের তুমি চির অন্তরতম ॥

১০৫

মোর আঁধার রাতির শেষে
তুমি দাঁড়াও তুমি দাঁড়াও
তুমি দাঁড়াও মধুর হেসে
মোর আঁখির মোহ কালিমা
তুমি মুছাও ভালোবেসে ॥
ঐ অরুণ নয়ন বুলায়ে
দাও সকল জড়িমা ভুলায়ে
লও লুটায়ে পদপাশে ॥
এই আধো আলো আধো ছায়ে
এই মন্থর মৃদু বায়ে
এস সুন্দর এসো বরবেশে

১০৬

তুমি সত্য তুমি সুন্দর তুমি প্রেম মঙ্গল হে
ঐ করুণ নয়নে একি শান্তি ঝরে
তাই পতিতেরে বুকে নিয়েছো ধরে
দীন যে দীনের চির সম্বল হে ॥
লীলারি সায়রে লাগিল দোল
ভুলিলে কি তাই মায়েরি কোল
তাই ভুলাতে কি চাও
পেতে স্নেহ অঞ্চল হে ॥
নিবিড় সমাধি সায়র সেঁচি
বুঝি পরশ মণিরে পেয়েছো খুঁজি
তাই চরণে লুটাতে চিত চঞ্চল হে ॥

১০৭

বন্দনা বাজে বন্দনা বাজে বন্দনা বাজে রে
অন্তর রাজে সাজাবো আজি
আলোর চন্দন সাজেরে ॥
এই দেহের দেউলে প্রেম প্রদীপ দোলে
ঐ মণির মালে নয়ন জলে প্রেমের মণি সাজেরে
এই বুকের ধূপে জ্বালাবো চুপে
যত রূপ রাগ আছেরে ॥
গাহিছে ছন্দ দেবতাবৃন্দ মনময়ূরী নাচেরে
জয় জয় তব জয় অপগত দুখ ভয়
শরণাগতি যাচেরে
চরণের ধূলে রব রব সব ভুলে
আজি ভুলাবো অলখ রাজেরে ॥

১০৮

চিকন রূপের বালাই নিয়ে মরতে মোদের দে
লাল শাপলা ফোটা চরণ দিয়ে নয়ন হরে নে ॥
চোখে মায়ের মায়ার কাজল
লুটিয়ে পড়ে স্নেহের আঁচল
কোল ভরা তোর ছেলেমেয়ে ভিড় যে ক'রেছে ॥
ভুখারির তো তর সহেনা
মনে যে আর মন বসেনা
ঘরের আগল আর রহেনা পাগল ক'রেছে
ওমা মায়ার সারদে ॥

১০৯

অমাস্পন্দিত ঘন রাত্রি
চির চঞ্চল আমি যাত্রী
এই বিস্মরণীর তীরে ॥
খেয়া পারাবার নাহি যার পারে
নিয়ে যাবে কে গো হাতে ধ'রে ধ'রে
বক্ষে আমারে ঘিরে ॥
নিভায়ে গিয়েছে ক্ষীণ দীপ মালা
বুকে ধূ ধূ জ্বলে জীবনের জ্বালা
তাই বসে রই নতশিরে ॥
ছায়া ঘন ওই অকুলের কূলে
পথ চেয়ে পাছে রই পথ ভুলে
তাই তোমারে ডাকি ফিরে ফিরে ॥
এই বিস্মরণীর তীরে ॥

১১০

তুমি রূপ ঢেকে কি এলে হরি
রামকৃষ্ণ রূপ ধরি
একি ঢল ঢল রূপের লীলা মরি গো মরি ॥
আমার দুখ দেখে কি বুক ভরেছো
মলিন হ'তে তাই চেয়েছো
ঐ অরূপ রূপ লহরী ঢাকা যায় কি হে হরি ॥
শত চাঁদের সোহাগ নিঙরে ধ'রে
তোমায় কে গড়েছে এমন ক'রে
তোমায় কে এনেছে ধরার ধূলায়
ভুলায়ে এমন করি ॥

১১১

জয় জয় জননী
জয় সারদে জয় জ্ঞানদে
জয় জ্ঞান বিজ্ঞান দায়িনী
জয় আর্ত্তিহারিণী অম্বিকে জয় শঙ্কা সংহর চণ্ডিকে
জয় দুর্গে দুর্গতি নাশিনী ॥
জয় জ্যোতির জ্যোতি শিখাময়ী
জয় শরণাগত রক্ষিতে অয়ি
জয় যোগমায়া যোগিনী জয় রামকৃষ্ণ বোধিনী
জয় রামকৃষ্ণ শরনী ॥
জয় রামকৃষ্ণ ভক্ত প্রাণ জয় ভক্তি মুক্তি শান্তি কাম
জয় দীন আর্ত্ত রক্ষিণী ॥

১১২

বুঝি এই পথের ধূলো
রাঙা হয়ে উঠেছিলো
ধরে রাঙা চরণ দুটি
ধ'রে রামকৃষ্ণ চরণ বুকে
শান্তিপুর আর নদের কুলি
এ যে রাধার প্রেমে রাঙা ধূলি
পঞ্চবটের ছায়ায় রচা অমর্ত্ত এই মর্ত্ত লোকে ॥
এই ছায়ার বাটে কুঞ্জ গড়ি
এই খেলার নাটে খেলাই করি
সপ্তলোকের তীর্থ এ যে মূর্ত্ত হ'ল ধরার দুখে ॥

১১৩

জগৎ জুড়ে শুনছি ঠাকুর তোমার জয়গান
নদীর বুকে ছল ছল
কল কল পাখীর কলতান ॥
বুক জুড়ান হাসির মানিক
বুকের কোণে জাগাও খানিক
চরণ পরশ মণির পরশখানি দাও বুকেতে ছোঁয়ান ॥
চোখের জলে পূজবো তোমায়
রাখবো বুকে সোহাগ সোনায়
নিতি সুখে দুখে গাইবো মুখে রামকৃষ্ণ সুধা নাম ॥

১১৪

ওরে ও সুর নদী
কার চরণ ছোঁয়ায় বল
এত করিস টলমল ॥

পেয়ে কারে হলি হারা
গেরুয়া বসন তাই কি পরা
কোন পরশ মণির পরশ পেয়ে
হলি রামকৃষ্ণ সুধার ঢল ॥
ওকূলে তুই শুনিস যে নাম
একূলে তায় জানাই প্রণাম
তোর একূল ওকূল তুকূল ভরা
বল্ কোন সাধনার ফল ॥

ফলহারিণী কালিকা পূজা ১৩৪৮

১১৫

তুমি শিশুর ছলে খেলছ হরি
আমারি এ ঘরে
বুঝি অলখে পড়বে ঢলে
দূর অলকার পুলক হ'রে ॥
তোমার ঐ কাঁদন হাসি
তোমার ঐ বেদন বাঁশী
ওগো তাই ভালবাসি রই বুকেতে ধরে ॥
আঁখির ঐ আলসে
কত চাঁদের সুখ উলসে
তাই যুগে যুগে জুড়ালো বুক ধ'রে শিশু দিগম্বরে ॥

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠা দিবস
৮ই চৈত্র ১৩৪৭

১১৬

ব্যথার রঙ্গে রাঙ্গাবো আজ প্রাণের ঠাকুরে।
দিব অশ্রুমোতির সাতনরী হার অঝোর ঝুরে ॥

আমার এই বেদন বীণে
তাহারে লবে চিনে
দিয়ে এই সুরের রাখী বাঁধিবো সেই অচিনে
রয় যে দূরে দূরে ॥
নিয়ে এই দহন জ্বালা
আঁধার হবে আলা
ফাগুনের এই রঙের মেলায়
মিলিবে সুরে সুরে ॥

দোলপূর্ণিমা
১৩৪৭

১১৭

তন্দ্রাভরা এই চন্দ্রালোকে
রবে কি আমার চোখে চোখে
এই আবছা আলোর দিকের রেখা
ওগো খনিক সখা
দাও দেখা দাও এই দুখে
অফুরাণ এই পথে ভুলে
যদি কূল নাহি পাই রই অকূলে
টেনে লবে কি আমারে ঐ বুকে ॥
অনিমিখে দূর পথ বেয়ে
আঁখিমেলে তাই রই চেয়ে
আশা ছেয়ে শুধু সুখে দুখে ॥

Return from
Biswarani.

১১৮

আজি চন্দ্র তারার ছন্দ মিতালী
আমার সাঁঝের আরতি তাই জ্বালি গো জ্বালি ॥
বুকের আঁধার কোণায় আসন পাতা
চোখের জলে ব্যথার সোঁতা
মৌন বীণায় বাজে গীতালি ॥
নারি গন্ধগীতে বন্দনীতে অন্ধ দেবতায়
এই বেদন বীণে লবে চিনে
যারে চিনেও চেনা দায় ॥
যে দিকে যারে চাই অনিমিখে
তারে যাই যে লিখে লিখে
দিয়ে এই চোখের অলখ কালি ॥

১১৯

যখন ঘনায় আঁধার রাতি
নিবে নিবে আসে যখন নিজন ঘরের বাতি
আপনি ঘিরে আপনটিরে ব্যথার আঁচল পাতি ॥
কালো মেঘের কাণায় কাণায়
শ্রাবণ রাতির কাঁদন ঘনায়
আলো ছায়ায় স্বপন উঠে মাতি ॥
ছড়িয়ে যাওয়া কুড়িয়ে পাওয়া
কত অবুঝ কথা কত অফুট ব্যথা
ঝরা ফুলের মত
তুলে নিয়ে নত মুখে মালায় আমার গাঁথি ॥

১২০

আজি মেঘ মৃদঙ্গে ধরেছে বোল
তোর হৃদয় কুম্ভ ভরিয়ে তোল
গগনে গগনে বিজুরী বুননে মেঘের সায়রে লেগেছে দোল ॥
চকিত চপলা দুলায়ে ফিরে
সাঁঝের মণিটি বেণীতে ঘিরে
চমকে তিমিরে দু' কপোল ॥
তবে হৃদয় বীণাটি বাঁধরে বাঁধ
নীরব গানটী সাধরে সাধ
নয়ন ভরিয়া আন বাদল ॥
উতলা পবনে এলায়ে দে
জটিল হয়ে যা জড়ায়েছে
খসায়ে দেরে সব আগল ॥

১৯৪০

১২১

সব গরব গুঁড়ায়ে নিজেরে কুড়ায়ে
দাও চরণে তোমার গড়াতে ॥
মাধুরি ছড়ায়ে নয়ন ভরায়ে
দাও আমায় আপনা হারাতে ॥
আছি জটিল বাঁধনে জড়ায়ে শত কাজে রই ছড়ায়ে
ভয়ে ডরে লাজে পাই যেন কাছে
জীবনে মরণে জড়াতে ॥
জীবন জ্বালাতে জ্বালায়ে
দাও কঠিন হৃদয় গলায়ে
শিব সুন্দর বেশে এস সকল জ্বলন জুড়াতে ॥

সন্ধ্যা গহন নয়নে তুমি আসিও শান্ত চরণে
হৃদয় বাহিরে পথের তিমিরে
চেওনা পথিকে এড়াতে ॥
১৯৪০

১২২

রামকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম
যে নাম শ্রাবণ রাতি চুপে চুপে বলে
যে নামে স্বাতির জলে মুকুতা ফলে
হৃদয় দলে দর নয়ন জলে
লহ লহ নাম শ্রবণাভিরাম ॥
পরশে কনক করা সে যে পরশমণি
মনের মণিকোঠায় সে যে আলোর খনি
সে যে অমনি মেলে তার নাহি কোন দাম ॥
তার লহরে লহরে উঠে সুধার ফেনা
সেই নামের বাজারে নামী আপনি কেনা
তাই জপিতে জপিতে মন না মানে বিরাম ॥

১২৩

বিকাশ মাধুরী জীবনে
বিকাশ মাধুরী মরণে ॥
ওগো বিকশিত কর জীবন পদ্ম
হৃদয়ে হৃদয় হরণে ॥
ফুটি শতদলে ব্যথার অতলে
আলোছায়া দোলা নব মাধুরী
রচিব চরণে ॥
১২ই আষাঢ়
১৯৪১

১২৪

ভজ রামকৃষ্ণ, কহ রামকৃষ্ণ লহ রামকৃষ্ণের নামরে ॥
ঐ নাম নামী দিন যামী রহে এক ঠামরে ॥
লহ মুখে ঐ নাম
হৃদে ধর ঐ ঠাম
জীবন জুড়ান সে যে সব সুখ ধামরে ॥
শয়নে স্বপন হ'য়ে
নাম ধারা যায় ব'য়ে
ঐ নাম স্মরি ঐ নাম ধরি যাক দিন যামরে ॥
যেই রাম যেই কৃষ্ণ
সেই মোর রামকৃষ্ণ
যুগে যুগে সুখে দুখে সেই মোর প্রাণরে ॥

১৫।৭।৪১

১২৫

রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় হে
জয় সারদে জয় জ্ঞানদে
জয় জ্ঞান বিজ্ঞান দায়ীকে ॥
জয় দেব দেবকারী জয় জয় জয় হে ॥
জয় আম্র কাননচারী
জয় সহজ সমাধিধারী
পাপী তাপী হৃদয়হারী জয় জয় জয় হে ॥
জয় নররূপ নারায়ণ
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন
জয় ভক্তমন বিমোহন জয় প্রভু জয় হে

১৭।৭।৪১

১২৬

তুমি আমার প্রাণের ঠাকুর
তুমি আমার প্রেমের ঠাকুর
আমার তুমি ভগবান ॥
যুগে যুগে জাগিয়ে আমায়
জেগে আছো মনের কোণায়
ঐ কনক করা চরণ ছুটি আপনি দিলে দান ॥
ঐ চরণে জানাই নতি
ঐ চরণ ধূলায় মাগি মতি
ঐ চরণে শরণ নিয়ে গাই রামকৃষ্ণ সুধা নাম

১২৭

তুমি ধরার ছুখে এলে ঠাকুর কত না ছলে
তুমি রাম হয়েছো শ্যাম হয়েছো
আবার রামকৃষ্ণ যে হ'লে ॥
হরিতে ধরার বালাই
হয়েছো নদের কানাই
মুড়ায়ে কেশ সেজেছো বেশ
কেঁদে কাঁদাবে ব'লে ॥
ছায়া বুনন ঐ পঞ্চবটে
মিলালে সব একই ঘটে
ধরার ধূলে থাকতে ভুলে
বুঝি মা-মা বলে পড়ো গো ঢ'লে ॥

১২৮

দীন উপচার দীন আয়োজন
নাহি আবাহন নাহি মম মন
কি দিব তোমারে ধরিয়া ॥

বিদুরের প্রেম সুধা
মিটাতে পারিত ক্ষুধা
তাও দিতে আমি নারি হে
হৃদয় ভরিয়া ॥
লাজে হৃদয়ে নত দুখে
যা আছে এনেছি চুপে
লহ লহ লহ প্রভু হে দীন শরণ ॥

১২৯

আমার এই বেদন বাণী
সাঙ্গ এবার হ'ল জানি,
তাই বুকের বীণায় তার ছিঁড়ে যায়
কাঁদন জাগে রণরনি ॥
ধূলার মুঠে ঝরা মালা
পথে প'ড়ে শূন্য ডালা
নয়ন কোণায় টলোমলো সকল কথার কানাকানি
যাবার বেলা রেখে কি যাই
মুছে যে যায় সকল রেখাই
ভেঙ্গে যে যায় সকল খেলাই
পড়ে ধূলার মেলা ধূলায় ভাঙ্গি ॥

যাবার মুখে
আষাঢ়

১৩০

জ্ঞানের জ্ঞানদা দীনের সারদা
শরণাগতের ওগো তুমি তো মা

সীতা তুমি রামের দুখে
রাধা হ'লে শ্যামের বুকে
তুমি যুগে যুগে লীলার কমল বিলায়ে রমা ॥
চণ্ডী বেদ আর গীতা মুখে
তোমার কথাই মাগো শুনি সুখে
ধ্যানের বুকে তুমিই জাগো রূপে অনুপমা ॥

কাশীপুর
শ্রাবণ ১৯৪১

১৩১

ঐ সোনার পুতুল ধরার ধূলে
কে এনেছে রে
বুঝি প্রেমের ঠাকুর না থাকতে পেরে
আপনি এসেছে রে ॥
রুনু ঝুনু নূপুর পায়ে
নাচবে বলে আদুল গায়ে
ধূলার সাজে সোনার অঙ্গ
তাই ঢেকেছে রে ॥

১৩২

রামকৃষ্ণ কথা কও ওরে মন
রামকৃষ্ণ কথা কও
ঐ চরণ দুটি আঁকড়ে বুকে
ধূলাতে লুটাও ॥
ঐ সুধার সায়র সেঁচে
মনের মাণিক নে না বেছে
মিছে ভুলে কেন রও ॥

ওরে বেভুল আমার মন
কেন ভুলিস্ আপনজন
কেন হোস্‌রে উধাও ॥
এই ছায়ার মায়ার মাঝে
রামকৃষ্ণ নামটি বাজে
কেন হৃদে না বাজাও ॥

6.10.41
সিউড়ী

১৩৩

এই জীবন নদীর কূলে
আমি চলিব কি শুধু ভুলে
এই অন্ধকারে ছন্দ হারা
শুধু চলিব কি পথ ভুলে ॥
নয়ন কোনায় নয়ন জল
শুধু করিবে কি প্রভু ছলছল
কভু ঝরিবে না কি পদ মুলে
গেঁথেছি যে মালা সারাটি ক্ষণে
সে কি কভু পড়িবে ও চরণে
বারেক ভুলিয়া লবে কি কণ্ঠে তুলে ॥

6.10.41
সিউড়ী

১৩৪

ওরে তারক ব্রহ্ম নাম
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রাম রাম ॥
ওই নামের মালা গাঁথি
ওই নামের সাধন সাধি
ওই নাম রে প্রাণারাম ॥

ওই নাম নিয়ে যায় বেলা
ওই নামের মহা ভেলা
হেলায় মিলায় রামকৃষ্ণ ধাম ॥
ওই নামের ধারা চলে
এই নয়ন ভরা জলে
এই নামের দোলায় দুলে জুড়ায় রে প্রাণ ॥

আশ্বিন
১৩৪৮

১৩৫

রিমঝিম রিমঝিম
বাজে বাদল মঞ্জীর
চরণের বোলে মন যে দোলে
দোলায় হৃদয় অধীর ॥
গাছের আগা দুলে সারা
বিজুলী জ্বলে মেঘলা ঘেরা
জলে থলে বাজে উছল ব্যথার মীড় ॥
তাই বুকের কোনায় কাঁদন ঘনায়
ঘরের কোনায় মন না রহে থির ॥

২১শে আশ্বিন
১৩৪৮

১৩৬

বাংলা মাটীর মা যে গো তুই বাংলা মাটীর মা
ওই শ্যামল মেঘের ছায়া দেখি নয়নে জমা ॥
সারদা তুই জ্ঞানদা তুই জ্ঞানীর কাছে
আমার বুকে থেকে থেকে শুধুই যে বাজে
তোর ছন্দ সুষমা ॥

(মায়ের রূপের সুষমা)

তোর স্নেহের পরশ অঙ্গে বুলায় বনের ভিজে হাওয়া
দেখি লতায় পাতায় দোল দিয়ে যায় মায়ের স্নেহের মায়া ॥
তোমার স্নেহের শ্যাম সোহাগে
মাঠে মাঠে পুলক লাগে
বনে বনে ছড়িয়ে আছে তোমার ঐ শ্যামলিমা ॥

সিউড়ী

১৩৭

ঐ নয়ন জলে
নাম নিয়ে যা নাম নিয়ে যা
ও তুই নাম নিয়ে যা রামকৃষ্ণ ব'লে ॥
যদি ব্যথার বেদন উঠলো দুলে
ও তুই থাকবি কিরে বেভুল ভুলে
হৃদয় হরা রূপ এঁকে নে হৃদয় দলে ॥
দোসর সাথীর সঙ্গ পেতে
চরণ যদি ওঠে মেতে
বরণ তবে কর্‌রে তাকে সকল ভুলে ॥

26.10.41
ট্রেণে

১৩৮

ঐ আলো ছায়ার খেলা
আমার মনকে যে দেয় দোলা ॥
বাঁশের বনে ক্ষণে ক্ষণে
রঙের পরে রঙ যে জমে

ঝিরি ঝিরি ধিরি ধিরি
বাউল বাতাস বাজায় একতালা ॥
রামধনুতে রঙ ধরেছে
নয়ন মন তাই হ'রেছে
তাই ভেসেছে মেঘ সায়রের ভেলা ॥

১৩৯

ওরে নাম যে বড় সবার থেকে
ও তুই নয়ন জলে যা রে ডেকে ॥
ডুব দিয়ে ঐ রূপ সায়রে
তলাতল পায় কে বা রে
ঐ নামের ভেলা হেলায় মিলায়
নয়ন যারে নাহি দেখে ॥
ঐ নামের ফাঁদে দেয় যে ধরা
সেই নয়নের নয়ন হরা
সুধাভরা রামকৃষ্ণ নাম
বলরে বল হেঁকে হেঁকে ॥

১৪০

তন্দ্রাভরা এই চন্দ্রালোকে তুমি এনেছ হাসির বান
এই গন্ধ গহন সন্ধ্যাপবনে
তুমি আমার বুকের গান ॥
এই সুন্দর ধরাতে
এই কুঞ্জ কানন পুষ্প পরাতে
পেয়েছি তোমার আশীষ দান ॥
ঐ চন্দ্রলেখায় আছে আঁকা
তোমার ছুটি নয়ন বাঁকা

এই ছন্দদোলায় রয় যে ঢাকা বঙ্কিম নীল ঠাম ॥
এই অফুরাণ আনন্দে
তুমি এসেছো গানে ও গন্ধে
পরমানন্দের এনেছো আহ্বান ॥

১৪১

এই আঁধার গলা রঙ্গে আমি চুপে চুপে চেয়ে থাকি
মোর মৌন এলানো অঙ্গে আলোছায়া মাখামাখি ॥
একা একা ভালবাসি
বুক ছেপে চাপা হাসি
আমি অতল দীঘির মনের মুকুরে
ছায়া ফেলে ছলে মুখ ঢাকি ॥
আমি কালো মেয়ে কেহ নাহি চাহে
যদি পাখী গাহে সেও ভয়ে জাগি ॥
নাহি আশা নাহি বাসি ভালো
কালো আমি ওগো তাই আলো
ঐ ধূ ধূ জ্বালা কেহ চাহে নাকি ॥

1.1.42.

১৪২

মনের মুকুল ফুটলো না হায়
যখন ফুটলো বনের ফুল
আলোর আঁচল মুছিয়ে দিল আঁখির কাজল
হায় জাগলো না বেভুল ॥
বনের বাঁশী বাজলো যখন
উদাসী মন হায় গো তখন দিল না যে সাড়া
বাইরে কোথা রইবে খাড়া খুললোনা তার দুখের দেউল ॥

গন্ধ যখন ধূপের ধোঁয়ায়
সন্ধ্যা পূজায় আপন হারায়
দীপের শিখা পূজার ছলে আপনারে শুধুই জ্বালায়।
সেদিন একা আপন মাঝে
আপনা নিয়ে থাকবি কি লাজে
গন্ধ যে তোর বুকের মাঝে হয়েছে আকুল ॥

১৪৩

দুই নয়ন ভরি দেখ দেখ সখী মোর মরণ মধুর মরমীয়া
ব্যথার কালো কালিয়া এল এল কি ভুলে ভুল ক'রে
(এল) একি অপরূপ রূপ ধ'রে ॥
তার জলদ চাঁচর চিকুরে
ঝরে কদম কেশর অঝোরে
বাজের বাঁশুরী নিস্বরে গুমরি গুমরি গুমরে ॥
জড়ারে ধরেছে আঁকেবাঁকে
বাঁকা সাপের বিজুরী পাকে পাকে
আধো চাঁদের শিরের সিঁথিটি দেখ থেকে থেকে সখি শিহরে ॥
বুক ভাঙ্গা রাঙা শামর চরণ জীবন মরণ শরম ভরম
শোন শোন সখি বনে মনে মম মরমরে ॥
বাঁকা নয়নে অমিয়া বুলায়ে ব্যথার যমুনা দুলায়ে
নীল অতলের সে কালো কালিয়া
নিজে এসেছে ধরিতে দু'করে ॥
বাঁধা যে বেদনে বেদনে সখী চাস কি ফিরাতে সে ধনে
লাজে ভয়ে ডরে আঁখি ঝাঁপিব কি ক'রে
রবে না মরণে অধর অধরে ॥

১৪৪

মা মা ব'লে দেখ মায়ের ছেলে
বসেছে রে মায়ের কোলে
ব্যথার মাণিক ধূলাতে লুটায় খানিক
ধরার ধূলা গলবে ব'লে ॥
পাষাণীর মুখের হাসি
ফুটালোরে কোন উদাসী
গোমুখীর গোপন ধারা
বুকে তাই বাঁধন হারা ভাবের মুখে ঐ উথলে ॥
মা'র আঁধার রূপে
রঙেছে কে চুপে চুপে
অরূপের রূপ ফুটেছে অধরা পড়লো ঢ'লে ॥
অধরা যে পড়লো ধরা রূপের শতদলে

১৪৫

কণ্ঠে তোমার মৃত্যু মদিরা জ্বলিছে বজ্র পানি
মুখে তোমার মা ভৈঃ মন্ত্র
সর্পিল শিখা জড়ায়ে ধরেছে
আধো কটিতটখানি ॥
ভাঙ্গা চাঁদের তিলক ঝলকে
সর্প লেহিছে অলকে
ডমরু ডিমিকে জয় পরাজয় করে শুধু কানাকানি ॥
জটিল জটায় আপন হারা
করুণা গঙ্গা গুমরে
গুমরে পাগল পারা
সুধা মধু বিষে মিশিয়াছে কিসে ভুলিয়াছে হানাহানি ॥

১৪৬

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে   বাঁধনহারা হ'লো।
ও আমার মন বল বল   রামকৃষ্ণ নামটি বল ॥
ভাঙ্গা বুকের কানায়   নামের সুধা ঢালো
শুকনো বালি নয়কো খালি   রসে টলোমলো ॥
তাই হৃদয় দলে   শত জোয়ার চলে
ও যে করে ঢলো ঢলো ॥

9. 4. 41.
3-30 A. M.

১৪৭

আর্ত্তের তরে এসেছ নামি হে মোর ভগবান
ক্রুশের তলে সমর্পিলে ছলে অমর তব প্রাণ ॥
মৃতের হৃদয়ে অমৃত দানিলে   ধরারে ধোয়ালে শান্তি সলিলে
দিকে দিকে তব প্রেম করুণার দিলে অমরার দান ॥
জাগ্রত ভগবান হে মোর জাগ্রত ভগবান ॥
দেব-নর-ঋষি মিলিয়াছে আসি   মর্ত্তে বাজিছে অমর্ত্তের বাঁশী
স্বরগের হাসি দুলিয়া উঠেছে এনেছে প্রেমের বান ॥
জাগ্রত ভগবান হে মোর জাগ্রত ভগবান ॥

X'mas 42.
23. 12. 41.

১৪৮

করুণা রস শ্রাবণে এসো এসো হে
ব্যথা বাদর ঘন বরণে বসো বসো হে ॥
শুকানো জীবন ধারা
অপথে পথ হারা
হল সারা দিশে হারা, বরিষ কৃপা রস হে ॥

ধূলা মলিন মম মুকুলে
শুখাতে দেবে কি অকূলে
নত নয়নের জলে হেসো হেসো হে ॥
দলিত শুষ্ক জীবনে
ফুটিতে চায় যে মরণে
পূজা আরতির ছলে, নিতে তারে তুলে
বেসো বেসো হে ভালবেসো হে ॥

আরতি (গ্রীষ্ম)
1. 1. 42.

১৪৯

আমার সকল আড়াল ঠেলে
আসা তোমার হয় না কেন জানি
পেয়েও তোমায় পাইনা যে চাইনে তাও তাও কি জানি ॥
নেই যে সেথা ব্যথার সোঁতা
চোখের কোণে আসবে কোথা
রূপের মানিক ঠিকরে পড়ে কোথায় কোথায় সে সন্ধানী
রেখে আমায় দূরে দূরে
বুকের ব্যথায় যে জন ঝুরে
বুকের কোণে কান পেতে কে বা শোনে সে কাঁদনী ॥
দূরে যেতে চেয়েছি তো
ভালবেসে তাইতো দিলে রঙ্গের সোহাগ এত
জেনেও জানিনাতো কত একলা কাঁদ
শূন্য আঁচল টানি ॥

2. 1. 42.

১৫০

ওগো ক্ষমা সুন্দর
জানি জানি নহি যোগ্য
নহে ফুল সুন্দর মম অন্তর ॥
যত দান দিলে জীবনে যত গান দিলে এ মনে
যদি প্রাণ দিলে মম মরণে ফিরে দিতে রাঙ্গা চরণে
তিলেকেও নহে চঞ্চর ॥
দীনতার নাহি দাম বৃথা কথা বৃথা মান
তবু তুমি আছ চিরস্নেহময়
করুণ কান্ত নিরন্তর ॥

26. 1. 42.
(after recovery)

১৫১

এল বাসন্তিকা আঁচলে তার বন মঞ্জরী
তাই আরতির নৃত্য উঠে চিত্তে চঞ্চরী ॥
হৃদ-যমুনায় দোল লেগেছে সুধার সায়র তাই হেসেছে
মনে-বনে আনমনে তাই বাজে বাঁশরী ॥
ভ্রমর ভ্রমে কিসের লোভে
ঘরছাড়া কোন ঘরের ক্ষোভে
কার রাতুল চরণ খুঁজে খুঁজে মরে আদরি ॥
বনের বকুল ব্যাকুল আঁখি মনের কোণে জাগলো সেকি
শিশির ধোয়া নয়ন মেলে চরণ তলে রয় ঝরি ॥
দূরে যে জন দিল ঠেলে (সেকি) নিলরে তুই বাহু মেলে
ফাগুনের এই ফল্গু বুকে জাগে লীলা লহরী ॥

1. 2. 1942.

১৫২

আমার এই দেহ দেউল
সাজাতে মন হল যে বাউল ॥
দুহাতে নাহি কুলায়
ঐ চরণ ধূলায় তাই লুটায় আতুল ॥
নূপুর বাজে মনের দু'পায়
নেচে নেচে আপনা বেচে কি যেন গায়
কিবা সে চায় হয়ে বেভুল ॥
আমার ঘর ছেড়ে যায় পথ ছাড়ে পায়
আপনাতে আপনি হারা আলোর তারায় তারায়
তার তরে তাই ফুটে অলখ ফুল ॥

1. 2. 1942.

১৫৩

আমি সাতরঙ্গা রামধনু
আধো গড়া মালা লীলা অলকায় ॥
আমি শত রঙ্গে রচা সাতনরী হার
কণ্ঠে না দুলে
তবু গেঁথে যাই শুধু সেধে যাই
শেষ সাধের সাধনায় ॥
আমি ভুলের দেউল গড়ি
ওকূলে ভিড়াতে এ কূলের মায়াতরী
আমি ধরার রঙিন কামনা গহিন মনের মিনতি
মোর ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা বেদনা
ধায় উধাও দূর অধরায় ॥

১৫৪

নেমেছে চাঁদের কণা ধূলাতে
পাষাণী কি গুণ জানে গো
গুণ জানে মন ভুলাতে ॥
ঐ জাদু করা ঠোঁটের কোণায়
আছে কনক চাঁপার হাসি বোনা
নীল নয়ন মাঝে পারে না যে মায়ের মায়া কুলাতে ॥
সাত সায়র সেঁচা মাণিক সোনা
ঐ রাঙ্গা পায়ে রয় যে কেনা
এমন রূপের মাণিক্ রয় কি খানিক
আঁধার বুকের কোণাতে ॥

১৫৫

আমরা মায়ের পাগল ছেলে
রামকৃষ্ণ বলি হেসে খেলে ॥
কাঁদন-হাসির বাজাই বাঁশী
ছড়িয়ে চলি আঁধার আলোর খেয়াল খুশী
পথেই বসি পথের কথা ভাবিনা তো কোন কালে ॥
হাল ছেড়েদি তুফান টানে   পাল তুলেদি নামের বানে
জানি সাঁঝের সারি গানে ফিরব আবার মায়ের কোলে
বুকের কোণে আছে আঁকা
মায়ের দুটি চরণ বাঁকা
বাঁকা পথে চলতে একা চাইনে পিছে কোন ছলে ॥

১৫৬

এবার ঘরে ফেরার পালা
সাঙ্গ হ'ল বেলা ॥
আঁকা বাঁকা পথটি বেয়ে চলি সাঁঝের সারি গেয়ে
নামের সুধা ঢালা ॥
আধো মেঘের আড়াল টুটে
সাঁঝের তারা উঠলো ফুটে
বুকে প্রেমের মণি জ্বালা ॥
রাতের আঁধার আসে নামি
যত ব্যথার বাণী যায় গো থামি
গাঁথি রামকৃষ্ণ-নামের মালা ॥

বিস্মরণী হতে ফিরবার পথে।

১৫৭

ঐ চিকণ রূপের বালাই নিয়ে মরতে মোদের দে
লাল শাপলা ফোটা চরণ দিয়ে নয়ন হ'রে নে
আমার সকল হ'রে নে ॥
চোখে মায়ের মায়ার কাজল
লুটিয়ে পড়ে স্নেহের আঁচল
কোল ভরা তোর ছেলে-মেয়ে ভীড় যে করেছে ॥
ভুখারীর তো তর সহে না
মনে যে আর মন বসে না
ঘরের আগল আর রহে না পাগল করছে
ওমা মায়ার সারদে ॥

১৩৪৮ সাল
পূজার সময়

১৫৮

রঙের ফাগুন রাঙালো যে বুকের ব্যথার হার
তাই মনের কোনে মন বসে না বসানো যে ভার ॥
দুই চরণে রণন জাগে   চোখে রঙের বুনন লাগে
থেকে থেকে থমক আঁকা রাঙা চরণ দুটি কার ॥
দূর অলকার অলখ ধন
সে কি আজ দিল ধরা   অধরা এ বা কেমন।
বাঁধলো ছলে ছন্দ রাখি   এ বা কোন সুরের সাকি
বাঁধন দিয়ে নিল কি সে   সব বাঁধনের পার ॥

15. 2. 1942.

১৫৯

কার রঙের বাঁশী   কার রঙের হাসি
কার রঙ লেগেছে রঙ্গে ॥
কার রঙের মেলায়   কার রঙের খেলায়
দোল লেগেছে অঙ্গে ॥
বনে বনের কুহু কেকা   মনে মনের পাপিয়া
দূরের একা একা হ'ল সুরে গোলাপীয়া ॥
আমার বুকের অশ্রুমোতি   হ'ল আলোর কমল যদি
তার ঝিকিমিকি ঠিকরে পড়ে চলন নট ভঙ্গে ॥
রঙে রঙে রাঙ্গায় যে জন   আমার এই সাতরঙ্গা মন
চেয়ে তারি চরণ এই আয়োজন রঙতে তারি সঙ্গে ॥

26. 2. 1942.

১৬০

ফাগুনের এই আগুন রঙে
মনটারে তোর রাঙিয়ে নে।
ছন্দ গানে সুখ সিথানে
ঘুমটারে তোর ভাঙ্গিয়ে নে॥
বনে তোর ফুলের মেলা
মনে তোর রঙের খেলা
বুকে তোর শূন্য ডালা
পূজার ফুলে ভরিয়ে নে॥

দোল—১৩৪৭ সাল

১৬১

আমি যূথি আমি জাতি
জাগি কাঁদন কালো রাতি॥
নই পূজার শতদল আলোয় আলো ঝলমল
ব্যথায় ঢলঢল যদি দলো পায়ে দলো
তাই ধূলায় বুক পাতি॥
ভয়ে ভয়ে রই চেয়ে
যাই যদি যাই ধেয়ে পথ বেয়ে
পূজার দেউলে যদি নাহি দোলে সাঁঝের বাতি॥
যদি লয় তুলি হাতে বসে থাকি আশাতে
ধূলি হ'তে সেই ধূলাতে যেথা অলখ সাথী॥
4. 3. 1942.

১৬২

ভোরের বেলা ফুটলো কমল আলোর কমল রে
লীলা রসে টলমল আপনি দোলে রে॥

দুটি আঁখি শিশির মাখা
পাতায় পাতায় আধো ঢাকা
ঝিকিমিকি তারি কোলে রে ॥
প্রভু আমার ঠাকুর আমার বুক চেরা মোর ধন
বেজেছে কি বক্ষে তব লক্ষ নিবেদন।
রূপসায়রে লহর তুলে
রামকৃষ্ণ নামটি দুলে
তাই গরব ভ'রে রে ॥

১৪ই মাঘ, ১৩৪৮ সাল
ভোর রাত্রি

১৬৩

বাঁধভাঙ্গা ঐ হাসির সায়রে
দোল লেগেছে দোল লেগেছে দোল লেগেছে রে ॥
গহীন নয়ন তারার অথৈ তলে
মায়ের সোহাগ তাই জেগেছে রে ॥
ভাঙ্গা বুকের কানায় কানায় কাঁদন হাসির রঙে রাঙায়
ধরার ধূলায় ভুলাতে আজ কে এসেছে রে ॥
জানি আমার ব্যথার মাণিক ঠিকরে পড়া রূপের খানিক
সকাল সাঁঝের আলো কালো ঐ রঙের পায়ে সব বিকালো
ঐ রঙে রঙে তাই রেঙেছে রে ॥

5. 3. 42.
4 p. m.

১৬৪

একি রূপ ধরেছিস রূপের অলখ চোরা
তাই তিলে তিলে পলে পলে ঝরে রূপের ঝোরা।

আমার কান্না হাসির মায়ায়
জানি মরণ নাচন নাচায়
জ্বলি আপন বুকের জ্বালায় ও তুই আপন ভোরা ।।
ঐ নীল নয়নের নীচে
বাঁকা হাসির রেখা কি যে
বুকের কাছে রইবি না যে বুক যে আমার পোড়া ।।
5. 3. 42.

১৬৫

আজি কার অঙ্গ লাবণি
গগনে ভুবনে জড়ানো মায়ার ডোর
বুঝি বা ভোরের স্বপন
এমন করে জড়াল নয়ন মোর ।।
এবা কার সোনার বাঁশী   আলেয়ার সোহাগে হাসি
দিল উদাসীয়ার তুই নয়নে রঙের কাজর ।।
আঁধারের এই এপারে   যারে চাহিতে বারে বারে
নয়ন গেছে ভিজে
সে কি নিজে এসেছে আজ দিতে বাহুর ডোর ।।

১৬৬

শেষের বেলায় ও কে ভুলাতে চায়
রাঙা ধুলার রঙ্গে ।
তাই ফুলের দোলা দুলাতে চায়
ঐ দোল জাগান অঙ্গে ।।
ঘর ছাড়ায়ে দিশ হারায়ে   পথের দিশে দেয় যে কেবা রে
দূর ইসারায় ডাক দিয়ে যায় সাথী হতে সঙ্গে ।।

তার চরণ তলে উঠে দুলে আলোর শতদল
তাই নয়ন জলে গলে যে যায় ব্যথার কাজল।
এবা কোন গোপন সাকি   পথে আমায় নিল ডাকি
পথের ধূলা রাঙালো কি তায় থমক নট ভঙ্গে ॥

১৬৭

আমার এ ভুলে ভুল বুঝে প্রভু
ভুলিতে চেও না মোরে
যদি ছুটে যাই পথে কি বিপথে
আমায় বাঁধিও বাহুর ডোরে ॥
দরশন মাগি   যদি আঁখি নাহি রহে জাগি
তবে কঠিন আঘাতে   দিও নয়নের জলে ভ'রে ॥
যদি পরশ আবেশে   ছুটে নাহি আসি তব পাশে
তবে কঠিন শাসনে টেনে নিও বুকে করে ॥

১৬৮

হাতে যে আজ নাই তো মালা
নাই তো কোন ফুল
মুখে আছে আশিস্ বাণী
শুধু সান্ত্বনা অতুল।
দূরের পথ ঠেলে এলে যদি এলে
সকল হৃদয় ঢেলে দিলে একটি গানের ফুল।
তারি তরে রয় তো জাগি
দেবতা যে অনুরাগী
তাই পূজার সাজি সাজাতে হল রে যে ভুল ॥

১৬৯

তবু দিতেছ কত না দান
ফুলে ফুলে দিলে গন্ধ মদিরা
বুক ভরে দিলে গান ॥
দূর হতে দূরে ছুটে নিয়ে চল
নয়নে উছল ব্যথার বাদল
তবু হৃদি শতদলে শত কথা দোলে
দুলায় আমার প্রাণ ॥
জানি জানি আছ ঘেরিয়ে আমারে
ডেকে ডেকে যাও হৃদয় দুয়ারে
ব্যথার মুকুলে দুলাইয়ে যাও ভেঙ্গে কর শতখান ॥

১৭০

ওরে সুর-সুরধুনী বল রে বল শুনি
কোথা রামকৃষ্ণ প্রাণারাম
আমার নয়নাভিরাম ॥
আমার বুক চেরা রতন শত সাধনের ধন
সে কি হেলায় ফেলায় রয় সয়ে অযতন ॥
দেখি পঞ্চবটী তটে সেকি মা-মা বলে লুটে
মায়ের আঁধার রূপে হারাতে চায়
আঁধারে মুখ ফুটে।
মার সোহাগ লুটে এসেছিল সে ছুটে
তাই ফিরে গেছে করে অভিমান ॥
ওরে চির চাওয়ার চাতকী দেখেও দেখলি না কি
সে যে কেঁদে কেঁদে সেধে সেধে
বইয়ে গেল শ্রাবণেরি বান ॥

১৭১

সুরের জাল বুনি
আমি আপন মনে শুনি ॥
বেলা আসে পড়ে
অশ্রু শাওন ঝরে
জীবন নদীর বেলায় আমি দিনে যে দিন গুণি ॥
এই যাত্রা শেষে দেখি
চমক লাগে একি
আগাথা ফুলগুলি মোর গাঁথলো এ কোন গুণী ॥

১৭২

আমার পূজা আজো হয়নি সারা
আয়োজন হয়নি আজো
গোধূলির এই রঙের মেলায়
ব্যথার বাঁশী তাই কি বাজো ॥
মনের কোণায় আছে যে জমা গোপন কত ব্যথার বাণী
শেষের সুরে ছড়িয়ে পড়ে
তাই কি তাহার পরশখানি
ছিন্ন মালার পাপড়িগুলি পথের ধূলায় পড়ে যে খুলি
যাবার বেলায় পথের ধূলি
রাঙা কি তাই হবে না গো ॥

১৭৩

নয়ন জলে ডেকে প্রভু কন ওরে নরেন ওরে-নারায়ণ
কেমন করে আমায় আজ
এমন কথা বললি খেয়ে লজ্জা লাজ।
ঋষি যে তুই সপ্ত লোকের ধন এনেছি যে করে আরাধন

আপন মাঝে আপনি থেকে ওরে
ঋষি যে তুই থাকবি কেমন করে।
ওগো ঠাকুর ওগো দরদীয়া তোমার কথায় কাঁপে আমার হিয়া
এমন করে তোমার নরেন নিয়ে
খেলতে চাও মরণ খেলা কি-এ।
শুকের মত সমাধি সাধ যার' লাগে ভাল সাত সায়রের পার
খেলা ঘরের ভাঙ্গা পুতুল ধরে ঘুমের কাজল দেবে নয়ন ভরে।
ধরায় তখন সাঁঝের আঁধার নামে
শাঁখের ধ্বনি বাজে ডাইনে বামে।
প্রভুর বাণী উঠল ধীরে বাজি ওরে নরেন ওরে সাবাস মাঝি
আধার বড় এই তো ছিল মনে
এসেছিস কি রইতে আঁধার কোণে
আর্ত্ত জনে রাখতে বুকে ধরে স্বর্গ হতে এনেছি যে তোরে।
নম্র মাথা ফণীর মত হয়ে বলল নরেন ধীরে র'য়ে র'য়ে
মাথা পেতে নিলাম তোমার বাণী
মাথার মণি তোমার ব্যথা খানি।
তেমন সন্ধ্যা নামেনি আর কভু
সে যে প্রভাত সকল রাতের তবু
ধরার ধূলা ধন্য হল যে রে' পার্থ কৃষ্ণে নূতন রূপে হেরে॥

১৭৪

ফুকারে ঠাকুর গঙ্গার কূলে সন্ধ্যা এল যে ঢুলে
ওরে তোরা আজো কোথায় রইলি আমায় ভুলে।
ব্যথিয়ে উঠে হৃদয় যমুনা ধরার বেদনা ছকূল মানে না
উছলি উঠেছে কানায় কানায় আয় আয় ওরে আয়
ঐ সাত সায়রের পারে কোন প্রাণে রইবি হ্যাঁরে
ধরার ব্যথায় বুক যে তিতে যায়।

যাই যাই যাই গো ছুটে ঋষিরে বেড়িব বাহুর মুঠে
কানে কানে কব কলকলি চল ঋষি চল চঞ্চলি
জ্যোতির ঘন আবরণ নাশি
ব্যথার নারায়ণ দাঁড়ালো হাসি
নবারুণ রাগে করে ঢল ঢল শ্রীমুখ মাধুরী বিকচ কমল
মৃণাল ভুজের বাঁধনে বাঁধি ঋষিরে ঠাকুর কহিল সাধি
সাধের সমাধি সায়রে পশি আপন ভুলে কত রইবে বসি
হের আঁখি মেলি উঠিছে আকুলি
কাঁদন কাতর ধরার অধর বাঁধুলি।
চল চঞ্চল চল নারায়ণ চল চলি
সমাধি সায়র শতদল দলি করুণা কিরণ উঠিল উছলি
আধো খোলা ভোলা নয়ন মেলিয়া
শিব সুন্দর হাসি উঠিল ছুলিয়া।
তখনো ভোরের অরুণ ছটায় রঙের ধনুটি নাহি ত মিলায়
হাতে হাতে ধরি দাঁড়াল পুলকে
নর নারায়ণ ব্যথার দ্যুলোকে।

১৭৫

সেদিন শ্রাবণ কাঁদনি রাতি
উতলা বায়ুরা বাহিরে করিতে রত যে মাতামাতি
শ্রীমুখের বাণী করে কানাকানি
নিবু নিবু করে নিবান বাতি।
প্রভুর শ্রীমুখ চাহি' ব্যথা ভাঙ্গা ছায়া আঁধারে
দাঁড়াল নরেন আনত' দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দুয়ারে।
বুক ফেটে যেতে মুখে নাহি ফোটে
সজল সন্ধ্যা কাজল বুলায় গোধূলির দুই ঠোঁটে।

শুধু দুটি কথা দুটি কথা মোটে
বিঁধে আছে বুকে তাই বুক যায় ফেটে।
আলো ছায়া ছোঁওয়া এই পারাবার পারে
বলে যাও শুধু বল আরবারে
এসেছিলে তুমি কোন অবতারে।
শুকানো ধরার ধূলিতে শ্রাবণী উঠিল ফুকারি
উষার আশায় রূপালি জাগিল হৃদয় নিঙাড়ি ॥
আধো খোলা আঁখি তুলিয়া কহিল ঠাকুর অস্ফুটে
"যেই রাম ওরে সেই তো কৃষ্ণ" এক দেহে দেখ এই লুটে।
নরেন নীরবে খানিক থামি মুখে না নিসরে বাণী
বুক চাপা শুধু দুটি কথা গেল চকিতে চপলা হানি।
বলে এই মহাবাণী এই মহাক্ষণে
মেনে নিনু প্রভু আজি মনে প্রাণে
জানাবো সবারে সেই অজানারে
কেবা তুমি তব ঠাঁই কোনখানে ॥

১৭৬

মিছে গাঁথা মালা বসে সারা বেলা
মিছে আঁখি জল ফেলা একেলা একেলা ॥
জানি দেউল দুয়ারে ল'য়ে ফুলহারে
ফিরে আসা হবে বারে বারে পেয়ে হেলা ফেলা ॥
জানি জানি ওগো জীবন দেবতা
পূজা ছলে করি আমি হেথা
নিজেরে নিয়ে শুধু ছেলেখেলা ॥

১৭৭

পুরানো এই দিনের কোণে
নূতন করে আমায় এনো
ফুরায় যদি ছিন্ন খাতা
নূতন পাতার আখর টেনো ॥
বলেই গেলাম বলার যা তা হারায় যদি হারাক না বা
অবলা মোর কথার কথা ব্যথার সোনায় রইবে কেন ॥
সকাল সাঁঝের কান্না হাসি যে মালাতে হবে বাসি
তারি সূতোয় নূতন করে তুলবো গলায় জেনো জেনো ॥

১৭৮

রামকৃষ্ণ সায়রে সিনান করে
জুড়াল মন জুড়াল রে
ঐ নামের রঙ্গন মালায় আমার সাতরঙ্গা মন রাঙ্গায়
আলো আঁধায় শত আদরে ॥
আমার চলন নটভঙ্গে জীবন মরণ রঙ্গে
নামের পাপড়িগুলি ছড়িয়ে চলি দখিণ বায়রে ॥
রামকৃষ্ণ কলির মঞ্জরী ওঠে মনের বনে চঞ্চরী
নয়ন মন যায় ভরি গো যায় ভরি সুধার সরে ॥
ঐ নামের বাঁশী শুনে আমি হাসি আপন মনে
আবার মনের কোণে ভাসি নয়ন কাজরে ॥

১৭৯

রামকৃষ্ণ কাজর আঁকিয়া ঐ স্বপনে রহিব জাগিয়া
যদি জীবনে না থাকে জীবন চির মরণে রহিব -মরিয়া ॥
গলে মালতী মালাতে তুলাবো বুকের জ্বালাতে জুড়াবো
ভুলাবো আপনা ভুলাবো
ঐ আকাশের চাঁদে পরশ রভসে বুকের পাশেতে পাবো ॥

এই বাহুর ব্যাকুল বাঁধনে
যদি বাঁধিতে না পারি সে ধনে
সেই সাধনে বরিব মরণে ॥
সেই চাঁদের সোহাগ চন্দনে রাখিব অঙ্গের অঙ্গনে
আমি থাকিব আনন্দ নন্দনে ॥

১৮০

মোর ধূলায় খসা পাপড়িগুলি
যদি পড়ে গো ভুঁয়ে
তবু কি পারবো যেতে ঐ চরণ ছুঁয়ে ॥
শ্রাবণীর আশিষ মাগি যদি বা ছিল জাগি
শুকানো নয়ন কোণায় হাসির খানিক আঁকি ।
অবুঝ যত ব্যথা অবলা সকল কথা
আলগা হয়ে ছড়িয়ে যাবে হেথা হোথা
নয়ন জলে চরণ ধুয়ে ॥
অফুট ব্যথায় গ'লে
ভোরের শিশির ছোয়ায় যেন পড়িগো ঢলে
ঐ চরণ তলে সকল থুয়ে ॥

১৮১

থাক কথার কল কল
এই মৌন ব্যথাই ভালো ॥
যদি জুড়ায় সকল জ্বালা তবে এই দহন লীলাই জ্বালো ॥
যত মুখর মুখের কথা যদি কথার কথাই হলো
তবে দুই নয়ন ভরে শুধু করুক ছলোছলো ॥
এই একলা ঘরে যদি পাই নয়ন ভরে
তবে দোসর হিয়ার খোঁজে ফিরবো কেন বল ॥

১৮২

একি অকারণ বেদনায়
আঁখি যে ভরে যায়
ছুটি অবুঝ কথায়
সব কথাই যে হ'রে যায় ॥
মম সব প্রয়োজন সব আভরণ
দেহ প্রাণ মন
ধূলি হোক ঐ চরণ ধূলায় ॥
যত ব্যথা যত কল-কথা চরণের যত চঞ্চলতা
সে যে তোমারি তরে হে দেবতা
বুকের ব্যথায় সে যে নাহি কুলায় ॥

১৮৩

এই কাঁদন হারা নদীর খেলায়
ঝিকিমিকি আলোর মেলায়
এগিয়ে চলি বাহু মেলে ॥
পিছে থাকে মিছের গেহ দান দিয়েছি মাটীর দেহ
যা ফেলে দেবার দিছি ফেলে ॥
পায়ে পায়ে নাচন লাগে বুকে নামের কাঁপন জাগে
তাই আগুন খেলা চলি খেলে ॥
জীবন নদীর জীর্ণ বেলায় ভাসাই হেলা ফেলার ভেলা
ব্যথার মালা বুকের জ্বালায় রাখি জ্বেলে ॥

বৈশাখ
১৩৪৯ কানানদী

১৮৪

বাজা বাজা বাজা আমার
বাজা বাঁশুরিয়া
তোর বাঁশীর সুরে হাসি ঝুরে
মরি ঘুরে
ওরে সুরের সাপুড়িয়া ॥
কানা নদীর কানায়
কার মনের কাঁদন ঘনায়
অচিন জনের সুবাস মরে মৌ বনে ঘুরিয়া ॥

কানানদী
২রা জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৯

১৮৫

ভোরের আলো চোখ জুড়ালো জাগে জয় বাণী
এমনি করে অমল কর তোমার পরশ দানি।
ফুলের মত এমনি করে
রাঙ্গিয়ে তুলো নিত্যি ভোরে
পাখীর মত জাগিয়ে তুলো রামকৃষ্ণ কথা খানি
সারা দিন আর সারা বেলা
যখন করি পড়া খেলা
তোমায় ভুলে ভুল দোষে
দোষ ধরোনা ঠাকুর ওগো অন্তরযামী।

১৮৬

বুকের সুরধুনী
কাঁদে কি বেদনায়
কে যেন সাধে যেন
জড়ায়ে দুই পায় ॥

বকুলের তল বেয়ে
বয়ে যায় ছলছলি
স্মৃতির সোহাগ মাখা
শত কথা শত ভুলি
আঁধার ছাইয়া আসে
জানা ও অজানায় ॥

১৮৭

এই মরণ কালো আঁধার ভালো
আমার সাথী হারা রাতি আলো ॥
নিবু নিবু তারার বাতি তারি পথে চলবো মাতি
বিপথে যে পথ জাগালো ॥
বাঁকা নদী আঁকা আছে জোনাকীরা যেথায় নাচে
সেই তো যাচে আমায় যাচে
এই নিশিথে সেই ভুলালো ॥
থমক আঁকা চরণ ধ্বনি এই নিজন পথে যেন শুনি
চলতে পিছে তাকাই মিছে
কি যে মায়ায় দোল দুলালো ॥

১৮৮

যাবার বেলা বাঁশীটি মোর হাসির সুরে দিও ভরে
অবলা মোর সকল কথা অবুঝ বলে নিও ধরে ॥
ধূলা খেলার যত ধূলি যেও সেদিন যেও ভুলি
সকল আড়াল ভুলিয়ে দিও
বেঁধে ব্যাকুল বাহুর ডোরে ॥
সাঙ্গ হলে তোমার খেলা যেন পিছে নয়ন না রয় মেলা
জীবন নদীর বেলায় প্রভু
শুধু নয়ন দুটি দিও ভ'রে ॥

রাখো যদি পায়ে রেখো ঐ চরণ রাঙ্গা রঙটি এঁকো
শরণ নত জীবন আমার
তোমার পায়েই থাকবে ঝ'রে ॥

Knowing the End

১৮৯

একলা ঘরে শুনি আর সুরের জাল বুনি
ঐ নীল আকাশের মাঝে বাজে তারি চরণ ধ্বনি ॥
বুঝি সুরের কাঁপন লাগে
তাই নয়ন আমার জাগে
তাই দিনে যে আনকাজে দিন গুনি ॥
তার আলগা পরশ পেয়ে যদি শুধুই থাকি চেয়ে
যদি চলার পথ বেয়ে শুধু নূপুর উঠে রণি ॥
জানি না কি আছে
তার এ খেয়াল খুশীর মাঝে
বুকে বাজে কিনা বাজে আমার ব্যথার গুণগুণি ॥

১৯০

রামকৃষ্ণ কথা কয়ে
যদি তোর হৃদ যমুনা দুকুল ভাঙ্গা
দুই নয়নে যায় বয়ে ॥
তোর বুকের কানাকানি মুখর মুখের যত বাণী
যদি থাকে নিথর হয়ে
যদি তোর গানহারা একতারে
সাজে সুরের সুর বাহারে তারি পরশ পুলক পেয়ে ॥
এই দহন লীলায় ভ'রে যেথা থাকে স'রে স'রে
দেখ দরদী যে রয় বা কত স'য়ে ॥

যেথা এড়িয়ে বেড়ায় হেলে ব্যাকুল বাহুর মুঠি ঠেলে
যদি থাকে নয়ন ছেয়ে ॥
যার চলার পায়ে বাজে নিচুপ নূপুর সকাল সাঁঝে
যদি আপনি উঠে গেয়ে ॥

১৯১

আকাশ ভরা তারার মালা
নিবু নিবু কোণের আলা
তোদের কে মিলাবে বল
ধরার আঁচল ব্যাথায় কালো দখিণা বয় ঢল ঢল
তোরা কি সাথী হারা দল ॥
ধূলায় পথ আঁকা বাঁকা নীল অতলের ঐ যে রেখা
বলে দূর ঈশারায় চল ॥
নয়নে বয় হাসির সোঁতা বুক চাপা রয় বুকের ব্যথা
কার অথৈ ব্যথার ছল ॥

মাঠে রাত্রে গম্ভীরে

১৯২

ঝড়ের মাতন লাগল গাছের আগাতে
মন থাকে না ঘরে থাকাতে ॥
লাগল ধূলট বনের ধূলাতে ওলট পালট মনের কোনাতে
তাই নাম গেঁথেনি মনের মালাতে ॥
বাউল বাতাস বাজায় বাঁশি
মৌল বনে পাতার রাশী
ভুলে যাওয়া কান্না হাসি মনের কোণাতে ॥
মহা কালবোশেখীর তাল বাজায় মহাকাল
তারি চরণ তলে আমরা বেতাল
নাচি রামকৃষ্ণ নামেতে ॥

কালবৈশাখী রাসবন

১৯৩

বন্ধন মাঝে মুক্তি যে চায়
রেখো রেখো তারে ও চরণ ছায় ॥
দীঘল পথের পথিকে চরণে না রাখ যদি হে
পথের ক্ষত ও ক্ষতিকে কেমনে দলিব পায় ॥
প্রভাত অরুণে রণিয়া এসেছো তুমি তো নামিয়া
বাজের বিজরী হানিয়া যেও–না এড়ায়ে হেলায় ॥
ওগো নীল নিলীমের সাথী যদি নিবে যায় মোর বাতি
যদি পথ পাশে বসে থাকি ডাকিবে কি বলে আয় ॥

১৯৪

কে তুমি কার প্রাণের ঠাকুর
কে তুমি কোন প্রেমের ঠাকুর
কে তুমি কার ভাবে কাঁদো
কইতে কথা আধো আধো থমকি থাকো
আপনি আপনায় দিলে যে ধরে ॥
নেচে নেচে মা মা বলে ভুলালে আর কে ভোলে
আপনি নেচে এসেছ যে কই থাকলে কি দূরে ॥
আপনি যে বেসে ভালো করেছ এই আঁধার আলো
ঐ ঢলো ঢলো কাঁচা বরণ কোথায় রাখি গো ধরে ॥

১৯৫

উঠরে উঠরে ধনী মাঈ ধন
জাগরে জাগরে মেলরে নয়ন।
নয়নে আঁকিয়া সোনালী স্বপন
জননীকে ছেড়ে থাকে কি এখন
সুরে সুরে জাগে পূবালী অঙ্গন ॥

আলোর চুমায় সোহাগ বোনা মানিক রাজার বনে
দখিণা হাওয়া হাতছানি দেয় লক্ষ্মীজলার কোনে
ডেকে যে যায় জাগার লগন ॥
গোঠে মাঠে ঐ পড়ে গেছে সাড়া
পাখী ডাকা বাটে আলো ছায়া ছাড়া
দাঁড়ারে দাঁড়ারে বাঁকায়ে চরণ।

১৯৬

নীল মেঘের নীলাম্বরী আজ কে পরেছে রে
পথহারা ঐ পথের ধারে আজ কে বসেছে রে ॥
দীঘির মুকুরে তুই নয়ন রাখি।
জল আঁচলে দুকূল ঢাকি
উছল চোখের জলে কে সেজেছে রে ॥
বাজে বেণুর বন ক্ষণে ক্ষণে
গগনে দেয়া রণরণে মনে বনে
কাজরী সুর আজ কে ধরেছে রে ॥

অমরকোল

আষাঢ় ২৮শে জুন

—:*:—

বাঁশী ও অশ্রু

ভূমিকা

কুহু ও কেকার কি সম্বন্ধ বা চন্দ্রের সঙ্গে কুমুদের সম্বন্ধ নিকট কিনা জানা নেই বটে, তবে স্থান ও কাল উপযুক্ত হ'লে, বাঁশীর সঙ্গে অশ্রুর পরম সহযোগিতা রয়েছে। এটা নিশ্চয় কারণ এতে সাড়া দেয় অন্তর দেউলের দেবতা, বেজে উঠে কোন অজ্ঞাত Symphonyর ঝংকার যার উৎস বা কারণ মানুষ পায় না খুঁজে, শুধু জাগে তার মধ্যে একটা Sympathetic Vibration—সমধর্মী অনুভব যার বৈশিষ্ট্য প্রতি মানুষে বিভিন্ন এবং তাহা স্থান কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। রামপ্রসাদী গান হয়ত কোন লোকের সিনেমা কক্ষে ভাল না লাগা সম্ভব কিন্তু কোন ঘনায়মান শান্ত সন্ধ্যায় একাকী গঙ্গাতীরে সেই গানই সেই মানুষের ভিতর আনবে সাড়া, আনবে চোখের জল, জীবনের অনিত্যতা। তবে এর মধ্যে আরও গভীর রহস্য রয়েছে ওতপ্রোত ফল্গুনদীর মতই, উপরে উৎসহীন, বেগশূন্য কিন্তু অন্তঃসলিলা—আর সেখানেই ভেঙ্গে যায় জাতির তথাকথিত অলঙ্ঘ্যপ্রাচীর, দেশের আচারভেদ ইত্যাদি —জেগে উঠে তন্ত্রে তন্ত্রে বিশ্বমানবতার শাশ্বত প্রাণ যার ডাকে সাড়া দেয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত এমনকি মহাপাষণ্ডের ক্ষুধিত অন্তরাত্মা। Mozart এর "Don ; Giovainni ;" Schubert এর "Unfinished Symphony" ও Mendelssohn এর "Elijah," Bach এর "Passions of St. Mathews and St John" বা Beethoven এর "The Mount of olives" বা Handel এর Hallilujah যারা একবার শুনেছেন তাঁদের German বা Austrian ভাষা জানা না থাকলেও এসব গানের সুরের রেশ গভীর রেখাপাত করে থাকে তাদের প্রাণে। অপরাজেয় শিল্পী Juscha Heititz, Gehendi Memuhim এর বেহালা শুনবার জন্যে বিশ্বের লোক উদগ্রীব হয়ে থাকে আজও। ছেলেবেলায় শুনেছিলাম Madame Gallicureir (বিখ্যাত ইতালীর soprano) একখানি gramophone রেকর্ড। ইতালী ভাষা বুঝতে পারিনি তবু মনে হ'ল যেন খাঁচায় আবদ্ধ একটি কোকিল উড়ে উড়ে গান গেয়ে গেল এমনি সুরের মীড়। এ অনুভূতি অতীন্দ্রিয়, ভাষায় সীমাবদ্ধ নয়। ঠিক এই ভাবেই বোধ হয় প্রতীচ্য সাহিত্য রসিকরা রবীন্দ্রনাথের বাংলা "গীতাঞ্জলির" আবৃত্তি ও জয়দেবের "গীত গোবিন্দের" শব্দাবলি ও ছন্দ শুনে মত প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য এগুলি সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ যার তুলনা বর্ত্তমানে কমই আছে। তাই আজ ভারতের জাতীয় উদ্বোধন সঙ্গীত 'জন গণ মন' বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ হয়েও বিশাল ভারতের আপনার হয়ে গেছে ; অবাঙ্গালী অনেকে হয়ত এর সমস্ত পদগুলির মানেই জানেন না। সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের অপরাজেয় সুরই গানটীকে ক'রেছে সার্ব্বজনীন, স্থান পেয়েছে ভারতের বাহিরের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে। ভাবুক ঋষিদের বৈদিক মন্ত্রেই প্রথম জাগে সঙ্গীত জগতের ইতিহাস।

আমাদের দেশ চিরন্তর ভাবুকের। তাই কালিদাসের মেঘ দর্শনে সৃষ্ট হল "মেঘদূত" বিরহী যক্ষের বেদনাহত কণ্ঠে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আত্ম নিবেদনের গানে ও অশ্রুর প্লাবনে পরম সৌন্দর্য্যের করলেন সৃষ্টি। আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'বিরহ' অশ্রুর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মীরার ভজনেও এ ধারা বয়ে গেছে, বাঞ্ছিতের সেই চিরন্তন উপেক্ষা।

শুধু ভারতে নয় Materialistic প্রতীচ্যের কাব্যে ও কবিতায় এই অশ্রুর সন্ধান মাঝে মাঝে মেলে, একে তাঁরা Tears of love and Ecstasy বলেন। ক্রুশের সামনে প্রার্থনার সময় তাই কোন অজ্ঞাত বাঁশরীর স্বরে Joan of Arc এর চোখে এসেছিল অশ্রুর বান। এই যে অশ্রু এটা নিছক কারণ বহির্ভূত শুধু যে Art এর চরম নিদর্শনের অনুভূতি স্বরূপ হয়, তা ঠিক নয়, অনেক সময় রাখালের মেঠো বা পাহাড়ী বাঁশীর অজানা সুরেও জাগে অশ্রুর পরশ। কান্নার ভিতর যে আনন্দের পরশের সন্ধান রয়েছে একথা কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত গীতিতে ভানুসিংহ রূপে "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান" গানটীতে রাধার আকুলতার মধ্যে দেখিয়ে গেছেন, আনন্দের কবি চরম দুঃখ মৃত্যুকেও তাই পরম সুন্দর রূপে দেখেছেন ; চোখের জলকে অমরত্ব দিয়ে গেছেন তাঁর গানে "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

মানুষ চির বিরহী—তাই ভাব চিরদিনই অশ্রুর ভাষা—জীবন দেবতার বাঁশরীতে তার বুকে যে বিরহ-অশ্রু জমে ভাষা তারই প্রকাশ মাত্র। এই অশ্রুর প্রকাশ দেখি ভাষার শব্দে ও অর্থে, এরা কিন্তু একই, আর চলার পথে পরস্পরকে নিয়ে যায় এগিয়ে নানা ছন্দে। কবি চিরদিনই স্রষ্টা। সে নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে, কখন বা তার অর্থ থাকে কখনও বা অর্থ যায় হারিয়ে। কখন হয়ত পারিপার্শ্বিকের

সঙ্গে থাকে তার মিতালি, যেমন কোকিলের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে নামের মিল বহু ভাষায় পাওয়া যায়; কখনও ভাষায় থাকে অব্যক্ত প্রেরণা মাত্র Symbolic value; কখন জাতির মানস চিত্র ফুটে উঠেছে ভাষায় নর্ম্মলীলায়, তার ধর্ম্ম, অর্থ, রীতি-নীতি, হাসি-কান্না। কবির লেখনীতে ভাষার বুকে জাগে সার্ব্বভৌম সম্বিৎ—ঋষিদের ছন্দে যেমন জেগেছিল, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। ভাষার পরিবর্ত্তনে জাতির মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের ইতিহাস—আবার জাতির জীবন নাট্যের পরিবর্ত্তনে ভাষা পায় তার রূপায়ন। কবি কখন সার্বিক সত্যের কথা দিয়ে যান তাঁর ভাষার সম্পদে, কখন তাঁর একান্ত নিজস্ব বাণীই থেকে যায় তাঁর লেখনীতে। ভাষার ভিতর কখন হিমালয়চ্যুত অলকানন্দার মত গতি বেগ থাকে, কখন থাকে সংযম কখন থাকে সমারোহ, কখনও থাকে অনবদ্য নিরাভরণতা। ভাষার ভিতর আত্মগরিমাও (Linguistic prestige) আছে, যাতে করে নিজের মাথা উঁচু করে চলাই হয়ে পড়ে তার রীতি, আবার সবার দুয়ারে ফিরে ফিরে যাওয়াও হয়ে পড়ে তার জীবন বেদ। দার্শনিক Bloomfield এর মত আমরা ভাষাকে জড়ের খেলা Mechanical বলব না। কবির রসনিস্যন্দী লেখনী যেন বাস্তব বন্ধনে থেকেও বন্ধনহীন, নন্দনের আনন্দধন হয়েও ধরার ধুলায় চির চিন্ময়ের বিলাস—যারই বাঁশী তারই অশ্রু।

সেই পরম পুরুষ বিশ্বমানবের অন্তরস্থিত জাগ্রত দেবতার নিকট প্রার্থনা "বাঁশী ও অশ্রু" বাঙালীর উদাসী চিত্তে ভাবের বন্যা আনুক, সেই সঙ্গে যদি নেমে আসে প্রেমের অশ্রু, হয়ত সংসারী মানুষের মন ধুয়ে মুছে নির্ম্মল হয়ে যাবে।

রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট
নয়া দিল্লী
৬।২।৫২

রামকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু
ডাঃ সত্যসাধন মুখোপাধ্যায়
(ডি. এস. সি)

বাঁশী ও অশ্রু

১

আজি প্রথম ক্ষণে মম প্রণতি লহ
হৃদয়ে বাহিরে তুমি রহ গো রহ ॥
অনাগত যত সুখ দুখের কথা
তব চরণ তলে আজি রহিল পাতা
মোর জীবনের সব সুর বহ গো বহ ॥
দিও পাথের পাথেয় নিও পথেরি ব্যথা
শুনো মৌন নিবেদন অস্ফুট কথা
সব ভুল দোষ ক্ষমা সুন্দর তুমি তো সহ ॥
রহ গো রহ—রহ গো রহ ॥
যবে আঁধার নামিয়া আসে পথেরি ধারে
যবে অনিমিখে চেয়ে থাকি দূর পারাবারে
হাতে ধরে তুমি মোরে লহ গো লহ ॥

২

প্রণাম নিও নিও ওগো প্রিয়
ওগো পরাণ প্রিয় ॥
ভোরে জাগা দুটি নয়ন মেলে
শরণ নিতে যদি যাই গো ভুলে
ভুল ভাঙ্গিও ॥
মোর অবুঝ হিয়া পূজার ছলে
যদি দেয় তুলিয়া কাঁটার ব্যথা
ফুল বলিয়া নিও ॥

ATTENDANCE

	C.L	AB	
MITA BASO	3	0	14/-
DIPANKAR DAS	0	0	
ABDUL GOFFAR GAZI	2	4	- 20/-
MIRATUN NAHAR	0	6	

বাঁশী ও অশ্রু

১

আজি প্রথম ক্ষণে মম প্রণতি লহ
হৃদয়ে বাহিরে তুমি রহ গো রহ ॥
অনাগত যত সুখ দুখের কথা
তব চরণ তলে আজি রহিল পাতা
মোর জীবনের সব সুর বহ গো বহ ॥
দিও পথের পাথেয় নিও পথেরি ব্যথা
শুনো মৌন নিবেদন অস্ফুট কথা
সব ভুল দোষ ক্ষমা সুন্দর তুমি তো সহ ॥
রহ গো রহ—রহ গো রহ ॥
যবে আঁধার নামিয়া আসে পথেরি ধারে
যবে অনিমিখে চেয়ে থাকি দূর পারাবারে
হাতে ধরে তুমি মোরে লহ গো লহ ॥

২

প্রণাম নিও নিও ওগো প্রিয়
ওগো পরাণ প্রিয় ॥
ভোরে জাগা দুটি নয়ন মেলে
শরণ নিতে যদি যাই গো ভুলে
ভুল ভাঙ্গিও ॥
মোর অবুঝ হিয়া পূজার ছলে
যদি দেয় তুলিয়া কাঁটার ব্যথা
ফুল বলিয়া নিও ॥

সারা দিনের কাজে নাহি জানি কত
হবে অপরাধ ভুল দোষ শত শত
মোরে ক্ষমিও ॥
দিনের সাঁঝে লয়ে ব্যথা ক্ষত
তব চরণ তলে যবে হব নত
চরণে রাখিও ॥

৩

পথের পাথেয় মোর সজল নতি
যুগের সারথি লহ মূক আরতি ॥
আলোর আশিষ দিলে প্রথম ক্ষণে
আজি প্রথম দিনে মোর শরণ বীণে
জাগো অলখ জ্যোতি ॥
চির অচেনা পথে অজানারে জানি
কত যে বেদনা আর কত কানাকানি
তাই আঁচল ঘিরে রাখি আশার মোতি ॥
গহিন বেদনায় নামিবে রাতি
জাগিও করুণায় ওগো করুণ সাথী
কৃপার শ্রাবণে দিও শরণাগতি
চির শরণাগতি ॥

৪

যখন বেদন হবে নিবিড়তম উছল হবে নয়ন মম—
আসবে তুমি জানি
হে নাথ আসবে তুমি জানি ॥
শিথিল হবে সকল মুঠি
অচল হয়ে পড়ব লুটি চরণ ধূলায় আমি ॥

নিদ হারা ছুই নয়ন পাতে
রইব চেয়ে আঁধার রাতে
মুখে রইবে না ত' বাণী যত ব্যথার কানাকানি ॥
পথ ছাড়া এই সব হারারে
নেবে তুমি আপন কোরে
পাতব যখন পথের ধারে ব্যথার আসন খানি
সেদিন তোমায় পাব আমি ॥

৫

ব্যথা যদি দাও হে ঠাকুর সহিতে দিও বেদনা
যদি করুণ চরণ জড়ায়ে ধরিহে এড়ায়ে এড়ায়ে যেওনা ॥
স্মরণে চরণ দানিও মুরতি মধুর খানিও
যদি বিদায় লইগো নয়নের জলে
থেকোনা অচেনা অজানা ॥
যেকথা ভুলিতে চাহি বারে বারে বারে বারে জানি পারিনা
ব্যথা মন্থন ওগো নারায়ণ করুণ নয়ন বুলায়ে
ভুলায়ো ভুলায়ো ভুলোনা ॥
অন্তর মথি উঠেছে যে বাণী ফেটে গেছে হিয়া তবুও ফোটেনি
ব্যথা ক্ষত রাঙা হৃদি শত দলে দলিয়া যেতে কি যাবেনা ॥
সাধ ছিল তবু সাধ্য ছিলনা অনুরাগ রঙে রাঙাতে
ব্যর্থতা শুধু ধরেছি হে হরি বুকেরি কানাতে কানাতে।
গাঁথিতে আগাঁথা হ'ল যেই হার
হল আঁখির শিশিরে সাতনরী তা'র
ঐ করুণ কান্ত চরণ পুলক হরি হরিতে চেওনা চেওনা ॥

৬

অরুণ রাঙ্গা সন্ধ্যা কত অন্ধকারে পড়ল ঢলে
করুণ রাগে গাইতে গিয়ে নয়ন জলে এলাম চলে ॥

হাসি মুখে বাজাই বাঁশী সোনার আলোর সোহাগ মাখি
সোনা মাখা স্বপন রাশি ফুটল কত বুকের তলে ॥
এমনি করে দিনগুলি হায় কেটে যে যায় খেলার ছলে
হাতটি ধরে নিতে মোরে
বন্ধু আমার কই গো এলে ॥
মরুর বুকে তরুর ছায়া মায়ার মায়া চাইনে প্রভু
বাড়িয়ে দিলেম ব্যাকুল বাহু লও হে ধরে সকল ভুলে ॥

৭

যত বেদন ব্যথা যদি মরমে লাগে
সেকি সজল হয়ে দুটি আঁখির আগে
শুধু রহিবে জাগি ॥
মোর জীবন সাঁঝে যদি নীরবে বাজে
বেসুর বীণা ওগো বুকের মাঝে
তুমি শুনিবে নাকি ॥
যদি স্বপন ভরে মোর চরণ দুটি
অচল হয়ে পথে পড়ে গো লুটি
তুমি লবে কি ডাকি ।
আঁচল ভরা মোর পূজার ফুলে
চরণে দিতে যদি যাই গো ভুলে
হবে বিফল সে কি ॥

৮

দিন গেল মোর আনকাজে
রাতের কোলে আনমনে মরি আমি সেই লাজে ॥
পূজার বেলা কাটল হেলায় কোন ক্ষণে
কখন সন্ধ্যারতি জানায় নতি কেই জানে
তাই যাচে গো তাই যাচে চরণ দুটি তাই যাচে ॥

ছড়াল দীপ নিজের আঁধি জানিনা কোন সাধন সাধি
কান্না হাসির মালা গাঁথি আপনি আপন মাঝে ॥
আপনাকে আপনি ভুলাই
মাখি শুধু রঙের ধূলাই
চোখের জলে কুলায় না গো বুকে আমার তাই বাজে ॥

৯

বেদন বেনু ঝরা সাঁঝের সুরধুনী
উছলিত হিয়া ভরা কাহার রুণুরুণি ॥
কাঁপন চরণে টলি পড়ি গো ঢলি ঢলি
বলিতে নাহি বলি ব্যথার কাঁদনী ॥
চরণ রেখা আঁকা আঁখির জল মাখা
মরম মালা গাঁথা প্রহর গুণি গুণি ॥

১০

আমি সন্ধ্যা তারা আধো অন্ধকারে
জাগি একা একা খেয়া নদী পারে ॥
গাঁথি তারার মালা কালো রাতির গলে
আমি মধ্য মণি তারি ছিন্ন হারে ॥
ওগো অচিন সখা আজি দিনের শেষে
যদি ভিড়াও তরী মোর কূলে এসে
তাই থাকি বসে চুপিসারে ॥
প্রথম রাতের আমি স্বপন খানি
আলোছায়ার পথে দিয়ে হাতছানি
ডাকি বারে বারে ॥

১১

ওরে পদ্ম পাতার দল
কিসের তরে নয়ন ভরে করিস টলোমল ॥
খুঁজিস কারে আঁতি পাঁতি
সারা দিবস সারা রাতি
জীবন ভ'রে কে সাথি তোর কোরেই গেল ছল ॥
ভোর গগনে থির নয়নে
কেন চেয়ে থাকিস আনমনে
দেখি সাঁঝের ক্ষণে নয়ন ভরা দুটি ফোঁটা জল ॥
ঝড়ো হাওয়ার নিঠুর দোলায়
ব্যথায় হিয়া টোল খেয়ে যায়
বুকে দুখের থৈ লাগেনা
তাই অথৈ জলে বিছালি আঁচল ॥

১২

আমার গানের মালা খানি
ধূলার বুকে আঁধার মুখে
চুপে ঝরবে দুখে জানি গো জানি ॥
আমার বীণার একটি যে তার
বেলা শেষে জানি পড়বে খসে
নীরব হবে মলিন হেসে ও তার ব্যথার কানাকানি
নিভে যে যাবে গো দীপ
আগুন ঘিরে নামবে ধীরে
দিক হারানো আঁধার বাণী ॥

১৩

বেলা শেষের মালা এযে আমার ব্যথার দান
চরণ তলে রাঙিয়ে দেবার এ যে শেষের গান ॥

চোখের জলে আছে গাঁথা
আমার বুকের ব্যাকুলতা
নীরব বীণার যত কথা আমার সারা প্রাণ ॥
অস্ত রবির রাঙা আলো হয়ত ক্ষণিক বাসবে ভালো
ক্ষণিক হাসির মিলিয়ে যাওয়া ব্যথায় শতখান ॥
ওগো প্রভু ওগো ঠাকুর
থেমে যাওয়া এই যে গো সুর
এরি বুকে পড়বে কি গো চরণ ছোঁয়ান ॥

১৪

গহন তিমির আঁধার নিবিড়
জ্বালো দীপ জ্বালো জ্বালো
দাও দেখা দাও দাও দাও সাড়া মরণ হরণ আলো ॥
ঐ গগনে অমর জ্যোতি এই শান্ত সন্ধ্যা নতি
নয়ন জুড়ানো মোহনিয়া ওগো
আমারে বাসাও ভালো ॥
যেথা গদাধর রূপে রাজো ওগো অন্তর অধিরাজ
লহ তুলে লহ আজ
মরণ অমৃত ঢালো ঢালো ঢালো ॥

১৫

সন্ধ্যা নিলীন বেলা
আমি বসে রই এই অবেলায়
একেলা একেলা ॥
পথিক জনের সখা
দাও দ্যাখা দাও দ্যাখা
ব্যথার ধুলায় সারা হ'ল সব খেলা ॥

আশা দীপটীরে আঁধারের তীরে
জ্বেলে রাখি ধীরে ধীরে
জানি জানি তুমি করিবে না হেলা ॥

১৬

এবার নিশুত হল রাতি
বল আরও কত ডাকি
ঠাকুর বসে কত থাকি ॥
নিবু নিবু হল বাতি
দাদুরীরা উঠে মাতি
ঘুম ভরা দুই নয়নে তোমার ছবি আঁকি ॥
দিনের চিতা নিভায় রাতে
জ্বেলেছি যে নিজের হাতে
জীবন ভরা দুখের চিতা বল আরও কত বাকী ॥

১৭

আমি আঁধার রাতের ফুল
আপন গন্ধে আকুল ॥
জানি ওগো আমার লাগি
শুধু কাঁটার ব্যথা আছে জাগি
পথ বিরাগী গন্ধ আমার বন্ধ যে হায় প্রভুর দেউল ॥
পথিক হাওয়া কয় হেকে কয়
ফোটার বেলা নয় এত নয়
হয়নি সময় ওরে অবুঝ ওরে বেভুল ॥
ওগো বুকের মাঝে জেগে যে রয়
তারে একলা পাবার এই তো সময়
তারি পথের ধূলায় তবে ভোরের বেলায়
প'ড়ে রইবো গো আদুল ॥

১৮

মেঘেলা ময়ূর নাচে মনের মাঝে
সুরেলা ছন্দ দূর গগনে বাজে ॥
চকিতে চাহিয়া ফিরে নয়ন তীরে
কোন বটের পথিক
তাই বুকে যে বাজে ॥
নিতি চেয়েছি যারে
দিনের চুপিসারে
মরণের অভিসারে রাতের সাজে।
জানিনা নয়ন মোহি
আসিবে সেকি ফিরে
আমার দুকুল ঘিরে কাজল সাঁঝে ॥

১৯

বাদলে ছল ছল কেন এ আঁখি
গগনে ঘন ঘোর কে দিল আঁকি ॥
শ্যামল বন হায় কাঁদে কি বেদনায়
কাহারে চেয়ে চেয়ে ফুকারে বন বায়
দীঘির কালো জল করিছে ছল ছল
চাতকী চাহিয়া কেন নয়নে বেদনা মাখি ॥
চপলা চমকে গো কাজল নয়ন মেলে
আঁধার নয়ন ভরে কে তারে ডাকিয়া গেলে
বিরহ পড়িছে ঝরি নিখিল নয়ন ভরি
অথির নয়নে তাই আছি যে জাগি ॥

২০

আঁধারে তমাল ছায় কে বাঁশী বাজায়
আমারে কে চায় ॥

ভাদরের ভরা রাতি   চপলা চমকে মাতি
আজি এ বাদল বায় কেঁদে কে কাঁদায় ॥
আঁধার নেমেছে বনে   আঁধার এ মন কোণে
অজানা সে পথ চিনে চলি কেমনে ॥
অচেনা কে এল ধেয়ে   অজানা সে পথ বেয়ে
পথ হারা মোরে পেয়ে
আলেয়া কি যায় ডেকে আঁধিয়ায় ॥

২১

শ্যামল বনের বাঁশী শুনে   ব্যথাই শুধু রইল জমে
শুকনো আঁখির পাতে ॥
বাদল রাতের একটী যে সুর
বাজলো কোথা কার সে নূপুর
অলখ অলকাতে ॥
আমার বুকের গহন বেদন
বাঁশীতে তার বাজায় যে জন
বুঝি নয়নে মোর তারি স্বপন ছিল নিঝুম রাতে ॥
কেয়া বনের মরমরে   পথ হারায়ে কি যে করে
কি তার ক্ষতি দাঁড়ায় যদি
ক্ষণিক আমার আঁখির পাতে ॥

২২

তারে যে গো নাহি চিনি   সে কি তাই দেয় না চেনা
পথের ধূলে রই যে ভুলে   তাই কি তার ভুল ভাঙে না ॥
গহন শাওন রাতে   সে কি আমার রয় গো সাথে
পথহারা দূরপথে সাথী কি গো হয় সে জনা ॥

নয়নে যে ঝরে বারি   দুখ মালা সে যে তারি
সে যে ব্যথা গানের মাঝে
সে যে ব্যথা সকল কাজে   সে যে চির অচেনা ॥

২৩

দূরের পানে চেয়ে চেয়ে কি তুই ভাবিস বল
ও তোর নয়ন ভরে কিসের তরে নিতুই ঝরে জল ॥
সাঁঝ সকালে কিসের তরে   বসে থাকিস এমন ক'রে
মুখের কথা চোখে ঝরে ভ'রে হিয়া তল ॥
পথে পথে পথ হারায়ে   ব্যথা কি তোর যায় জুড়ায়ে
পথের ধূলি গায়ে তুলি মাখা এ কোন ছল ॥
দিনের আলোয় রইলি বসে রাতের কালো ভালবেসে
উদাসী তোর হাতের বাঁশী কেন বেদনে উছল ॥
কেন ক'রে এমন হেলাফেলা কাটালি তোর সারা বেলা
কি তোর কথা কি তোর ব্যথা বুকেতে অতল ॥

২৪

সব হারায়ে পাগলা ও মন বল কি এখন চাস
আঁখির বারি গেছে ঝরি গেছে মুখের হাস ॥
নিবু নিবু ছিল যে দীপ   আঁধারি ঘরে মনের মানিক
নিবিয়ে তারে এমন করে আনলি আঁধার রাশ ॥
আঁধার রাতে নয়ন ভ'রে   হাতছানি যে দিল তোরে
আজ তারি পাছে ছুটে যেতে কেন আগাতে পিছাস ॥
চলার পথ ওরে অচল
জল ফেলে কি করবি পিছল
যা হারিয়ে গেছে তারে যেচে   মিছে ধুলাতে লুটাস ॥

২৫

যাবে দিন হেসে খেলে
না হয় নয়ন জলে ভেসে
তবু দিনে দিনে আসবে সেদিন
তোর গোণা দিনের শেষে ॥
যদি ভয়ে ভেঙে বসে থাকিস্ আগল টেনে
যদি বা আসিস স'রে দুয়ারে ছুটে এসে ॥
ভুলালে ভুলবে নাতো বেভুল নয় সে এতো
সে তো ফিরবে না রে থমকে থেকে
দেখে তোর নয়ন নত।
যাবি যখন যাবার মুখে বরণ করে নিবি সুখে
ডাকবে যখন তারি ডাকে দিস্‌রে সাড়া আগেই হেসে ॥

২৬

আমার এ শূন্য ঝুলি কি দিয়ে ভ'রে তুলি
কে জানে কেই বা জানে
অফুট কুঁড়িগুলি মরে যে দুলি দুলি
কে আনে কে তায় আনে ॥
আঁধারে দিয়ে চুমা বলে যে ঘুমা ঘুমা
তার ঐ জাগরণী জাগে কি ভোর নয়ানে
জাগে কি গানে গানে ॥
কাঁটা তায় আছে কতো জানিনা জানিনা তো
সাজালে সাজে কি তা গাঁথিলে মালার মতো ॥
বাঁধিতে সুরের সেতার ছিঁড়ে যায় যদি বা তার
যে গান হয়নি গাওয়া রবে কি কোন খানে ॥

২৭

ওরে বটের বাউল আকাশ আকুল ডাকে
আমারে ডাকবি কি ভাই ॥
চেয়ে দেখ ঝরা বকুল ব্যাকুল চোখে
বলে তাই তাই তাই তাই তাই গো তাই ॥
সুরধুনীর কূলে কূলে   কাঁদন ওঠে দুলে দুলে
পথে পথে পথ ভুলে
বলে যাই যাই যাই যাই যাই গো যাই ॥
বনে নেই রঙের বাণী   মনে তাই মরমরানি
স্বপনের সায়র ছানি স্বপনে নিলি কি ঠাঁই ॥

২৮

ওরে মন পাগলা তোর হল কি খেলা
দিনের আলো নিভিয়ে এলো দিনেরি শেষে
আজো কি মাখবি ধূলো পথের পাশে
একেলা একেলা ॥
আপন মনে সারাটি ক্ষণ   যতনে যা করলি গড়ন
ভাঙ্গিতে আপন হাতে
বুকে তোর বাজে বেদন আজো এমন ॥
ফেলে দে ভুলের বোঝা   অপথে পথ খোঁজা
দিয়ে তোর সব খানি মন   ক'রে নে বুকেরি ধন
হরি নাম পারের ভেলা ॥

২৯

ঐ যেখানে তারার মেলা
ঝিকিমিকি আলোর খেলা
ঐকি আমার ঠাঁই ॥

ঝিলমিলে তার হাত ছানিতে   ঘরের আগল চায় ভাঙ্গিতে
যাই গো যদি যাই ॥
দেয়না সে ত পথের বাণী   আগে পিছের জানা জানি
নাই গো দিশা নাই ॥
অসীম সীমার অন্তরালে
শুধু বেদন জাগে বুকের তলে
পেয়েও পাছে হারাই ॥
জানি জানি সেই অজানায় তারি তরে এই অঘাটায়
আমি দিন গুণে দিন কাটাই ॥

৩০

কথার কথা হলো গাঁথা ব্যথায় হলো কালো
এখন পথের প্রদীপ জ্বালো ওগো প্রভু জ্বালো ॥
জানি পথের অনেক বাধা   অনেক আছে হাসা কাঁদা
ভুলতে গিয়ে যায়না ভোলা
আঁধার হয়না আলো ॥
যখন চৈতি রাতের মাতন জাগে
আঁধার রাতি গুমরে কাঁদে
ছড়িয়ে যাবার হারিয়ে যাবার কাঁপন যেদিন লাগে।
নিয়ে মিছে কথার পুঁজি
সেদিন যাবার পথ কি পাবি খুঁজি
মিছে বোঝার বোঝাবুঝি পিছে ফেলাই ভালো ॥

৩১

[illegible]বি যদি নিলে কাড়ি ওগো কাণ্ডারী
[illegible]রে কেন দিলে ছাড়ি ॥

অকূলে যদি হে করিলে আকুল
কোলে নিতে তবে কেন হয় ভুল
লও দুকূলের দোলা কাড়ি ॥
যদি সন্ধ্যা নেমেছে নয়নে ক্লান্ত স্খলিত চরণে
ব্যথার বাঁধনে বাঁধিয়া কেন পথে পথে দাও ছাড়ি ॥
নিকটে যদি না আসিবে কেন হাতছানি দিয়ে হাসিবে
যদি বেদন না মান কাঁদনে তবে মরমে গহন চরণে
কেন যাও শুধু ফুকারী ॥

৩২

জ্বেলেছি দীপ জ্বলেছে আলো
দুখের দিন তবু হয়েছে কালো ॥
ভরিতে চেয়ে শূন্য ঝুলি ভরা যে হ'ল আমারি ভুলই
চলিতে ছলি চলিতে দুলি দিশা মিলালো
অলখ দিশারী তোমারি কূলে
শরণ নিলাম আপন ভুলে
ঝরা এ ফুলে নিও গো তুলে অশরণে বাসো যে ভালো ॥

৩৩

আমার ব্যথার পারাবার
তার নাই যে পারাপার
যদি একুল ছেড়ে আসি ওকুল ওঠে হাসি
মরুর মায়া ভালবাসি করি এপার ওপার ॥
আকাশ ভরা তারায় তারায়
নয়ন আমার শুধুই হারায়
খেয়া আমার নাহি পারায় বালু চরের পার ।

এই বিস্মরণীর বুকে   সবই যদি যায় গো চুকে
সুখের দুখের বুকের মালা ধূলায় হয় বা আঁধার

৩৪

সুরের খেয়া ভাসাই আমি দূরের দেয়া চেয়ে
ওগো দুখের নেয়ে ।।
প্রাণের বটে ঘিরে ঘিরে   তোমার প্রেমের ধারা চলে
আমার নয়ন তীরে আঁধার প্রদীপ জ্বলে
যখন আঁধার আসে ধেয়ে ।।
পথের ধারে আনমনে   বসে যে রই মনের কোণে
স্বপন বোনে মন যে আমার
দূরের পাড়ি ছেয়ে ।।

৩৫

কত পথেই হল ধাওয়া তীরে তীরে তরী বাওয়া
কত চাওয়া পাওয়া ।।
ওগো অকুল তোমার ডাকে   কূলের ডাক আর কি থাকে
ঢেউয়ের দোলায় দুলে দুলে উধাও হ'য়ে ধাওয়া ।।
হাতছানি দেয় তারার হাসি
আকুল করে বেভুল বাঁশী
চোখে আমার পড়ে খসি অমানিশির চাঁদের চাওয়া ।।

৩৬

তরী একূলে ভিড়াই ও-কূলে ভিড়াই
কোন কূল চেয়ে ভুল করি ।।

ওরে ভরা ভাদরের মাঝি   কূল ভোলা তোর কাজই
শ্যাম বন ছায়ে র'বি কি ঘুমায়ে শ্যাম অঞ্চল ধরি ॥
কেন সজল নয়ন আনমনা মন
কাজল কূলের পাগল বাঁশরী
পাসরিতে বাজে এমন ॥
জোয়ারের জলে জেগেছেরে বান
তারি সারি গানে বেঁধে নে পরাণ
চল ঢেউ দোলা চড়ি ॥

৩৭

আমার এই পাগলা তরী
কার হাতে দি বৈঠে ধরি
ও হরি ওগো হরি ॥
আজি এই ভরা ভাদর   বারি ঝরো ঝরে অঝোর
তবু তর সহেনা যাই উতরি
ও হরি ওগো হরি ॥
দূরে ঐ আবছা আলো   মনে এই সুরের কালো
তাও তো ভালো   যদি বা লও গো ধরি
ও হরি ওগো হরি ॥
নিবে যায় কোণের দীপ   দিকের নাই যে নিরিখ
তোমার প্রদীপ খানি জ্বেলে দাও পথ ভ'রি
ও হরি ওগো হরি ॥

৩৮

আমি এক পাগলা বাউল
পথের ধারে একলা করি গান

পথ ভোলা কার সুরের দোলায়   বয় যমুনা উজান ॥
দুখ সায়রে সিনান করি   ভরেছি হৃদ গাগরী
বুক নিঙারি দিব ধরি আমার ব্যথার দান।
পথ করেছে আমায় ভুলো   তাই ত মাখি পথের ধূলো
এই ধুলার বুকে রেখে যাব আমার শেষের প্রণাম ॥

৩৯

ওগো নেয়ে সোনার নায়ে কোথায় বেয়ে যাও
নাও হে তুলে নাও ॥
এনেছি আজ খেয়ার কড়ি   আমার দুটি নয়ন ভ'রি
শেষের পাড়ি ধরার আগে চাও গো ফিরে চাও ॥
সাঁঝের বেশে সোনা হেসে   হাতে যাদের ধরলে এসে
তাদের সাথে যাব ভেসে ভিড়াও তোমার নাও ॥
হেসে যেদিন এলাম হেথা তোমার সাথে ছিল কথা
যাবার বেলা এমনি হেসে আসবে ভেসে ভুললে কি তা
ওগো মিতা ॥
শূন্য দুটি নয়ন মেলে   কূল চেয়ে যে রয় অকূলে
হাত ধরে হায় তারে কে নেয় দাও হে বলে দাও ॥

৪০

শ্যাম যমুনা হইয়ে   আমি যাইব বহিয়ে
যেথায় শ্যামল হরি ॥
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলি শ্যাম শ্যাম বলি
ডুরিব ফুকরি ফুকরি

আমি ঢুরিব ভুবন ভরি গো ॥
নীপ নিকুঞ্জে হয়ে শ্যামল ছায়া
শ্যামের লাগি আমি রচিব মায়া
আমি বিছাব আমারি কায়া গো ॥
ব্রজের ধূলে আমি হব গো ধূলি
রাঙ্গা চরণ রেখা বুকে রাখিব তুলি
যদি সে আসে ভুলি গো ॥
কীচক বনে তার বাঁশীর ছলে দিব গো সাড়া নয়ন জলে
যদি সে পাষাণ গলে গো ॥

৪১

নিশুত রাতে তারার বাণী করবে যখন কানাকানি
আমার পথের পানে চেয়ে
সেদিন শুধু বিদায় সুরে বাজিও বাঁশী ব্যথায় ভ'রে
আমার চলার পথ ছেয়ে ॥
হয় তো হাতের বীণা খানি সুর হারায়ে মরবে রণি
হয়তো সাধা গান খানি মোর ঝরবে নয়ন বেয়ে ॥
ছুই হাতে ছুই নয়ন ঢাকি চলতে পথে থমকে থাকি
রইব যখন নিও ডেকে ওগো পিছল পথের নেয়ে ॥

৪২

আজি পরশ তোমার কোনখানে
আমি জানি আমার মনই জানে ॥
উদাসী ঐ চাঁদের চাওয়ায়
হাসির ছলে কাঁদন জাগায়
নিঝুম তারার চোখের কোণে কোন সুরের স্বপন আনে ॥

নয়ন ছেড়ে এমন কোরে
বাঁধলে এ কোন গোপন ডোরে
ওগো অলখ খেয়ালী গো কোন অলকায় আছো সরে ॥
চলার পথে পড়ে আছে পায়ের ধূলি কত না যে
তাই তো ধূলায় রঙ্গের মেলা কাঁটার হেলা নাহি মানে ॥

৪৩

সে যে চেয়েছে আমারে এমনে
বুক ভাঙ্গা এই রাঙ্গা পথ ধূলে
তাই পেয়েছি ধূলার সে ধনে ॥
যত শুনেছি চরণ রিনিঠিনি তত চিনিতে তাহারে নাহি চিনি
দিনে দিনে শুধু গেছে দিনই
বৃথা সাধনে ॥
যত আঁধার উঠেছে হাসিয়া আঁখি আঁধার করেছি ঝাঁপিয়া
যত সুবাস এনেছে দখিণা
যেন জানিনা আনমনা মনে ॥
আজি বেলা শেষে কেমনে না জানি
দিয়েছি যে ধরে মোর সব খানি
অজানিতে তাই মিলেছে বেদনে বেদনে ॥

৪৪

তুমি সুন্দর তুমি শ্যাম
তাই শ্যাম ব্রজের বন শ্যাম গহন ঘন
স্থল জল তন মন নয়নাভিরাম ॥
তব বাঁশরী বাজে আজো বনেরি মাঝে
বাজে সব কাজে বাজে বাজে অবিরাম ॥

ফাগুনে ফুলের দোল
আজো দোলে অবিরল
ফাগুয়ার ফাগে আজো রাঙ্গা ব্রজ ধাম ॥
কালিন্দীর কালো কূলে   কালা শুধু নাহি তুলে
জাগে শুধু স্মৃতি মূলে চিন্ময় নাম ॥

৪৫

আজি হায় কোন উদাসী
দ্বারে তোর এল হাসি
তারে তুই চিনলি নারে
হেরে তায় পথের ধূলে   নয়ন নিলি তুলে
যারে তুই বারে বারে সাজালি অশ্রুহারে ॥
মলিন দীনের বেশে   এল যে দিনের শেষে
তারে তুই চিনলি নারে এলি তায় হেলায় হেসে ॥
খুঁজে যায় ক্ষণে ক্ষণে মরেছিস আনমনে
স্মরণের পরপারে কেমনে দিলি তারে ॥
দূরের পথিক সেজে এল হায় নিজে যেচে
তারে কি পাবি রে আর সাঁঝের অন্ধকারে ॥

৪৬

চাঁদনী রাতে মোর আঙ্গিনাতে
শুনি কার পায়ের রণন
কে এল হায় গোপন পায়
ঘুম ভাঙ্গাতে করে যতন ॥
রুণু তার পায়ের নূপুর   মরি কি ধরিল সুর
ভরি কি দিল সে মোর নয়নে গহিন স্বপন ॥
সেকি মোর গোপন চারী   এল আজ স্বপন ছাড়ি
নিদালির আড়াল রাখি এল যে ছায়ার মতন ॥

ঘুমে দুই নয়ন ঢুলে   কেন বা রইলি ভুলে
জাগালে জাগিনি ত পাতিনি ব্যথার আসন ॥

৪৭

আমার ধূলার অঙ্গনেতে
বুঝি দাঁড়িয়েছিলে যেতে যেতে ॥
ঘরের কোণে আনমনে যে গান সেধেছিলেম বসে
একটু তারি পরশ রসে রইলে বুঝি থমকে থেকে ॥
ঘরের আধো বাধা টুটে   তাই তো ব্যথা গুমরে ওঠে
তাই তো ছুটে বাইরে এসে পাতার আসন দিলেম পেতে ॥
ছায়ার মত ছায়া খুঁজি   লুকিয়ে কোথাও আছ বুঝি
পায়ে পায়ে পায়ের রেখা ধূলায় যে আর যায় না দেখা
আমায় নিয়ে কোন ছলনা   আজো আমার হয়নি জানা
ভুল করেছি ভুলে গেছি আপন সুরে আপনি মতে ॥

৪৮

আমি ঝরা পাতা পথ তরু তলে
ঝরি মরমরি আজি আঁখিজলে ॥
উতল হাওয়া   তার হেলা দোলায়
গেল একি বলে   বেলা শেষের বেলায়
মোর হৃদয় দলে ॥
মলিন পথের   যত কঠিন ধূলি
ঢেকে দিলাম   বুকের আঁচল খুলি
পাছে বাজে ব'লে ॥
কাঁটায় ভরা   সে যে কঠিন এত
চরণ দিতে হায়   বাজে কত
ভাবিনি ত চরণ ছোঁয়ার ছলে ॥

৪৯

কাননে নাই যদি ফুল
তাই বলে কি হবে রে ভুল ॥
নয়নে টলোমলো দোলে যে আঁখি জল
সেই তো রে ফুল পায়ে অতুল ॥
বীণাতে নাই কি বাণী তাই কি বসে রইলি থামি
বাজেনা বাঁশী ব'লে উদাসী তুই আসবি চ'লে।
যদি ঐ কাজল মেঘে বিজলি যায় রে হেঁকে
নয়নে আঁচল ঢেকে ও তুই হারাবি কি একূল ওকূল ॥
আঁধারে বাদল ঝড়ে মাতনের মরমরে
চেয়ে দেখ গেছে ভ'রে তোর হৃদয় দেউল ॥

৫০

হৃদয় বীণা বাজাও যদি বাজবে বারে বারে
স্মরণ আমার জাগাও যদি জাগবে চরণ ধারে ॥
দেহের ধূপে পোড়াও যদি নয়ন দীপে জাগাও জ্যোতি
জীবন মরণ করব গহন তোমার বেদন হারে ॥
ভুবন যদি ভোলায় প্রভু ভুলব তোমার নামে
শ্রবণ যদি জুড়ায়, জুড়াও তোমার গানে গানে ॥
রূপের রেখায় লোভাও যদি অরূপ রূপে জাগাও হৃদি
বাউল বটের ধারে তোমার পঞ্চবটের ধারে ॥

৫১

আজি মেঘ যমুনার কোলে
এ কোন্ শ্যাম নটবর দোলে
ঝিরি ঝিরি ঝিরি
তাহারি বাঁশরী রহিয়া রহিয়া বোলে ॥

মেঘের মেখলা দুলায়ে যায় অলখ লীলায় ভুলায়ে
আঁখির বিজুরী বিছুরি একি ব্যথার কাজরী তোলে ।।
এই চকিত চাওয়ার পথ ভরি
সে কি যুগ যুগ মোর নিল হরি
ওগো বেদন সায়র বিহারী আজি রাখিব আঁখির কাজলে ।।

৫২

আজি শাঙন গগন ভ'রে কে এলো রে
বুঝি নয়নে তারি ঝরে বেদন বারি
হৃদয় নিঙারি হিয়া দিল যে ভ'রে ।।
তার আধেক ব্যথা রয় আঁখিতে আঁকা
তার আধেক কথা রয় হৃদয়ে গাঁথা
তাই গুমরি মরে ।।
বুঝি তাহারি লাগি দুখ সায়রে জাগি
মোর জাগার আঁখি মাগে রূপ কাজরে ।।

৫৩

মেঘ মৃদঙ্গে যে বোল বোলে
কৃপার শ্রাবণে যে রূপ খোলে ।।
মেঘেলা রাতি মেঘেলা দিনে শরণ সাথী নেয় যে চিনে
সকল লাজে সকল কাজে
এই অচিনে নেয় কে তুলে ।।
আপন হারা আঁধার বুকে
কোন বটের বাসী জাগিবে চুপে
সকল দুখে সকল সুখে
আমারে আমি যাব যে ভুলে ।।

৫৪

পথ ভোলা কোন বাউল এল
আধখোলা মোর দুয়ার পথে
গাইল কি গান এমন করে
সুর দোলা তার একতারাতে ॥
এতদিন ছিল কি সে বসে মোর পথের পাশে
বনে কি গহন মনে স্বপনের অলকাতে ॥
নিতি কি পায়ের নূপুর তুলে সুর উঠত দুলে
বুঝি মোর মনের ভুলে হ'ত আকুল বেদনাতে ॥
আঁধার ঘরে কখন মরি নয়ন দুটী গেছে ভরি
বেসুর আমার বুকের বীণা বাজে এ কোন মূর্চ্ছনাতে

৫৫

বেদন মন্দিরে মম কে উদাসী
আকুলি উঠিছে একি অফুট বাঁশী
তার বটের বাঁশী ॥
উছল বাদল তিথি
আঁখির দুকূলে তিতি
উছলি পড়িছে মরি বেদন রাশি ॥
ভাঙা আর গড়ার ছলে
কি যে মালা দুলিছে গলে
আঁখির বিজুলি জ্বলে মরণ আশি ॥
গগনে থমকি যাও চরণে দলি
আঁখির পলকে একি সোহাগে গলি
পিয়াসা বাড়ায়ে যাও ও পিয়াসী ॥

৫৬

আজি বাদল সাঁঝের আঁচল ঘিরে
আমায় বুঝি নিলে ফিরে ॥
ব্যথিয়ে ওঠা কোন গোপন বাণী' জমেছিল কখন জানি
বুক ফাটা সেই দুটি ফোঁটা ঝ'রল বুঝি নয়ন তীরে ॥
কথায় বা হয় কথার কথা   নীরব ব্যথায় ছিল গাঁথা
গোপন বুকের এই গাগরী আঁচল দিয়ে ছিল ঢাকা ॥
আঁধার ক'রে আমার দিঠি
এসেছ সব আড়াল টুটি
আলো ভোলা নয়ন আমার
পথের ধূলায় পড়ে লুটি ॥
কাছে পেয়ে যাই বা ভুলে' তাই কি দূরে দিলে ঠেলে
অলখ হয়ে তাই কি আজি বুকের কাছে এলে ভিড়ে ॥

৫৭

জীবন পদ্মে এই যে বিকাশ এই তো তোমার লীলা
ঠাকুর এই তো তোমার লীলা ॥
কান্না হাসির এই দোলাতে তোমায় আমায় মিলা ॥
তোমার সুরের এই সাগরে ভাসাই যখন ভেলা
ডুবাও না হয় তুফান তরী জানব তোমার খেলা ॥
তোমার কাঁটায় কমল ফোটা চলার পথ পথে
হয় তো পাব কাঁটার ব্যথা দু হাত ভরার পালা ॥
জীবন ভরা প্রণাম খানি লুটিয়ে যাব ভুঁয়ে
যা দেবে তাই হাসির সুরে রইবে বুকে মেলা ॥

৫৮

আকাশ দেউল তলে তোমার লীলার আসন পাতা।
ঠাকুর লীলার আসন পাতা ॥

ভরা দীঘির জলে তোমার ব্যথার মুক্তো গাঁথা ॥
বাজাও বন বীথির বাঁশী
ছড়াও আকুল কেয়ার হাসি
পিয়াসী তাই তো বসি নয়ন দুটী রাতা ॥
উধাও ধ্যানে লুকাও জানি
আকুলি তাও লও তো টানি
তাই জুড়ায় বুকের ব্যথা ॥

৫৯

প্রভু তুমি আমার গানের মালা
তুমি আমার গানের বাণী
আমার এ ব্যথার ডালা
তোমার পায়েই দিলাম আনি ॥
ফিরেছি হাটে হাটে আমার এ গান যদি কাটে
ওগো এই কথার বাটে শুনিতে কানাকানি ॥
ফিরেছি দ্বারে দ্বারে ফিরায়ে আপনারে
আজি তাই একেবারে বিকাতে এলাম আমি ॥
যদি হয় কথার কথা ভুলে হায় লবে কি তা
যদি বয় ব্যথার সোঁতা বুকে কি লবে টানি ॥

৬০

যত ধূলি রয় প্রভু এই ধূলিতে
চরণের রেণু করি দাও তুলিতে ॥
শ্যামলিম এই ধরা তব রূপে হোক গড়া
তব নীলিমের আঁখি থাক আঁখিতে ॥
আঁখির শিশিরে হরি থেকো জড়ায়ে
আষাঢ় আঁধার ব্যথা থাক ঘনায়ে ॥

জীবনের সব খানি   বুকে করে নিও টানি
মৌন মুখের বাণী রেখো আরতি গীতে ॥

৬১

ধন্য কর ধন্য কর
আমার সকল জীবন ধন্য কর।
পুণ্য কর পুণ্য কর
আপন হ'তে আপন কর ॥
তোমার এই ভোরের আলো
আমার চোখে ঢালো ঢালো
তোমার এই গন্ধ সুধা বুকে আমার হোক না জড়ো ॥
তোমার এই রঙের রাখী বেঁধে দিক ছু'টী আঁখি
ওগো আমার সুরের সাথী দূরের আড়াল হরো হরো ॥
তোমার এই ধরার ধূলে
তোমার এই পূজার ফুলে
তোমার ঐ চরণ মূলে ক'রে নাও পুণ্য তরো ॥

৬২

জীবন আমার অমৃত হ'ল
        প্রভু তোমার অমৃত পরশে
শরণ আমার পরম হ'ল
        তোমার কথার হরষে ॥
সকল কাজের মাঝে' বাজালে যে বীণ রভসে
সকল আশার আশে   ওগো মরি যে নিতি তরাসে ॥
তাই ভালো ওগো তাই ভালো
তবে তোমার আশার দীপ জ্বালো
যদি তাই চাহো ওগো তাই চাহো
তবে আমারে রাখো দরশে ॥

৬৩

শাপলা ফোটা নীল যমুনা রে
তোরে ভুলতে পারিনে   তোরে ভুলতে পারিনে
তোর অকুল কুলে
বাঁশী যে আজো বুলে
দুলে দুলে সুরের দোলায় দুলতে দুলিনে ॥
তোর কাঁটার বনে
আমার মন যে হারায় আনমনে
তবু চপল চরণে চলতে ছাড়িনে ॥

৬৪

আমি আলো ছায়া শ্যাম বনের কোলে
রাধা শ্যামের যেথা মধু মিলন দোলে ॥
আমি কালো জল করি ছল ছল
শুনি কালার বাঁশী মোর কালো কুলে ॥
আমি ব্রজের রজ   রাধার প্রেম গুঁড়া
মোর রাঙ্গা ধূলে   তুলে কিষণ চূড়া ॥
আমি শ্যামল রাতি   শ্যামে আঁচলে গাঁথি
ডাকি বাঁশীর ছলে   রাধা রাধা বোলে ॥
আমি বিরহ বারি   দুটি নয়ন ভরি
মোর তমাল তলে   রুনু নূপুর বোলে ॥

৬৫

যমুনার জলে শ্যাম আছে গ'লে
তাই যমুনা হয়েছে কালো ॥

আমার আঁখির কাজলে
শ্যাম আছে ব'লে
নয়নে উছলে আলো ॥
আমার হৃদয়ে বাহিরে শ্যাম আছে ঘিরে
তাই বুক চিরে বাসি ভালো
আমার সকল ব্যথায় সেই শ্যামল কাঁদায়
তাই কাঁদিয়া জীবন গেল ॥
আমার রাতির ঘুমে সেই যায় চুমে
তাই দিবস হয়েছে শেল ॥
মরণ আমার অমিয়া হয়েছে
পেয়ে পরশ রভস কেল ॥

৬৬

আমার কাঁটায় ফুলে
তুমি হবে গোলাপীয়া
তোমার আলোর নীলায়
যদি লও চুমিয়া ॥
আমার শিথিল দলে তুমি বাজিবে ব'লে
মোর সকল হিয়া আমি দিই মেলিয়া ॥
চির বিরহী হিয়া ক্ষণের পরশ নিয়া
পাগল ঝোরায় নিতি মরে ঝুরিয়া ॥

৬৭

রঙ ধ'রেছে রঙ ফাগুনের নীল আকাশের গায়
রাঙা চরণ ছোঁওয়ায় ॥

রঙে রঙে রঙল যে বন রঙে রঙে রঙল এ মন
সাত রঙা মোর রঙের মানিক এল অধরায় ॥
রঙ যে গোলা গগন জুড়ে রঙের দোলা পাখীর সুরে
ছুরে ছুরে সুরে সুরে রঙ যে উছলায় ॥
বনের রঙে মনের রঙে মিলেছে আজ রঙের ক্ষণে
তাই মিলাতে চাই জনে জনে রঙের ঝরোকায় ।

৬৮

আজি আরতি তোমার ছন্দে
গগনে আরতি ভুবনে আরতি
আরতি পরমানন্দে ॥
দিশি দিশি আজি মঙ্গল গীত
চন্দনা পিক আজি হরষিত
নন্দন সুরে বন্দে ॥
আজি সুরধুনী স্বপন হরণী
আজি মনোবাণী মরম নিছানি
বট বাটে কারে নন্দে ॥
স্বপন সুরভি হৃদি অঙ্গনে
আঁখির শিশির নয়নে নয়নে
জীবন মরণ মিলিয়াছে আজি
রাতুল চরণ বন্দে ॥

৬৯

বিনি সুতোর মালা খানি
গলায় নাহি দোলে
জীবন দোলে মরণ দোলে
সকল ভুবন উতরোলে

চন্দ্র তারায় ছন্দ দোলে ছন্দ হারা তারি কোলে
মরণ হারা উতরোলে আপন ভোলে আপনি ভোলে ॥
বসন্তেরি বনে বনে তারি দোলায় স্বপন বোনে
দূর অলকার দোদুল দোলায়
বুকের তলে সেই ত দোলে ॥

৭০

লীলার বিলাসে অবশ আবেশে
রহিও আমারে জড়ায়ে
চির সুন্দর তুমি অন্তর মম
কোথা যাবে বল এড়ায়ে ॥
রও যদি রও শ্যামল আকাশে
শ্যাম হ'তে হ'বে বাহুর বিলাসে
প্রীতমের পাশে রই জীবন মরণ হারায়ে ॥
শ্যাম যমুনার লোল জলে
নাচিব কমল দলে
ঝিকি মিকি রচা আলো ছায়া কূলে উঠিব দুলে ॥
তোমার বাঁশটী শুধু ভরায়ে।

৭১

তুমি সন্ধ্যা দীপ মোর গোধূলি ক্ষণে
জীবনের জ্যোতি তুমি শেষ লগনে ॥
চির অজানিতে যে পূজা সঞ্চিত
বুকের তৃষা দিয়ে
তিলে তিলে ছন্দিত ঐ চরণে ॥

লহ লহ লহ আজি
উপচার হীন এই বেদন সাজি
শেষের বীণায় উঠুক বাজি সব অশেষণে ।।

৭২

আমার শেষের শিখায়
অশেষ তোমায় যেন না হারাই ।।
আলোয় এসে দাঁড়ায় যখন আঁধার সীমানা
সকল জ্বালায় জ্বলে যখন দূরের আঙিনা
ধূলার খেলা ধূলাতে হারাই ।।
নিথর কালো ব্যথার বুকে
ঢেউয়ের দোলা ঘুমায় সুখে
ছায়ার মায়া কোথায় হারায় ঠিকানা তার নাই ।।
মনের কূলে একা বসে   অকূল যখন দাঁড়ায় হেসে
ভালবেসে আমায় পায়ে দেবে নাকি ঠাঁই ।।

৭৩

ওই শোন্ প্রলয় মেঘের শাঁখ
ওই শোন্ ঝোড়ো হাওয়ার হাঁক
ওই শোন্ রুদ্র ভোলার ডাক ।।
ফেলে দে কান্না হাসি   ফেলে দে খেলার বাঁশী
বেলা শেষের উদাসী সে
যদি সব নিয়ে যায় যাক্ ।।
তার ঐ রুদ্র বোলে   জেগে ঘুম আর কি চলে
বলে শোন ঐ সে বলে জাগ জাগ ওরে জাগ ।।

তারে আজ করিসনে ভয় দূরে তায় রাখা কি হয়
জয় জয় বল তারি জয়
যদি রয় অচল হয়েই থাক্

৭৪

হে অনন্ত হে মহাভাষ
একি ক্ষণিকের পরকাশ ॥
ঘন মেঘছায়া অমারাতি মোহমায়া
তারি পরপারে একি রুদ্র রূপের বিলাস ॥
চপলার চপল হাসি চকিতে যায় যে ভাসি
কোন গহন অবগুণ্ঠনে মৃত্যু মিলনের ক্ষণহাস ॥

৭৫

হে শিব সুন্দর তোমারি করে
জীবন মরণ আজি দিলাম ধ'রে ॥
প্রলয় ছন্দে ছন্দ হারা নাচিয়া নাচিয়া ভাঙ্গ এ কারা
নাচায়ে তারকা তপন চন্দ্র গ্রহে গ্রহান্তরে জাগায়ে মন্দ্র
নাচহে মরণ নয়ন ভ'রে ॥
দীপক রাগে হবে আরতি জ্বলিবে জ্বালা লেলিহা জ্যোতি
সকল দুখ সব দুরাশা তোমারি হোমে হবে আহুতি
জ্বালহে জ্বালা কাল অধরে ॥
জটার মেঘে বিজলী এঁকে এসো অশান্ত প্রলয় বেগে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল দোলা রুদ্র দোলে ভোলাও ভোলা
চেতনে জড়ে সমান ক'রে ॥

৭৬

আমার সকল অহঙ্কার
চূর্ণ কর বারে বার

যাহা কিছু আছে প্রিয়   আপন করে নিও নিও
মুক্ত উদার আকাশ আলোয় করো একাকার ॥
ধরার ধূলি ধন্য কর   সকল মনের দৈন্য হর
ফুলের মত পুণ্য তরো করো হে এবার ॥

৭৭

প্রভু আমার এ গান
এযে তোমারি দান
তোমার কাছেই আছে ওগো
যা কিছু এর মান ॥
আমার নাই সে সাধন
সব হারানোর শরণ সাধন
তাই গানের মাঝে জাগেনা যে প্রাণের বীণা খান ॥
গাইতে গিয়ে সুর যে হারায় ছিঁড়ে যে যায় তার
তুলতে ধ'রে ঝ'রে পড়ে কথার কণ্ঠহার ॥
সারা বেলা যায় যে হেলায়
পূজার ছলে কথার খেলায়
তবু বেলা শেষে সেধে যে যাই আমার শেষের গান ॥

৭৮

প্রভু তুমি আমার শেষ পারানী শেষের পাড়ি
বেলা শেষের শেষ গোধুলি সকল বেদন হারী ॥
বেলা শেষের খেলা ভাঙা   গোধূলির ধূলায় রাঙা
পান্থ মনের শ্রান্ত চোখের কাঁদন নিঙারি ॥
বেদন ফুটের ধূলায় লুটি   সকল বাঁধন যায় যে টুটী
এই অকুলে বাড়িয়ে মুঠি গাই যে শেষের সারি

৭৯

হে অনন্ত হে বন্ধুর পন্থ
লহ পান্থের শেষ প্রণতির ছন্দ ॥
হ'য়ে গেছে পথে বহু দেওয়া নেওয়া
কাঁদা হাসা ছলে বহু আসা যাওয়া
দিন শেষে লহ শেষ আহুতির মন্ত্র ॥
যত ক্ষত আর যত ব্যথা ক্ষতি
পূজা শেষে এই শেষ আরতি
ক্ষান্ত হোক হে ক্ষান্ত শিব সুন্দরে নিস্পন্দ

বটের বাঁশী

মুখবন্ধ

স্বামী সত্যানন্দ সাধক ও কবি। ভক্ত সুরদাস ও চণ্ডীদাসের যুগ থেকে রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত বাঙ্গালী সাধক কবি তাঁদের জীবনের গভীর সত্যকে ছন্দে ও সুরে সার্থক ক'রে গেছেন। "বটের বাণী'র ব্রজবুলী ও বাঙলা ভাষায় রচিত কবিতাগুলি সেই বিরাট ঐতিহ্যের আধুনিক বিকাশ। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা" পদের রচয়িতা ও কবি ছিলেন। তাঁর বাঙলাদেশ ও বাঙলাভাষা চিরন্তন কাব্য রচনা ক'রে চ'লেছে ও আশা করি চ'লবে। এই বিশ্বাস স্বামী সত্যানন্দ জনসাধারণকে দিয়ে যান এই প্রার্থনা করি—

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, ডি, লিট

নিবেদন

কথা ও সুরের সঙ্গতি চিরন্তন। ভাবই ব্রহ্ম। ভাব থেকেই কথার সুরু আবার কথা থেকে এসেছে সুর। আবার তিনেই এক একেই তিন—হেগেলীয় ব্রহ্মের বিকাশ ও বিলয় ক্রমে। শ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন দক্ষিণেশ্বর লীলায়, "নিতাই আমার মাতা হাতী, এই ব'লতে ব'লতে যখন ভাব হ'য়ে যায় তখন সব কথাগুলি বলতে পারে না, কেবল হাতী হাতী, শেষে শুধু হা··· ভাবেতে মানুষ অবাক হয়।" আবার কথার সঙ্গে সুরের কলহও আছে। যেখানে যে ভাবের সাধনা, সিদ্ধিও সেখানে সেই ভাবের। যেখানে যে গুণী যে সাধনায় সিদ্ধ, প্রতিষ্ঠাও সেখানে তেমনি হ'য়েছে। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য—বাঙ্গলায় কীর্তনাঙ্গতে ভাবের প্রাধান্য। গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা যায় যে, প্রাচ্য মধ্যে 'নারদীশিক্ষা' প্রভৃতি পুস্তকে স্বরস্থানের পরিচয় আছে—উর, কণ্ঠ ও শিরে যথাক্রমে নীচ, মধ্য ও উচ্চস্বর প্রকাশিত। ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় নাভিদেশে তাপ সৃষ্টি হয় ও প্রাণবায়ু ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে গিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি করে। 'পাণিনি' শিক্ষায় আত্মা প্রথমে মনকে প্রেরণা দেয়, মন দেহস্থ অগ্নিকে আহ্বান করে ও অগ্নি প্রাণবায়ুকে প্রেরণা দিয়ে মন্দ্র সৃষ্টি করে। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যেও এমনি কথা আছে। আরণ্যকে ও উপনিষদে বাক্ ও প্রাণের সহযোগে উদগীথ বা গানের সৃষ্টি। পাশ্চাত্যে সঙ্গীতের উদ্ভব বিষয়ে আছে বায়ু-কণিকার কম্পনেই শব্দের উদ্ভব। তবে সঙ্গীত ও অসঙ্গীতের পার্থক্য বোঝাতে Dr. Stout প্রভৃতিরা বলেছেন অসঙ্গীতে (Noiseএ) আমরা বেশীর ভাগ গোলমাল, অনিয়মিত শব্দকম্পন পাই। অন্য দিকে সঙ্গীতে আমরা একত্ব ও সামঞ্জস্যের কম্পন পাই। অবশ্য সুরেলা ও বেসুর শব্দের মধ্যে ধরাবাঁধা সীমারেখা নাই।

এঁদের মতে wavelength—pitch সৃষ্টি করে, Amplitude ধ্বনির উচ্চতা (loudness), আর ধ্বনির জটিলতা (complexity) Timbre সৃষ্টি করে।

যেমন প্রাচ্যের সঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োজন আছে, পাশ্চাত্যের সঙ্গীতে তেমনি ভাবের সমারোহ দরকার।

"বটের বাঁশী"র গানগুলি ভাগবৎ ভাব সাধনায় লেখা; কাজেই মাত্র সেই সাধনপথের পথিকদের পাথেয় দিতে সক্ষম। গানমাত্রেই সার্বজনীন প্রেরণা আছে তবু তাদের পেছনে সাধ্য বিশেষের বিশিষ্টতা থাকে। মীরা, কবীর, দাদু, সুরদাস ও তুলসীদাসী পদাবলীতে সাধ্যের সঙ্গে একটা যোগ আছেই। 'বটের বাঁশী'র সাধ্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে এটি গুপ্ত আবার কোথাও তার দীপ্তমূর্তি আছে। "নাম আর নামী অভেদ" তাই বিভিন্ন দেশের ভক্তদের বিভিন্ন ভাষায় গীত নির্মাল্যের প্রয়োজন আছে বিশেষ ক'রে রামকৃষ্ণ জয়রথচক্র মুখরিত এই যুগে।

শেষের নিবেদনে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে। তিনি এর আগের পুস্তকটির সুরসংযোগ ক'রতে চেয়েছেন। শ্রীনিখিল সেন, শ্রীসমরেশ চৌধুরী, শ্রীরথীন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীমণীন্দ্র, "শ্রীরামকৃষ্ণ সুর ভারতীর" শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকামিনী দেবাংশী, শ্রীভোলানাথ ভাণ্ডারী, প্রভৃতি গুণীদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এরা সঙ্গীতগুলি রেডিও, রেকর্ড সঙ্গীতে, ও বিশেষ ক'রে ছাত্র, ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে রামকৃষ্ণ নাম প্রচারের সহায়তা ক'রছেন। আর অধ্যাপক লালা শিবনারায়ণ হিন্দী সঙ্গীতগুলির সংশোধন ক'রে ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণম্

বটের বাঁশী

১

প্রথম প্রণাম আমি প্রথম দিনে
তোমারি নামে লব তোমারে জিনে ॥
যত কিছু ভুল দোষ মালায় গাঁথি
চরণ নিকষে আজি দিলাম রাখি
জীবন মরণ বাজে তোমারি বীণে ॥
যে সুর সুরধুনী উছলি চলে
দূরে দূরে হৃদিপুরে যে বাঁশী বলে
বটের বেণু মূলে লবে কি চিনে ॥

২

ঐ বটের মূলে
ঐ চরণ ধূলে
আমার প্রথম প্রণাম ॥
ঐ খেলার বাটে   মাণিক রাজার নাটে
ঝুরে মরে মোর প্রাণ ॥
তোমার লীলার ঠাটে   সখা সখীর হাটে
আছো স্বপন সমান ॥
তোমার সুর সুরধুনী ক'রি কুলুধ্বনী
আজো গাহে জয় গান ॥

৩

আজি শুভ দিনে লহ লহ বীণে
গাহ মঙ্গল গান
সব সুখ দুখ ক'রি উন্মুখ
মন মুখ এক প্রাণ ॥
বেদের মন্ত্রে উঠিল যে বাণী
দিগদিগন্তে করে কানাকানি
ওরে ও দিশারী শোন্ পেতে তুই কান ॥
যুগের শঙ্খে মেঘ মৃদঙ্গে
জাগিছে যুগের প্রাণ
নব যুগের ভগবান ॥

৪

হে অনাদি হে মহাকাল
হে অজানা হে ভয়াল ॥
ধীর গম্ভীরে দিক মৃদঙ্গের মীড়ে
অশব্দের তীরে তব রাগিণীরে
জান তুমি জানে তব চরণের তাল ॥
জীর্ণ পাতা সম কাঁদা হাসা মম
শুধু কি হ'য়ে রবে দীর্ণ চরণের মাল ॥
স্মিত হাস ভাষে জানাও আভাসে
অভয় আশীষে উছসিত হোক তব ভাল ॥

৫

দিক দিগন্তে বাজুক ছন্দে
তব মহানাম মহা আনন্দে ॥
প্রলয় শঙ্খে জাগুক ও নাম
কাল বৈশাখীর প্রথম প্রণাম

জাগায়ে তপন তারকা চন্দ্রে ॥
দিনে দিনান্তে গৃহে গৃহান্তে
ধরা অধরার মিলন প্রান্তে
জাগুক ও নাম রন্ধ্রে রন্ধ্রে

৬

আজ নটরাজের নাচ জেগেছে কাল বোশেখীর ছন্দে
মরণ আনন্দে ॥
কাঁদন লাগায় লাগায় ভাঙন ছড়িয়ে যাবার এলো লগন
তপন তারা চন্দ্রে ॥
বহ্নি তিলক দিক মেখলায় হাহাকারের রুদ্র জ্বালায়
সবহারারা বন্দে ॥
শেষের নতি জানাই আজি মহাকালের শঙ্খে বাজি
শেষ আরতির শিখা জ্বলে আঁধার কারার রন্ধ্রে ॥

৭

জাগ্রত হে, হে জ্যোতি জয় বৈভব
তব অরুণায়িত নয়ন অমৃত
লব লব আজি মাগি লব ॥
এই অমৃত ক্ষরিত প্রাতে দাও স্বর্ণ আশীষ মাথে
এই শ্যামায়িত বন সম্পদে হোক তৃষ্ণার পরাভব ॥
আজি সব কল্যাণ দানে আজি তব মঙ্গল গানে
জীবন মরণে সবখানে শিবসুন্দর করো সব ॥

৮

আমার ভাঙা বীণাই বাজবে ভালো
তোমার আঁধার ভাঙা আলোর লীলায়
রাঙবে জানি সকল কালো ॥

এই যে আঁধার যুগের কালো
দহন লীলায় জাগাও আলো
জানি তোমার বরাভয়ে শঙ্কাহরণ খড়্গ জ্বালো ॥
বজ্রমণির মালা তুলাও
স্বপনহারা চরণ মিলাও
দিকে দিকে বেদন বিলাও একি আপন ভাবে ভোলো ॥

৯

নয়ন মনে জ্বালাও আবার
আকুল আলো সেই আলো
হৃদয় বীণায় আকুল সুধার
সুর ঢালো গো, সুর ঢালো ॥
ধরার ধূলায় দাও হাসি স্বপন হরা সুর-আশী
ভালোবেসে বাসাও ভালো সেই ভালো গো সেই ভালো
শরণ নত এই চোখে চরণ আলোয় দাও ঢেকে
জীবন মরণ যাক্ ঠেকে যেথায় তোমার রূপ কালো
আলোর আলো রূপ কালো ॥

১০

জীবন দীপে একি জ্বালাও জ্বালা
একি এ খেলা ॥
কাঁদন দিয়ে দিতেছ হাসি
আকুল চোখে বাজাও বাঁশী
হে উদাসী একি আঁধায় আলা ॥
স্বপন দিয়ে জাগাও আঁখি
জাগর দীপে সুধা মাখি
আপন নিয়ে একি খেলা ॥

১১

আজি রুদ্র বীণাও জাগাও হে গান
জাগাও পরমানন্দে ॥
জাগ্রত হও জাগাও হে শিব শান্ত তোমার ছন্দে ॥
জাগো মঙ্গল রূপে জাগো দক্ষিণা মুখে
দাও ক্ষমার আশীষ হে শিব অক্ষমে নিষ্পন্দে ॥
এস করুণা ঘন নয়নে দুঃখ দহন নাশনে
এস মুক্তি দানিতে কৃপণে এস কাতর প্রাণ বন্দে ॥
এস গদাধর এস স্মরণে নামে রূপে নব বরণে
এস তৃষিত তাপিত হরণে দুঃখের নিশা অন্তে ॥

১২

হে আনন্দ হে অবিনাশী
হে অলখ উদাসী
মম অন্তর মন্দির রহে চির পিয়াসী ॥
চকিত চাহনি ক্ষীণ হ'য়ে আসে
নত নয়নের পাশে থমকে
দুঃখের অমারাশি ॥
তবু মনে হয় নয় নয় মিছা নয়
স্মৃতির তীরবাসী ॥

১৩

চির জ্যোতির জ্যোতি তুমি—তুমি চির সুন্দর
জীবনের গতি দিলে তুমি চির ভাস্বর ॥
নব নন্দের ছন্দে বন্দনা জাগালে
বিশ্ব দেউলে নব নব রঙে রাঙালে
আত্মার আত্মীয় প্রিয় হ'তে প্রিয়তর ॥

সুর সুন্দর হ'ল ধরা অধরার পরশনে
চিত চির চঞ্চর অলকার আবাহনে
ব্যথা হিয়া মন্থন এই ধরা নন্দনে
আঁখির শিশিরে আর প্রীতির চন্দনে
লহ নতি বন্দনে ফুল নত অন্তর ॥

১৪

ওগো মৌন মন্তর অন্তর ধন
লহ নিবেদন বেদন মম ॥
দূর তুমি নহ তবু চির দূর
রূপে অরূপে বাজে তব সুর
নীরব স্পন্দনে নিবিড়তম ॥
সুখে দুখে ছন্দিত হৃদয়বীণা
আজি তব সুরে হোক চির লীনা
জীবন প্রদীপে আরতি তোমার
জ্যোতির জ্যোতি নম হে নম ।

১৫

জীবন দীপে জ্বালাও শিখা
জ্বালাও জ্যোতির দীপালিকা ॥
তপন তারায় যে জ্যোতি হারায়
নীহারিকায় তাহারি লিখা ॥
অমর ধরণী জ্বালায় জ্বলে
রূপে অরূপে মরণ মালে
যে জ্বালা জ্বলে অনিমিখা ॥
স্বপন বুকে জাগিয়া জাগে
গোপন দুখে জাগায়ে রাখে
রুদ্ররূপে চুপে চুপে অমর করো মরণ টিকা ॥

১৬

দিনের প্রদীপ নিভল যখন সাঁঝের প্রদীপ দীপল কই
সকল খেয়া ভিড়ল যখন আমার খেয়া মিলল কই ॥
কুলায় যখন ফিরল পাখী
কাঁদন কুলে নীড় বিরাগী
পথিক সখা পথের শেষে তোমার দিশা মিলল কই ॥
জীবন হোমের এই আহুতি
সব দেওয়ারি এই মিনতি
এই যে নতি এই আকুতি তোমার পায়ে মিলল কই ॥

১৭

জীবনের ছিন্ন পত্রালিকায়
কে গো রঙের তুলিকা বুলায়
কাজল রাতি রাঙিল কার চরণ ধূলায় ॥
যেন চিনি তারে যেন নাহি চিনি
যেন শুনি কভু যেন নাহি শুনি
চরণের রিণিঠিনি ॥
মোর দহন লীলায় বাজে মরণ বীণা
মোর সকল চিনায় পাব সেই অচিনায়
চির আলোছায়ায় চির হাসা কাঁদায় ॥

১৮

আকাশ উধাও উদাস সুরে
বাঁশী যে ঝুরে ॥
আমার অলস বেলা শেষে
ভালবেসে
দাঁড়াবে কে সে এসে সুরে সুরে

ঝরা পাতার মরমরানি
মরা গাঙের কানাকানি
উঠবে রেঙে ব্যথায় ভেঙে বুকটী পুরে ॥

১৯

মোর সন্ধ্যার শেষ তৃষা
একি কান্না হাসিতে মিশা ॥
শেষ সোণালীতে হাসি আঁধারেতে যাও ভাসি
পূরবীর গান গাহি রেখে যাও অদিশা ॥
বেদনার বট রাঙি শত বুকে পড় ভাঙি
জানি জানি নাহি জানি কোন মরণের নিশা ॥
ঐ আঁধার করেতে লিখা জ্বলিবে কি প্রেম শিখা
জননীর অনিমিখা নয়নে জাগাও দিশা ॥

২০

ঐ নীল অতলের চুমায়
মন যদি আজ ঘুমায়
এই মনোবনের ছায়ে
সেকি আসবে শিয়রে
চুপি চুপি পায় জানা ও অজানায় ॥
ক্লান্ত আমার নয়ন চুমিয়া
সেকি তেমনি অলখে যাবে গো সরিয়া
রেখে যাবে মোরে চির চাতকের চাওয়ায়

২১

মোর প্রথম পাতে দিলে যে লেখা লেখি
তারে দেখিতে চেয়ে নাহিত দেখি ॥

অথির বাদল হয়েছে উছল
কাজল রাতির তারাটী সাথি ॥
আজি বিদায় ক্ষণে গোপন মনে
স্মৃতির ব্যথায় ভুলিবে সেকি ॥

২২

আমার গগনে ভুবনে এসো
আমার নয়নে নয়নে এসো
এসো অঝোর ঝরণ শাঙনে এসো বিজুরী ঝলক বরণে
এসো স্বপনে স্বপন হরণে এসো এসো ॥
এসো শুকানো যুথীর বুকে
এসো কেতকী ভুলানো রূপে
বুকের তিয়াসে এসো এসো এসো ॥
এসো বটবেণুবন উছসি ঘন কেয়া মন পুলকি
এসো তন্দ্রাতে অন্দ্রাতে গোপনে এসো এসো ॥

২৩

আজ মেঘ যমুনায় দোল লেগেছে
দাদুরীর বোল জেগেছে
তবু মন ময়ুরী নেচে ওঠে কই, কই ॥
সুরধুনীর সুরের দোলা
কোন বাউলের পরাণ ভোলা
আষাঢ়ের এই অবেলায় আকুলি রই বসে রই, রই ॥
বাজে কি বটের বাঁশী
জাগে কি যুগ উদাসী
অবুঝ এই পিয়াসীর ব্যথাতে থই লাগেনা থই ॥

২৪

আজি কুহুলিত বনভূমী আষাঢ়েতে ছাওয়া
নয়নে কাঁদন কোথা কাজরীতে গাওয়া ।।
জীবনের বটবাটে নটরাজ নাচেনা গো
সুরধুনী কুলুকুলি রাঙ্গা পায়ে সাজেনা তো
গোধুলির এই ধূলে আলো আর ছায়া ত্বলে
কাঁদন কুলুকুলে মরমীরে কোথা পাওয়া ।।
নাচন শিখি সখা কাঁদন হাসি মাখা
চন্দ্রার ত্বখ বাঁকা রাকা চাঁদে কোথা চাওয়া ।।

২৫

মেঘেলা গানে আজি নয়নে জল কই ।
অঝোর বরিষণে অথির কোথা হই ।।
আঁধিয়া ঘন মনে বিজুলী চমকনে
কদম কেয়া সম শিহর জাগে কই ।।
গাঙ্গিনী ভরা বুকে থমক জাগে সুখে
ত্বখের এই কূলে বেভুলে বসে রই ।।
গোপন গদাধরে মনের মরমরে
জীবন সাথী করি শুধু যে চেয়ে রই ।।

২৬

মেঘেলা সাঁঝে কই মেঘেলা আঁখি
নয়নহরা কই বেদন রাখী ।।
রঙ্গীন রামধনু রাঙ্গানো সুর পাখী
চপল মনে কই চপলা আঁকি ।।
ঝরন ত্বটি ফোঁটা অফুট আঁখি টুটে
তাহারে চেয়ে কই মরমী মাথা কুটে
কোথা গো কোথা সেই শরণ সাকী ।।

২৭

মেঘ ঘন কুলে এস বিজলি ঝলি'
আকুল চরণে শত স্বপন দলি' ॥
হিয়ার গোপন ব্যথা ভুলে যাওয়া কলকথা
আকুল পুলকে যদি যাইগো ভুলি ॥
মরণের এই কুলে স্মরণের এই ফুলে
কূলহারা করিবে কি বারেক ছলি' ॥
জীবনের যত পূজা উছলিত হবে কি তা
নয়নের সুরধুনী যাবে কি ঢলি ॥

২৮

ঘন মেঘ অবলিপ্ত সন্ধ্যামণির মালা
আরতির দীপ মোর হয়নি যে প্রভু জ্বালা ॥
পথহারা পাখী চলিয়াছে হাঁকি
নীড় বিরাগী হৃদয় আজিকে স্মরণে হয়না আলা ॥
বিজুরীর রূপা ধারে ঝরিবে কি আঁখি মম
স্বপনের হাসি সম নয়নে হবে কি ঢালা ॥

২৯

গহন ঘন নিবিড়তম
নীরব আজি এ হৃদি মম ॥
সুরের গঙ্গা আপনা হারা
বটের বেণু নাহি যে সাড়া
এ ধরা কারা শ্মশান সম ॥
ঝিঝির ঝঙ্ক ঝরিছে চুপে
স্তিমিত তৃষা নিভৃত বুকে
দুখের তরী আনিবে তুমি হে নিরুপম ॥

৩০

বাদল উতল এই নয়নে
এবার এস আকুল ঐ বরণে।
চন্দ্রামণির অন্ধ হিয়া বেদন আতুর আজ গোপনে ॥
কমল কোমল ঐ চরণে বাজবে নূপুর মন হরণে
বাঁশীতে ঐ হাসির সুরে ফুটবে আলো এই গহনে ॥
গহন গোপন স্বপন রাকা উদাসী তুই নয়ন বাঁকা
ধূলার দেউল আকুল ক'রে
(এবার) দাঁড়াও হরি মনের কোনে ॥

৩১

এমনি মেঘ নেমেছে শাঙনে
এমনি মেঘ জমেছে কাঁদনে ॥
এমনি বুক উঠেছে দোতুলি ভেসেছে স্বপন তীরের খেয়াটী
এমনি মন উঠেছে উথলি হয়েছে মনের দেয়া নেয়া কি
মনের আগুনে ॥ গোপন বেদনে ॥
তুর অচেনায় চেয়েছি তুখ অজানায় পেয়েছি
জীবনে কি মরণে ॥

৩২

আমি বাঁশের বাঁশী তারি সুরের লাগি
আজি চুপে চুপে তুখ রাতি জাগি ॥
কত বেদন ব্যথা কত কল কথা
উতল বুকের তলে নিঝুম ঘুমে শুধু র'বে নাকি ॥
চপল হাওয়া হায় সে কি জানে
তাই জাগার কথা কয় কানে কানে ॥

মোর শ্যামল সখা জানি দেবে দেখা
ঘন শাঙন দিনে মোরে লবে চিনে
মধু পরশ আঁকি ॥

মেদুর মেঘ সম দুরু দুরু কম্পন
গুরু গুরু গরজনে আসিবে নিরমম
আসিবে নিরুপম ॥
আলসে উতরোল উছল দুটি আঁখি
ব্যথার শিখি সম লুটাবে পায়ে নাকি
সফলি' সব মম ॥
নিঝুমে ঝমঝম ঝরিবে বারিধার
মিলাবে আঁখি দুঁহুঁ যমুনার ব্যথাহার
শরণে আসিবে কি সারদারি পীতম ॥

৩৪

যদি ঝড় এসেছে দুলে
আমার ঝরা ফুলে ফুলে ॥
ভেঙে ভেঙে পরা কূলে   সুরধুনী ওঠে দুলে
গান যদি যাই ভুলে   স্বপন হারা কূলে
বুলে বুলে ॥
যদি আকাশ গাঙ্গে বাদল নামে
যদি ঝিলিক লিখা বেদন বোনে
বটের বাঁশী বাজবে নাকি পঞ্চবটের কাঁদন কূলে ॥

৩৫

এই 'ঝিঞ্ঝিরি' ঝঙ্কৃত রাতে
নিদহারা আঁখি পাতে
এস এস হে প্রভু এস হে ॥

এই ব্যথা ভরা হিয়া পাতি
ঐ অলখ রূপ কাঁতি
নিয়ে এস হে প্রভু এস হে ॥
পথে নাহি পথি
জেগে রয় শুধু আঁখি
তুমি এস হে প্রভু এস হে ॥
ফেলে আসা গেহ ফেলে আসা নেহ
দেহহীন দেহ আছে শেষ অবশেষ হে ॥

৩৬

সন্ধ্যা এলু এল বাদল বেলা
নয়ন তীরে নামল আঁধার ভেলা ॥
যায় যে বেলা ব'য়ে যাবার কথা ক'য়ে
একেলা একেলা ॥
ভিজে গাছের প্রাতায় পাতায় ভাঙা মেঘের কাণায় কাণায়
একি অলখ খেলা ॥
সেই যে দিন হারিয়ে গেছে মনের কোনে সেও কি আছে
নিয়ে হেলা ফেলা ॥

৩৭

মানস গঙ্গা তুমি জীবনের দুই তটে
চরণ-সঙ্গা আমি লুটে র'ই ব্যথা বটে ॥
শ্রাবণীর শেষ বাণী
তুমি মোর দুখ খানি
বনানীর কাঁদনে সারদ সোহাগ রটে ॥
আঁধারের কোল ভরা
দ্বিতীয়ায় দিলে ধরা
উধাও আপন হারা ফুল হ'ল হৃদি গোঠে ॥

স্বপনের সুধা নন্দনে
অধরা হ'য়ে কি রবে
নয়নে নয়নে এসো সকল বাঁধন টুটে

৩৮

যখন ঘনায় আঁধার রাতি
নিবে নিবে আসে যখন নির্জন ঘরের বাতি ।
আপনি ঘিরে আপনটিরে ব্যথার আসন পাতি
কালো মেঘের কান্নায় কান্নায়
শ্রাবণ রাত্রির কাঁদন ঘনায়
আলোছায়ায় স্বপন উঠে মাতি ।।
ছড়িয়ে যাওয়া কুড়িয়ে পাওয়া
কত অবুঝ কথা কত অফুট ব্যথা
ঝরা ফুলের মত
তুলে নিয়ে মত্ত সুখে মালায় আমার গাঁথি ।।

মেঘ ঘন মন্দির মাঝে
দুখ মন্দিরা আজি কেন বাজে ।।
রিমি ঝিমি বরষনে সারা
তনুমন আজি নহে হারা
সুখে দুখে নব নব লাজে ।।
সুরধুনী দুঁহু কূল ভাঙ্গি
বাদল দল এল নামি
মুহু মুহু কুহুলিত সাঁঝে ।।
আধোমন আধোতন বাণী
কেতকীর আধো জানাজানি
মরণ নিছানি কোথা গদাধরে যাচে ।।

৪০

মেঘেলা মালা গাঁথা
বিজলী দীপ রাতা
উছলি আসিলে কি আষাঢ় ঘন ছায়।
দেউল ঘিরি ঘিরি   ব্যথার ঝিরি ঝিরি
নয়ন ভরি ভরি ঝরিছে আজি হায়॥
গগন শাঁখে বাজি   কাজরী উঠে নাচি
আরতি ধূপ শিখা জ্বলিছে অদিশায়॥
উধাও পথ বেয়ে   শুধু যে যাই ধেয়ে
চরণ থমকে শুধু চলিতে নাহি চায়॥
একেলা পথ ভরি   একা যে আমি মরি
দেখা কি দেবে হরি বেদন ঘণিমায়॥
দুখের ক্ষণ সখা   কত দুখে দেবে দেখা
আমার দুখ বাঁকা গদাধর তনিমায়॥

৪১

নিঝুম বরষায়   আষাঢ় ঘন ছায়
আঁখি যে ভরে যায় হাহা করে বটবাণী।
হিয়ার কূল ভাঙ্গি আঁধিয়া এল নামি
খুঁজে যে মরি একা আধেক রেখা খানি
চরণ রেখা খানি॥
নিবিড় নিশা সম   ঘনায় ব্যথা মম
নিঙ্গারি পাব নাকি স্বপন সেঁচা ধন।
মরমের মরমরি   ভরে কি দেবে হরি
মরণ নিথরি শরণে নেবে টানি॥

৪২

কেন ঘুমের শ্রাবণ দিলে চোখে
ব্যথার বাঁধন গানের বুকে ॥
কেন আকাশ আকুল কালো রূপে
স্বপন ভরো চুপে চুপে
ঝরা ফুলের আপন হারা সুবাস মরে পথের দুখে ॥
প্রথম লেখা চাঁদের চাওয়া
আশার ভাষা মরণ মুখে
বটের ছায়ায় মরমরি কি কথা কয় যুগে যুগে ॥

৪৩

চকিত মেঘভারে ঢেকেছে দিক রেখা
জীবন পথ বেয়ে চলি যে একা একা ॥
ক্ষণিকে ঝরা এই বাদল ধারা সম
আজি যে আঁখি কোণা সরস হ'ল মম
বেদন মাখা মাখা ॥
বনানীর মরমরি বুকে যে চেপে ধরি
আকুল দুখ দিয়ে তোমারে নেব বরি
স্বপনে হারা সখা ॥
বেদন ধন মর্ম গদাধর গোপন
লবে কি লবে তুলে চকিতে দিয়ে দেখা ॥

৪৪

শাঙন ধারে নিবেছে দীপ
নিবেছে আকাশ কোণে
ঘরের কোণা কি জানি কেন কি কথা আজো বোনে ॥
ছেয়েছে আলো আঁধারিমা
হেসেও হাসেনি নয়ন চাঁদিমা

শরন বীণে কেন যে জানিনা চাহিছে কাহারে ক্ষণে ও ক্ষণে ॥
স্বপন হারা নয়ন পাখী
পরাতে চাহে স্মরণ রাখি
তাই কি জাগি জাগার বটবেদনে ॥

৪৫

যখন বাদল অন্ধকারে
নয়ন আমার ঝরে ॥
যখন দূরের পথে থাকি   তন্দ্রা বিহীন জাগি
"চন্দ্রার চাঁদে" মাগি মন যে কেমন করে ॥
যখন গোধূলি গঙ্গা বেয়ে
আসে নিদালী নীরব নেয়ে
তোমার চরণ চেয়ে মন যে গুমরি মরে ॥
যখন উছলে ওঠা বুকে   নামটি জাগাও চুপে
নিথর নিবিড় সুখে বুকটি থরথরে ॥

৪৬

ওই মেঠোসুরের ভাটিয়ালী ভুলালো মন ভুলালো
সুরের বাদল নামলো সাঁঝের আঁধার ঘনালো ॥
উদাসী আজ কোন সুরে হায়
বাঁশীতে তার বেদন জাগায়
ঘরছাড়া মন পথের ধুলায় লুটালো তাই লুটালো ॥
নয়নে তাই ঘনিয়ে এলো শাওন বারি
প্যাগলা ঝোরা ঝ'রতে যে চায় হৃদয় নিঙারি ॥
চলার পথে চরণ দুটি
চলতে আগে থমকে থাকে
তাই পথের বাঁকে লুটি জুড়ালো বুক জুড়ালো ॥

৪৭

দীপ নেভা মোর গৃহকোণে
কে তুমি দাঁড়ালে এত খণে ॥
আজি এ রজনী তিমির নিবিড়
ছলছলি উঠে মূক দুই তীর বেদনে ॥
চপলা চমকে অজানার বাণী
ভয় ভয়াতুর চোখে যায় হানি
জানি জানি তারে মরমে ॥
অজানার মানা মানিবনা আর
জানিনা কি আছে না আছে দেবার
শুধু হাতখানি তব হাতে আনি সঁপে দিব বিনা আয়োজনে ॥

৪৮

মোর ব্যথার মেঘে
কে এলে আঁধার এঁকে ॥
ওগো সন্ধ্যা তারার সাথী হায় নিবানো আমার বাতি
এই আঁধার আরতি হবে নিজনে জেগে ॥
উতল উধাও বুকের কোণে
কি যেন চাওয়া আপন মনে
কি যেন বোনে শিউরে ওঠা বেদন লেগে ॥
ঐ সুরধুনীর বাঁকে ঐ বটের বাঁশী ডাকে
তারি হাঁকে কাঁপন লাগে থেকে থেকে ॥

৪৯

মোহন তোমার রূপের লিখা আজকে দেখি জলে থলে
পরাণ বীণায় যে সুর বাজে তারি ঝরণ ঝরাও ছলে ॥
ওগো অলস পলক মেলি
রইব কি আর আপন ভুলি

হয়ত বা যাও আমায় হেলি রইনু বলে চরণ তলে ॥
বটের বঁাশী বাজাও দেখি
চরণ রেখাও যাও যে অঁাকি
অঁাখি জলে মাখামাখি তাই ত পরাণ এমন গলে ॥

৫০

আজি হৃদয় দুয়ারে এলে
মোর নয়ন কাজলে এলে
এলে দুখের বরষায়   এলে মরণ মোহনায়
সব সুখ করি সায় এলে এলে ॥
গগনে অঁাধারি এলে   চরণে বিজুলি জ্বেলে
একি নিথর থমক মেলে, এলে অলকার চুমা ঢেলে ॥

৫১

কেতকীর অঁাখিজলের শ্যামল
এলে কি বাদল বেশে
এই বিজলি ঝিলিক হেসে ॥
মোর বেদন নতি হোক শরণারতি
ওগো প্রভু সব দুখ সব ক্ষতি
হোক ধূপ সুরভি সুখ আবেশে ॥
ধূলার দেবতা হ'লে অলকার বাসী
বটের বাটে একি বাজালে বঁাশী
হাসি শ্রাবণ রেশে ॥

৫২

কই বাঁশী আমার নিলে তুলে
হরি! সুর জাগালে হৃদয় কূলে ॥

বুঝি সুরের সোহাগ নাইকো হেথা
বুকের কোণায় ব্যথার সোঁতা
তাই কি ভুলেও নাহি ছুঁলে ॥
হাসির ছলে করি কি যে   তোমায় চাওয়া হ'লই মিছে
তাই জাগোনি হৃদয়মূলে ॥
জনে জনে বিলিয়েছি যে   তোমার বাঁশী হ'তে মিছে
সবার সুরে বুক ভরেছে
তাই ধূলার বাঁশী ধূলায় থুলে ॥

৫৩

ঐ আকাশের আলোর ঝরণ
এই তো জীবন এই তো মরণ
স্বপন বরণ ঐ যে চরণ ঐ তো আমার স্বপন হরণ ॥
ধরার ধূলায় এই যে হাসি
এই যে বুকের দুখ বিলাসী
এও তো তারি ভাঙন গড়ন ॥
কাঁদন হাসির এই যে খেলা
এই যে হেলাফেলার মেলা
এও তো তারি শরণ সাধন ॥
রূপে রূপে বুকে বুকে   জাগিয়ে জাগে চুপে চুপে
এই তো আমার হৃদয় হরণ চন্দ্রামায়ের "চন্দ্রনটন" ॥

৫৪

বেদন আগমনী গাহিব আজি কি গো
জননী সেজেছো অশ্রুহারে
করুণ করে কোথা কাশের গুছি ধরা
কোয়েল কলভরা কাঁদনী চারিধারে ॥

আলোর আবাহনে নাচন গঙ্গা
পুবালী পবনে কোথা চরণ সঙ্গা
কোথা গো কোথা সুরশেফালি ঝরঝরে ॥
অফুটে লুকায়ে যায় বুকে কি শিহরায়
রূপের জ্যোছনায় আয় মা ফিরে আয়
ব্যথার ভাঙা দ্বারে ॥

৫৫

আজ মেঘে জলে সোনা ফলে আলোর ঝিকিমিকি
জীবন মরণ শরণ সাধন আজকে কোথায় রাখি ॥
উছলে পড়া হাসি খুশী
কোন উদাসীর বেভুল বাঁশী
দুরাশী মন আনমনে চায় যে থাকি থাকি ॥
আজ সকল কথা সকল কালো
জলে থলে ঝলমলালো
আঁখির কোণে টলমলালো ঐ চরণে যায় কি ঠেকি ॥

৫৬

মিলব এবার মায়ের গাঁয়ে
মিলব মোরা মায়ের পায়ে ॥
ভরবো মোরা চোখের ঝারি দুখ সায়রে ধরব পাড়ি
জীবন মরণ শরণ নায়ে ॥
ঐ যে বাজে আলোর শাঁখে
আগমনী পথের বাঁকে
পেয়েছি যে দুখের মাকে বনের ঝিরি ঝিরি বায়ে ॥
অনেক চাওয়ায় এই তো পাওয়া
গান হারায়ে প্রাণে ছাওয়া
লুটিয়ে যাওয়া পায়ে পায়ে ॥

৫৭

শ্যামল মেঘের আঁচল খুলে
"শ্যামার মেয়ে" এলি তুলে ॥
বরষ ঢাকা আপন ভোলা চরণ দিলি কাশের ফুলে ॥
ঢেউ জাগালি নদীর জলে
স্নেহের ছোঁওয়ান মরাল গলে
বুকের তলে পলে পলে আপনারে যাই যে ভুলে ॥
মন হারানো পরশ পেয়ে
ছড়ানো মন উঠলো গেয়ে
ধরায় ধূলা তাই ভুলেছে অধরারে নিতে তুলে ॥

৫৮

আমার গানের মঞ্জরী গো
আমার প্রাণের মঞ্জরী
উঠেছে আজ চঞ্চরি ॥
আমার এই শূন্য ডালা আর্গাথা আমার মালা
লবে কি তোমার হরি' ॥
মেজেছি চোখের জলে এসেছি আপন ব'লে
লবে কি আপন করি' ॥
হাসি যে কাঁদন ছাওয়া. বাঁশীতে হয় না গাওয়া
আগমনী, মরি মরি ॥

৫৯

কাশের ঘাসে বনের বাসে
লুটিয়ে দে রে মন
মা এসেছে হেসেছে শ্রাবণ ॥
কচি ধানের বানে বানে ভেলা মেঘের থানে থানে
হাসে সোনার বরণ ॥

শাফলা ফোটা দিঘী মনে নাচে আলোর শিখী
জাগে মায়ের চরণ
স্বপণ শরণ ॥

৬০

দুখ শেফালি লুটায় ছায়ে
ঐ রুনুঝুনু সোনার পায়ে
দোয়েল কোয়েল শ্যামার শিশে
কচি ধানের হারা দিশে
ঐ অদিশে এল বুঝি স্বপন সোনার পায়ে ॥
ঝরা বাদল তাই হেসেছে
কাঁদন বীণ তাই বেজেছে
তাই জেগেছে জাগা নিশি শিশির শিহর বায়ে ॥
জেগেছে পাগল দোলা
আগুনে মনের মেলা
পূজার বেলায় পেয়েছে মন অনেক চাওয়ার মায়ে ॥

৬১

ঐ নীল নয়নে আজো দেখি আঁধার কাজল গলা
ঐ হাসির ঝিলিক আজো জ্বালে কান্না মাণিক মালা ॥
তোর আগমনীর পালা
কেন বেদন মণিমেলা
তোর কাশের ঘাসের গুছি কেন হয়না আজি দোলা ॥
যদি ভুলাস দুলাস দুখে
তবে আমার নিবিড় বুকে
জ্বালো জীবন দীপের আলা তোমার প্রেমের মণিমালা ॥

৬২

শরতের সোনার কমল দোলে
আলোর কোলে ছায়ার কোলে ॥
ঝিকিমিকির মালা
গাঁথা ঐ ভরা গাঙ্গে
রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গন মালা রঙ্গেছে মা'র চরণ তলে ॥
মনে আজ আপন মনে
বিনি স্থতোর মালা বোনে
স্বপনের এই নিজনে বরণ ডালা ভরিয়ে তোলে ॥

৬৩

শিউলি বকুল আকুল রূপে
দাঁড়ালে এই গহন বুকে ॥
চিনি চিনি যেন চিনি
শুনি যেন রুনুরুনি
চেয়ে চেয়ে আছি ব'সে
বাদল ধরা ব্যাকুল মুখে ॥
মনের বটের মাণিক দেখি
নয়ন ছুটি গেছে ঠেকি
উধাও সুরে বেঁধে রাখি ঐ অসীমায় মিলাও চুপে ॥

৬৪

ওমা নীল নয়নের তলে
একি পাষাণ হিয়া গলে
এসেছিস কমল দল দলি তাই বুক উঠে গো চঞ্চলি
উছলি পলে পলে ॥
চরণের টলোমলে শেফালি ফুটলো দলে
আগমনীর আলিপনায় সাজবে বলে ॥

ওমা তুই দুখ দিয়েছিস বুক ভরেছিস
এই অরূপে রূপ নিয়েছিস
বুকে তাই দলমলে ॥

৬৫

ওমা জল ভরেছিস্ দুই নয়নের কোনে
মায়ের মায়া কতই মায়া জানে ॥
করুণ দুটি আঁখির কোলে মায়ার সায়র ঐ উছলে
শত সুধার সায়র সেঁচা
তোরে কে গড়েছে মা
মন হারাতে মনে মনে ॥
মায়ের সোহাগ ঠিকরে পড়ে আলোয় কালোয় ঝরঝরে
স'রে স'রে থেকে থেকে
এমনি করে নিস মা টেনে
ভুলতে নারিস এই গহনে ॥

৬৬

পাষাণ গিরির মেয়ে
ওমা তুই পাষাণ তারো চেয়ে ॥
শরৎ রাতির স্বপন মাণিক
না হয় নয়ন জলে দাঁড়া খানিক
দুরাশির দুঃখের নিশি জাগে নিতি নয়ন ছেয়ে ॥
দশ হাতে মা ছড়িয়ে হাসি
বাজিয়ে বেভুল আলোর বাঁশী
কোন প্রাণে মা যাবি ভুলে রয় যারা তোর চরণ চেয়ে ॥
মা হয়ে মা মায়ের ব্যথা
বুকের ব্যথা রইল বুকে এমন মায়ের মত মাকে পেয়ে ॥

৬৭

আবার আসিস্ ফিরে
বরষার শেষে শারদ আবেশে
আবার নিস্ মা ঘিরে ॥
কাঁদায়ে কেঁদেছ বিদায়ের ক্ষণে
তাই মনে পড়ে আজি নিরজনে
জীবনে মরণে রাখিব' রাখিব স্মৃতির তীরে
আয়োজন হীন হৃদয় দুয়ারে
এসে ফিরে যাস্ জানি বারে বারে
তবু মাগো আজ যাবার বেলায় বাঁধিব ব্যথার মীড়ে ॥

৬৮

আজি গোধূলীর দীপালি জ্বলে দূর গগনে
সন্ধ্যা নেমেছে মোর মনোগোপনে ॥
চরণের চল ব্যথা
মূক হ'য়ে রবে কি তা
চলা পথ নিথরি বসে রই অকারণে ॥
মুছে যাক্ পিছু ডাক
উছলিত চিত থাক্
থাক থাক্ পড়ে থাক্ নিঃস্মরণে ॥

৬৯

পিয়াসী বাঁশী বাজোরে
উধাও ধরার অসীম ধ্যানে
দিগন্ত স্বপ্ন রয় ঘুমে ব্যথার কথার বন্ধনে ॥
নিশীথ তারা অফুট হাসে
উদাসী সুরে দীপ জ্বালি
আঁধার নদীর উচ্ছ্বাসে অমৃত সুর দেয় ঢালি ॥

ক্ষণে ক্ষণে যা হয় বোনা
আমার ব্যথার আল্পনা
চোখের জলে যা হয় গাঁথা চরণ ছোঁয়ার হিমকণা ॥
ব্যথার অমৃত মন্থনে
কত মরণ মণি ফুটে
কত শরণ মন লুটে চোখের জলের চন্দনে।

৭০

আজি সন্ধ্যা নিলীন বেলা
আমি বসে রই এই হিমেলায়
একেলা একেলা ॥
পথিক জনের সখা
তুমি তারে দাও দেখা
সায় হ'ল যার খেলা ॥
আজি নত শিরে আঁধারের তীরে
ফিরে দেখি ফিরে ফিরে
করনি তো তুমি হেলা ॥

৭১

এই নয়ন ভরা আলো
এই তো ভালো এই তো ভালো ভালো ॥
তাই তো আমার আঁখির কোণে মুছলো সকল কালো ॥
ওগো দূর নিলীমের সাথী
বটের পাতায় গাঁথি
কোন সুদূরের ইসারাতে ডাক দিয়ে যাও বলো ॥
বুকে বাজে কি না বাজে এই শিশির শয়ন সাজে
আঁখির ছলোছলো ॥

আমার নিবিড় সুখে দুখে
এই নীরব গভীর বুকে
চুপে চুপে শুধু চুপে বাসতে দিও ভালো ॥

৭২

তন্দ্রাজড়িত এই গহিন চোখে
তুমি দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো মম ধ্যানলোকে ॥
ক্ষণিক জাগা এই অলখ ছোঁয়ায়
পুলক লীলায় যদি আপনা হারায়
স্মৃতির সোনায় তাই রাখিব এঁকে ॥
দিন যে গেছে মোর দিনের কাজে
আপন হারা এই আঁধার মাঝে
দিশারী হে জাগো জাগো হিমেল বুকে ॥

৭৩

তারায় তারায় চমকানি
ঐ কি তোমার চরণধ্বনি
গন্ধ গহন গোপন রাতে দিয়েছ কি আশার বাণী ॥
নিজন বনের ঐ কুজনে
চমক লাগা আনমনে
ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে কি যাও তোমার পরম পরশখানি ॥
উছলে ওঠা মনের কূলে
যে বাণী আজ উঠে দুলে
চোখের জলে চিনেছি যে বাউল বটের কানাকানি ॥

৭৪

যত কি গান ভেসে যায় আঁধার পারে
আমার আলোর তৃষা তাইত' হারে বারে বারে ॥

ওযে ডাক দিয়ে যায়   হাতছানি দেয়
হাসিতে মাণিক জ্বলে তারার সারে ॥
বোঝেনা অবুঝ বাঁশী   ওগো ও "বটবাসী"
ও উদাসী
পিয়াসী তাইত' খোঁজে অলখ হারে
কান্নাহাসির পারাপারে ॥

৭৫

গোধূলির রাঙা ছায়
চিত্ত আজি বিত্ত বিহীন রিক্ত যে মুঠি হায় ॥
নাহি আশা নাহি ভাষা   নাহি কাঁদা নাহি হাসা
আজি দুরাশার ওই দূর দেশে
ভেসে যেতে শুধু চায় ॥
দিঠি ভরা দাও আলো   শুধু তোমারেই বাসি ভালো
জ্বালো জালো দীপ জালো
পথ ভরা অমানিশায় ॥

৭৬

বেদোজ্জ্বল অমল বরণে
এস বেদমাতা রাখিতে শরণে
এস মা সারদে এস মা শুভদে
জ্ঞান-বিজ্ঞান দানিতে মরমে ॥
শুচিস্মিতা শুভ কিরণ স্নাতা
জগেয়ো জননী মরমে রাতা
জাগায়ো মরম শতদলে মাগো
রাখিতে অভয় চরণে ॥

৭৭

আমার সকল মুকুল ঝরিয়ে এলি মা
ব্যথার হারে বুক যে ভরেনা।
আমার সারদা মা জ্ঞানদা মা রূপের রমা ॥
আমার জীবন মরণ তাই তো এমন বাঁধন মানেনা
রূপের সায়র যেথায় দোলে
আলোর কমল সেথায় খোলে
সকল রূপে অরূপ কোরে রূপ যে ধরেনা ॥

৭৮

ধীরে এই কমল ফোটায় ফোটে মা বেদ হাসি
ওঠে ভাসি আলোর বাঁশী ॥
ধীরে এই ঢেউয়ের দোলায়
সুরের মীড় টোল খেয়ে যায়
ব্যথার বেলায় রেঙ্গে ওঠে এই ছুরাশি ॥
ওমা তোর অরূপ রূপে
আজি মোর দহন ধূপে
মিশে যায় চুপে চুপে পূজার ছুখ পিয়াসী ॥

৭৯

ওমা "চন্দ্রা ছুলালী"
কার সোহাগে চাঁদের চূড়া চূড়ায় জড়ালি ॥
অথৈ বুকের দরদে সব বুকটা ভ'রেদে
রূপের সায়র উথলে ওঠা "বটের লালী ॥"
সবারে নিচ্ছিস বুকে সবার সুখে সবার ছুখে
তবে সাঁঝের মুখে নেনা কোলে সোহাগ উজালি

৮০

ওগো ও "শ্যাম দুলালী" মা
ও আমার "পৌষলক্ষ্মী" মা
একি গো ভরা ঝাঁপি নিয়ে এলি ভ'রে আঙিনা ॥
আজো তো ফুল ফোটেনি ধরার বুকে
ঘুম টোটেনি সোহাগ লুটে
রিক্ত বুকে তাই ছোঁওয়ালি রক্ত কমল পা ॥
উধাও ধূ ধূ গগন শুধু চায় যে পথের পানে
স্বপন হারা নয়ন তারা জাগবে গানে গানে
তোর আগমনীর গানে
আজ ভরা মাঠে ভরা বাটে লুটিয়ে পড়ে গা ॥

৮১

ওগো "শ্যামার ঝিয়ারী"
মা না বলে বুক ভরে না
দেখে দেখে চোখ সরে না
কোন অলকার রূপ হরেছিস বেদন নিঙারি ॥
গগন নীলে নয়ন ভরা
"পৌষ রাণীর" সোহাগ হরা
অফুট ফুলে থর বিথরে স্বপন বিথারি ॥
সোনার ধানে দোল লেগেছে
বটের বাটে বোল জেগেছে
ধরার ধূলি কোল পেতেছে চরণ নিতে কাড়ি ॥

৮২

দিক শঙ্খ মুখরিত আনন্দ গানে
মঙ্গল কলস ঝরে দূর গগনে ॥

শান্তির চুমা দোলে ব্যথিত বুকে
ক্ষমা সুন্দর রূপে এলে আলোক লোকে
কল কাঁদনী জাগে শুভ আবাহনে ॥
এস শক্তি রূপে
এস ভক্তি বুকে
এস হৃদয় ধূপে এস গহিন প্রাণে ॥

৮৩

কুঁড়ির বুকে প্রকাশ মুখে
জেগে যে রয় সুবাস সুখে ॥
চিনাবে কে ঐ অরূপে
অচিন সে যে রূপে রূপে ॥
বিশ্বমনে যার মিতালী নিঃস্বরূপে দিল ঢালি
যুগে যুগে অথৈ দুখে ॥
আবাহনী জানাই চুপে জানাই প্রণাম সুখে দুখে
বুকে বুকে সবার বুকে ॥

৮৪

প্রথম প্রভাতে এস এস হে হরি
চেয়ে চেয়ে দিন যায় জল নয়ন ভরি ॥
'সারদা'র আঁখিজলে আসি বলে গেছ চলে
অথৈ ব্যথার বুকে রই যে পড়ি ॥
গোপন বুকের বাণী করে শুধু কানাকানি
শুনেও কি নাহি শুনি পাষাণ হয়েছ মরি ॥

৮৫

তোমার আলোর বীণায় বাজি
আমার মন উঠে না নাচি কেন মন উঠে না নাচি ॥

তোমার সুরধুনীর সুরে কেন মন নহে গো রাজি ॥
আমার ঝরা ফুলের মালায়
কেন হয় না চরণ আলা
যখন গগন ভূবন জুড়ে ভরা তোমার সাজি ॥
যখন দখিণ হাওয়া দুলে
পালের দড়ি খুলে
কূল ছেড়ে গো ঐ অকূলে দাওনা কেন পাড়ি
ও অচিনে মাঝি ॥

৮৬

আমার রঙ্গীন মনের গহিন পথে
তুমি দাও হানা দাও আলোর রথে ॥
নাই বা যদি তোমায় চিনি
যায় যদি দিন সারা দিনই ক'রে বিকিকিনি
তবু সাথী ক'রে নিও সাথে ॥
পথে যদি ভুলের ছলে
নয়নে নিদ নাহি গলে
করুণ তোমার চরণ তলে আমায় রেখো কোন মতে ॥

৮৭

অজে ভোরের বাঁশী উদাসী হায়
হায় গো হায় হায় ॥
দূর অলকায় ডাক দিয়ে যায়
যায় গো যায় যায় ॥
স্বপন ভাঙ্গা এই নয়ন রাঙ্গা
স্মরণ আঁকা ধুলার ধরা তবু যে কাঁদায় ॥
চেয়ে রই নিথর আঁখি
ঐ নিলীমার শিহর আঁকি

বেদন বটের কাঁদন মুঠি শুধু যে ধাঁধাঁয় ॥
কাণ্ডারী গো তোমার তরী ভিড়াও যদি মরি মরি
আঁখির কোণা দিও ভরি চরণ সোনায় ॥

৮৮

জ্যোতির জ্যোতিঘন শ্যামল নীলতন
এস প্রেম মণিদীপ দীপিয়া ॥
ফুলের ঘুম ঘোর আঁধারের শত ডোর
শত সুখ শত দুখ যাক্ নিবিয়া ॥
মুরলীর সাথে হানি' পাঞ্চজন্য বাণী
এস প্রভু এস আজি শরণে যাচি
এস বন অঙ্গনে রক্তের চন্দনে
প্রলয়ের রঙ্গে ছন্দে নাচি ॥
মাণিক রাজার বনে করুণ কান্ত মনে
ভালবেসে দিও ভ'রে আঁধার হিয়া
যেন চরণ থমক রণি' গহন মনের মণি
স্বপনের অলকায় যায় ঝরিয়া ॥

৮৯

গেয়ে যায় দখিণারি গান
ফাগুন বনে বকুল মনে জাগায় অভিমান ॥
নেচে যায় ছন্দ পাগল ভেঙ্গে যায় সকল আগল
মরণ অভিযান ॥
বাজিয়ে যায় বাউল বাঁশী ছড়িয়ে দোদুল মউল হাসি
"পঞ্চবটের ভগবান"
টেনে নেয় ব্যাকুল বুকে সবার সুখে সবার দুখে
দরদীর প্রাণ

৯০

ঝরা মুকুল আকুলি গন্ধ তারি গেছে কি ঝরি।
কাঁদন কালো নয়নে রয় যে পথ আঁকড়ি ॥
দখিণার মরণ দোলায়
আঁখি যে হয়না খোলা
সব ভোলানোর পালায় নেয় কে তারে ধরি ॥
পথিক পবন স্বপন হারা
আপন হ'য়ে দেয় কি ধরা
পঞ্চবটের ঐ অধরা নেয় কি বুকে আদরি ॥

৯১

একি লুকিয়ে ফোটা আলোর রাশি
এই ধরার ধূলে কোন পিয়াসী ॥
একি চাঁদের চাওয়া চকোর চোখে
একি মেঘের ছাওয়া শিখির বুকে
ধূলায় পাওয়া দুখ বিলাসী ॥
একি আঁধার রাতির শতদল স্বাতীর বুকের ঢলঢল
ব্যথায় গড়া সাত মহলে সপ্তঋষির স্বপন বাণী ॥
যুগে যুগে আঁধার ভাঙ্গা
আপন ব্যথায় আপনি রাঙ্গা
চন্দ্রামায়ের কাঁদন হাসি ॥

৯২

ফুল হ'য়ে আজ ফুটেছ যে আমার ভোরের কূলে
তাই শিশির ভেজা স্মৃতির তীরে মরি বুলে বুলে ॥
ছন্দ দোলার মীড়ে
দুলল স্বপন ধীরে
তাই ফিরে ফিরে দেখি আপন ভুলে ॥

৯৩

এই ভোরের হাসি কোন উদাসী দিল মেলে
আমার ঝরা পাতায় সুরের শিশির ঝলমলে ॥
পূরবীর আঁধার কালো
কার বাঁশীর সুরে টলোমলো
অসীমে গন্ধ গানে প্রাণে প্রাণে
কে আপনায় দিল ঢেলে ॥
ছিন্ন প্রাণের দলে চরণ চিন দলমলে
বল বল কে আসিলে
আলোর চরণ ফেলে ॥

৯৪

আজ হৃদয় দোলায় কে দোলালো চিত্ত শতদল
অরুণ আলোয় রাঙলো নাকি গহিন হিয়াতল ॥
একি আবছা ছোঁওয়ায় বাসাও ভালো
দূর নীলিমায় জাগাও আলো
স্মরণ সুরে নয়ন দুটি করে ছল ছল ॥
ওগো বটের বাসী ও উদাসী
কেন কাঁদন হাসি জাগাও উছল ॥
বেভুল বাউল তাইত' ভোলে
উধাও হয়ে নেচে চলে
কোন অচলে কোন অতলে আলোতে নিতল ॥

৯৫

তোমার আলোর সুরে বাজলো একি গানের নূপুর
এলে কি এলে আমার প্রাণের ঠাকুর ॥
ওই যে আকাশ উধাও সুরে
ডাকলে আমার হৃদয় পুরে

দূরে দূরে সুরে সুরে এলে সুন্দর সুদূর ॥
এই যে আমার মনের কোণে
মন যদি গো আঁধার বোনে
তবে এই নিজনে আলোর গানে দাঁড়িও ওগো মরণ মধুর

৯৬

আমার মালায় তোমার গন্ধ ঢালা
তোমার রূপে আমার ভুবন আলা ॥
তোমার সাঁঝের তারায় বাজে বিদায় বাঁশী
আমার মাটীর দীপে তারি চুমার রাশি
পিয়াসীর মরণ মালা ॥
আমার আঁধার ঘিরে
যদি পাইগো ফিরে
তাই নয়ন নীরে আমার গানের পালা ॥

৯৭

দোলে "গদাধর গোপাল"
মরমের মরমীয়া ধরার রাখাল ॥
জীবনের দোলনায় (ও সে) মরণে দোলায়
আলো আঁধিয়া দোলে দোলে কুন্দ কুনাল ॥
অবলা বাঁশীর বোলে
ব্যথার সায়র দোলে
লীলার কমল দোলে দোলে "চন্দ্রা দুলাল" ॥
সৃজনের শতদলে
দোল লাগে তালে তালে
মরণের উচ্ছলে প্রেমে দোলমাল ॥

৯৮

ও আমার আলোর দুলাল
আলোর দোলায় দুলাবে কি ?
ও আমার "চন্দ্রাকুনাল" চাঁদের সুধায় ভুলাবে কি ?
এমনি হাসি হেসে
নেবে কি ঐ অসীম দেশে
এমনি আলোর বেশে আঁধার পার মিলাবে কি ?
সবার মেলায় সবার খেলায়
এমনি বেলায় এমনি হেলায়
তোমার ধূলায় ভুলাবে কি ?

৯৯

নিতি এই ধরার গোঠে নেচে যাস ও ভাই গদাই
নেচে যাস সোনার গদাই ॥
চলনের রুনু রুনু কভু শুনাস কভু না পাই ॥
শাপলা ফোটা দীঘির জলে
বাঁশী তোর কি যে বলে
তোর শ্যামলী তোর ধবলী সোহাগের নাই মানা নাই ॥
হরিতে আর হিরণে
মাঠে মাঠে মন না মানে
বুকের কাঁদন আসন পাতা নিবি কি নিবিনে ঠাঁই ॥

১০০

ঘরের কোণে ঘিয়ের প্রদীপ কাঁপছে নয়ন মুদে
আকাশ গাঙ্গে চাঁদের হাসি ঝরছে চুপে চুপে ॥
কুঞ্জে কুহু ঘুমতি মুখে
দখিন সায়র দুলছে চুপে
যাদুর মুখে স্বপন হাসি দুলছে সুখেরে ॥

'লক্ষ্মীজলা' মায়ায় বোনা
'মাণিকবনে' জোনাক কণা
'সাতটি ঋষির' অথির দিঠি জাগছে কাঁপন সুখে ॥
যুগের আঁখি জাগবে কি তাই
"চন্দ্রা দুলাল" ঘুমাল মাঈ
ঐ জাগা ঘুমে আধো চুমে জাগাও ব্যথার বুকে ॥

১০১

এই ত' ধূলি ব্রজের ধূলি
এই ত' কুলি রাঙা নূপুর উঠল দুলি ॥
এই বনেরি সেই ত' বাঁশী
এই বটেরি সেই ত' হাসি
এই নাটেরি নটরাজ অলকায় যার নাহি তুলি ॥
সেই ত' আমার মহামায়া
প্রেমে হেমের সেই তো কায়া
আলোছায়ার সেই অধরায় আজো ধরা যায় নি ভুলি ॥

১০২

এই সে বটের পঞ্চবটী
এই সে সুরের সুরধুনী
যুগে যুগের এই সে রাখাল
প্রেমের কাঙাল এই সে গুণী ॥
মনের মাণিক এই সে মণি
নয়নজলের যাদুমণি
চরণ রাকা এই সে বাঁকা তাইতো বুকে রুনুরুনি ॥
আহা আপন ভুলে কাঁদা হাসা
বিকিয়ে দেওয়ার ভালবাসা
ধরার ধূলি ধন্য করা চরণ মণি যায় যে বুনি ॥

১০৩

কার সুরের দোলে উঠল দুলে
সুরধুনীর সুর আবার ॥
এলো কি প্রেমের ঠাকুর
প্রাণের ঠাকুর সেই আমার ॥
চেয়ে দেখ আকাশ জুড়ে তারার সুরে
হাতছানি দেয় ঘুরে ঘুরে
দূরে দূরে রয়কি প'ড়ে ঘরের ছেলে ঘর আঁধার ॥
জ্বেলেছে প্রেমের বাতি সারারাতি
সারি সারি ওই ওপার
তাই হেসেছে সাতটি সায়র
আমার বুকের প্রেম পাথার ॥

১০৪

আমার ব্যথার সুরে বাজে তোমার লীলার নূপুর
নিঙরে আমার তনুমন হলে সুমধুর ॥
এই যে আলো আকাশ ঘেরি
সুরের মধু প'ড়ছে ঝরি
এই ত' তোমার গোপন লীলা লীলার ঠাকুর ॥
এই যে তোমার ছন্দ দোলা
জীবন মরণ বন্ধ ভোলা
এরি মাঝে দিও তোমার পরশ বিধুর ॥

১০৫

ওগো ও বটের বাউল বটের উদাসী
আমি এই নয়ন জলে চরণ তলে
হ'লেম পিয়াসী ॥

ঐ আঁধার সাধা নয়ন রাতা
সপ্তঋষির বাঁধন বাঁধা
সেই বাঁধনের সেই কাঁদনের হইগো তুরাশি ॥
ঐ চরণের টলোমলো
ঐ নয়নের ফোঁটাজল
ঐ বয়ানের মা মা বোলে পরাণ যায় বা ভাসি' ॥

১০৬

সুরধুনী কূলে হরি বোলে কেরে
(বুঝি) প্রেমদাতা গদাই এসেছে রে
ভাবে আলথাল যেন মাতোয়াল
বুঝি প্রেমের বান ডেকেছে রে ॥
চল্ ভেসে চল্ বল্ হরি বল্
সে যে আপনি সবারে যেচেছে রে ॥
কুলে কুলে কল বেদন উছল
বুঝি আকাশের চাঁদ খসেছে রে ॥
একি রূপে গর গর নব নটবর
ধরাধূলি তাই হেসেছে রে ॥
লুকোচুরী রঙ্গে চাঁদগলা অঙ্গে
ও সে আপনি ভালবেসেছে রে

১০৭

গোপন বুকের ঠাকুর তুমি তুমিই আমার হরি
যুগে যুগে আমায় তুমি যাওনি পাশরি ॥
তোমার সুধা মায়ের বুকে
তোমার ব্যথা সুখে দুখে
সকাল সাঁঝে রয়েছ যে বুকেতে ধরি ॥

তুমি আমার সকল কথায়
তুমিই আমার আলো আঁধায়
মরা বাঁচায় তোমায় যেন না রই বিসরি ॥

১০৮

এই ভাঙ্গা দেউল তলে
মাটীর আসন দিলাম পাতি নয়ন জলে ॥
কোকিলার কুহু কুহি
তাল দিয়ে যায় ব্যথার তালে
দখিণার পাতার বেনু লুকানো কোন কাঁদন গলে ॥
দুখের দরবারে ব'সতে হবে বটের বাসী
নয়ন জলের বাঁধন নিয়ে
সাধতে হবে কাঁদন হাসি
নিতে ঐ চরণ তলে ॥

১০৯

আমি তোমার 'বটের' বুলবুলি গো
প'ঞ্চবটের' বুলবুলি
ডাক দিয়ে যাই আলোর চুমায়
পাছে আমায় যাও ভুলি ॥
কাঁদন আমার সারা বেলা পেয়ে তোমার হেলা ফেলা
পাইনে বেলা এই অবেলায় তাইতো মরি দোলদুলি ॥
তোমার প্রেমের সুরধুনী শুনি তারি রুনুরুনি
চরণ বোনা ঐ রাঙ্গা ধূলায় গোধূলিতে হই যে ধূলি ॥
সুরে সুরে মিলবে কি আজ "পঞ্চবটের ও সুররাজ"
আমার লাজে জীবনসাঁঝে বুকে কি আর নেবে তুলি ॥

১১০

এই কোণের প্রদীপ নিবু নিবু
ঐ সাঁঝের রবি ডুবু ডুবু ॥
এই মনের গাঙ্গে আঁধার নামে ডাইনে বামে কুলু কুলু ॥
ওগো পথিকসখা আমার পথেই একা
না হয় দিও দেখা আলো হবে প্রভু ॥
ছিন্নমনের পাপড়িগুলি পথের বুকে পড়ে খুলি
নাই বা নিলে তারে তুলি পরশ আবেশ পাবো তবু ॥

১১১

রাতের আঁধার মিটলো কই
হরি ! ভোরের আলোয় জাগলে কই ॥
ডাক দিয়ে যায় বনের পাখী উধাও মনের স্বপন সাথী
রঙ্গের রাখী বাঁধলে কই ॥
সুরধুনীর সুরের দোলা দখিন হাওয়ায় ঐ উতলা
মনের মালায় মিললে কই ॥
কনক করা পরশ রসে নিশি দিশি রয় রভসে
সেই আশে আজ ওগো ঠাকুর বসে যে রই ॥

১১২

অশেষ হোয়ে শেষ ক'রেছ এই তো তোমার দান
জীবন মরণ শরণ নিয়ে জুড়াক আমার প্রাণ ॥
শূন্য করে এসেছি তাই পূর্ণ হবে তোমারি ঠাঁই
আমার তো আর নাই কিছু নাই কেবলি এই গান
বুক ভরা এই গান ॥
ছিন্ন পাতার এই যে মালা জীর্ণ বুকের এই যে জ্বালা
চরণ তোমার করুক আলা
শেষের অশেষ রেখো আমার মান।

১১৩

আমার শেষের শিখায়
অশেষ তোমায় যেন না হারাই।
আলোয় এসে দাঁড়ায় যখন আঁধার সীমানা
সকল জ্বালায় জ্বলে যখন দূরের আঙ্গিনা
ধূলার খেলা ধূলাতে হারাই ॥
নিথর কালো ব্যথার বুকে
ঢেউয়ের দোলা ঘুমায় সুখে
ছায়ার মায়া কোথায় হারায় ঠিকানা তার নাই
মনের কূলে একা ব'সে,
অকূল যখন দাঁড়ায় হেসে
ভালবেসে আমায় পায়ে দেবেনা কি ঠাই ॥

১১৪

যখন দিনের আলো নেভে
আঁধার আসে নেমে
আমি ক্ষণেক দাঁড়াই থেমে ॥
পিছন পানে চেয়ে দেখি
চরণ রেখা গেছ রাখি
বেদন রাঙ্গা আঁখির কোলে বাদল পড়ে ভেঙ্গে ॥
দখিনার হা-হুতাশে
কি যে কথা ভেসে আসে
চন্দ্রলেখার আধো হাসে ব্যথাই ওঠে রেঙ্গে ॥

১১৫

চৈতি শেষে হেসে হেসে যখন ফিরি ঘরে
যাবার বেলা জানাই নতি তোমার চরণ পরে ॥

ভালবেসে দিও ভ'রে আমার দিন রাতি ;
সকল কাজে থেকো প্রভু আমার সাথের সাথী ॥
সন্ধ্যামণির হাসি লুটি   জীবন আমার উঠুক ফুটি
ছুটির শেষে বাহুর মুঠি নিও তুমি ধরে ॥

১১৬

আমার শেষের শতদল
শুধু দুটি ফোঁটা জল আঁখির ছলছল ॥
আমার শেষের শিখা রয় যে লিখা   ব্যথায় অথল ॥
আমার শেষের গানখানি   সে যে বুকের কানাকানি
সাবধানী এই পথিক হিয়ার বুক ভাঙ্গা সম্বল ॥
আমার নিথর বুকের বাণী
সে যে শেষের পারাণী
তারি একটু খানি হবে নাকি চরণে সফল ॥

১১৭

আমি যে তাহারে হারায়েছি অশ্রুমলিন সাঁঝে
আধো মোছা তার বাঁকা পদ রেখা আজো যেন ভ'রে আছে ॥
মনোবনছায় চুপি চুপি সাজে
পায়ে পায়ে এসে বুঝি ফিরে গেছে
বটতট হায় আজো মুরছায় মোহ মদির লাজে ॥
স্বপনের কূলে আজি পাছে ভুলি
চেয়ে চেয়ে তাই চলা পথ চলি
পথহারা পথ মাঝে ॥
আঁখি জল ফাঁকে বুক চাপি তুলি
মালা হ'তে ঝরা রাঙ্গা ফুলগুলি
ফেলে যেতে বুকে বাজে ॥

১১৯

গহিন পথের পথিক আমি গো ফিরে চাও ফিরে চাও
স্তব্ধ অতীত মৌন মোহন ফিরে চাও ফিরে চাও ॥
আজো বেলা শেষে রব কি আবেশে
নিথর লাস্যে নিমিল হাস্যে
হারানো এ বেশে কি বা পাও ॥
দূর দিশা চাই শুধু যাই যাই
শুধু অনিমিখা পথ চাওয়া তাই
নাহি চাওয়া শেষ, চেয়ে যাই তাও ॥

১২০

ওগো আঁধার রাতির তারার সাথী
সাথে তোমার লও মোরে লও ॥
দরদী গো ঠাকুর ওগো
তোমার কথাই কও ওগো কও ॥
বনে যখন নাই গো বাহার   গানে শুধু সাধন কাঁদার
জীবন নদীর দুকূল আঁধার তরী আমার লও ব'য়ে লও ॥
ক্ষণে আসে কতই ছলে আঁধার মনের ভীতি
হাত ধ'রে কি লবে না গো চোখের জলের গীতি ॥
বুকের ব্যথায় আছে শুধু ঝরা ফুলের দহন ধু ধু
চরণ তলে দিতে তুলে ব্যথাই জানি বও ওগো বও ॥

১২১

তোমার গানের কমল ফুটলো কি ঐ গগন তলে
আমার মন যে বলে আমার মন যে বলে ॥
তোমার চরণ রাঙা রাঙালো কি হৃদয় দলে
আমার মন যে বলে আমার মন যে বলে ॥
তারার ফুলে সারি সারি
হৃদয় আমার নিল কাড়ি
নিচুপ হাসির ছলে
আমার মন যে বলে, আমার মন যে বলে ॥
শাঙন মেঘের আগুন হেরি
নয়ন আমার যায় না সরি'
তাই তো এমন নয়ন গলে
আমার মন যে বলে, আমার মন যে বলে ॥

১২২

এই আবছা ছোঁয়ায় কে ডেকে যায় নিতি
গহন কোণে তাই তো বোনে ছন্দ সুধা গীতি ॥
কোন বটের বাটে নূপুর শুনি
গোপন ব্যথার সুরধুনী নয়নে যায় তিতি ॥
অবশ আবেশ ঐ আকাশে কি কথা রয় জেগে
কে যেন যায় কানে কানে প্রাণে প্রাণে ডেকে
যখন আঁধার আকুল তিথি ॥

১২৩

আমি গাঁথি গানের মালা তোমার চরণ হবে আলা
তাই গাঁথি গানের মালা ॥
তোমার ভোরের আলোর রেশে
আমি গেছি গানে ভেসে
দিনের আলোয় আলা ॥
সন্ধ্যামণি জ্বালি গেছে আঁধার ঘরের কালি
দিছি গানের মণিমালা
গভীর রাতের ঘুমে
গানের চুমে চুমে
গেছে আমার বুকের জ্বালা ॥
শিশির ঝরা প্রাতে অরুণ চরণ পাতে
আমার শেষের গানের পালা ॥

১২৪

করুণা গঙ্গা উছসি এসেছ হরির চরণ চুমি
জীবন পদ্মে বিকশিল তাই স্বরগ পরশ মণি ॥
জ্ঞান বিজ্ঞানে অভেদ হ'য়েছ কালিকার কৃপা ল'ভি
বিশ্ব দেউলে বর্ত্তি জ্বেলেছ জ্বলেছ আপনি তুমি ॥
বিশাল বিশ্ব পেয়েছে তোমায় নিশ্ব পেয়েছে চুপে
তুঙ্গ তুষারে শিব সুন্দর জেগেছ আপন রূপে ॥
অরূপের রূপ জাগায়েছ প্রভু রাঙায়েছ দেবভূমী ॥

১২৫

ঠাকুর তুমি মাটীর ঠাকুর নও
তাই তো আমার সাথে সাথে সাথী হোয়ে রও ॥

আমার কাদায় কাঁদো
আমার হাসায় হাসো
আমায় নিতি ভালবেসে আপন ক'রে লও ॥
তুমি আমার স্বপন সাথী
তুমি আমার ব্যথার ব্যথী
সারা রাতি আমার সাথে কতই কথা কও ॥

১২৬

যদি চরণ রতন পেলি ও মন চরণ শরণ পেলি
তবে থাকনা নয়ন মেলি ও মন দেখনা নয়ন মেলি ॥
যদি পেলি পারের দেখা
তবে দাঁড়া দেখি একা
পারের রেখা থাক্‌না প'ড়ে চল্‌রে বেলা বেলি ॥
ঐ আলোর দেশে হাসি
ঐ আলোয় ভালবাসি
ঐ আলোর দুলাল "বটের বাসী"
ও উদাসী, রয় যে বাহু মেলি ॥

১২৭

মতে পথে কাজ কি আছে নাম নিয়ে চল ভাই।
নামের সাথে নামী বাঁধা ভুলিস্‌নেরে তাই ॥
নয়ন জলে হৃদয় দলে ক'রে দে তার ঠাঁই।
আঁধার ভুবন আলোই হবে চরণ যদি পাই ॥
নামের নাচন ভোরের হাওয়ায়
নামের নাচন ভোরের আলায়
নামের সুরে ভ'রে আছে সারা ভুবনটাই ॥

সুধার ফেনায় ফেনায় ভ'রে সকল ক্ষুধা নেনা হ'রে
ওরে জীবন মরণ নাই ॥

১২৮

হরি রামকৃষ্ণ হরি
ঐ নাম নিয়ে যাই গড়াগড়ি ॥
ঐ রূপ আমার আঁখির আলো ঐ রূপ আমার মনের মালা
ঐ রূপের বাসরে সব রূপ যে পাশরি ॥
ঐ রূপ ফুটে রয় জলে থলে
ঐ রূপ লুটে রয় গগন তলে
হৃদয় দলে ঐ রূপ নিয়ে ভাই বাঁচি মরি ॥
ঐ রূপে রই ধ্যানে জ্ঞানে ঐ রূপে রই স্বপন কোণে
লোকে লোকে সুখে দুখে
ঐ নাম রূপে পাই পারের কড়ি ॥

১২৯

("Hymn" হইতে)

গাও প্রভুর জয়গান
গাও প্রভুর জয়গান ॥
নাইকো আশা রাজ্যেশ্বরে নাই ভরসা দুখীর ঘরে
কৃপাই যাদের করেনা গো ত্রাণ ॥
নিপীড়িতের হৃদয় হরি বিধান নিতি করেন হরি
ক্ষুধায় আহার তিনিই যোগান
রিক্ত জনের প্রাণ ॥
অন্ধজনের নয়ন খুলে পতিতেরে ধরেন তুলে
সর্বহারা পায় যে তারি দান ॥

১৩০

("Lead kindly light" এর অনুসরণে")

আলোয় আলোময় তুমি হে এগিয়ে নিয়ে চলো
কৃপা তোমার সবখানি যে এগিয়ে নিয়ে চলো ।।
রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে
পরবাসী পথের পাশে
রইবো কত বলো এগিয়ে নিয়ে চলো ।।
দূরের দিশা নাইবা মিলে
এক পা ফেলার ঠাঁইটি দিলে ।।
সেই তো ভালো ভালো (ঠাকুর) এগিয়ে নিয়ে চলো ।।

-ঃ * ঃ—

ব্রততী

ব্রততী

১

এড়িয়ে গেলে জড়িয়ে ধরা হয় না হয়েও হয় না
ভুলিয়ে দিলে ভুলে যাওয়া যায় না ভুলেও ভোলা যায় না
চোখের জলে গলিয়ে দিতে আপনি গ'লে যাই
মনের কোনা ভরিয়ে নিতে মন যে মনে রয় না ॥
ব্যথায় নিঙড়ে সারা হিয়া ব্যথা দেওয়া সয় না
মনের মুকুল আকুল হয়েও
ঝরতে ঝরা চায় না চেয়েও চায় না ॥

২

আমার ব্যথার প্রদীপ জ্বালবো
যদি সাঁঝের তারায় জ্বলে
স্মৃতির চিতায় জ্বলবো
যদি জ্বলাই লাগে ভালো ॥
তোমার আঁধার ভাঙ্গা হাসি তাই ব্যথাই ভালবাসি
তোমার চুপে চেয়ে থাকা তাই একাই থাকি ভালো।
তোমায় ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া
তাই হারায় আমার পাওয়া
তোমার আঁধার নিতি ভুলায়
তাই ভুলে যে যাই আলো ॥

৩

এই অবেলায়
আমার আঁখির বাদল যায় ঝরে যায় ॥

চেয়ে সেই অচেনায়
সকল স্বপন যায় স'রে যায় ॥
মূক হ'য়ে যায় মুখর বাণী
বুক ভ'রে রয় জানা জানি
তারি খানিক দিব বা কায় ॥

৪

সেদিন আর নাই গো নাই
এবার তবে যাই গো যাই
হাসি আজ অশ্রুভারে
ভেঙ্গে পড়ে হৃদয় দ্বারে
শরতের শিশির ভেজা
লিখন লিখা সারা আকাশটাই ॥
তোমার সুরে সুর মিলাতে
সুর হারায়ে যায় এড়াতে
বেলা যায় অবেলাতে
তারে হয় না বলা আমার কথাটাই ॥

Eve of কোজাগরী
১৯৪২

৫

তুমি আলো আমি কালো
তোমার মোহন রূপে আমার আঁধার জ্বালো ॥
ক্ষণের পরশ লাগি রঙ্গীন হয়ে জাগি
অথৈ ব্যথার সুধা আমার বুকে ঢালো ॥
সাঁঝের কোলে ব্যথায় গ'লে
যখন যাবো চলে
আমার সাথে সাথে রবে রবে বলো ॥

৬

আমার কাঁটার ফুলে
তুমি হবে গোলাপিয়া
তোমার আলোর লীলায় যদি লও চুমিয়া ॥
আমার শিথিল দলে তুমি বাজিবে ব'লে
মোর সকল হিয়া আমি দিই মেলিয়া ॥
চির বিরহী হিয়া ক্ষণের পরশ নিয়া
অলখ ঝোরায় নিতি মরে ঝুরিয়া ॥

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪২

৭

কামনায় রাঙা আমি শতদল
ব্যথার শিশিরে ভরা হিয়া তল
দুলি ভোরের দোলে আঁখি অধীরে মেলে
কার অচাওয়া রাখি রাঙায় আমারি আঁচল ॥
মেলি আকুল দিঠি আমি আপনি লুটি
তারি আলোর মুঠি মোরে করে গো উতল ॥

৩রা মে

৮

ঐ আকাশ ভরা কালো
এই তো আমার আলো ॥
তারায় তারায় আলো আঁধি
নাই বা নয়ন দিল বাঁধি
ঐ নিতল অতল বুকের তলের
সব জুড়ায় যদি সেই তো ভালো ॥
ক্ষণের গাঁথা কণ্ঠ মালা সেও তো আমার বুকের জ্বালা
উদাসী ঐ বাঁশীর ডাকে নয়ন করে ছল ছল ॥

সাঁঝে ঝরা ঐ ক্লান্ত ফুলে
সুবাস কাঁদায় যাও বা ভুলে
তাই এই অকূলে বিছাই আমার দুখ আঁচল

৯

আমার ভুবন ভবন ভরিয়া
রামকৃষ্ণে রেখেছি ধরিয়া
আপন বলিতে এ তিন ভুবনে কেহ নাই বিনা কালিয়া
কেহ তো নাই, রামকৃষ্ণ বিনা কেহ তো নাই, আপন করিতে
আপনা হরিতে কেহ নাই নিতে ধরিয়া।

রাখি অঙ্গের দুকুলে দুলিয়ে
থাকি শ্যামল চন্দনে ডুবিয়ে
শত সোহাগ স্বপনে আঁকিয়া
হৃদয়ে বাহিরে আনজন বলে কেহত নাহিরে
তাই সোহাগে রহিগো গলিয়া।

সে যে লীলার বিথারে বিহরে
বিজুরীর বুকে শিহরে
ওগো পাশরিতে নাহি পাশরে
আপনি আপন করিয়া
আমার নীল মানিক ক্ষণিকে ভুলায়ে কোথায়
যায়গো ভুলিয়া। চির উধাও হয়ে রয় সে
ধন ধরিতে অধরা হইয়া।

সেই আলোর কমল লাগিয়া
কাঁটা হয়ে রই জাগিয়া
তারে ব্যথা দিতে উঠি ব্যথিয়া
ব্যথার কমলে ফুটাতে নিতলে কাঁটা হয়ে লই গাঁথিয়া

ব্যথার কাঁটার ফুটাতে চরণে ফুল হয়ে রব ফুটিয়া

সেই বেদন ঘন বরণে

রাখি মরম করিয়া মরমে

সব ব্যথার স্বপনে গড়িয়া

চির নিরজনে আনমনা মনে গড়ি বেদন ঘন করিয়া

স্বপন ধনে আপন করিতে গড়ি গো স্বপন ছানিয়া।

আঁকি নয়নের নীল কাজলে

রাখি গগনের ঘন বাদলে

(আমার) চল আঁচলে

জল ছলে রাখি ভরিয়া

ছল করা সেই উছল বরণে রাখি আমার আঁচলে

খচিয়া, সেই উছল কাজল মোর আঁখির বাদল

বেদনে বেদনে মিলিয়া।

যাই ছলে ওরে পলে এড়ায়ে

চরণে চরণে ধাই জড়ায়ে জড়ায়ে

বাঁকা বাঁকা নূপুর নিকণে বাজিতে

রই জীবনে মরণ হারিয়া

রামকৃষ্ণ কথা রয় নূপুরে গাঁথা—মোর অগাধ

ব্যথা দিব ধরিয়া, সেই রাতুল চরণ চুমিয়া ॥

১০

তোমার চরণ ধূলার তলে

আমি লুটায়ে রহিব নয়ন জলে ॥

তোমার পথ তরুর ছায়ে জীবন দিব গো বিছায়ে

দূর দখিনার বায়ে ছুঁয়ে যেও পলে পলে ॥

ঝরা শেফালীর ব্যথা যদি মুছে দেয় নীরবতা

তবে বুকে তুলিও বারেক ছলে ॥

১০(ক)

নিভায়েছি দীপ আঁচল বায়ে
বিছায়েছি মন নীপ নিছায়ে
মেঘের স্বপনে অনিদ নয়নে
বাদল ধারা ঝরানো বায়ে ॥
উতলা তিথি হারানো বীথি
ঝিল্লি ঝংকৃত মনের গীতি
ক্ষণের ভুলে যায় হারায়ে ॥

১১

ব্যথা যদি দিলে প্রভু দাও আরো আরো আরো ॥
হৃদয় গাগরী আজি হোক তবে ভরো ভরো ॥
হাসি হোক ক্রন্দসী দুখ নিশিতে
সুধা মন্থন বিষ প্রিয় হ'তে প্রিয়তরো ॥

১২

আমি আর হাসবোনা গো হাসবোনা
আর কান্না হাসি হাসবোনা ॥
এই মরণ কালো আঁধার লীলায়
ভাসবোনা গো ভাসবোনা ॥
কান্না হাসির মেলায় ভুলে রই সে সারা বেলা
তোমার এই হেলা ফেলায় থাকবোনা গো থাকবোনা ॥
আমার বুকের ব্যথায় হাসো তাই কি ভালবাসো
ব্যথায় নিঙড়ে সারা হিয়া
তোমায় ছাড়বোনা গো ছাড়বোনা ॥

১৩

তোমার গোপন বাণী
আমার বুকের পাতায় নিলে আনি ॥
মেলেছিনু অধীর হিয়া   তোমার পথ চাহিয়া
আলোর রথ বাহিয়া আসবে তুমি জানি জানি ॥
আপনি যখন নিলে মোরে
আপন হাতে হাতটি ধ'রে
জীবন আমার গেল ভরে শেষের রেখা দিলাম টানি ॥

১৪

ওগো হারা মনের হারা মানিক
তোমার এড়িয়ে যাওয়া ছল
আমার চোখ ভরা এই জল ॥
আমার কান্না হাসির নীচে
তোমার ব্যথার বাঁধন কি যে
পাইনে যে তার তল   ওগো ব্যথার শতদল ॥
তোমার অরুণিমার হাসি
সে যে আমার বেদন বাঁশী
তোমার রাতের প্রদীপ ঘিরে
আমি জাগি ব্যথার মীড়ে
ভীরু তারার ছুখে তোমায় রাখি গোপন বুকে
আমার নিবিড় বুকে তোমায় হারাই কেবল ॥

25.2.42

১৫

গোপন বুকের ঠাকুর তুমি তুমিই আমার হরি
যুগে যুগে আমায় তুমি যাওনি পাশরি ।

তোমার সুধা মায়ের বুকে
তোমার ব্যথা সুখে দুখে
সকাল সাঁঝে রয়েছ যে বুকেতে ধরি ॥
তুমি আমার সকল কথায়
তুমিই আমার আলো আঁধায়
মরা বাঁচায় তোমায় যেন না রই বিসরি ॥

১৬

এ ভরা বাদরে মায়েরি আদরে
ভিজে যে যায় আঁখির কোল
ভয়ে ডরে হিয়া কাঁপে থর থরে
কেমনে ভুলিব মায়ের দোল ॥
নিবু নিবু করে কোণের দীপ ফোটেনিক বনে কুন্দ নীপ
বাজিছে গগনে বাজের বোল ॥
বিরামহীন বিজলি আঁকা পথিক হিয়া কাঁদিছে একা
সজল হাওয়া দেয় যে দোল ॥

সপ্তমী রাত্রি
১৩৪৭

১৭

এই শুক্লা রাতের ছায়ায়
আমার মন যেন গো হারায়
নবমীর চন্দ্র লেখা কেঁদে যে শুধুই কাঁদায়
ব্যথায় নিঙরে সারা হিয়া চোখের কোনে দেয় আঁকিয়া
কার স্মৃতির লেখা কাণায় কাণায় ॥
বাঁশীতে নিখাদ ভরে ভরা নদীর চরে
পড়ে কি রইবো ওমা বিদায় কাঁদায় ॥

মহানবমী
১৩৪৭

১৮

এমন সাঁঝের বেলা
তোমার সাথে চলে আমার লুকোচুরি খেলা
আমি ছায়ার মত তোমায় শুধুই ঢুঁরি
তোমার আলোর রেখা বুকে লব ধরি
একেলা একেলা ॥
কভু তোমার ছোঁয়ায় আমার কাঁদন ঘনায়
কভু হেলায় ফেলায় ঝরে পড়ে অশ্রু মালা ॥
(প্রথম লিখন)

১৯

শুধু চোখের জলে ধুইয়ে চরণ দুটি
যদি এলে আমার সকল আড়াল টুটি ॥
আমার সারা দিনের ভুলে
ওকূল চেয়ে কত রই একূলে
একূল ওকূল দুকূল হারাই বাড়িয়ে ব্যাকুল মুঠি ॥
একূলে রই ওকূল ভুলায়
ওকূলে চাই একূল দুলায়
দুকূলের এই দোদুল দোলে মরি মাথা কুটি ॥

২০

অবেলায় জ্বেলেছি দীপ আগাঁথা হল মালা
বেলা যে গেল চলে নিয়ে এই পূজার থালা ॥
সবারে এড়াতে চেয়ে
তোমারে যায়না পাওয়া
দুয়ারের ধারে এসে
কেন এই পিছে চাওয়া ।

যদি লও নিজেই যেচে সফল হবে সে যে
চোখের জলে মেজে আঁধার হবে আলা ॥

২১

ক্লান্ত দিনের শেষে
যদি ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে
তোমার সন্ধ্যা মণির মালায়
যদি বারেক জড়াও হেসে ॥
পথের ধূসর ধূলায় আমার সকল দেহ ভরায়
তোমার সুরধুনীর ধারায়
যাক সকল গ্লানি ভেসে ॥
আমার ক্ষণের ভুলগুলি ফুলের মত তুলি
তোমার চরণ ধূলায়
যদি ধূলার মত মেশে ॥
(বাতিকারের পথে)

২২

বোঝা আমার বোঝাই হলো হল না ঘর ভরা
পথের ধারে পড়ল ভেঙ্গে আশার পশরা ॥
সাঁঝের কোলে দেখি ফিরে
আঁধার এল দুকূল ঘিরে
ব্যথার মীড়ে হয় যে শুধুই ভাঙ্গা আর গড়া ॥
বাঁকা চাঁদের করুণ হাসি
ফুটে ওঠে তারার রাশি
ঘরের বাঁশী ডেকে ডেকে পায়না যে আজ সাড়া ॥
(বাতিকার—ভাঙ্গা গাড়ী)

২৩

দিক রথচক্রের ঘর্ঘরে শুনি
(শুনি) রামকৃষ্ণ নাম।
ঘন শাওন মর্মরে বাজে রামকৃষ্ণ নাম ॥
দিকে দিকের পুলকে   বিজুলির ঝলকে
হেরি রামকৃষ্ণ কান ॥
তরঙ্গে তরঙ্গ তোলে   রামকৃষ্ণ বোলে
দোলে রামকৃষ্ণ ঠাম ॥

রথযাত্রার দিন
১৯৪৩

২৪

এই আলো ছায়ায় তোমার পরশ পাওয়া
ঝিকিমিকি রচায় বুঝি এড়িয়ে যাওয়া ॥
ভোরের সুরে যদি মরি ঝুরে
পূরবীর মীড়ে কেন রবে দূরে ॥
তোমার খেয়ার ধারে   আসি বারে বারে
কেন এমন ক'রে দাও চির চাওয়া ॥
তোমার আলোর বাঁশী আমার বেদন হাসি
তোমার দখিন হাওয়ায় দুখের তরী বাওয়া ॥

২৫

অস্ত রবির শেষ খেয়াতে জীবন নদীর পারে
চলার পথে থমকে থেকে দেখি বারে বারে ॥
অশ্রু গহন পিছন টানে
আঁধার ডাকে সুমুখ পানে
কে বা জানে কারে চেয়ে মানা মানে না রে ॥

বালুচরের খেলা ঘরে
খনেক ভাঙ্গে খনেক গড়ে
তারি তরে রইবো কত চলাচলের ধারে ॥

(বাতিকার নদীর চরে)

২৬

বেদন গাগরি করো পূর্ণ তরো
নয়ন নীরে হোক ভরো ভরো ॥
আলোর তৃষায় হোক আঁধার নিশা
দিশাহারা পাখীটীরে নীড় বিরাগী করো ॥
তোমার উধাও ডাকে
যে কুসুম জাগে মনের শাখে
তারে চরণে ধরো ॥

১৩।৭।৪৩

২৭

বেদনার মালাখানি
চঞ্চল পবনে
আঁখি ভরা শাওনে
দিব আনি ॥
ঝর ঝর ঝঙ্কৃত তনু মন নন্দিত
সুখ শঙ্কিত বন বনানী
করে কানাকানি ॥
মোর কোনের কথা তব বনের ব্যথা
তারে গেঁথেছি আমি দিয়ে সবখানি ॥

১৪।৭।৪৩

২৮

রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় হে ॥
শুভদে বরদে, জয় জয় সারদে ॥
ভব ভয়বারিণী   জয় ভবতারিণী
দ্রবময়ী ব্রহ্মবারি, জয় গঙ্গামায়ী হে ॥
পঞ্চবট তট জয়   অনুরাগ রজ জয়
কাশীপুর মহাশ্রয়, মহাধাম জয় হে ॥
জয় বিবেকবাণী জয়   জয় অভেদজ্ঞানী জয়
কথামৃত কথা জয়,   সর্বধর্মময় হে ॥
ভাগবত ভক্ত জয়   রামকৃষ্ণলোক জয়
শরণাগতি ভক্তি জয়, মহানাম জয় হে ॥

২৯

আমার ব্যথার মাণিকে গেঁথেছি আজ
চোখের জলে দিতে চরণ তলে
যদি নাও তুলে নাও বুকে   সবি ব্যথা যায় যে চুকে
মরণ সুধা অমর হবে ঐ চরণের দলে ॥
ঝরা ফুলের মেলা   সে কি শুধুই হেলা ফেলা
সব হারানোর পালায়
তুমি হারাওনি ত' কোন ছলে ॥

৩০

আমার বেলা শেষের গানে
শুধু পথের কথাই আনে
ভাঙা পথে রাঙা আলো ব্যথায় শুধু হানে
যদি ক্ষণেক পথে থামি   অবুঝ হয়ে ভাঙ্গি
তোমার করুণ নয়ন হেনো বারেক আমার পানে

যদি থাক সাথে সাথে   ধরো দুটি হাতে
যেন ভীরু নয়ন পাতে
পাই সকল দিকে সকল খানে ॥

৩১

ওগো অফুট আলোর রাতি
আমি যুগে যুগে জাগা সাথী
ওই আপন হারান সুধায় নিতি দিন রই মাতি ॥
যবে মেঘ হয়ে যাই আশে
তুমি বাঁধো দুটি বাহু পাশে
মিটিমিটি তারা চোখে
তব চুমা লই আঁখি পাতি ॥

16.2.43

৩২

আমি দিকহারা ছোট পাখী
সাঁঝের আঁধারে চুপে চুপে বুকে ডাকি
অথৈ তারার তরে   মোর মন নাহি মরমরে
দূর শিউলি ঝরানো বনে ঝরে নাই সুর রাখী
শত চাঁদের সোহাগ সাধি   আমি বনে বনে নাহি কাঁদি
নীল নীলিমের তলে নাই আমার গানের সাকী ॥

৩৩

নীরব নিথর নিজন রাতি
নিবানো প্রদীপ জাগার সাথী
জোছনা রেণু কণা   ব্যথায় রহে বোনা
আঁখির কোণে তাই মুকুতা পাঁতি
না বলা যত কথা   না গলা যত ব্যথা
ছায়া নীলে মিলে তাই মালাতে গাঁথি ॥

ঐ স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল শান্ত নীলে
দূর অসীমায় সীমা যে মিলে
বেতস বনে কোন নিঝুম ঘুমে
আলোর ছায়ায় নিচুপে চুমে
কোন বনের বাণী মম মন রাঙিলে ॥
আলসে আবেশে নিথর আঁখি
নীলার কাজল নিলাজে মাখি
কার সোহাগ রাখী
মোর বুকেতে দিলে ॥

৩৪

চাঁদের ছোঁয়ায় আমার গাঙ্গে উজান দিলো গো
নয়ন কমল আনন্দ গান তাই তো তুলিলো
কাঁদন আমার বেদন আমার
আমার বুকের পাষাণ ভার
বুকের হারে তাই তো দুলি গো
স্বপন সুধায় ফেনিয়ে ওঠা
অলখ লীলায় শিউরে ফোটা
লীলার কমল তাইতে ফুটিলো ॥

৩৫

নয়নে আজ সোনার কাজল কে জড়ালো রে
পাগল হিয়ার মনের আগল গেল যে প'ড়ে ॥
নিঝুম হয়ে রয় ঘুমে   তারি মরণ আঁখি চুমে
অমর ছোঁয়ান কে লাগালো রে ॥
অফুট কলির কাণে কাণে   ফোটার কথা যে জন আনে
দিকে দিকে সকল খানে সে দাঁড়ালো রে ॥

৩৬

দিয়ে চুপে চুপে চুমা
সাঁঝের আঁধার বার বার বলে ঘুমা ঘুমা ॥
ছায়া চোখে ঝিকিমিকি   নীরবে নিভৃতে ডাকি
বলে জাগি আমি জাগি জাগো গো অসীমা ॥
বন মরমরে জাগে ভাষা   থেমে যাওয়া কত আশা
একি আলো ছায়া ছোঁয়া, মরণে রণন বোনা ॥

৩৭

এই ব্যাকুল বসন্তে
অগ্নি বীণার মন্ত্রে
চাই তোমার আশীষ দান
গাই রামকৃষ্ণ নাম ॥
যদি সকল মুকুল যায় ঝরে যায়
নয়ন দুটি রয় ভরে রয়
বুকে যেন পাই ভ'রে পাই তোমার মোহন ঠাম ॥
এই শ্যামল নিছায়ে   বকুল আঁচল বিছায়ে
দূর দখিনার বায়ে দাও মৃতে অমৃত দান ॥

৩৮

আজি চন্দ্রিম রাতি
কোথা ভঙ্গিম সাথী
কোথা মঞ্জীর রুনু রুনু ॥
যুথী জাতির আঁখি রয়েছে জাগি
কোথা কীচক বনের বেণু ॥
কোথা দখিনার দানে   ফুলরেণু আনে
কোথা গোপন প্রাণের কানু ॥

কোথা সারদা পীতম অলখ চরণ
মাখে জোছনা ঝিকিমিকি রেণু ॥

৩৯

আমি হেলা ফেলার ফুল
আপন মনে এই নির্জনে
দুলি গো দোদুল ॥
আধো ফোটা নয়ন কোণে
শিশির ফোঁটা ব্যথাই বোনে
মনের কোণে হই যে গো আকুল ॥
ছোঁয়ার ছলে গেলে ভুলে
অফুট কাঁটার কুঁড়ি ব'লে
তবে তোমার পথের ধূলে করগো আতুল ॥
12. 8. 43

৪০

চাঁদের আলোয় কালো কালো
আমার বুকে কে বুলালো ॥
হাঁসির সুরে নয়ন ঝুরে
কে মিলালো বলো বলো ॥
পেয়ে হারাই তাইতো খুঁজি
বারে বারে নয়ন মুছি
তাওতো আঁখি ছলো ছলো ॥

৪১

একি শিশির দেখি নয়নে আঁকা
কোন ব্যথার সোনায় নিশি যে ছিল জাগা ॥
না বলা যত কথা অবুঝ হ'লো কি তা
আজ তাই ভোরের চুমায় হাসিতে হয় যে কাঁদা ॥

জাগরণের নিবিড় দুখে   আলো ছায়ার ছন্দ সুখে
ব্যথার বুকে, পীতমে কি পাবে একা ॥

৯ই ভাদ্র
১৩৫০

৪২

আলো ছায়ার ছন্দে   বেদনে আনন্দে
কাঁপি ভীরু শেফালি ॥
ধরা নন্দনে   আলো চন্দনে
ফুল ঝুলনে ছল মিতালী ॥
হাসি অশ্রু সরে   আলো মর মরে
আঁখি শিশির ধারে জাগে দুখ দীপালী ॥
তব খেয়াল খেলা   মম ঝরার পালা
ওগো নিঠুর মধুর তবু যেও গো দলি ॥

৮ই আশ্বিন, ১৩৫০
একাদশী শনিবার

৪৩

আজি আলো ছায়ায় ফুল মালা গাঁথি
হ'ল গোলাপিয়া মোর ব্যথার রাতি ॥
শিশির ধোয়া নত শতদলে
কার চরণ রেখা মরি ছলছলে
তারি রূপ কাজলে মোর উছল রাতি ॥
সুরের সুরধুনী   গাহে আগমনী
ওগো মা জননী, রই আঁখি পাতি ॥

৪৪

আধো খসা এই ধূলার ফুলে
গোধূলী ক্ষণে তুমি নেবে কি তুলে ॥

দিয়ে ভোরের চুমা   শিশির সোনা
বুকের কোণায় সুধা যে খুলে ॥
দখিনার দোল   করেছে নিটোল
মোর সাঁঝের কপোল বুঝি রাঙিলে ভুলে ॥

৪৫

বিছায়ে দিয়েছি এই শিথিল কায়
তব গোধূলি ছায় ॥
প্রভাতের গোলাপিয়া মুছে যাক একেবারে
ব্যথার পাপিয়া মরমিয়া কি সে চায় ॥
স্বপনের রাকা চাঁদে   চির বাঁধা নাহি বাঁধে
হাসি কাঁদা যদি জাগে জাগায়োনা ঝরার চাঁপায় ॥

৪৬

প্রাণের ঠাকুর গানের ঠাকুর
(আমার) ধ্যানের ঠাকুর তুমিই হে
আঁখির মুকুর তোমার তরে
তাইতো আঁখি যায় ভিজে ॥
তুমি আমার বুকের ব্যথা
তুমি আমার দুখের মাধা
তুমি বাঁধা আমিও বাঁধা বাঁধন তুমি নিলে নিজে ॥
পরশ রসে দাও গলায়ে   সকল কাজে রও জড়ায়ে
সব ভরায়ে রও হে ঠাকুর
ঠাকুর তুমি নও মিছে ॥

৪৭

দিনের শেষে হেসে হেসে আমরা ফিরি ঘরে
যাবার বেলায় জানাই নতি তোমার চরণ পরে ॥

ভালবেসে দিও ভ'রে আমার দিন রাতি
সকল কাজে থেকো প্রভু
আমার সাথের সাথী।
সন্ধ্যামণির হাসি লুটি
জীবন আমার উঠুক ফুটি
ছুটির শেষে বাহুর মুঠি তুমি নিও ধ'রে ॥

৪৮

মেঘ মঞ্জিরে রিমঝিম বাজে বাজে বাজে
নীল অম্বর সাজে
কে আসে কে আসে কে যেন আসে ॥
কেতকীর বুক জুড়ে কার কালো ছায়া ঝুরু ঝুরে
পথহারা পথ জুড়ে
কার চকিত চাহনি যেন ভাসে ॥
অথৈ ব্যথার বুকে দোছুলি
নয়নে এঁকেছে ছায়া গোধূলি
চলিতে অচল করে পিয়াসে ॥
মন্দার

৪৯

মোর ধ্যান সুন্দর রাতে
তুমি বসিও নয়ন পাতে
উধাও নীলের কম্পনে হাসিও তারার সাথে ॥
যদি কোণের প্রদীপ বোনে   ছুরাশার বাণী মনে
দখিনার দূর বাসে
হারাতে বনে বনে।
সীমার বাঁধনে অসীমায়
আলেয়ার মত পেতে চায়
সব ছুখ তায় সব দায় আপন করিও আপনাতে।

৫০

বুকের পাতায় লিখন দিলাম আঁকি
চোখের জলে রাখবনা আর বাকী
ঝরা ফুলের পাতায় পাতায়   গন্ধ সুধা বৃথায় জড়ায়
হয়ত ছিন্ন বুকের বীণায় রাখবে তারে ঢাকি ॥
যাবে এদিন যাবে জানি   ফুরাবে এ কানাকানি
সাঁঝের সোনায় রাঙবে না হায় যাত্রা পথের রাখী ॥

৫১

এই ধূসর ধুলার মাঝে
রই ঝরা কেতকীর লাজে
ঐ উধাও নীলের ডাকে   বুকে একি কাঁপন লাগে
সব থুয়ে এই আঁধার ভুঁয়ে যাবার কথাই সাজে
নিবু নিবু এই দীপের শিখায়
আমার বুকে মিছেই লিখা
চন্দ্রলেখার ঐ যে বাণী ফুটেও ফোটে না যে ॥

২৯শে বৈশাখ ১৩৫০

৫২

ছায়া ছন্দে গানে ও গন্ধে
মহানন্দে
কার উধাও সুরে দূর সুদূরে বন্দে।
দূর দখিনার দিশা না পায়
চন্দ্র লেখায় ছায়ায় মায়ায়
সেই তো হারায় বিশ্ব সুরের রন্ধ্রে
পুলক আকুল হৃদিতলে
অশ্রু শাওনে দলমলে
তাই গোপনে তনুমন ক্রন্দে ॥

৫৩

কাতর কপোতি আজ মেলেছে ডানা
কোন অজানার তরে নাই তো জানা ॥
গুরু গুরু ছন্দে বেদন আনন্দে
মনে মনে বনে বনে নাই তো মানা ॥
কেতকীর বুক জুড়ে হাসিতে মরে গো ঝুরে
দূরে দূরে সুরে সুরে সাধা বেদনা ॥

প্রথম বর্ষা

৫৪

এই আলো ছায়ার খেলা
আমার মনকে যে দেয় দোলা ॥
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে
রঙের পরে রঙ যে জমে
ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি পূব হাওয়াতে মেলা ॥
রামধনুতে রঙ ধরেছে
মেঘ সায়রে ঝড় তুলেছে
তাই ভেসেছে অকূলের এই ভেলা ॥

৫৫

স্বপন সায়র মথি এস মরণ মধুর শ্যাম
এস আঁধার জাগানিয়া গোপন প্রাণারাম ॥
এস যুগের দুখ ভোলা ফাগুন ফুলে দোলা
আধো ভোলা চঞ্চল অভিরাম
চির চঞ্চল অভিরাম ॥
ঠুমক নট পায়ে ব্যথা কদম্ব ঘন ছায়ে
চির কিশোর লীলার ঠাম ॥

৫৬

কুঁড়ির বুকে প্রকাশ মুখে
জেগে যে রয় সুবাস সুখে
বিশ্বমনে যার মিতালি নিঃস্বরূপে দিল ঢালি
যুগে যুগে সেই অরূপে
আবাহনী জানাই চুপে
জাগাই তারে সকল দুখে সবার বুকে।

১২ই ফাল্গুন
রামকৃষ্ণ দ্বিতীয়া

৫৭

আমারে নিস্ব করে
এস আজ বিশ্ব ভরে
যেথা ঐ ফুলের সাজি আলোর সুরে ওঠে সাজি
নবীন তৃণদলে শিশিরে ঝরঝরে
ধূসরি ধরার ধূলি চপলি যেও দলি
অবশে আপন করা
ঝরা এই পাতার পরে ॥

৫৮

অলখ হলেও নহ অলখিত হে চির কিশোর ॥
হাসিতে ভেসেছ বাঁধনে বেঁধেছ
ভাল যে বেসেছ তবু পড়নি ধূলার ডোর ॥
শত দীনের তরে ব্যথা এনেছিলে ভরে
ঐ অফুট কুঁড়ির বাসে
রও অলকায় চির বিভোর ॥

সনৎ শ্রাদ্ধবাসর

৫৯

গাঁথা গাঁথা গাঁথা এ মালা
ভোরের আলায়
সুধায় ঢালা ঢালা ঢালা
বরণ ডালা বুকের থালায় ॥
কল কাকলী বনের কোলে নদীর জলে পড়েছে ঢলে
সোহাগ দোলে দোদুল দোলে
বকুল বিছান দখিনা বায় ॥
ক্ষণিক কাজরী কাজল হাসি
গগন কোণে যায় যে ভাসি
কার আসার বাণী ওঠে বেজে
নীলিমা আঁকা আগুন ছায় ॥

৬০

ঐ বনের বাঁশী মনের মাঝে কে যেন বাজায়
বাঁশীতে তার কি সুর বাজে কি তার ব্যথা জানি না যে
কে সে কেঁদে কাঁদায় ॥
ব্যথা কি তার বেদন ভরে আকাশ ভেঙে গ'লে পড়ে
বাউল বাতাস উদাস হয়ে
ফিরে ফিরে যায় ॥
সে কি শুধু সুরের মায়া কালো রূপের আলোছায়া
নিকটে দূর অরূপে রূপ আমার আঙ্গিনায় ॥

৬১

মেঘেলা আঁখি পাতি
তুমি জেগে রও অমা সাথী ॥
মাধবী শিহরণে উতলা পবনে আনমনে
তুমি শ্রাবণ মনের রাতি ॥

মোর তৃষিত চকিত চোখে ঝুরু ঝুরু দুখ বাতি
ফিরে ফিরে বুঝি বুকে ফিরে আসা
কার বঙ্কিম মধু কাঁতি ॥

৬২

মেঘ ভাঙ্গা এই আলো
তোমার আঁখি কাজল কালো
রঙিন চাঁদের মায়ায়   একটি তারার ব্যথায়
ঐ শাপলা ফোটা পায়ে আমি করব ঢল ঢল ॥
মেঘ বলাকার ছায়ে   যদি স্বপন আনে বয়ে
ছোঁয়ায় রাঙবে পায়ে পায়ে আমার বুকের শতদল ॥
এই অলখ চুমায় মাতি   আমি রহি নয়ন পাতি
ওগো রূপ নগরের সাথী
তোমার মৌন কথাই ভালো ॥

৬৩

মোর মৌন নিবেদন   বেদন বন্দন
লহ লহ এ সাঁঝে ॥
তোমার আলোর লতায়   মোর ফোটার ব্যথায়
সেজেও সাজে না যে ॥
মোর শূন্য শাখে যদি ভুলেও জাগে
বৃথা অনুরাগে জাগা
মোরে লাজে গো লাজে ॥
নত নয়ন নীরে   মম মরম মীড়ে
চির শরণাগতি বেজেও বাজে না যে ॥

৬৪

তারে জড়ায়েছি বুকে ব্যথার হারে
অশ্রুমোতির সাতনরী হার ধরেছি চরণ ধারে ॥

তে বেদন সাধা মোর চির শরণের রাধা
সিঁথির শিথিল মৌরে আঁকি নয়নের পারাবারে ॥
মোর বঙ্কিম নীল অঙ্গে তারে রেখেছি অঙ্গে সঙ্গে
বাঁকা নয়নের ভঙ্গে চিরসঙ্গী করেছি তারে ॥
সে যে আঁখির নীরব ভাষা
সে যে হাসিতে অলখ আশা
তবু চকিতে হারাই বারে বারে ॥

৬৫

জ্ঞান বিজ্ঞান দায়িনী
নম সারদে নম বরদে
নম হৃদি শতদল হাসিনী ॥
জগতে জাগ্রত জ্যোতি অমৃত পথের গতি
জয় ভারতী।
আরতি তব বেদ বেদান্তে দিগ দিগন্তে
নিত্য চেতনে অবগাহিনী ॥

৬৬

এই দেহের কারাগারে
আরো কত রইবি বসে
বেঁধে নে তোর ব্যথার হারে
সব বাঁধন হারা শ্যামল বাসে ॥
নয়নে যে তোর বয় যমুনা
কার বাঁশীর সুরে নাই কি জানা
মনে তোর নাই যে মানা
তোর মনের কোণে দেখ কে হাসে

৬৭

দাও দেখা দাও কও কথা কও
প্রাণের ঠাকুর কেন রও দূরে রও
ব্যথার বেশে দাঁড়াবে এসে
তাইতো ব্যথায় রইগো বসে
বুকের আসন রেখেছি পেতে
লও তুলে লও লও তুলে লও ॥
বুকের ঠাকুর দুখের ঠাকুর
গোপন প্রাণে নহ তো দূর
বাঁশীতে ডাকি হাসিটি আঁকি
সাথের সাথী হও ওগো হও ॥

৬৮

হরি রাম কৃষ্ণ হরি রাম কৃষ্ণ
হরি রাম কৃষ্ণ হরি রাম কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ হরি রামকৃষ্ণ হরি
রামকৃষ্ণ হরি রামকৃষ্ণ হরি ॥
জলে রামকৃষ্ণ স্থলে রামকৃষ্ণ
অনলে অনিলে রামকৃষ্ণ ॥
ফুলে রামকৃষ্ণ ফলে রামকৃষ্ণ
হৃদিদলে রামকৃষ্ণ ॥
জয় রামকৃষ্ণ তুঁহু রামকৃষ্ণ
রক্ষ রামকৃষ্ণ মোক্ষ রামকৃষ্ণ ॥
রামকৃষ্ণ ধ্যান রামকৃষ্ণ জ্ঞান
রামকৃষ্ণ প্রাণ রামকৃষ্ণ মন ॥
রামকৃষ্ণ মতি রামকৃষ্ণ গতি
রামকৃষ্ণ রতি রামকৃষ্ণ নতি ॥

হরি রামকৃষ্ণ হরি হরি রামকৃষ্ণ হরি
জয় রামকৃষ্ণ জয় জয় রামকৃষ্ণ জয় ॥
রামকৃষ্ণ মাতা রামকৃষ্ণ পিতা
রামকৃষ্ণ ধাতা রামকৃষ্ণ ত্রাতা ॥
রামকৃষ্ণ মুখে রামকৃষ্ণ বুকে
রামকৃষ্ণ সুখে রামকৃষ্ণ দুখে ॥
রামকৃষ্ণ ক্ষুধা রামকৃষ্ণ সুধা
রামকৃষ্ণ দেহ রামকৃষ্ণ নেহ ॥
ভয়ে রামকৃষ্ণ ডরে রামকৃষ্ণ
লাজে রামকৃষ্ণ কাজে রামকৃষ্ণ ॥
রোগে রামকৃষ্ণ শোকে রামকৃষ্ণ
ভোগে রামকৃষ্ণ ত্যাগে রামকৃষ্ণ ॥
হেমে রামকৃষ্ণ প্রেমে রামকৃষ্ণ
নামে রামকৃষ্ণ ধামে রামকৃষ্ণ ॥
রামকৃষ্ণ শান্তি রামকৃষ্ণ কান্তি
রামকৃষ্ণ ভ্রান্তি রামকৃষ্ণ ক্ষান্তি ॥
রামকৃষ্ণ শুভং রামকৃষ্ণ শুভং
রামকৃষ্ণ শুভং রামকৃষ্ণ শুভং ॥

৬৯

ওগো আমার খেলার ঠাকুর
খেলার ছলে নিও তুলে
খেলায় যদি ভালবাসি
ভালোবেসো খেলায় ভুলে ॥
উধাও নীলের কিরণ কাঁপা নলীন দেহ আছে আঁকা
বুকের কোলে লুকিয়ে হাসো
লুকোচুরীর এই অকুলে ॥

চন্দ্রামণির সোহাগ টুটে   ছুটে বেড়াও হাসি লুটে
আমার ব্যাকুল বুকের কোলে
ভুলের দোলে এস দুলে ॥

৭০

ওগো আমার কান্না হাসির ধন
আমার কাঁদা হাসার তলে কত থাকবে হে গোপন ॥
ব্যথার রেখা দিলে আঁকি   তোমার সোহাগ বাঁধন রাখি
ওগো দহন লীলার নটরাজ
আপন হতে করো আপন ॥
স্মৃতির তীরে রয় যা পড়ি   আপন করে নিও হরি
দিশাহারা পথিক চোখে
(ধরো) শরণ সাথীর ব্যথার বরণ ॥

৭১

ও তুই নাম গেয়ে যা নাম গেয়ে যা নাম গেয়ে যা রে
তারে নাই বা পেলি রে
চোখের জলে হৃদয় দলে রাখ আসন মেলি রে ॥
বুকের ব্যথায় সুখের সাধায়
রাখ নয়ন মেলি রে ॥
যদি বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
তারে যাসনে ভুলি রে ॥
যদি ধরার ধূলায় মাণিক ফলায়
নিস মাথায় তুলি রে ॥

৭২

এই তাল দিঘির তলে
নামের ধারা যদি চলে
এই মনের গহন জলে   ও তুই নাম নিয়ে চল চলে ॥

গোধূলীর রঙন মেলায়
এই বাসা ভাঙ্গার গড়ন লীলায়
পাষাণ হৃদয় যদি গলে ॥
যদি ঘনায় মন ব্যথা যা তুই খুঁজিস হেথা হোথা
মনের ভোলায় ভুলিসনেকো কোন ছলে ॥

৭৩

ওগো আকুল তারা
তোমার ব্যাকুল চোখে আমার ব্যথাই জাগে
আমার পথিক আঁখি অনুরাগ বিরাগী
চেয়ে চেয়েই থাকে ॥
আমার শূন্য দিঠি তব হাসিটি লুটি
এই অফুরান পথে দূর ইসারা আঁকে ॥

৭৪

মোর যমুনায়
তুমি ফুল ফুল ফুল
আমার সুরে সুরে
তুমি ফুটেছ আতুল ॥
এই ছায়া হিলোল এই ব্যথার কোল
তোমায় দুলাবে দোদুল ॥
আমার অথৈ কালো তোমার লীলার আলো
সেই তো ভালো মোর মরণের তুল ॥
যমুনা, বাত্তিকার

৭৫

মতে পথে কাজ কি আছে
নাম নিয়ে চল ভাই
নামের সাথে নামী বাঁধা ভুলিসনা রে তাই ।

নয়ন জলে হৃদয় দলে করে দে তার ঠাঁই ॥
নামের নাচন ভোরের হাওয়ায়
নামের নাচন ভোরের আলায়
নামের সুরে সুরে ভরে আছে সারা ভুবনটাই ॥
সুধার ফেনায় ফেনায় ভরে
সকল ক্ষুধা নে না হরে
ওরে জীবন মরণ নাই ॥

বাত্তিকার
যমুনার পথে

৭৬

সকল কথা থাকুক ঢাকা
আমার কুঁড়ির পাতায় পাতায়
সকল ব্যথা থাকুক আঁকা
আমার আঁখির তারার তারায়
দুখের নিশি জাগবো বসি
যদি জীবন তরী নাহি পারায় ॥

৭৭

ওরে সন্ধ্যা শেষের বাদল
তুই যে আমার ব্যথার কাজল ।
ওই মৌন সাঁঝে
এই নীরব বীণায় যে গান বাজে
সকল কাজে সকল লাজে উছল উতল ॥
মোর নয়ন নীলে এই বেদন মিলে
ওই অতলে ফুটিল যে
নত শাওন শতদল ॥

৭৮

বারে বারে হারাতে চাও
তাও তো তোমার হার
লুকাতে চাও তবু ধরা পড় হে আবার ॥
জীবন স্মৃতির তীর্থ তীরে
বসাই তোমায় আঁখির নীরে
বাউল বুকের হাসা কাঁদা হল আমার সার ॥
অমা রাতির নেভা প্রদীপ
জ্বালতে গিয়ে হারাই নিরিখ
এই হারার মাঝে দাও গো ধরা প্রিয় হে আমার ॥

৭৯

আষাঢ় আঁধার ভরা সারাটি বেলা
ডুবুডুবু করে মোর সোনালী ভেলা ॥
পথ চাওয়া পড়ে আছে না জানা পথে
সীমাহীন ডাক যেন আসে কোথা হতে
এই অসীম সীমায় কত চলিবে খেলা ॥
কভু নিদালী ভুলায় কভু মিতালী ছুলায়
ঝরা শেফালী তলায় গোধূলি ধূলে নামে অবেলা ॥

৮০

ও আমার আঁধার আলো ও আমার ধাঁধার কালো
ও আমার অমাশশী ও আমার নীরব বাঁশী
বেভুলে বাসাও ভালো ॥
তোমার ঐ স্বপন সোনা আমার বিফল বোনা
মনের কোনায় তাও মিলালো ॥
আলেয়ার ক্ষণ ভোলা আমার এ দুখ দোলা
চোখের কোনা ছল ছল ॥

৮১

ওরে পথের সাথী
আমারে নিবি কি ভাই
তোর চলার পথে পথ চলিতে
সেই অচিন পথের খোঁজ যেন পাই ॥
ঐ যেখানে রঙীন আলো
চুপে আমায় বাসলো ভালো
এই আঁধার কালোয় জ্বালো জ্বালো
সেই ভোরের শিখাই ॥

৮২

সাঁঝের সোনায় জ্বাললে তোমার
সোনার চাঁদের বাতি
আজ শরতের মধু রাতি ॥
বুকের প্রদীপ জ্বালি আরতির সাজলো থালি
নওল নটবর গদাধর সুন্দর
বুকের আসন পাতি ॥
ফুলে ও গন্ধে সুরে ও ছন্দে
পরমানন্দে
দাও চরণ চমক পাঁতি ॥

৮৩

জেগেছ আমার মাঝে
হে গদাধর
তবু তুমি কই কই ॥
ক্ষণে জাগা ক্ষণে ভাঙ্গা
তবু নাহি জানি তোমা বই ॥

যুগে যুগে ধ্যান ধন ধরণীর বুকে দোলে
বেদনের বেদীমূলে ভঙ্গিম মধু বোলে
তবু তুমি দিশারী হবার
মধুরে হেসে চেয়েছ কই ॥
দরদীর দীন বুকে করুণার গঙ্গা নামে
পাষাণের কানায় কানায় মরণ ভীতি ভাঙে
প্রলয় বটের পাতে হে তোমার
জাগে মাভৈঃ জাগে মাভৈঃ
জাগে মাভৈঃ ॥

৮৪

আমি হেনার মঞ্জরী
আঁধার ঘরে একলা পড়ি
মরি গো মরি ॥
তোমার অফুট আলোয় যদি বাসলে ভালো
তবে যেওনা গো যেওনা ধূলায় কালো করি ॥
তোমার সুরের সুধা আমার আকুল ক্ষুধা
এই আবছা ছোঁওয়ায় বুক যায় কি ভরি ॥

৮৫

শরত সোনায় মেঘের কোণায়
কার সে হাসির দোল
রামকৃষ্ণ বোল রামকৃষ্ণ বোল
রামকৃষ্ণ বোল ॥
কাশে কাশে ঘাসে ঘাসে
কচি ধানের নিমিল হাসে
পাতা রে কার কোল ॥

আগের কথা পিছের ব্যথা
ছড়িয়ে যা রয় হেথা হোথা
ভোলরে ভোলা ভোল ॥

৮৬

বনের পাখী
মনের কোণে থাকি
ব্যথার শ্রাবণ নয়ন কোণে আঁকি ॥
চেয়ে দেখি ঝরা ফুলের মাঝে
আমার গানের কথা একটু কি আছে
নীল আলোছায়া মাঝে হারিয়ে যাব নাকি ॥
বুকের প্রদীপ ছায়ার মায়া আঁকা
নিবু নিবু একটু চেয়ে থাকা
আঁখি জল মাখা মাখা আরো কত বাকী ॥

৮৭

তুমি উধাও নীলে শ্যামল মায়া
আমি মাটির ছায়া
তোমার আয়ত চাওয়া আমার ধুলার কায়া ॥
তোমার দরদী হিয়া বুক উপছে পড়ে
আমার ভাঙ্গা ঘরে দুখ গুমরি মরে
মরণ ছাওয়ায় ॥
এস নিবিড় ব্যথায় এস বাহুর বাঁধায়
এস জীবন ধারায় এস আপন হওয়া ॥

৮৮

সরমে ভরমে আমি তোমারি
এ রামকৃষ্ণ পী

বুকের ব্যথায় তুমি আমারি
এ রামকৃষ্ণ পী
তু সুখ দুখকে দাতা সবকো ত্রাতা পাতা
ম্যায় ন ন্যারী ॥
আলোর ছায়ায় অলখ মায়ায়
তেরে অরূপ রূপ নিত সুহায়
আমার অশ্রু সোনায় মনের আঁধার কোণায়
পনঘটকে তু প্রেম পনহারি ॥

৮৯

ওগো নর নারায়ণ
এই পর্ণের কুঁড়ে আজি কর জুড়ে
জানাই তোমার আবাহন ॥
অরুণ করুণ নয়ন কোণে
পরসাদ ক্ষণে যদি লও মনে
সোনা হয়ে যাবে এই ক্ষুদ কুড়া
দীন বিদুরের আয়োজন ॥

শুভ উদ্বোধন
বিলকান্দি আশ্রম

৯০

পাতিয়া পাতিয়া কান
শুনি আকাশ আলোর গান
জাগি জাগি আমি জাগি ॥
মেলিয়া নিথর আঁখি দেখি তোমায় সুরের পাখি ॥
বুকের প্রদীপে ঢাকি ॥
ফিরে দেখি আঁখি ফিরায়ে
কি যেন গিয়াছে হারায়ে ॥

মনে মনে মন রাঙ্গায়ে স্বপনে স্বপন দিই ঝরায়ে
ছিঁড়ে যায় রাঙ্গা রাখি।

৯১

যদি ক্ষণের ভুলে
যাই অঝোরে ঝ'রে
তব চরণ তলে
মাধবী মনে ধূলার ধনে
গোধূলি খনে বুকে লবে কি তুলে ॥
দলিত বলে ওগো সকলে ছলে
নয়ন জলে যদি যাওগো চলে
তবে ধূলাই লব চির শরণ ব'লে ॥

৯২

আমার এ দীপ শিখাটি তোমার তরে জ্বালা
মনের গহিন কোণে জ্বলে তোমার প্রেমের আলা ॥
আমার ধূপের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
বাসনা যে জ্বলে জ্বালায়
আমার চোখের অশ্রু জলে গাঁথা তোমার মালা ॥
আমার আকাশ তারায় তারায়
তোমার চাঁদে শুধুই হারায়
আমার মনের গহিন কোণে তোমার দুখের খেলা ॥

৯৩

ওরে নীড় বিরাগী পাখী
পঞ্চবটের পাখী
তোরে ব্যথার নীড়েই ডাকি ॥
সাঁঝের বাঁধন ঘিরে আবার এলো ফিরে
কান্না হাসি মাখি ॥

উদয় উষার হাসে নয়ন যদি ভাসে
বন বেতসের বাসে থাকিস না হয় জাগি।

৯৪

ওরে পঞ্চবটের ছায়া
তোর একি আকুল মায়া
তমাল দোলা দুলিয়ে দিল নীল মাণিকের ব্যথা
শ্যামসরযূ ভুলিয়ে ছিল শ্যামল সখার কথা
তবু মিটলনা তোর চাওয়া ॥
এবার পেলে শ্যামল তনে
হারাসনে আর হারাজনে
মনের মনে হবে চির পাওয়া ॥

৯৫

ছন্দ দোলায় দুলুক হিয়া
দুলুক রেখায় রেখায়
অলকার আলোক লতা
ফুটুক ধীরে মনের কোনায় ॥
ওরে ভীরু সুরের কুঁড়ি মরিস যত মাথা খুঁড়ি
সে যে সব আছে লেখা প্রভুর রাঙা চরণ রাকায় ॥

৯৬

আমি মেঘ বেনুকা
সাতরঙা রামধনুতে আঁকা ॥
আমি নিদালী আঁখি তোমার আবেশ মাখি
একা একা ॥
তুমি সুরধুনীর ধন অরূপ রতন
বিরহের বালুচরে সুর রেনুকা ॥

৯৭

ফুল হয়ে আজ ফুটেছো যে
আমার ভোরের কুলে
তাই শিশির ভেজা স্মৃতির তীরে মরি বুলে বুলে ॥
ছন্দ দোলার মীড়ে দুলল স্বপন ধীরে
তাই ফিরে ফিরে দেখি আপন ভুলে ॥

৯৮

আজি শ্রাবণ মেঘে তোমার পূজার শঙ্খ বাজে
তাই ভীরু কণ্ঠ এমন লাজে ॥
ার দহন লীলায় আরতির ছন্দ মিলায়
তাই তো হারায় আমার শিখা আমার বুকের মাঝে
সকল জ্বালায় জ্বলবে যেদিন
আমার বুকের জ্বালা
সকল দোলায় দুলবে যখন আমার হাতের মালা
আমার পূজার থালা
সাজবে সেদিন তোমার পূজার সাজে ॥

৯৯

এই জীবন শিখায়
চির আরতি লিখা ॥
যে জ্বালা ঝলে বিজুলী বুকে
যে আলা জ্বলে দেহের ধূপে
যে মালা দোলে শ্রাবণ দুখে
সে যে গো তোমারি দীপালিকা ॥
ব্যথার আসন রেখেছি পাতি
অনুতে রেনুতে হে যুগ সাথি
তাই তো গাঁথি অনুরাগের মরণ মালিকা ॥

১০০

এই যে আলো এই যে গান
এই তো আশিষ তোমারি দান ॥
বাদল মেঘের কাজল মাখি
উছল তুমি এলে নাকি
ঝিলিক লেখি ওঠে দেখি
বেদন নত প্রেম নয়ান ॥
ভোরের নব অরুণ শিখায়
জাগাও ব্যথার গোধূলিকা
রেখায় রেখায় রাঙাও দেখি
তোমার প্রেম অফুরান ॥

১০১

ওরে পঞ্চবটের বাউল আমারে নিবি কি ভাই
ঝুমুর ঝুমুর পায়ের নূপুর বাজিয়ে একজাই
যে সুর দোলায় আপন ভোলা
তোর সুরধুনী বয় উতলা
যে সুর সোহাগে তারার মালা
সাতনহরে হল গাঁথাই।
ওরে ও ভাই গোপন পথি আমি যে তোর সাথের সাথী
তোর রূপের কাঁতি বুকে কি পাবে না ঠাঁই।

১০২

গহন ঘন সাঁঝের আলোয় তুমি বেসো ভালো
ওগো বেসো ভালো ॥
নয়ন প্রদীপ নিবে আসে প্রেমের মণি দীপটি জ্বেলো ॥

তোমার ব্যথার মালাখানি
বুকে আমার নিলাম টানি
জানি জানি ওগো জানি
কে আর আমায় নেবে বলো
আপন করে বলো ॥

১০৩

ওরে ও মেঘের বাউল
এযেরে তোর দুখের দেউল।
আমার এই বটের বাটে আমার এই খেলার নাটে
নাচিতে বাউল ঠাটে যদি বা হলি বেভুল ॥
বিদায়ের বাদল বারি যদি বা নেয় বরণ করি
চরণের মরমরি ধ'রে বা নেয় ঝরা বউল
নিঃস্ব করা এই বিশ্ব দোলায়
তবু হারাই দুকুল ॥

১০৪

মাধবীর বুকে ধরা
তারার হাসি আপন হারা
মোদের দুখের দেউলে
অলকার বিলাস হাসি নিতি যে বাজায় বাঁশী
উদাসী বটের বাঁশী রয় যে বেভুলে ॥
ধরা দেয় ধ্যানের ধন শরণের দেবায়তন
নর আর নারায়ণ আসে দুখে-রে।
প্রেমে আর পূজার হেমে গানে আর দহন হোমে
বুকের মালা গাঁথা ধূলার ফুলেরে ॥

সিউড়ী আশ্রমের
উদ্দেশ্যে রচিত

১০৫

নীল সায়রে পাল তোলা ঐ সাদা মেঘের ভেলা
করে অথৈ খেলা ॥
কে গো সোনার নেয়ে   গহিন পথ বেয়ে
কুলে কুলে ঢেউ দুলায়ে একি দোদুল দোলা ॥
ওরে কান্না হাসির পথিক   তোর নাই যে পথের নিরিখ
কুল ভুলায়ে দোল অকুলে করিস হেলা ফেলা ॥

১০৬

মাটির দেউল গড়েছিগো মাটির তলে
দুঃখ গহন আঙ্গিনাটি মেজেছিলাম নয়ন জলে ॥
ভীরু হিয়ার কাঁপন ভরি
মাটির প্রদীপ দিলাম গড়ি
যত বা মন যত বেদন আয়োজন হয়নি বলে ॥
পূর্বাচলে ঢাকা, বুঝি ছিল রবি রাকা
অস্ত গিরির শিরে   বুঝি রেখেছিলে সন্ধ্যা মণিটিরে ॥
দিকে দিকে দেখি একি
রেখে গেছ তোমার রাখি
জয়ের লিখন গেছ লেখি তারি ভীরু ললাট তলে ॥

১০৭

ধূলার শিউলী আমি আষাঢ় প্রাতে
প্রথম প্রণাম আমি বিদায় রাতে ॥
আঁখিতে জড়ায়ে আনি বাদল বাণী
চরণে ছড়ায়ে যাই মরম খানি
তব চলার পথে ॥
শরণ নয়ন মম আলসে নত
দুখের বুকের ক্ষত দিতে তোমারি হাতে।

১০৮

গগন কোন কেন উন্মনা গো উন্মনা
মরমের মরমী যে আনমনা গো আনমনা ॥
কাজল চোখে কোথা বাদল নামেগো
আঁচল উছলি কোথা কেয়ার বন্দনা ॥
স্মরণবীনে কোথা স্বপন কানাকানি
বরণক্ষণে কোথা ব্যথার মালাখানি
দুখের আলপনা ॥
আয়ত আঁখে কই কাঁদন ছলছল
সুখের মুখরতা, কোথা দুই ফোটা জল
অস্ফুট দুখকণা ॥

১০৯

আমার এই ভাঙ্গা ভেলায়
কে যেন দোদুল দোলায় ।
ওপারের শ্যামল ছায়া   এপারে খেয়ার মায়া
ডাকাডাকি করে দুঁহু বলে আয় আয় ।
ঐ নিঠুর নীলার খেলা   গোধূলীর এই অবেলা
মোর পারাপারের ভেলা কেন হায় নাহি পারায় ।

১১০

রামকৃষ্ণ বোলরে বোল
রামকৃষ্ণ বোলরে বোল ।
মায়া মরুর মাঝেরে ভাই   ছায়ার তরু দেখা চাই
পাতা মায়ের কোল ॥
শুখনো মেঘের বুকে   বাদল ঘনায় গহন রূপে
অঝোর ধারায় বাজে
বাজে শাওন বোল ॥

গহিন রাতের আকাশ গাঙ্গে বাঁকা চাঁদের তরী আনে
লাগে সুখের দোল ॥

১১১

সাত মহলের বাসী আমার নিদ মহলে এলে
কাঁচা সোনার আলোক লতা মেঘলা মনের কোলে ॥
রুদ্ধ বুকের দুইতট ঘেরে
কিসের কাঁদন মরমরে
আলোর সোহাগ থরথরে সহস্র দল নয়ন মেলে ॥
কুলে কুলে কুলু কুলি
হাঁসির জোয়ার উঠলো দুলি
ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি ভরা কুলে মরণ ভোলে ॥

১১২

ওগো বটের বাসী
গহন গাহন মন বনে এসো এসো মধু হাসি ॥
দিকে দিকে এস শ্যামলি বুকে বুকে সুধা উথলি
উছলি সুর আশি ॥
শুকানো ধরনী কোলে এসহে মরমী মরণ ঠেলে
অমৃত ঢেলে ভালবাসি ॥

১১৩

শেষ শরণের কুলে কার শরণ আঁচল পাতা
কার চরণ কমল মূলে মন্দাকিনীর সোঁতা ॥
এই কুলুধ্বনির তলে কার কথার বাঁশী বোলে
এই পাতার বীনার দোলে বন্দনা কার গাঁথা ॥
বুকের চিতা জ্বালি অমৃত দেয় ঢালি
গয়া গঙ্গা বারানসী তার রূপে রাতা ॥

১১৪

জয় ভারত জয় দেব মাতা
জয় সব বন্ধন ত্রাতা ॥
গঙ্গা গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী সপ্ত সুরধুনী স্নাতা ॥
তুঙ্গ তুষারে তব কিরিট অভিনব
গৌরব বৈভব মাখা
উচ্ছল নীল জল বন্দিছে কল কল
পদতলে পদরজ রাতা
পুণ্য চরণ চুমি ধন্য ধরনী ভুমি
ধন্য জ্ঞান ধ্যান ধাতা ॥
মুক্তির সারথি হে মহাভারতী
আরতি গাহে বেদগাথা
নরদেব বন্দিত যুগ যুগ ছন্দিত
নন্দন নন্দিত নত মাথা ॥

১১৫

গন্ধ আমি আপন অন্ধকারে কেঁদে কেঁদেই সারা
আজি এই রুদ্ধ দ্বারে দাও দাও হে নাড়া ॥
কেটেছে শ্রাবণ রাতি কেঁদেছে বাদল সাথী
শরতের আধো ছায়ে ছুঁয়ে যে পাওনি সাড়া
আমার এই কথার ডালি আমার এই ব্যথার কালি
বাঁধন দিতে শুধু বেদনে হয় যে হারা।

১১৬

তোমার অলখ লীলার বিলাসে
আমি ঘুরে মরি কোন দুরাসে
ওগো স্বপন সায়র বিহারী
দিনে দিনে দিন নিরাশে।

চাহিনি কি কভু চপলি   চরণ ধরিতে উছলি
ক্ষণিকে জাগার মোহেতে রাঙ্গিনি কি ক্ষণ আভাসে
একি ভুলে যাওয়া একি ভুলানো
একি দূরে যাওয়া একি তুলানো
জাগানো আন পিয়াসে।

১১৭

কেন এমন করে লুকিয়ে থাকা
যখন আকুল আমার দুটি দিঠি
আমি কেঁদে কেঁদে মরি।
তোমার লাগি ঝুরে সারা ভুবন
তোমার লাগি কেঁদে মরে
ওগো আমার সারা জীবন।
তবু লুকিয়ে থাকা কেমনে
দেখ ফাগুনের এই বনে বনে
পত্রালি যায় ঝরে চরণ তলে।
দেখ নদীর কল কাদনী   ওরে কারে চায় না জানি
ওগো নিঠুর গদাধর
নাই যে তার আর দুরাশা জীবন ভ'রে।
আজকে পথের পরে বসে আমি খেয়ার ধারে
নিয়ে শেষ পারাণীর কড়ি।

১১৮

পরে নীল সাড়ী নীল যমুনা নাচে
নীলাম্বরী সেজেছে গো গানেরই মাঝে
আজ নাচন জাগে সুরধুনীর বুকে
পেয়ে গদাধরে হৃদয় মাঝে।

আমার মনে কই সে নাচন
কুড়িয়ে পাওয়া শুধুই বেদন
ওরে নাচবে কবে আমার তনুমন
ওরে আপন ভোলা লাজে।

১১৯

রামকৃষ্ণ কাজর আঁকিয়া
আমি স্বপনে রহিব জাগিয়া ॥
আমি জেগে যে রব' কৃষ্ণ নয়নে কৃষ্ণ কাজর এঁকে
আমি জেগে যে রব' সেই স্বপন মন মোহনে
গোপনেতে দেখে জেগে যে রব।
নিদ যে গেছে' নয়নেতে হেরে নিদ যে গেছে'
সেই নয়ন হরণে নয়নেতে হেরে
নয়নের আমার নিদ যে গেছে।
তাই জেগে যে রব' সেই গোপন ধনে
গোপনেতে হেরে তাই জেগে যে রব।
যদি জীবনে না থাকে জীবন চির মরণে রহিব মরিয়া ॥
মরে যে রব সেই জীবন ধনে নয়নে না হেরে
মরে যে রব—আহা—মরণ আমার অমৃত হবে
যদি চরণেতে রাখে কালিয়া।
গলে মালতী মালাতে ঢুলাব
বুকের জ্বালাতে জুড়াব
ভুলাব আপমা ভুলাব ॥
তাহারে ঢুলাতে আপনি ঢুলিব
মালা হয়ে হিয়া আলো করে রবে
তাহারে ঢুলাতে আপনি ঢুলিব।

ভুলাব—সেই কালারে ভুলাতে আপনা ভুলিব
ভুলবো তাহারে ভুলাবো।
সেই আকাশের চাঁদে
পরশ রঙসে বুকের মাঝেতে পাব ॥
সেই আকাশ খসা হৃদয় চাঁদের হৃদয় পরশ পাবো
সেই কণক করা পরশ মণির পরশ আবেশে রবো।
রব যুগ যুগ ধরিয়া ॥

আখর সহ কীর্তন

১২০

'সন্ধ্যা হ'ল—
মন্দির দ্বার খোলো প্রভু খোলো
অনেক দূর বহিয়া এসেছি পূজারিণী।
শুখায়ে গেলো পূজার মালা
ওগো নিভায়ে গেল প্রদীপ ডালা
জীবন প্রদীপ যায় যে নিভায়ে।
ঘনায়ে আসে আঁধার রাতি দূরের পথে নাহি যে সাথী
ওগো এখনও কি রইবে আমাবে ভুলে।

১২১

যখন চৈতি ঝরা আসে
দিনের শেষে রইবো বসে
মনে কি মন থাকে।
যখন শেষ হয়ে যায় ফোটার পালা
ওাগা ঝরার মাঝে অশ্রু ঢালা
যাক্ ভেসে যাক অসীম টানে।
ওগো প্রভু তুমি দীনের ছলে একি ব্যথায় এলে ভুলে
আমার ঝরা ফুলের মালায় তোমারও গান গাওয়া।

১২২

ঝড়ের মাতন সুরু হল
অবেলার এই বাদল বেলায়
তোমার দরশ মিলবে নাকি
আমার এই পথের ধূলায় ॥
যখন মেঘের গুরু গুরু কাঁপন
বুকের দুরু দুরু নাচন
ওগো তোমার খেলা সুরু হবে কি
আমার এই দুখের বেলায় ॥
ওগো প্রভু আজি দিনের শেষে আসবে বুঝি বাদল বেশে
নয়ন জলে ধুইয়ে দেবো রাঙ্গা দুটি চরণ সোনায় ॥

১২৩

চাঁপার বনে নাচে এ কোন চম্পক কিশোর
চাঁপার মালা গলায় দোলে চম্পক রূপ চোর
তার অঙ্গে ফোটে চাঁপার কলি
চরণ চলে চাঁপায় ছলি
আননে তার চাঁপার হাসি চাঁপার রূপের ঘোর
তার মুখে ফোটে চাঁপার হাঁসি রূপেতে বিভোর ॥
কোন অলকার অলখ চাঁপা
তারে ধরার ধূলায় আনলো কেবা
ওরে এমন ধনে রাখা কি যায় ধূলিতে ধুসর ॥

১২৪

পথের নদী তারি বুকে চরণ চিহ্ন আঁকা
তারে যায় কি কভু রাখা

রেখায় রেখায় যায় যে ঢাকি
কোন কথা বা যাব রাখি
অশ্রু জল মাখা ॥
আলগা পায়ে হালকা হাসি
অসীম পথে যাব ভাসি
কান্না হাসির বাঁশীর ব্যথা রয়না চির ঢাকা ॥

সা—পূরেব নদী

১২৫

ছায়া কেকার ব্যথা দূর নীলিমে আঁকা
কে দিলরে দেখা ॥
কুহেলীর তলে সিত আঁচল দোলে
নয়ন কোণে জ্বলে জ্ঞানের শিখা ॥
তার হাসিতে টুটে আঁধার নিশি—
তার চরণে রণে বেদবাণীর বাঁশী
নত মৌন চোখে জাগে আশিষ চুপে
মোর বেদন ধূপে আজি দাঁড়াও একা ॥

শ্রীপঞ্চমী
১৩৫০

বটের বীণা

নিবেদন

সঙ্গীতময় জগত। জগতের পারে যিনি তিনিও সুরময়। দক্ষিণেশ্বরের অচিন বাউল সুরেশ্বর স্বয়ং 'ডুব ডুব' করে সুরে যেতেন ডুবে। রামকৃষ্ণ জগত বর্তমানে আর্ত পিপাসু হয়ে আছে—রামকৃষ্ণ সঙ্গীতের জন্য। সেই তৃষ্ণার একটু শান্তিও যদি হয় তাই এই সামান্য প্রচেষ্টা।

সঙ্গীতে এখন আধুনিকতার একটা স্রোত চলেছে—আমরা সেই স্রোতের আশ্রয় নিয়েছি। আর 'মাণিক বন,' 'বটের বাঁশী' 'অচিন' এগুলি শ্রীঠাকুরের লীলার সঙ্গে সংযুক্ত। তাই গানে এগুলি স্থান পেয়েছে।

-রামকৃষ্ণার্পণম্

বটের বীণা

১

রাতের বাউল অমন ক'রে নাচলে কেন গো
বিনি তারের একতারাতে সাধলে কারে গো ॥
একটি প্রদীপ ধ'রেই নাকি আঁধারীরে নিলে ডাকি
নটরাজের নাচ দেখে কি পাষাণ গলে গো ॥
জিয়ন কাঠি কোথা ছিল কথার আড়ে ছোয়ান দিল
অধরা কে ধরা দিল কেঁদেই হেসে গো ॥
আড়াল হওয়া তারেই সাজে
যার বাসতে ভালো বুকে বাজে
কোণের দীপেই বুকে রাখি চাঁদ যে হারে গো ॥

২

প্রজাপতির পাখা নিয়ে কোথায় যাবি মন।
ঠাঁই আছে কি খুঁজেই না হয় দেখনা সারা বন ॥
কোথায় যাবি রাত এ যে রে জোনাকি তাও ন'স
চাঁদের দেশ সেখাও ত' নাই সুধার নিমন্ত্রণ ॥
ডানার পুলক ঝরেই গেছে আঁখির পলক তাও
সন্ধ্যা সাগর সেঁচেই যাবি দূর যে রে সেই গাঁও
আঁধার রাতির ফুল যদি পাস আঁধার রাতির কূল
মধু না পাস এতই খুঁজে কাছেই ফুল চরণ ॥

৩

তোমার কালো বাঁশীর ফুঁক
ভোর নয়নে নিঙড়ে আনে সাঁঝ গগনের দুখ ॥

ঐ সুরে যে দেয় গো উঁকি
কাজল উতল দুটি আঁখি
যমুনা কি পথ ছেড়ে আজ নয়নে উন্মুখ ॥
দুখের যত কালীয় নাগ   আজ পেয়েছ কিসের স্বাদ
কোন অমিয়ায় জড়াবে সে বিষেই ভারী বুক ॥
আপন হারা মাণিক বনে
কি কথা আজ সঙ্গোপনে
ভুলতে নারে বুকের কোণে কোন দরদের ভুখ ।

৪

পাড়ি দিগন্তে—
জমল যখন ডাকল কি বন ভ্রমর বসন্তে ॥
খেয়া হারা এই যে নদীর পাড়
ধূসর চোখে চায় যে শুধু ওপার অন্ধকার
পাড়েই ভাঙ্গে একটানা সুর অবুঝ আনন্দে ॥
ফিরিয়ে আঁখি দেখি একি রাত না হতেই ভোর
কমল ফোটার বেলা ত' নয় এ কোন কমল চোর
সোণার কাঠির হাসি দিল আগুন পতঙ্গে ॥
বেদনার দেবতারে বুকেই নিয়ে বুঝি
শেষ আরতির শিখা ও তোর এইটুকু থাক পুঁজি
উজল করি জ্বালাও ওগো প্রদীপ নিবন্তে ॥

৫

ফাল্গুনী চাঁদ শীর্ণ যেন বলাকা ফুল ঝরা
সুজাতার পাত্র নাকি দ্বিতীয়াতেই ভরা ॥
নূতন ফুলের আবছা বাসে   ভ্রমর মনে জাগল কে সে
শিশির হারা বনের ঘাসে আলতো চরণ ধরা ॥

বিদায়ী সাঁঝ আলপনা দেয় চিরল পাতার মেঘে
অলস মধুর উধাও এ মন কোথায় গেছে ঠেকে।
আগমনীর শঙ্খে জাগে উদাসী তুই আঁখি
বৈরাগী গো রাঙালো কে বটের ধূলার রাখী
সেধেই বাঁধন পরা।

৬

প্রজাপতির পাখায় কত খুশীর নাচন জমা
বাদল সেঁচা রোদ হ'তে কি পেয়েছে এক কণা ।।
সূর্যমুখীর মুখ দেখে কি বাদল বলে যাই
টিয়ার পাখায় নেমে এল গগন নীল বোনা ।।
গঙ্গাজলী হাওয়ায় ঝরে নেবু ফুলের কান্না
অনেক বেলা হ'ল তবু শাপলারি ঘুম মানা
কলা ঝোপে আজকে আলোর লুকোচুরী খেলা
তোমায় পেয়ে গোপাল সেকি আহ্লাদে আটখানা ।।

৭

আমি সাঁঝের নদী   আমি রাতের কালো
আমার বনের বিথায়   যত লুকায় আলো
তুমি জানোতো প্রভু
তুমি জানোতো তবু ।।
আমি কাঁটার কেয়া   আমি উধাও দেয়া
দূর দিকের রেখায়   আমার অদিশ খেয়া
তুমি জানোতো প্রভু
তুমি জানোতো তবু ।।
আমি কালিয়া দহ   কত গরল সহ
আমার দুকূল ভাঙ্গা সুরে তাও অসহ
তুমি জানোতো প্রভু   তুমি জানোতো তবু ।।

৮

ওগো অচিন বাউল নাচলে নাকি আমের বউল সাথে
মাণিক বনের পথে।
পাতায় ফাঁকে ভরা চাঁদের একটি সে কোন কথা
বুকেই ধরা সারা বনের বেদন নীরবতা
চাঁদ কি শুধু হাসে ওরে বেদন নাই তাতে ॥
নাই সে মনের কোন কোণে ভাঙতে কচি ডালে
ঝরা ফুলের বেদন জুড়ায় বিনি গাঁথার মালে
যেমন আকাশ তারায় গাঁথে ॥
কোয়েল কাঁদা কণ্ঠে বুঝি ঝরলো সুরধুনী
দরদী কি ছিল কোথাও বুকে নিতে বুনি
দুটি ফোঁটা শিশির জমা প্রথম পদ্ম পাতে ॥

৯

কদম কেয়া ডাক দিয়ে যায় আমি বলি থাক না
ভোরের প্রদীপ গগন তলে জ্বলেই যে যায় যাক না ॥
গোলাপ ফোটা গগন ডাকে নয়ন বুজে আর না
প্রজাপতির নাচ নিয়ে আর রঙ ভরে যে পাখনা ॥
পূজা কি নয় গোধূলীয়ায় আবির ছড়ায় সাঁঝ না
আঁধার ঘরে আঁধারই থাক দেউল খুলেই রাখ না ॥
বয়েই যে যায় হাজার ঝলক ঐ নদীতে থাক না
আমার থাকুক আঁধার দেউল হরির তরেই কান্না ॥

১০

মেঘ ত' কয়না কথা তবু তার ভরা ব্যথা
পূরবী নদীতে হায় এত কি ইমনতা।
হাসিতে ছড়ানো যে বেদনা কত না যে
বাঁশীতে জমাই আছে অতল নূপুর কাঁদা ॥

মধু নয় কুঁড়ির কাঁদন
ভ্রমরের রঙীন পাখায় কভু কি জুড়ায় সে মন
রঙে নয় কেঁদেই রাঙা বাদলের হৃদয় ভাঙ্গা
ঝরা নয় কৃষ্ণ চূড়া ও যে রাই চম্পালতা ॥

১১

শরতেরই ভোর যেন মোর মন
অশ্রুতে তার শিউলী হাসি
আবার হাসিতে রয় অশ্রু আলিম্পন ॥
ও তার হাল্‌কা মেঘের চাঁদ
ও তার আল্‌তো ফুঁয়ের শাখ
বাঁধন দেওয়ার সাধন এ নয় শুধুই লীলাঞ্চন ॥
ভোরেই মোছা চোখের কালি
এলোমেলো খুশীর আঁচল
লুটিয়ে প'ড়ে ফুলের থালি ফুটিয়ে দিল বন ॥
তর সওয়া নয় চরণে তার' খুলেই গেছে দেউল দ্বার
খুশী ত' নয় কাশের গুচ্ছি শিশিরে চন্দন ॥

১২

আঁধার বাঁধা চাঁদ যে আমার আলোর কোথা থই
দীঘির জলে সাঁঝ না হলে গাগরী ভরে কই ॥
আমের বনে মুকুল কাঁদে ধূলায় পড়া সেও ত সাধে
ছিন্ন শাখায় ঝরায় বা কে দখিণ হাওয়া বই ॥
কাঁটায় বিঁধে যে ফুল কাঁদে
গোলাপ হয়ে বুকই বাঁধে
পাষাণের বুক ভেঙ্গে গো
রোডন ফুলে লই ॥

আঁধারের দুকূল ভাঙ্গা   নদী তাই হয় যে রাঙ্গা
চন্দ্রা বুকের কানায় ভাঙ্গা চাঁদই সই ॥

১৩

সেদিন গগন কত নীল ছিল গো নীল ছিল
ভাঙ্গা চাঁদের কথায় কত
শাপলা ফোটা মিল ছিল গো মিল ছিল
কে জানে গো কে জানে ॥
সেই ফাগুনে কতই ছিল ভ্রমর চোখে নিদ জমা
মাণিক বনের মুকুল ছুঁয়ে নভ রেণু আনমনা
কে জানে গো কে জানে ॥
সেদিন কত গাগরীতে ছলক জাগে অছন্দে
বুকের কানায় মধু ঘনায় হঠাৎ জাগা আনন্দে
কে জানে গো কে জানে ॥
আলতো ঘন শাঁখের চুমায় কচি মুখের কাঁদন সোণায়
ভাঙ্গা ঘরেই চাঁদের যে ঠাঁই মাটীর ঘরই প্রদীপ রাঙ্গায়
কে জানে গো কে জানে ॥

১৪

গঙ্গা তটে পঞ্চবটে আর কি তেমন আসবে না
সাঁঝ সকালে মা মা বোলে চোখের জলে সাজবে না ॥
তেমনি ক'রে গগন গোঠে   জল ভ'রেছে মেঘের ঘটে
মেঘ নামেনি কমল চোখে তায় সুরধুনী কাঁদবে না ॥
ভাঙ্গা কূলেই হায় উদাসী
আবার না হয় এলে হাসি
নাই বা হ'ল নূপুর সেঁচা নাচন যে তায় বাঁধবে না ॥
বিছিয়ে রাখি বুকের মধু   কাঁটার ফুল থাক না তবু
এবার বল বাউল রাজা মেঘ বলাকায় ডাকবে না ॥

১৫

এ যে মোর বাদল ঢাকা গান
ঝরা পাতা নয় এ ত' গো দখিণারি দান ॥
মালা নয় চুপেই গাঁথা   চেপে হায় বুকেই রাখা
নিশীথের স্বপন মিশা ললিতে লুটানো প্রাণ ॥
সে যে গো সাঁঝের তারা
একা নয় আকাশ ভরা
মেঘের যমুনাতে সে যে গো সুরহারা।
সে যে গো আকাশ গলা   বাদলের একটি ফোঁটা
কতদূর কত পথে ছায়ায় আছে শিথান ॥

১৬

বুকে ক'রে এনেছি যে ঝরা পাতার দিন
সাঁঝের কূলে যাই যে ভুলে ভোর গগনের চিন ॥
দেউলে যে দিলই দেখি ছিন্ন তারের গান
ভ্রমর হারা ধূলায় সারা
হারিয়ে যাওয়া অশ্রু বিহীন দান
সন্ধ্যা সাগর লীন ॥
বাউল রাতি আধা চাঁদের একতারাটি সাধি
একলা কেঁদে যায় যে গেঁথে
কি সুর বুকে আছড়ে যেন কাঁদে
একটু রিন ঠিন ॥

১৭

দিনে যদি দিন চলে যায়   কাঁটাতে গোলাপ মিলায়
নীলে নীল থাকনা আকাশ নীল ॥
তারা খসা থাকনা রাতি   ভরা চাঁদ হোকনা সাথী
মাণিক বনের হাসির এক তিল ॥

বটের জটার গুছি
জোছনায় বাঁধলো বুঝি
ও বাউল মিছেই সাজা নাচনের আছে কি দিল ॥
রঙে সাত রঙ যে বুনি নেচে যায় সুরধুনী
ওগো কই গুণের গুণী ভাঙ্গা কূল করবে ছবিল ॥

১৮

বুকে রেখেই নীলার তৃষা গাগরীর যে দুখ
জানলা ত' চন্দ্রা চকোর ভাঙ্গেই কিসে বুক—
বাজাও জানি বিজন নূপুর
নদীর বুকে কাঁদে যে সুর
ঝরা পাতার আঁচলেই ত' বেদনা উন্মুখ ॥
বুক ভাঙ্গা যে হাসি মিলায়
গোধূলীর বুকের চিতায়
তুমি জান হৃদয় স্বামী জ্বালার কি সে রূপ ॥

১৯

মেঘ দেখে বলাকারা নীড়হারা হ'ত কি
কালো চোখ নইলে—না-না ॥
আন্দুড়ের ভাঙ্গা পথ রাঙ্গা রাঙ্গা হ'ত কি
আঁখি নাহি ঝরলে—না-না ॥
গোলাপের বুক ভাঙ্গা মন রাঙ্গা হয় কি
বুল নাহি কইলে—না-না ॥
ঘন নীল কালো দিঘী আরো কালো হ'ত কি
নূপুর না কইলে—না-না ॥
সীমারে ডেকে যায়—অসীমার কি সে দায়
তৃণ নাহি কাঁদলে—না-না ॥

দ'লে যেতে ছুটি পায় এক হওয়া হ'ত দায়
দুখ নাহি জানলে—না-না ॥

বাঁশী আর যমুনা চাঁদ আর জোছনা
গদাধর ওগো তায় বেঁধেছ কি ঝুলনা ।
পাষাণীরে ওগো হায় গলান যে আজো দায়
গদাধর ওগো তায় ছুঁয়ে যেতে ভুল না ॥
শবরীর ধূলা ফুল আজো সেও আধ ভুল
কমল নয়ন নীলে খুঁজে মরি তুলনা ॥
ভরা চাঁদ ছুটি তিথি ভরে বুঝি সাঁঝ বীথি
গদাধর উঁকি দিয়ে আর যেন ছুপো না ॥

২১

ও দ্বিতীয়ার চাঁদ ওগো আর কেন রূপ ঢাকো
অমাতিথি পার হওয়া ঐ এক ফালি রূপ রাখো ॥
ফাল্গুনী মেঘ কোথায় পাবে দখিণা দেয় হানা
বকুল বেলার চোখেই যদি কুহেলী দেয় টানা
চাও কি তাই না গো ॥
নীল সাগরের গাগরীতে মুক্তা মাণিক থাক
তোমার কি নয় চিকন আলোর ধূলায় রচা ফাগ
ভাঙ্গা ঘরেই উঁকি দিতেই থাকো ॥

২২

আজ কেন নেই পরাগ হাসি ছুটি দিনের চাঁদ
ফুলেই না হয় ঝরার পালা কাঁটায় সাধে বাদ ॥
ভাঙ্গা বীণায় যে গান হাসে
নূতন সাধায় নয়ন ভাসে

হায় দরদী একি লীলায় ত্বকূল বাড়ায় হাত ॥
রাঙ্গাতে যে ভাঙ্গা পথ   হায় গোধূলী মলিন কত
হারিয়ে যে যায় প্রদীপ চোখে জাগার যত সাধ ॥
ভাঙ্গা মেলার ফুল যে হাসে
দীপালীরে রাত তরাসে
রহস হাসি তোমার হরি আমার ভাঙ্গা বাঁধ ॥

২৩

আধো কথা আধো গান
হাসি দিয়ে মিনা করা সুধা সে যে অফুরান ॥
কটি লাজ আধো তাও   ধূলি ঢাকা ফুল পাও
তবু যেন মঞ্জরী দখিণাতে অগোছান ॥
কালো আঁখি নাহি তল   বন ছায়া চঞ্চল
সুরে সুরে তনু যেন দূর বনে বাঁশী খান ॥
নাচে আলো ঝরণাই   হেসে সারা ধূলি তাই
মাণিকের বনে আজ ভেঙ্গে যায় ত্বরভান ॥

২৪

যদি নাই যমুনাতে জল
চোখে তোর কিসের বাদল
বাউলরে তোর বেউর বাঁশী করিসনে উতল ॥
ফুলে তোর নাই দখিণা   কি হবে ভ্রমর বীণা
এলো যে আঁধার রাতি তারা কি করবে উছল ॥
কুঁড়িতে বুকের মধু   ঢাকা কি যায় গো শুধু
ধূ-ধূ যার আঁধার বালু মিছে তার দীপের কাজল ।
বুকে যার সুরের ধারা   সে কেন কণ্ঠহারা
চোখে যার আলোর তৃষা আলেয়া তারি যে সম্বল

২৫

ফুল ঝরে যায় তবু গান ঝরে না
আকাশ যে কত নীল চাঁদ বলে না।
গোধূলিতে কত রঙ কত তার বন্যা
নদী যায় বয়ে তবু রঙ বহে না ॥
ধূপ যায় কাঁদি আর দীপ তার সাথী
পাষাণের বুক তবু কেন ভাঙ্গে না ॥
গোমতীর নীল জল বয়ে চলে উচ্ছল
দেবতা পাষাণ হলে ধ্যান ভাঙ্গে না ॥

২৬

ভাঙ্গা কূল কেঁদে বলে ওগো রাঙ্গা নদী
উধাও হওয়া ত' নয় ভুলে যাও যদি।
তারা খসা রাতি কাঁদে ওগো যুঁই মেয়ে
ঘুমো চোখ ভিজে কেন শিশিরেতে ছেয়ে
ভুলে যাও যদি ॥
অনুরাগে রাঙে নাই শাপলার বুক
কেঁদে বলে ভাঙা চাঁদ কেন এত চুপ
ভোলো নাই যদি ॥
সুর ধরা ফাঁদ নাই ঝরা পাতা ডালে
কেঁদে বলে ওগো কুহু ভোলা কিগো চলে
ভোলো তুমি যদি ॥

২৭

কোন গগনে মেঘ নেমেছে চাঁদ লুকাবে তাই
বাঁশী ভাঙ্গা সুর পেয়েছি তাও লুকানো চাই।
হাজার সুরের দখিণাতে ফোটেই নীল কমল
জিয়ায় নাকি তারেই ওগো বুকের দুখ বাদল

ও তায় কেমনে হারাই ॥
উদয় অচল ভেঙেই যদি অরুণ মেলে আঁখি
অস্ত শিলা মুখেই তারে কেমনে বা রাখি
ফুল বলে কি কাঁটাতে লুকাই ওগো চন্দার কানাই ॥

২৮

চাঁপায় কাঁপা আলোর মুঠি
তেমনি ক'রে মাণিক বনে কতই যেন পড়লে লুটি ॥
ধূলার মাণিক সারা গায়ে
ভ্রমর নাচা চোখের ছায়ে
স্বপন কত আপন মনে করত' যেন ছুটোছুটি ॥
নূপুর ভোলা কমল পায়ে শিহর লাগে দখিণ বায়ে
বাঁশী ভাঙ্গা বাঁকা ছাঁদে ভুলতে নারে মৃণাল মুঠি ॥
লুকিয়ে কুহু কাজল শাখে
আপন বনে ডাকলে কাকে
শিশির হয়ে সারা বনে সেই কথা কি রইল ফুটি ॥

২৯

তোমার বাঁশীর কি নাই সাধ
আমি না হয় নই পিয়াসী
সেও কি গো নয় বনবাসী
যখন আকাশ ভরা চাঁদ ॥
দখিণার হয় যদি ভুল মালায় শুধু রয় কি গো ফুল
গন্ধ যে তার সূতার বাঁধন ভাবেই পরমাদ ॥
হাসির কি নাই সাধ
দুকুল ভাঙ্গা জোয়ারেতে আপনি যখন উঠে মেতে
মনেই বালির বাঁধ ॥

তোমার নূপুর গায় যদি বুল
মরুর তৃষায় ফুটবে কি ফুল
বুখারা যে হবে সারা সেথায় কি আর বাদ

৩০

ঘুম এসেছে প্রদীপ চোখে জাগাই কেমন ক'রে
দেউলে মোর আঁধার যেন জড়িয়ে আরো ধরে ॥
আজ চেয়েছি দরদী গো ধূলায় ঝরা মালা
কৃষ্ণচূড়া, পথ চেয়ে সে থাকনা গাছে আলা
পুষ্পলাবীর তরে ॥
ভৈরবী সুর আলগা ক'রে পূরবীতে বাঁধি
কণ্ঠে যত সুর এনেছি ভুলেই তারে সাধি ॥
আজ চেয়েছি একটি তারা আঁধার পথের সাথী
ভ্রমর কাঁপা ভোর না ত' এ শিশির ঘন রাতি
কানা নদীর চরে ॥

৩১

নাচে কি রাজ বনেতে কাজল দীঘি
সাজে কি আপন মনে বনের শিখী
মুকুরে নয়ন টানা ? না না ॥
তারা টিপ গগন ভ'রে ভুলেছ কোন কিশোরে
ওগো চাঁদ ভাঙ্গা ঘরে দিস্‌নে হানা—না না ॥
কোথা গো সুখের দিনে দুখ বিলাসী
বাজালে নূতন কোরে ভাঙ্গা বাঁশী
ভরে কি মনের কোণা—না না ॥
বনে নাই মনের ময়ূর বাজে কি ভাঙ্গার নূপুর
জানি না কিসের মানা—না না ॥

৩২

নদী কেন কাঁদে এমন শীতের আঁখি মেলে
গোধুলী যে একলা বসে
আকাশ প্রদীপ জ্বেলে ॥
হেমন্তিকার যোগিনী বেশ তারার টিপ খসা
সব হারান মন নিয়ে তার ধূলায় যেন বসা
ইমনে তার কল্যাণ সুর ঢেলে ॥
বৈরাগী কে এক ফালি চাঁদ মাথায় নিল টানি
বসন্তেরি বটের বাঁশী হঠাৎ গেছে থামি
ঝরা ফুলের মালে ॥

৩৩

ওরে আকাশ গাঙ্গে পাল তুলে দি আয়
ভেসে যাব আজ নীলার দরিয়ায় ॥
ও কার মেঠো সুরের বাঁশীতে মন অকারণে উদাসী
আপন গন্ধে বাউল বিলাসী যেন বনের মৃগ ধায় ॥
কচি ধানের ক্ষেতে মেতে বেড়ায় নাম না জানা গন্ধ
তাই তর সহে না মন রহে না ঘরেতে আর বন্ধ।
আজ প্রজাপতির পাখনাতে যাব উড়ে সুদূরে
ঘরের কথা থাকনা ঘরে ওরে যাবার বেলা যায় ॥

৩৪

মোর বাতায়নে নয়ন রাখি
কে যেন হায় গেল ডাকি ॥
ভোরের আলো পূব আঙনে
আল্পনা দেয় আপন মনে
ঘুম মাখা মোর দু' নয়নে স্বপন তখন মাখামাখি ॥
মাধবীর গন্ধ ভরা সমীর ছন্দহারা

আমার বন্ধ দ্বারে কর তার হানে নাকি ?
আজো তোর ওরে ভোলা
দুয়ার হয়নি খোলা
জাগরণের এই লগনে স্বপনে রইবি নাকি ॥

৩৫

আলোর দোলায় দোলে কি চাঁদ ভোরের দোলা চায় না
দখিণাতে দোল পেয়ে কি কুঁড়ির কাঁটা রয় না ॥
নিত্য দোলায় দুলে নদী
কূলের বাধা বয় না
সুরের দোলায় কালো কোয়েল
আঁধার নীড়ে রয় না ॥
মেঘের দোলায় দোল পেয়ে কি তারায় কথা কয় না
হৃদয় দোলায় দুলেই হরি আন দোলা সে সয় না ॥

৩৬

নিবিড় নিথর নীরব রাত্রি
হুঁসিয়ার হও—হও হুঁসিয়ার
ওরে পিছল পথের যাত্রী ॥
গৃহ কোণ থাক্ গৃহ কোণে পড়ে
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে দে ঝড়ে
ঝড়ের হাসিতে হোক অভিসার ওরে ওরে ভীরু যাত্রী ॥
নয়নের জল নয়নে শুকাক
পথের কণ্টক পথে পড়ে থাক
পিছনের ডাক পিছনে মিলাক ডাকে তোরে কালরাত্রি ॥
বজ্রের জ্বালা জ্বলে হৃদি তলে
কি করিবি বসে পথ তরুতলে
দূর দিকবালে মিলাইয়ে যা ওরে ওরে দূর যাত্রী ॥

৩৭

ঝরে যায় ঝরা ফুল থাকে না গাঁথা মালায়
যত মোর আছে বেদন
যত বা আছে কথন
ধূলি যে হল ধূলায় ॥
কেঁদে যে গেছে গো দিন
বুকে তার আছে কি চিন্
বেজেছে ব্যথার যে বীণ
তারি রিনঠিন মিছে হল এই অবেলায় ॥

৩৮

বাঁশরী বুঝি বা হারায়ে গিয়েছে যমুনার শ্যাম কূলে
সুর সুরভি যে আজো মুরছায় বিরহের বেদীমূলে ॥
ফোটে ফুল আর ঝরে ঝরে যায়
কোকিল কুহরে কোথা শ্যাম রায়
জীবনের মাঝে মরণের অভিসার তাই ওঠে দুলে দুলে ॥
যমুনা উছলি চায় শ্যাম মেঘে
শ্যামসুন্দরে উছল ও চোখে
মিতালি জাগিল ভুলে ॥
নিদয় মাধব নিদয় হিয়ায়
বেদন সায়র বুঝি বা ফেনায়
উধাও হয়ে গো বুঝি বা অকূলে কূলহারা ফেরে বুলে ॥

৩৯

বেদরদী বন্ধু ওগো একটী কথা কও
বেভুল পথে ফেলে আমায় কোথায় সরে রও ॥
আঁধার আমার নয়ন তারা দুই কোণে তাও বাদল ধারা
পথে পথে পথহারা লও ধরে—লও লও ॥

ভাঙা ভাঙা চাঁদের আলো
মেঘের কোলে তাও লুকালো
তাও ভুলাল তাও ॥
আবছা তোমার হাতছানিতে পারিনা যে পথ চলিতে
পথিক সখা পথ যে একা
বাঁকা শ্যামা তুমি তো বাঁকা নও ॥

৪০

গগন ভুবন আঁধার হ'ল নয়ন হ'ল হারা
ঐ নামল বাদল ধারা ॥
ওই কালো মেঘের কাজল শাঁখে
কিসের বেদন উঠে জেগে
মন কার ডাকে থেকে থেকে দেয় রে এমন সাড়া ॥
আজ যে তারি তালে তালে উতলা মন নাচে
কেয়ার বনে হেথা হোথা ক্ষণে ক্ষণে না জানি কি যাঁচে ॥
আমার ভাঙ্গা ঘরে নাই যে আগল
নাই ত' কোন বাধা
বাজিয়ে মাদল আসে যদি আসুক পাগল
সব হারা সব কাড়া ॥

৪১

হাস্নু রাতে মোর আঙ্গিনাতে শুনি কার পায়ের রণন
কে এল হায় গোপন পায় ঘুমেই বুঝি ছিল কাঁদন ॥
রুনু তার পায়ের নূপুর রাঙা কি ধরিল সুর
ভরি কি দিল সে মোর নয়নে গহিন স্বপন ॥
সে কি মোর গোপনচারী
এল আজ স্বপন ছাড়ি

নিদালীর আড়াল রাখি এল এই ছায়ার মতন ॥
ঘুমে দু' নয়ন ঢুলি
কেন বা রইনু ভুলি
জাগালে জাগিনি ত' পাতি নি ব্যথার আসন ॥

৪২

আজি এই বাদল বেলায় কি যেন হল যেন
দোদুল আলো ছায়ার দোলায় দুলি কেন ॥
বাজে যে বনবাঁশী কাশেরা উঠে হাসি
মহুলা তারি সুরে উদাসী নাচে হেন ॥
মনে যে নাহি মানা বুকে তাই কাঁদন জাগে
হাসি যে ভিজে ভিজে আজি কার অনুরাগে ॥
আগুনে গুরু গুরু গুমরে মেঘ মালা
শ্রাবণের আধেক দুয়ার খুলে কে লুকায় যেন ॥

৪৩

বন জোছনা তুমি আধো অন্ধকারে
সুর ছন্দ গাঁথা মম বেদন হারে ॥
জীবনের মাঝে তুমি মরণ বীণা
ধূপ সুরভীর সম আছো গো লীনা
ফোটা আর ঝরা তাই বারে বারে ॥
আঁধারে থমকিত আলোর ধারা
মরুর বুকে যেন আপন হারা
নাহি দাও ধরা তাই চাওয়া মিটে না রে ॥

৪৪

ওরে ভীরু প্রদীপ এবার
শেষের শিখায় জ্বলো জ্বলো

গহিন রাতির বেদন সাথী
ভোরের আলোয় রয় কি বলো ॥
তারার চুপি চাওয়ার ব্যথা
বুকের কোণে মিছেই গাঁথা
বুকচাপা এই চপলতা ভুলাতে দোলায় মিছে দোলো ॥
দখিণার উতল শ্বাসে
আঁচল খসা বনবাসে
ব্যথিয়ে ওঠা আধো ফোটা রজনীগন্ধা হয় যে কালো ॥

৪৫

আমি নিশীথ রাতের প্রদীপ শিখা
জীবন দিয়ে জ্বলি যে একা ॥
উতল বায়ে কাঁপিব জানি
ফুরায়ে আসে জীবন বাণী
তবু আঁচল টানি রাখিছ মোরে—কে অদেখা।
লুকায়ে আমায় বাসো যে ভালো
তারার বুকে আশার আলো তুমি তো জ্বালো
যবে ফুরায়ে আসে জ্যোতির লিখা ॥

৪৬

মেঘ কজ্জ্বল বিমলিন আঁখি নন্দন গন্ধিত অন্ধকারে
ওগো গদাধর এলে নাকি ?
কণ্টকিত এই কেয়ার বনে গহিন গোপন আনমনে
সুর ছন্দে আজো যে জাগি ॥
নূপুরিত চরণে বাদল রিমঝিম
বিজুলী উছলিত নয়নে আধো চিন
পুঞ্জিত বেদনার মদির মধু বীণ চাপিতে যে রহে জাগি ॥

শিহরিত মালতীর গন্ধ ঢাকা অরূপ লাবণী হল যে রাকা
জীবন মরণ যায় কি রাখা নয়ন মনে নেব কি মাখি ॥

৪৭

আজি এই অন্ধকারে বুকের ছিন্ন তারে
বাজায়ে বারে বারে কে ডাকে আমারে ॥
দিনে তায় দেখিনি তো সে কি মোর আপন এত
স্বপনে শোনার মত এপারে ওপারে ॥
প্রদীপ নাহি জ্বালা গাঁথা যে হয়নি মালা
অবেলার একি খেলা নিরালা আঁধারে ॥
বাঁশী তার কি যে বলে সে কি ছল ? ছল কি রে ?
হাসিতে মরি ঝুরে যাব কি যাব না রে ॥

৪৮

ওরে আমার গানের পাখী
আর কত গান আছে বাকি
মিছে তোর সুরের সাধন কোথা তোর সুরের সাকী ॥
ভোরের বেলায় ফুলের মেলায় ফুলঝুরি তোর ঝরে দেখি
সাঁঝের গাঙ্গে রঙে রঙে কেন অকারণে রাঙাস রাখী ॥
তোর সুরে হায় থেমে যে যায় বনের মরমর
শিউলীগুলি বাঁধন ভুলি ঝরে ঝর ঝর
ব্যথায় জাগি ॥
যার তরে তুই ওরে বেভুল সুরের নেশায় হলি বাউল
তারি পায়ের সাড়া তোর পথের ধারে
পাবি নাকি ॥

৪৯

কোন প্রজাপতির হলুদ পাখায় রঙেছে ঐ তন
কোন মাণিক বনের ফুল কুড়াতে নাচের আয়োজন ॥

আকাশ দিল নীলার দোলা গেরু ধূলায় আপন ভোলা
নয়ন আজি কোন সুরেলায় নিমেষহারা ধন ॥
আলোয় জাগা কমল না এ রাতের জাগা যুঁই
বনের শোভায় রাখব নাকি মনের কোণায় থুই
ভেবেই মরে মন ॥
সাঁঝ জাগানো তারা কি তুই সুরধুনীর দীপ
রাত পোহালে হারাতে চাস আলোর ঝিকমিক
নিঙড়ে বুকের কোণ ॥

৫০

আর বাঁশী হারায়োনা শ্যাম
বাঁশীহারা যমুনা যে ভুলেছে উজান ॥
মধুবনে মিতালী যে ভুলে গেছে ফুল
চপলি চলে না আর রাঙ্গা অলিকুল
গগনে উঠে না চাঁদ নাচাইয়া প্রাণ ॥
আঁধারের একরাশে নিধুবন গেছে ভেসে
মধুমাসে নেমে এল শ্রাবণের বান ॥

৫১

নদী চায় চলা কেন কূলের পূজা ফেলে
মেঘের মালা কি নেয় ঝড়ের উধাও গলে ॥
নীড় যে একলা বুকে সারাদিন পড়েই থাকে
উধাও পাখায় কি আর বলাকার বেদন ভুলে ॥
ভুলে যায় মধুপ কেন মধুহীন কুঞ্জ সাধে
ভুলেছ দেবতা কি ভাঙ্গনের দেউল কাঁদে ;
রাতের আঁধার সাধি যে দীপ গেল কাঁদি
পূজারীর বেশেই আসা তারে যে দিতে জ্বেলে ॥

৫২

বন তোমারে সাজায় নাকি তুমিই সাজো বনে
মন তোমারে চাইল নাকি তুমিই এলে মনে ॥
চাঁদ সেধে কি কইল কথা গগন হেসে চুপ
গাছের পাতা মৌন কি রয় মুখর যে তার বুক
এত কথা কে গো বোনে ॥
আজ চেয়েছি একটি কথা
নিঙড়ে বুকের একটু ব্যথা
আজ কি দূরে রইবে হরি ঢেউ জাগানো সাগর সোঁতা
বুক ভরে কি নিজেই সেজে ফুলের ভরে বুক
প্রজাপতির পাখার নীচে লুকিয়ে মধুটুক
পিয়াসী দিন গোণে ॥

৫৩

আলোর তুলাল আজ এলে কি ঝিম ধরা চাঁদ দূরে
চরণ নূপুর বাজল নাকি সাতরঙা প্রাণ পুরে ॥
চকিত চাওয়ায় আজ দেখি কি বেদন জাগা রূপে
আপনি এসে ঠাঁই করেছ ভুল করা এই বুকে
রইতে পরাণ জুড়ে ॥
দিনের আলোয় নয়ন তুটি বুজি
সাঁঝের ধূলায় পেলাম বুঝি হারামণি খুঁজি
শাপলা আঁখি ঝুরে ॥
উধাও হাওয়ায় পলকা পাখায় নীড় হারানো সুখে
বলাকা কি যাবে উড়ে কোন বিরহীর বুকে
সাতটি তারার সুরে ॥

৫৪

ও বটের বাউল আজ নিলে কি কাল বোশেখীর সাজ
বিজলীর দিয়ে পায়ে বাঁধা গুরু গুরু বাজ ॥

মেঘের জটায় ডুবান চাঁদের একটু হাসির লাজ
লুটিয়ে পড়ে নাচের তালে গঙ্গাজলীর তাজ
কঙ্কনেতে টঙ্ক দিয়ে তাথৈ তোমার নাচ ॥
ফুলের বেসাত ফেলে দিয়ে কাঁটায় তোমার কাজ
কোন আঁধারীর রূপের আঁধায় অরুণ নয়ন আজ ॥
বুকের মাঝে আজ পাব কি মরণ মোহন পাঁজ ॥

৫৫

নোটন চুলে ভ্রমর বুলে ধূলার নূপুর পায় রে
কমল কাঁদা চরণ চাঁদা আদুড় পথে যায় রে ॥
একটি মুঠে উঠল ফুটে বসন্ত এক রাশ রে
বৃন্দাবনের বনে বনে মধু যে আজ ছায় রে ॥
সাতটি রঙের রামধনু যে ধূলায় চলে চঞ্চরি
আলতো ছুঁয়ে শুকনো ভূঁয়ে মাধবীরে মুঞ্জরি ॥
ধূলায় কেন লুটায় হেন থলকমলের হাসি
বন-বিশালী বনমালী ভিন করা আজ দায় রে ॥

৫৬

কুসুমের যত ব্যথা দখিণা যে মানে না গো
মানে না গো মানে না ॥
ধরে রাখা দুটি কথা কুঁড়ির হিয়ায়
ভেঙ্গে বুক আসেনা গো আসে না ॥
যে মণি মুরছি রহে গহিন গুহায়
আলোর চুমায় মরি
হাসিতে যে হাসে না গো হাসে না
চন্দা চিকণ চাঁদা আসে আর সরে যায়
ধূলির যত কাঁদা বুকে কি হানে হায়।
হানে না গো হানে না ॥

৫৭

মেঘ কজ্জ্বল আবেশিত দুঁহু আঁখি
উছলিত বিজুলীরে নিল আঁকি ॥
ঝিরি ঝিরি বাতাসের সেতার বাজে
বনময় মর্মরি বেতস নাচে
নব মধুকর ওগো গদাধর এলে নাকি ?
গোধূলির গগনে নব মেখলা
শিথিলিতে ফুলদল হল যে মেলা
নিজনের অঞ্চলে নয়ন ঢাকি ॥
সুরধুনী সিঞ্জন নূপুরে বাজে
চাঁদিনীর মূরছন নয়নে নাচে
ভুবনে ভবনে আজ একি সাজে
নন্দন ছন্দন নিলে যে মাখি ॥

৫৮

সূর্যমুখীর বনে কেন চন্দ্রমুখ ঢাকা
ফুলপরীরা নিয়েছে আজ প্রজাপতির পাখা ॥
মেঘের ফাঁকে ছাড়া পেয়ে রোদ পড়েছে লুটি
শাপলা কুঁড়ি মুখ ফিরিয়ে হেসেই কুটোকুটি
কার আঁখির সোনা মাখা ॥
দখিণা নয় ছুটে এল গঙ্গাজলি হাওয়া
সবুজ পাতায় সাঁতার দিয়ে মনের নোতুন জাগা।
আজ বাঁধেনি ঝুলা তো কেউ মল্লিকারি ডালে
সাজানো যে হয়নি আজো কুরুবকের মালে
আলের ধারে টুকুই হাতে নইলে লাগে ফাঁকা ॥

৫৯

মৌন ব্যথার কথা ত' নাই আঁধার কথা কয় না
সন্ধ্যা তারার একলা দেউল আলো হতে হয় না ॥
আঁখিতে যে মুক্তা ফোটে চোখের পাতাও বয়না
খসে পড়া ফুলের হাসি দেবতাও সয় না ॥
ভাঙা চাঁদের হাসতে চাওয়া
আঁধারেই ত' হারিয়ে যাওয়া
ধূপেই যত বুকের জ্বালা পূজার শেষও সয়না ॥
রাতের জাগা শাপলা সে ত' ভ্রমর চাওয়া পায়না
কাঁটার চাওয়া চরণ শুধু ব্যথা দেওয়া চায়না ॥

৬০

এ বনপান্থ রে আর কোরো না হে পথহারা
উপোসী বালুচরে আসি আর যাই ফিরে
নয়নেতে মিল খোঁজে যমুনার নীল ধারা ॥
উদাসীয়া চাহে ফিরে বাজিতে বাজেনা মীড়ে
গৃহহারা বৈরাগীর ধূলা হত একতারা ॥
দীপহীন গহনিয়া রাতি রহে থমকিয়া
পথচারী ফুকারে গো দাও দাও দাও সাড়া ॥

৬১

অবেলায় অপরাধী ক্ষমা চায়
জীবন নদীর কিনারায় ॥
বাজিয়ে বাঁশী ছড়িয়ে হাসি
ছড়িয়ে স্বপন রাশি রাশি
সারাটি দিন গেল কেটে আঁধার ঘনায় ॥
যা দিলে মোর বক্ষ ভরি ফিরাতে তাও আর যে নারি
কণাটিও দিতে ফিরে মরি বেদনায় ॥

ধূলায় ধূসর অশ্রু নীরে
আগে পিছে চাই যে ফিরে
পথহারা এক পথিক আমি কি আছে মোর হায় ॥

৬২

আজ শুনেছি সাগর বেলার ডাক
কুঞ্জ কুহুর মুহু মুহু আজকে না হয় থাক ॥
আজ দেখেছি শেষ আহুতির শিখা
মঙ্গল দীপ বুকেই রাখে করুণ কাঁপনিকা
অস্ত হাসির রাগ ॥
আজ শুনেছি ভাঙ্গা বাঁশীর গান
লুটিয়ে ধূলায় ভরা ব্যথায় করেই আনচান
আঁধার অনুরাগ ॥
আজ শুনেছি বনহরিণীর একটি ভীরু হাঁক
বিদায়ী দিন তুলেই রাখে মোছা ফাগের দাগ ॥

৬৩

শাপলা নাকি কয় না কথা ভ্রমর শোনে কানে কানে
তারার যত একলা ব্যথা আঁধার গগন সে যে জানে ॥
কৃষ্ণকলি জাগলো নাকি কোয়েলার কাঁদন জাগে
ধূলায় ও কার চরণ চিন্ শিউলী বুকে শিহর লাগে
আল্পনা দেয় প্রাণের টানে ॥
সুরধুনী কাঁদে নাকি শুকনো চরে বুকে রাখি
নাইল নীলে ভাঙন জাগে মরু যে তার বুকের সাকী
জড়িয়ে ধরে উছল টানে ॥
গান জাগানো আঁখির কালো কথায় মুখর দেখছ নাকি
কান পেতে আজ শুনবে তারি হাজার কথাই আছে বাকী
সায় দেবে কি নাচে গানে ॥

৬৪

বাঁশীহারা তুমি হয়েছ কি হরি
বাঁশী যে তোমারে ভোলেনি ॥
পাষাণ গলাতে কণ্ঠ কাকলী
সুর দোলে সে কি দোলেনি ॥
আধো ঢাকা চাঁদ চৈতালী রাতে
কুমুদ কলিরে বুকে আরো বাঁধে
ভাঙা মুরলীর সুর আরো কাঁদে হাসি থেকে মিঠা কাঁদনি ॥
ধূলাতে জড়ান মণিহার হয়ে
ইমনে ললিতে গেছ যে মিশায়ে
রূপ কজ্জল উজল হয়েছে অশ্রু আবিরে মোছেনি ॥

৬৫

হে প্রিয় তোমারে বাঁধিব কি বলে
বাদলে না এই আঁখির কাজলে।
বাঁধিতে পারেনি যমুনা বাঁশীরে
ভেঙ্গেছে দুকূল সুরধুনী নীরে
বাঁধা তো পড়োনি নয়নের জলে ॥
ভাঙা বীণা সেও ধূলাতে হারা
সুরে বাঁধা কভু রবে না সে হায়
নিশি গাঁথা তারা ভোরেতে মিলায়
কভু ভুলে কি গো পরেছ গলে ॥
উধাও ক'রে এ বাহুর দুকূল
দিয়েছ কি হায় বাঁধনের ভুল
ছড়ায়ে যে মালা করো গো আকুল
সোহাগেতে তারে রাখো কি আঁচলে ॥

৬৬

কেয়ার আছে কথা আর কাঁটার আছে কাঁদা
(ওগো) দাওনা দেয়া সাড়া ॥
আঁধার দিল চুম (তাই) চোখে যে নাই ঘুম
শাপলারি মন কাড়া ॥
আমার দেউলেরি দীপ দিল কাজলেরি টিপ
রাতে হয়না সে ত' সারা ॥
রামধনুকের পণ দিল বাদল তুলির রঙ
চন্দা রতন হারা ॥
নাই ফুলের কুমকুম তাই অলির চোখে ঘুম
বাজে মেঘের একতারা ॥
(আমার) আগল দেওয়া বুকে (সেথায়) তোমায় পাওয়া সুখ
সেথা নাইত' বাদল ধারা ॥

৬৭

জলের ফানুষ জীবনটারে রঙে রঙে রাঙাস না
ইমনেতে ভেঙ্গে পড়া ভৈরবী ছড় টানিস না ॥
দখিণাতে পাল তোলা আর সাঁঝ গগনে রঙ গোলা
বসন্তেরি শেষ পারানি কূলেই তাতে আনিস না ॥
আঁধার রাতে আধ খানা ডুববে সে চাঁদ রয় জানা
জোনাক চেয়ে সেথায় ওরে আরো আঁধার হয় টানা ॥
রঙের ধনু সাতরঙা চোখের জলে হয় জমা
উধাও পাখী তারেই চেয়ে ডানায় ভেরে পড়িস না ॥

৬৮

কথার দল বাঁধা এই মেঘতলী ...
ঝরে পড়া নয়তো ওগো হয়েই থাকে কজ্জলি ॥
সাঁঝ এনেছি এমনি ভেবে
ঘুম এনেছি এমনি জেগে

কণ্ঠ ভরা তৃষ্ণা নিয়ে পেতেই রাখি অঞ্জলি ॥
ঠাঁই দিয়েছো দেউল তলে
ধূপের মত কই তা' জ্বলে
দিন প্রদীপে রাতের আঁধার আঁধার আমার তুই কূলই
ফুল ফোটানোর বাদল এলো
কাঁটা ও তোর নয়ন মেলো
মধু ত' নাই বুকেই মরু শিশির ফোঁটাও নাই ঢলি ॥

৬৯

ফুল বলে কি পড়শী কাঁটা অচিন আমি তোর
রঙ মেখে কি লুকাতে চায় কুঁড়ির মধু চোর ॥
ভাঙা কূলের আলিঙ্গনে সুরধুনী গান কি বোনে
বাঁশী ভাঙ্গা নয় ত' ওগো বুক ভাঙা যে মোর ॥
বদলে কি চাঁদের পাড়ি শাপলা বুকে রঙ যে তারি
কদম কুঁড়ির ঘুম কেড়ে নেয় রেশমী সুরের ঘোর ॥
রঙেই ফোটা অচিনে গাছ রামধনুকে ভোলাবে আজ
বলে কয়েই লুকানো কি চন্দা নোটন চোর ॥

৭০

জ্বেলেছ দীপ আঁধিয়ারে
পাওয়া ত' হয়নি না চাওয়া তারে
বাদল মেঘে সাহানা হাসি নিয়েছ টানি হায় উদাসী
হারানো সুরের সেই যে বাঁশী আজো যে বাজে বারে বারে
পূরবী কাঁদা কত যে সাঁঝে
নিমিল বুকে এসেছ কাছে
দূরের পথিক কাঁটার মাঝে সাজানো হয়নি ফুল বিথারে ॥

নিবিড় নিথর ধ্যানের সুখে আজো কি ডাকো তেমনি বুকে
ঝরে কি বাদল চরণ তীরে ভরা না হলে অঝোর ধারে ॥

৭১

সেথা কি দেউলে বনমালা লয় ধূপ সুরভিরে জড়ায়ে
সন্ধ্যার দীপে অর্চনা গীতে নয়ন দেয় কি গলায়ে ॥
মালতী বিছানো দখিণা কি আসে
বাদল বিধূনী বলাকা কি ভাসে
কাশের গুছিতে শরতের সোণা চরণেতে পড়ে গড়ায়ে ॥
সেথা এ পান্থ পথের প্রান্তে জড়ায়ে পাবে কি করুণ কান্তে
সেথা গো এমন উদাসীয়া হ'লে কে দেবে হৃদয় ভরায়ে ॥
ধ্যানের আলসে নিবাত সে ভূমি
আঁখির দু ফোঁটা শুধু যাবে চুমি
কমল [illegible] মধুকর বুঝি রবে গো পিয়াসা বাড়ায়ে ॥

৭২

আমি যে বাদল বিলাসী
তারা যে পথিক দিকহারা ওগো
আমিও যে পরবাসী ॥
ঝরা পাতা মেঘে ছুটে যে যাওয়া
কি জানি কোথায় লুটাতে চাওয়া
অকারণে কেন কেতকী উদাসী ॥
কান পেতে শুনি সুরধুনী সাড়া
বট বনে আজো কেন যেন হারা
ধূলায় লুটানো বিজুলী হাসি ॥

বাঁশী কাড়া কার সাত রঙ্গা মন
চুপে চুপে বুঝি রাঙাবে কদম
পুলকে বলিবে আসি গো আসি ॥

৭৩

সায় হল কি মৌ ফাগুনের পালা ভ্রমর যদি জানে ॥
ঝরা পাতায় শুকনো হাসির মালা ধূলা কি তাই মানে ॥
মাণিক বনের পাতায় ঘরই গড়া দুটি দিনের চাঁদে
ধরতে কি আর হয়গো ধরা মুকুল যে তাই কাঁদে
বেতস লতার গানে ॥
হায় শুনি কি দখিণপুরের সুর পথিক শুধায় কাঁদি
নয় ওগো তাও আরো আরো দূর পথ গিয়েছে বাঁকি
কোথায় সে কোনখানে ॥

৭৪

মহুয়া মন তোমারই যে আমার ত' তা
বন জোছনা মিতালী তায় এতই তন্দ্রাময় ॥
ছায়া কাঁপা তাল দীঘিতে আকাশ পেল মিল
দখিণ হাওয়া আমের শাখায় আজো কথা কয় ॥
আঁধার হারা দীপের মত লক্ষ্মীজলার বুকে
হারিয়ে যাওয়া আর হবে-না রাত যে গেছে চুকে
গানের উষায় প্রাণের তৃষায় আজ মিলেছে সুর
মাথুর বুকেই শেষ পালাতে মিলন মালা রয় ॥

৭৫

নীল নিরধি গো আর দূর কতো দূর
বেদনায় উছলি সুরধুনী চলি গো
নীল আঁচল ঝাঁপি জুড়াবো যে তৃষাতুর

নীল নিশীথ জাগা কমলিনী আমি গো
অরুণের হাসিটুকু বুকে মোর সে কি মধু
আঁধারের বুকে শুনি চুপি পায়ের নূপুর ॥
মালতীর নতি মোর চরণে কি পড়েনি
জোছনা বাহু মেলে আজো সে কি ধরেনি
দিঠিরে জড়ায়ে রয় আঁধারের সুর পুর ॥

৭৬

ভ্রমর রাতি কাঁদায় যদি
প্রজাপতির দিন কেন হাসায় না ॥
ভাঙ্গনে হায় নদী কাঁদে
বুকের চরে সবুজ কেন জাগায় না ॥
সাগর নীল খোঁজেই নাকি নদীর চোখে মিল
ব্রজের মধু ব্রজের বঁধু হারায় না এক তিল
বটের বঁধূ হারায় না ॥
আকাশ প্রদীপ ধরতে তুলে নয়ন প্রদীপ তুলি
শাপলা বাঁশী রাতের বুকে সুর যাবে কি ভুলি
আঁধার সে কি পারায় না ॥

—:*:—

বটের বীণা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

নিবেদন

শ্রীহরির চরণ থেকে বেরিয়ে এসেছেন গঙ্গা, করুণায় দ্রব সে মূর্তি···নারদ-কীর্তন বিগলিত মাধবের সেই রূপই সঙ্গীতের সার্থক সম্পদ। সঙ্গীতের এই সার্থকতাই হচ্ছে তার মূল্যায়ণ।

আমাদের সঙ্গীত ভগবানের প্রীতির জন্য পরিবেশিত হয়—এর উদ্দেশ্য তখনই কিছুটা সিদ্ধ হবে যখন এই সঙ্গীত ঘটে ঘটে নারায়ণকে আনন্দ সত্তায় বিভোর করে দেবে। শ্রীপ্রভুর চরণে আমাদের নিবেদন, সেই সার্থকতা যেন এই গানগুলি অর্জন করতে পারে। প্রথম খণ্ডের মত দ্বিতীয় খণ্ডেও দক্ষিণেশ্বরের নারায়ণের কয়েকটি প্রচ্ছন্ন নাম আমরা ব্যবহার করেছি, যথা—'অচিনে', 'দ্বিতীয়ার একফালি চাঁদ' 'চন্দ্রাচকোর', 'চন্দ্রালাল' প্রভৃতি। সর্বশেষ নিবেদন—যাঁরা এই গানগুলি সুরে ছন্দিত করেছেন, তাঁদের কুশল প্রার্থনা এই সঙ্গে যুক্ত রইলো।

১১ই ফাল্গুন, ১৩৭০

বটের বীণা

১

পান্থ আমি পন্থ না পাই চলবো রে
কাঁটায় না হয় দেউল গড়ে তুলবো হে ॥
ফুলের মাসে শাওন হেসে   রামধনু রঙ যাব টেনে
কমল সাধা কাঁটা নিয়েই ভ্রমর কোথা বলব যে ॥
ঝড়ের রাতে দেখব না হয় গগন কোথা নীল
মানিক বনে খানিক বসে খুঁজবো মনের মিল ॥
বৃন্ত আমার শূণ্য থাকুক   আশায় ডালা ভোর
মন্ত্র আমার ভুল হয়ে যাক মনের তুমি, মন বোঝে ॥

২

মালায় তো নয় আমারি এ মন্দিরে
গদাধর আপনি হলে বন্দী যে ॥
কমল যেথায় বিদায়ী গো সাঁঝ কুলায়
শাপলা মাগে আঁধার পূজার সন্ধিরে ॥
সাঁঝ পূজারীর অশ্রু তোমার ছল যে গো
মেঘেই জাগায় চাঁদের শতদল সে তো
আঁখির সুরধুনীর কথা নয় কি ও
আবার বাঁশী বাজলো কদম মৌ ঘিরে ॥
সাজাও কারে তিলক চুয়া চন্দনে
আসন তোমার হৃদয় গহন নন্দনে
বাঁধবে কারে ব্যাকুল বাহুর বন্ধনে
হৃদয় দেখ কেমই ওঠে ক্রন্দিরে ॥

৩

আঁধারে তারার চাওয়া সেকি তমসা
দেউল উথলি ওঠা সে যে সহসা ॥
নিথর ধ্যানের বুকে নিটোল রূপে
জেগে ওঠা রূপ সে যে আঁধার হাসা
আলোতে ছায়ার চাঁদ কাঁদনমুখী
নয়নেতে পেতে তারে নয়ন দুখী
দুখের কাঁটাতে ফুল বুকে যে পাওয়া
আঁখির শিশিরে নিতি শিউলি খসা ॥

৪

পাগল গাঙে চাঁদ উঠেছে মৌফুলী এ সাঁঝ
কৃষ্ণচূড়ায় এক ফালিতে চাঁদের কেন লাজ ॥
তোমার হাসি বাঁকা হ'ল হাস্নু যে তাই ঝুরে
ভুললে কেন চন্দ্রাকিশোর কমল ফুলের নাচ ॥
ভুলো দিনের কথায় ওগো মন ভোলে কি আর
সাগর যদি ডাকতে জানে নদীর কোথা আড় ।
বাঁশী শুধুই কাঁদায় জানি হাসিতে কি নাই
বনের কুহু মনের কেকা মিল পেয়েছে আজ ॥

৫

ভাঙা কুল কেঁদেই বলে নদীগো যাবেই যদি
নিয়ে যাও একটি কথা রাঙাব যত ক্ষতি ॥
তোমার চলাই বাঁকা আমার দিঠি আঁকা
তোমার ঐ ভরা হিয়া নিয়ে যাও একটী নতি ॥
চলে যাও উদাসীয়া তারি যে স্মৃতি নিয়া
বসে রই ভয়ে ভয়ে আরো যে ভাঙে হিয়া

নিয়ে যাও শেষের কথা জুড়াবে বলেই বলি
আমারে নাও না সাথে তুমি যে একা পথি ॥

৬

আকাশ নিথর চন্দ্র তারায়
শৈল সানু দেয়না সাড়া
নিঃস্ব হেথায় বিশ্ব যেন নিস্তরঙ্গ প্রাণ ধারা ॥
ঢেউ দোলা এই শিলার স্তরে
নিবাত মন হল চুপে
শব্দময়ী বরন সাঁঝ দূরেই যেন পথ হারা ॥
একলা মনে কথা নিয়ে মাথায় জাগে নীল নভ
অরূপেরি রূপ নিয়ে গো মন্ত্রময়ী এই ধরা ॥

৭

ফাগুন এসো ফাগুন এসো এসো
আমের বনে উঁকি দিয়ে বাউল হাসি হেসো ॥
ফুল নিকানো আগুনেতে দখিনা আজ বেড়ায় মেতে
ঝিরিঝিরি পাতায় বীণা হিন্দোলাতে বসো ॥
শিশির ধোয়া রাত এসেছে কমল ফুলী দিন
মানিক বনে পড়ুক না হয় রাঙা পায়ের চিন
ভুলতে নারি হোলির রেণু সাতরঙে সেই রাঙা ধনু
দ্বিতীয়ারি এক ফালি চাঁদ ভালই না হয় বেসো ॥

৮

বসে যে রুই মানিক বনের মন নিয়ে
বাজবে কখন কথার বাঁশী আনমনা দিক তাই কি এ ॥
মৌ পিয়াসী নয়তো ভ্রমর উন্মনা সে কার তরে
চাঁপার বন চঞ্চরিবে আমন্ত্রণী যায় দিয়ে ॥

বাউল নিশি তারায় তারায়
কি কথা হয় বুক চাপি
চন্দ্রাচকোর আসবে বুঝি
তাই কি এ রাত ঝিকমিকে ॥

৯

ফাগুন আসাই কি তোর ভুল
দেখলি নাকি শুকনো ঝরা গাঙিনীর কুল ॥
ও তোর রাঙা ফুলে কাঁদন বুলে
ও তোর ভোরাই আলো
রাত বিরেতের শিশির সমতুল ॥
কিষন চুড়া লাল দে বেদনে সামাল
ও ভাই বুল ডাকেনা গুলে কেন সাজেই পথ ফুলে
চন্দ্রালালের চরণ কোথা ধূলাতে আতুল ॥

১০

বেদনে নিবেদিত ফাগুনের দিন
আঁধারের কত কথা হৃদয়ে নিলীন ॥
শিশিরে নিহত শত ফুলময় রাত
সহসা শুনেছি কার আনন্দী বীণ ॥
মধুকর মন কত দুয়ারে হয়েছে জড়ো
দিক মেখলার ছায়া বেদনে রঙীন ॥
কত বন মর্মরে কুহেলীর কুণ্ঠা
চন্দ্রার চাঁদ যাচে ধূলার সে ঋণ ॥

১১

দখিনার দেবতাগো সহসা ঝরিয়ে দিও
জানো তো দলে দলে ঝরা সে নয়
নয় গো বরণীয় ॥

আলোকের অন্ধকারে ধূলাতে মরমরি
সে কি গো চাইতে পারে যার ঐ আকাশ প্রিয় ॥
উধাও ভোরের সুরে যে তারা কয় গো কথা
আঁধারের যাত্রী নিয়ে সেথা যে নীরবতা।
নিও গো শিউলি ভোরে চাই না কমল সাঁঝে
যে চাঁদে দ্বিতীয়া গো আরো নয় নয় কি রমণীয় ॥

১২

আকাশের নীল গাগরী ছলকে, চাঁদের মহুয়া নীল
চরণ নূপুর সাথে কোথা বাজে, যমুনা যে উর্মিল ॥
মুকুল জাগিতে সৌরভ জাগে
প্রভাত কলিত ভৈরবী রাগে
হৃদয় মথন চন্দ্রারতন তুমি কি হলে নিবিল ॥
একে একে খসা পাতে সুরভি জড়ানো তার সাথে
চরণ চুমিতে সে কি পড়ে না গো পথ তার সঙ্কিল ॥

১৩

রঙে যে নীল যমুনা সহসা রঙীন হ'ল
মধুতে মাধবী যে আদরে ঐ জড়ালো ॥
রূপের কুন্দ কমল মেলেছে সহস্রদল
বাঁশী যে সাধতে তারে সুর তার সেধেই নিল ॥
ব্রজের নীল গগনে শরতের সোনা হেনে
কে এলে চিন্ময়ী গো চিনাতে সেই শ্যামল ॥
কানুর কান্ত চোখে ধ্যানে কে উঠলে জেগে
কি যাদু দিলেই আনি জাগাতে নর্মচল ॥

১৪

ফুরিয়ে বেলা ডাকছি ভাঙার কূলে
গেছে যে দিন অনেকই দিন অনেক মনের ভুলে ॥

ঝরা পাতায় দিন গোনা   আর হারা সুবাস ফিরবে না
এগিয়ে এসে ফিরে যাওয়া
যায় কি বলে ॥
সন্ধ্যা যখন স্বপ্নে ভাঙ্গে তখন কি গো রঙ মাখা
ভ্রমর মেলে তার পাখা।
চতুর্থীর চন্দনে   চাঁদ উঠেছে অঙ্গনে
ভেবেছি কি এমনি করে দিনের পরে দিন চলে ॥

১৫

মুকুলিত রাজবনে তুমি চুম্বন ঘন ছায়া
সন্ধ্যার নীল স্বপ্নে জেগে ওঠা মধু মায়া ॥
উদাসীয়া আঁখি গহনে   থমকিত দুই চরণে
অস্ফুট দিপতী তারায় কি কথা দেওয়া নেওয়া ॥
মিটেছে কি চির পিয়াসা   ধূলাতে স্বপ্ন সহসা
জেগে ওঠা মোহ মন্থ ঘন নীল ঘন কায়া ॥

১৬

ভিড়বে নদী কোন চরে
আকাশ আকুল ডাকে আমায় ডাকে আমায় কোন ঘরে ॥
গানের ধূলা উপল পথে   ছড়িয়ে যাই তোমার সাথে
তোমায় পেয়ে আজকে হাসি কণ্টকে আর কঙ্করে ॥
নিত্যি আমায় নিয়ে চলো
কোন মোহনার উদ্দেশে
থই পায় কি সেই কুলে গো
সোনার বরণ ভিন দেশে।
হয়তো আলো হয়তো আঁধি   হাসি দিয়ে কাঁদন বাঁধি
হঠাৎ চলার সাঙ্গ হবে গানের মধু মন্থরে ॥

১৭

স্বপ্ন মলিন কজ্জলে তব নলিন নিমিল আঁখি
আয়ত অর্ঘ্য এনেছো গোপাল অরুণ প্রভাত জাগি ॥
কুসুম শিলিত মন্দির আজি
মৃদু সঙ্গীতে উঠিয়াছে বাজি
ধূপ মন্থর অন্তর প্রভু চরণের অনুরাগী ॥
হৃদি নন্দন মন্থি   তোমারেই আজি বন্দি
ফুল সিঞ্চিত বন মর্ম্মর কণ্টক ওঠে ক্রন্দি ॥
চন্দনে আর প্রীতি বন্ধনে
দিও ধরা তব প্রেম-নন্দনে
অন্ধ নয়নে জাগায়ো হে হরি অশ্রুল চোখে মাগি ॥

১৮

এক মুঠো রঙ এক মুঠো যুঁই আকাশ আর মন
সাঁঝের আলোয় জাগলো ও কার লীলার আকিঞ্চন।
চোখ ফেরে না চেয়েই থাকি নিঙরে সারা বুক—
পাপড়ি ঠোঁটে রঙ মাখা নয় মহুয়ারি বন ॥
বৈশাখী দুখ ঝরে না তো আষাঢ় আনন্দে
'মানিক বনের' মন্থন ধন নয়ন দিগন্তে।
এক ফালি ঐ চাঁদের হাসি আবছা তারার তীর
রাখবো কোথা ভয়েই মরে আঁখির দুটি কোন ॥

১৯

বাঁশী তোমার এত আপন চুমার মধু তার
সে কি এত কাঁদতে জানে কাঁদায় অনিবার ॥
যমুনা যে বুকে নিলে   রঙে কি তাই ভ'রে দিলে
একটী মুঠো হাসি দিয়েই হাসতো সাগর তার ॥

নীল কমলের চরণ দেখো কতই মধু ধরে
ক্ষণেই যারে রাখতে বুকে বুক যে যেত ভ'রে
জড়িয়ে ধরা সোনার কমল
তারেই দিলে দুখের বাদল
পাষাণ ও কি কঠিন এতো ফিরে চাওয়া ভার ॥

২০

মেঘ শিলিত এ বাদল নিশি
অশ্রু সায়রে গেল যে মিশি ॥
আঁধারে আকুল সে বন বীথি
জীবন নাহি যে নাহি যে গীতি
হারালো বাঁশরী সুরের কথা
ঝিঁগুরে রিমিঝিমি কাঁদিছে দিশি ॥
গগন গঙ্গার সে মধু ধারা
ক্রন্দসী মীড়ে পায়না সাড়া
আজি যে কানন কুন্তল ভরা
ধূলায় হল যে জটার রাশি ॥

২১

মোর কথার জোনাকী রেখেছি হে প্রভু
তোমার দেউল দীপে
এক কলি মোর সন্ধ্যার সুর ঝরে যায় বন নীপে ।
শুধু মুখের কথায় হয় না যে গাঁথা
কুড়ানো ফুলের মালা
সিত চন্দন বাস পূজার থালায়
ক্ষীণ হল চুপে চুপে ॥

মম আরতির শত ছন্দেতে হাসি
মন কত আনমনা
জান তুমি তবু ক্ষমা সুন্দর
ধরেছ আমারে বুকে ॥

২২

তোমার ঐ নাচ জাগানো আনন্দে
বসন্ত যে ছুটেই আসে কুঁড়ির দিগন্তে ॥
মৌ বোনা এই খুশীর ক্ষণে হঠাৎ পাগল সমীরণে
লুটিয়ে দেবার পালা এবার মাণিক বনান্তে ॥
ধরতে নারি একটি মুঠে উছলে দিলো গো
উপুড় হয়ে আকাশ বুঝি ছড়িয়ে ছিল গো।
পিউ কথা কও দিল সাড়া ছুটে যেতেই আপন হারা
ছন্দ সুবাস 'লক্ষ্মীজলার' স্বর্ণ সীমন্তে ॥

২৩

হাসেনা মাণিক বন হাসনু রাতে
বিরহী শিশির ঝরে বেদনাতে ॥
কেন গো কালীনাগ যমুনা জলে
ভ্রমর কালো আঁখি কাঁপন ছলে
কুমুদে বুকে ধরি মিছাই কাঁদে ॥
লুটালো বন বাঁশী আমের বনে
ভোলেনা পথিক পথ সুরের ক্ষণে।
জলে কি যাওয়া চলে চপল পায়ে
ভাঙিলে ফুল কলি দখিণা বায়ে
বনে না মন মাঝে কে যেন সাধে ॥

২৪

প্রভু যে রাখী দিয়েছ খুলি
কি দিব ফিরায়ে বিনিময়ে তার
সোনার ও হাতে তুলি ॥
ভরা চোখে চাওয়া ও চাঁদের হাসি
আরো মিঠে সে যে আরো ভালোবাসি
হৃদয়ে জড়ায়ে আরো তারে ধরি
নিভৃতে রাখিতে আকুলি ॥
মেঘ ভাঙা ঐ গোধূলির ক্ষণে
রামধনু রাখী গড়া যে বেদনে
তারে বুঝি আজ দিয়ে গেলে হাতে
আনমনে পাছে ভুলি ॥

২৫

মেঘ বলে চাতকী গো তোমারে না চিনি
আমি শুধু গান গাই কেয়া রিমিঝিমি ॥
নদী বলে ওগো কূল ভেঙে কেন পড়ো
আমি শুধু নেচে চলি ঢেউয়ে রিনিঠিনি ॥
দেবতাগো আঁখি মেলো বেদনে শুধাই
ধূপ আর দীপ মোরা শুধু জ্বলে যাই
কথা নাই কাঁদনের নাই আঁখি রাতা
শুধু পথ বেয়ে চলা শুধু গোনা দিনই ॥

২৬

সাঁঝ বলেছে আজকে আমার দিনের কথা নাই
ভাঙা বটের ছায়ায় যদি চরণ রেখা পাই ॥
হাজার কথার ভিড়েই বুঝি
সেই কথাটী যায় যে মুছি

একটি প্রদীপ আলো করে হাজার দীপে ঠাঁই ॥
অগাধ নীলার ঢেউ যে আসে কূলের আলিঙ্গনে
সকল কোনা ভরে যে যায় সবুজ আলিম্পনে।
আবার দেখি পালিয়ে যাওয়া
আমার শুধু ফিরেই চাওয়া
কুহু রাতির কোন সে কথায় দিশান্তরে ধাই ॥

২৭

ওরে সাঁঝ এসেছে জোনাক পাখায়
চন্দ্রামায়ের কোলেই
'মাণিক বনের' স্বপ্ন আতুর নয়ন আধো খোলেই ॥
মুঠো মুঠো গন্ধ মাখা মুকুল ঝরা বনে
সারা দিনের খেলা ভোলায় কল্প কথার দোলেই ॥
সপ্তঋষির চেয়ে থাকা নিথর আকাশ বেয়ে
কি কথা যে গুমরে মরে প্রভাত হবে ব'লেই ॥
স্রস্ত স্বপন চিকন চুলে মায়ের হাতে লহর তুলে
বেতস বনের বিরহী সুর সোনার তনে দোলেই ॥

২৮

অন্তরে মোর কথার মোহনা বাহিরে ছড়ানো ধারা
তুমি নিও প্রভু চরণেতে ধরি অতল জলধি হারা ॥
দিনের নিভৃতে যে প্রদীপ জ্বালি দেউল করিতে আলো
সে কি তবে প্রভু বৃথাই জ্বলিবে নিশীথ জাগানো তারা ॥
হাস্নুর চোখে শিশির জড়ানো
সে তো জানো কত হৃদয় দহন।
অজানা বনেতে বিরহী যে ফুল
নাহি কোন দাম হায় গো অতুল
সে কি হবে হায় চৈতি সাঁঝেতে ধুলায় লুটায়ে সারা ॥

২৯

ফুলের দিনে এলে বরষায় আমি রই
'দ্বিতীয়ার চাঁদ' তুমি অমানিশি আমি হই ॥
ভোরের তুমি তারা আমি নিশি গন্ধা
পথহারা আমি নিতি সাথী কোথা তোমা বই ॥
শরণের তুমি প্রভু মোর চোখে তন্দ্রা
পূরবীর সুর আমি তুমি ভোর ছন্দা।
হিমের রাত শেষে বরণীয় ভোর আসে
অন্তরে যত কথা মুখে বলা হয় কই ॥

৩০

ওগো সন্ধ্যা হল সুন্দর পেয়ে ও কোন সুন্দরে
গন্ধ নিল বন্ধন কুঁড়ির চুপি অন্তরে ॥
পথিক হল তুষার সোঁতা পাষাণ বুকে এই তো কাঁদা
নীল সাগরে মরণ ডাকা গুহায় গোপন কন্দরে ॥
আঁধার কেন এতই কাঁদে
জট ধরা কোন বটের ফাঁদে
চাঁদ লুকানো অমা তিথি দ্বিতীয়াতেই বন্ধরে ॥
তনুতে রূপ তন্দ্রা যে ফুল সাগর তায় লাজে
বসন্ত যে কেঁদেই সারা কোন বন বনান্তরে ॥

৩১

ধ্যান মন্থর অন্তর মন্দির
এস সুন্দর এস চির নন্দিত
চির দুস্তর কণ্টক কান্তার
কর পার হরি দেব বন্দিত ॥
পূজা পুষ্পল উচ্ছল আরতি
বন্দন মূর্চ্ছিত এই যে রাতি

ধূপ দীপ শুভার্চিত সন্ধ্যা নতি
দাও দাও হে ধরা প্রেম বঞ্চিত ॥
বিদ্যুৎ বিস্মিত অন্ধ রাতি
কত আশা ভরা তুমি জান সাথী
কত রৌদ্র করোজ্জ্বল উষসী
হল উদ্বেল হৃদয় মন্থিত ॥
তব দর্শন বঞ্চিত এ হৃদি
কৃপা বর্ষণ সিঞ্চিত হবে কি
নন্দন নির্জিত পুষ্পলাবী
হব ধন্য হব হারা সম্বিত ॥

৩২

এবার ভুলেছ কি বাঁশী লীলার আলসে
তারে কি গো আর বাসো ভালো
কাঁদন বিলাসী তুমি কেন হবে
দহনের কেন দীপ জ্বালো ॥
নয়নের নীরে উছল যমুনা
শুকায়েছে দেখ আজি সে কত না
কাঁদন কলয়ি সুরধুনী দেখ
দিনে দিনে কত হ'ল কালো ॥
ছিঁড়ে গেছে মালা বিরহের খেদে
দখিন দুয়ার মরে শুধু কেঁদে
'বটছায়া' মুঠে আর কি দখিনা
চন্দ্রার চাঁদে পাবে বলো ॥

৩৩

ও বাঁশী দূরেই থাক না
কদমের আঁধার ডালে বাঁধব ঝুলনা ॥

হাসিতে কেঁদেই মরি   গাগরী ফেলেই ভরি
ভরা চাঁদ মেঘের কোলে একটু হাসো না ॥
কাঁদা নয় যমুনা সে   বিরহের কূলই ভাসে
অকুল পারাতে কি তুমিই জানো না ॥
যে সুরে শাওন আনে   বিজলীর তীরই হানে
কাঁটা যে কেনই কাঁদে ও কমল তাও কি জানো না ॥

৩৪

বাঁশী তোমায় ডাকলো নাকি তুমিই বাঁশীর প্রাণ ছিলে
চিন্ময়ী গো চরণ ছোঁয়ায় ব্রজেই নিতি নন্দিলে ॥
নীল মাধবের আকাশ ওগো কেনই এত নীল হ'ল
যমুনা নয় তোমারিতো গাগরী যে ঢেউ দিলে ॥
অধরারে ধরলে তোমার কজ্জলে আর নীল চোখে
কতই শাওন ঘনালো যে যুগে যুগে ঐ বুকে।
আজো দেখি ঐ যমুনায় কান্ত কানু দিশহারা
মঞ্জু আজো কুঞ্জ যে গো মধুবনে মৌ মিলে ॥

৩৫

ছুটি দিনের চাঁদ ওগো ও আমার ভরা রাতি
তোমার শুধু সুদূর হওয়া আমার শুধু আঁধি ॥
দেখনি কি কাজল নদী কতই ছলোছলে
দেখনি কি জ্বলতে প্রদীপ কতই কথা বলে
ওগো নিঠুর অনুরাগী ॥
নোতুন ফুলের ভ্রমর ওগো তোমার নোতুন দিন
ঝরা পাতার বুকে শুধু ভাঙা সুরের বীণ ॥
ভুলিয়ে যে যায় প্রথম দিনের এক ফালি কার হাসি
ভোলা কি যায় তারেই ওগো সে যদি উদাসী
নোতুনেরই সাথী।

৩৬

একটী প্রণাম না গো না হাজার প্রণাম সে যে
হাজার চাওয়া মিটাতে যে নয়ন গেছে ঠেকে ॥
বসন্তরাজ তোমার ও রূপ রিক্ত কেন করো
দ্বিতীয়াতেই চাঁদে মধু হয় না কি গো জড়ো
করুণ তুলির লেখে ॥
চাঁপার মুকুল প্রথম জাগা লুকিয়ে কেন থাকে
দরদীর নয়ন ঝরে বেদন অনুরাগে ॥
মানিক বনের মঞ্জরী গো মৌ নিয়ে যে ভারি
অজানারে জানাতে আজ কিসের থাকে আড়ি
ঘুমেই থাকে জেগে ॥

৩৭

আলোর দিশারী ও চাঁদ কেন এলে দ্বিতীয়ায়
পিয়াসী দখিনা কেন কাঁদে বল বনছায় ॥
প্রথম মুকুলে ফুটি আমের বনেতে লুটি
নিথরিত সুরভি সে অচিনেরে চেনা দায় ॥
গগনের কথা যত মেঘে যদি হয় হত
আঁখিরে পিয়াসী কেন করেছ গো বলাকায় ॥
ঘুম জমা দুটী চোখে গভীর রাতের বুকে
দিয়ে গেছ যে চুমাটী সে কথা কি বলা যায় ॥

৩৮

ও লুকানো চাঁদ কেন গো দ্বিতীয়াতেই আসা
ভ'রেই নিতে বাসো ভাল কার সে কাঁদা হাসা ॥
নাচবে কি আর মানিক বনে চম্পাফুলী নাচ
আবার যদি তেমন ফাগুন ধূলায় বাঁধে বাসা ॥

দূরেই থাকুক অস্তগিরি বাঁকা চোখের হাসি
তাই নিয়ে আজ বাউলসুরে বাজাও তোমার বাঁশী।
আলোয় যদি ভেঙে পড়ে আঁধার বটের পাড়
না হয় নদী কূল হারাবে হারাবে তার দিশা ॥

৩৯

মানিক বনের বন্ধু ওগো আর লুকানো নয়
আঁধার সে গো আকুল হ'য়ে তোমার কথাই কয় ॥
কাজল দিঘী ছলোছলে 'লক্ষ্মীজলার' ডাক
মন মানানো ঘরের কোনা পড়েই না হয় থাক
আসাই যদি হয় ॥
গোধূলি নয় ছড়িয়ে গেছে আবির রাঙা ধূলি
দূর সে যে গো অনেকই দূর ভিন দেশেরই কুলি ॥
আমের বনের মঞ্জরী নয় নাম হারানো ফুল
গন্ধ না থাক সেথায় তুমি নোতুনেরি 'বুল'
আরোই মনোময় ॥

৪০

গোপনের ধন জানি তুমি কত
তবুও গোপনে আসা কি সয়
বেদন মুদিত সন্ধ্যা কমল
নিবিড় বুকেতে রাখা কি নয় ॥
যত পাওয়া ওগো তত ভুলে যাওয়া
মন দিতে ফিরে আসি মমোময়
অমৃতের লাগি পিয়াসা যে বুকে
গরল চাহিনি হে দয়াময় ॥
স্বাতী করুণার একফোঁটা বারি
বুকে পেয়ে তাই মুকুতা হয়

সুবাস কি রহে ফাগুনের আশে
কে তবে কাঙাল দুয়ারে রয় ॥

৪১

হায় যমুনা তোরে আমি চিনি কিসে বল
বেদনার চোখে কিরে থাকে এত জল ॥
ভাঙা বুক বাঁশীর প্রাণে সুর কি এত বইতে জানে
চলা তো নয় নূপুর শুনে গাগরী উছল ॥
সে কূল ওগো ভাঙাই ভালো
যে কূলে নীল ফুল শুকালো
যে মণির কান্তনীলে সাতরঙা সুর সেধেই ছিলে
উছলে যেত সাঁঝের ছলে রাধার বুকে ঢল ॥

৪২

কুমুদের কথা ওগো চাঁদ সে কি জানে
আমের শাখায় সে যে বাঁধা প্রাণে প্রাণে
ভ্রমরের পথ চাওয়া সে যে কত ভুল
বুলবুল আকুল আঁখি কি গো হানে ॥
হৃদয়ের কলো জল শুধু ছলোছলে গো
নিজন নিশীথ ভরা বিজলীর গানে ॥
সাত তারা দীপ জ্বেলে আজো চেয়ে থাকা
চন্দ্রার চাঁদ রত অকরুণ দানে ॥

৪৩

নদী—কেনই এত আনমনা
কেন যে কেঁদেই মরে কূল কি নেয় নি ধরে
বলে—চলতে তবু হারবনা ॥
নিজন পথের রাতি সেথা কে কথার সাথী

একি গো চলাই শুধু
ভাবে—ভোরেই কেন মেঘবোনা ॥
দিকের চক্র রেখা বলাকা সেও কি একা
পাখাতে আঁধার ভেঙে
যাবে—কোথায় ওগো নাই জানা ॥
ভুলেছি অনেক জ্বালা অনেকের ভোলার পালা
আমি তাই চলি শুধু
ধু ধু—ধূলা দিয়েই ভরবো না ॥

৪৪

হাসির সুরভি জড়ায়েছ হরি ভোরের অমৃত রূপে
মেঘের মালাতে আলোর বুনন পরেছ যে চুপে চুপে ॥
আঁখির পলাশে রামধনু রাখী
সে যে শুধু ওগো দখিনার পাখি
বকুল বিলাসে উঠেছ যে জাগি ঠাঁই সে যে এই বুকে ॥
আলোর অলকানন্দার সাথে
সুর ভেসে যায় আজ কোন পথে ॥
সঙ্গীত মধু শিলীত এ চিত
আজি যেন প্রভু নয় তিরপিত
মনে হয় যেন জড়ায়ে রহি গো
আলোক লতার ভুখে ॥

৪৫

মন কেন মোর আনমনা গো
হাজার কথায় বুক ভরালে
বাঁশী যে হায় শুনবো না ॥
গাঁথতে গিয়ে কাঁদন মালা এলোমেলো হয় যে থালা
হয় না যে হায় চোখের জলে ফুল দিয়ে এই মন বোনা ॥

সাগর মনের অতল বুকে   মণি যে রয় স্বাতীর দুখে
আনতে গিয়ে তারেই ওগো মিছেই এমন জাল বোনা ॥
মৌ মিতালীর কথা নিয়ে   মানিক বন যে রয় গো জিয়ে
সাড়া দিতে কুহুর কথায় সুর বলে যে হারবো না ॥

৪৬

আজি সাঁঝের তুলিতে জাগে মেঘ বলাকা
গোধূলিতে ঝরে পড়া পরাগ মাখা ॥
দখিনার বটমূলে বেদনার ছায়া জমে
মেঘাতুর হৃদিপুরে নয় পলাতকা ॥
হারায়ে যে গেছে কত সুখ কুহু রাতি
কলয়িত জাহ্নবী ছিল তারি সাথী ॥
আজিও কি আছে মনে বেদন আনন্দে
কজ্জল রূপ কূলে কুমুদ জাগা ॥

৪৭

যমুনায় ঢেউ দিল কে   ও বাঁশী তুমিই সে তো
মনে যে জমলো মধু   ওগো 'বুল' জানো কত ॥
যে তারায় সন্ধ্যা নামে ভোরে যে তারি হাসি
দখিনায় ঝড়িয়ে ফুলে তারে ফের মালায় গাঁথো ॥
আঁখিতে সাগর হেনে গাগরী ভরা জানি
কালো জল আনা তো নয় কালারে ছলনা তো
ও তো নয় বাঁশী ভাঙা ধূলার মালা পরা
বেদনার বটমূলে আজো যে কাঁটার ক্ষত ॥

৪৮

বলে সন্ধ্যার দীপ ওরে দিন গেল দিন
আর বসে নয় নয় নিয়ে এই ভাঙা বীণ ॥

নয় নদী ছলছল   কয় চল বয়ে চল
দেখ ভাঙা সব কূল তার রয় কিবা চিন ॥
শোন চৈত্রীর 'বুল', বলে গান সে তো ভুল
আর দখিনার পায়ে নয় মধু রিনঠিন ॥
ওরে ভাঙা বাঁশী তুই   তোরে যমুনায় থুই
সব বন্ধন হোক আজ   হোক আরো ক্ষীণ ॥

৪৯

জীবনের রাতি নাহি হল ভোর শুকতারা নাহি হাসে
ভ্রমর ভোরের কমল পিয়াসা আঁধারে বেদন বাসে
ঝরে গেছে কত ফুলময় দিন
হাসির চাঁদিনী আঁধারে বিলীন
বেহাগ বিলাসী সে বাঁশী যে মোর আসে আসে নাহি আসে ॥
কাঁদন কেয়ার পরাগ ঝরানো
সে যে শুধু হায় কাঁটাতে হারানো।
চকিতে যে পাওয়া দিঠির দ্বিতীয়া
অমানিশা তারে ঢাকিল কি দিয়া
স্বপনে জড়ানো চন্দ্রারতনে পাব কি বাহুর পাশে ॥

৫০

তুমি যে বাসিলে ভাল ফুলের কথা
ভুলে যাই বুকে নেওয়া কাঁটার ব্যথা ॥
আসা যে গন্ধ গহন অন্ধকারে
বুকে তাই নিশীথ রাতের নীরবতা ॥
নিতে চাও সুবাস প্রভু মুঠো মুঠো
জমে তাই যূথীর চোখে শিশির সোঁতা ॥
হলে যে পথিক সখা পথই ভালো
মিঠে যে হারিয়ে যাওয়া প্রদীপ রাতা ॥

৫১

আমি দ্বীপ জেলে যাই সন্ধ্যায়
দেউলের বুকে আঁধারের দুখে
এস যদি ধ্যান তন্দ্রায় ॥
আমি কন্টকে তুলি পুষ্পি
দখিনা শাওনে জাগি আনমনে
জেগে থাকি নিশি গন্ধায় ॥
তারা ঢালা ঐ ছায়ালীর তলে
বিছায়ে যে রাখি মেঘ ঘন আঁখি
উধাও ধরিতে চকিতায় ॥
আমি ভীত শঙ্কিত ছন্দে
বসে থাকি কত লয়ে ব্যথা ক্ষত
কত মালতী নিশীথ ঝরে যায় ॥

৫২

কাণ্ডারী গো তোমার নামেই করি পারাপার
এই করো হে দয়াল যেন নিও দীনের ভার ॥
ফুলের মত গন্ধ বিলাই ঝরে যাওয়ার আশা
তোমার পায়েই হে দীননাথ ঠাঁই যে আমার ॥
কাঙাল করা সকল ব্যথা তোমায় নিবেদন
হে গদাধর তোমার পায়েই শেষ প্রণামের হার ॥

৫৩

ও কে বটের ধূলিতে বেদনায়
বলে কে কোথায় ওরে   আয় ত্বরা ক'রে
অমৃত বিলাব পিয়াসায় ॥
ও তার নয়নের পাশে   যমুমা উছাসে
গঙ্গা উছলে করুণায় ॥

দ্বারে দ্বারে ছুটে পুকারিরা উঠে
এসেছি যে ঠেকে বড় দায় ॥
বলে—কে কোথায় দুখী বেদনে বিমুখী
দেখ দেখ বুক ভেঙ্গে যায় ॥
ডেকে—গগনের তারা হয় যে গো সারা
আয় হবি ধূলি গৈরিকে সায় ॥

৫৪

হোলির রঙে তেমনি ক'রে রাঙলে হরি মানিক বনে
তেমনি ভরা চাঁদের রাতি জাগলো বুঝি চন্দ্রাননে ॥
আকুল কালো যমুনা কি এসেছিল ঢেউয়ে জাগি
কদম ফোটা হৃদয় বুঝি জড়িয়ে নিল সঙ্গোপনে ॥
পলাশ রাঙ্গা বাঁশীর ফুঁকে উদাসীয়ায় রাঙ্গালো কে
পরশমনির পরশ সে তো সোনা করার কথাই জানে ॥

৫৫

আমার গানের জোনাকি
হাজার আলোর রাতে প্রভু তোমায় পাবে কি ?
তোমার সুরের ঝরোকায় আমার বীণ যে কাঁদে হায়
ভাঙা সুরের গানে প্রভু তারেই শোনো কি ?
তোমার মধুকরের মন আমার ফাগুন হারা বন
তবু তোমার প্রহর চেয়ে দিনই যাবে কি ?
অনেক কাঁটার দিন সেথা একটী ফুলের চিন
তোমার পায়ে ওগো প্রভু লুটিয়ে নেবে কি ॥

৫৬

যে মালায় নিশীথ হাসে যে মালায় বাজে বাঁশী
সে মালা ধূলায় কেন সে কেন পরবাসী ॥

লুকানোর বেদন কত এড়ানোর কত কাঁটা
দখিনার দেউল ঘিরে কেন যে কাঁদন হাসি ॥
যে গানে জড়িয়ে নেওয়া সে গান দূরেই কেন
যে শাওন বুকেই থাকে বিজলীর চমক হেন ॥
ওগো ও পরশমণি জানি গো তোমার ব্যথা
কনক করা তো নয় বিলানো পরশ রাশি ॥

৫৭

চোখের জলে জড়িয়ে দিলাম একটী আমার কথা
সাগর ধোয়া বেলাভূমির শুধুই নীরবতা ॥
অকারণে কাঁদাই শুধু শাওন মেঘ জানে
গগন বুকে জড়িয়ে থাকে শুধুই নিবিড়তা ॥
ওপারে কি নামলো ছায়া এপার ভাবে বসি
দিনের আলোয় কাঁদিয়ে গেল রাতের তারা খসি ॥
তোমার এবার কথার পালা আমার নদী হারা
শত ব্যথায় উথলে কি অচিন তোমার কথা ॥

৫৮

যে পথের অনেক কথা সে পথ অনেক দূর
জানি না সন্ধ্যা হলেই বাজে কি সাঁঝের সুর ॥
যে বট ছায়ায় ঘন সে আবার কাঁদায় কেন
যে বাঁশী চাঁদেই হাসে সে কি দেয় শাওন ঝুর
ভাঙে যে সুরধুনী কাঁদনের কূলই শুধু
আঁখি যে বাঁধে বাসা যে মরুর বালু ধূ ধূ ॥
জানি সে দূর বলাকা মেলেনি গানের পাখা
তবু যে তারি গানে নয়ন হল বিধুর ॥

৫৯

বাদল নিমীল নিশীথ আজিকে জীবন পদ্মহারা
গগন তিমিত নয়ন তিমিত তিমিত নদীর ধারা ।।
চমকে চিকুর নিয়র কি দূর সীমা অসীমার পারে
বিঘিন বিথার এ মরু অপার পরাণ অথির সারা ।।
চিরায়ত কেন গদাধর ধন বেপথু মন অধীর
শাওন গহন পথিক এখন দাও হে দিশারী সাড়া ।।

৬০

বেদনার বুকে নাহি জাগো যদি বেদন মন্থন ধন
সন্ধ্যা সাগর নিঙারি যে উঠে রাকা চাঁদ হয়ে ঘন ।।
তুমি জান ওগো অন্তর যামী
নিঙারি এ হৃদি কত ডাকি আমি
নিজন নিশীথ কেটে গেল কত চকিতা হরিণী সম ।।
কুসুমিত ঐ বাহুর মৃণালে
অমৃত নিথরি নাই বা জড়ালে
চির বঞ্চিত অন্তর দীপে ক্ষণে দিও দরশন ।।

৬১

শ্যামকে বোল ওগো সখি
ফুলের স্বপন নিলে চোখে কাঁটার ব্যথা বোঝে সেকি ।।
চন্দ্রালালে না হয় বো'ল ভুলেই দেবে চরণ তল
পুরানো দিন মনে করে মিলন রাতে আসবে ওকি ।।

৬২

মধু ঝুলা ছুলিবেনা শ্যাম আর কি
রাঙাবেনা ধূলি আর
মধুকর মধু বনে আসা বুঝি হবে ভার
খুলিবেনা ফুল দ্বার ।।

৬৩

বন্ধ কোরনা জীবন বন্ধে চরণ দ্বন্দ্বে রাখিও হে
অন্ধকারের অসহ মৌনে আলোর ছন্দে রহিও হে ॥
ফেলে আসা রাতে ফেলে আসা দিনে
ভুলায়েছ যদি অনাগত ক্ষণে
জাগায়োনা প্রভু হৃদয়ের কোণে গদাধর তুমি জাগিও হে ॥
অমলিনে আসা অমলিনে যাওয়া
শুধু তব নাম আঁখি জলে গাওয়া
স্তিমিত যে গতি স্তিমিত এ পথি
তবু তুমি আছ হে আলোর রথী
কান্ত করুণ তবু তুমি সাথী শুধু দুটি হাত ধরিও হে ॥

৬৪

তোমার তুলসী তলার প্রদীপ করো চাইনা দূরের চাঁদ
মিটবে না হে রামধনুকে নীল গগনের সাধ ॥
কাঁটার পথে চলতে নয়ন যখন গলবে
নিবিড় বুকে জাগিয়ে দিও পরশ পরসাদ ॥
তোমায় ভোলার অন্ধকারে চলতে যে ভয় পাই
লীলার কমল রাঙিয়ে যে দেয় দীঘির কালিমাই ॥
দুটি ফোঁটা শিশিরেই গন্ধ দিও উশীরে
একলা পথে হরেই নিও সাঁঝের অবসাদ ॥

৬৫

ঘুম ভাঙ্গা মোর বাতায়নে
চেয়ে থাকি আনমনে
আধো আলো আধো ছায়ে দুলিয়ে দুকূল দখিন বায়ে
কে যেন যায় গোপন পায়ে পথহারা ঐ বিজন বনে ॥

চরণে তার ওঠে রণন অজানা কোন ছন্দ
পথ হারায়ে ভেসে আসে নাম না জানা গন্ধ।
শুকনো পাতার মরমরে বুঝি সেথায় যায় বা সরে
মানিক বনের ওগো ক্ষণিক যাবো যাবো আজ দুজনে ॥

৬৬

এমনি ঘন ঘোর তমসায়
থমক আঁকা দুখ বরষায়
ব্যথার শাওন যদি ঝরে যায় ॥
কাজরী গুরু গুরু বুকের দুরু দুরু
ঝরিবে ঝুরু ঝুরু অঝোর ঝরণায় ॥
গুমরি গুমরি মরি বুকের গাগরী ভরি
উপছি পড়িছে বুঝি অলখ অলকায় ॥
নয়নে চাপা হাসি অলখে পড়ে খসি
ব্যথার বুকে তাই দুলিছে আলোছায় ॥

৬৭

আমি গান গেয়ে যাই
গান গেয়ে যাই আনমনা মন গায় গো
কেউ চলে যায় কেউ দলে যায়
কেউ হেসে যে চায় গো ॥
চলার পথে পথের কাঁটা আছেই যখন আছে হাঁটা
এড়িয়ে যাওয়া যায় না জানি জড়িয়ে ধরে পায় গো ॥
দেবার আছে যেটুকুখানি তাই নিয়ে মোর কানাকানি
সেই বাণী মোর হয়ে যে যায় চোখের জলে সায় গো ॥
গানেই আমার হাসা কাঁদা বেসুর সুরে তাই তো বাঁধা
আমার যত জানাজানি সে যে ব্যথার দায় গো ॥

৬৮

দীপ হারা এই নীপের তলে
এসে বা ফিরে যায় গো চলে
যদি বা তারে নাহি গো চিনি অশ্রু গহন নয়ন তুলে ॥
বনের বীণাতে মনের বাণী
বাজিতে বাজেনা জানি গো জানি
বেতস শ্বাসে হারাবে বুঝি যে ব্যথা বুকে উঠিছে দুলে ॥
যদি মনের বাঁশরী বনেতে বাজে
স্বপনে তারে ভুলিব পাছে
আধেক দেখা আপনা মাঝে
চিনিতে নারি অচেনা রাজে ॥
কে দেয় বলে কে আছে বল
পেয়ে বা হারায়ে যায় শ্যামল
যদি সে ভোলে আমারি ভুলে উছল ছল হৃদয় কূলে ॥

৬৯

ভোরের বেলা একি গানের মেলা অফুট কুঁড়ির কানে
এত কি ডাকা ডাকি যদি বা স্বপন আঁকি
অবুঝ গোপন প্রাণে ॥
অলখ লীলায় মেঘের নীলায় কে যেন ডাকে যেন
বুকের কোণে লুকিয়ে শোনে লুকোচুরি কিসের হেন
কে জানে কেইবা জানে ॥
গোপন রুনুরুণি শুনি গো যেন শুনি
আঁধারে চারি ধারে পারাপার করে বুঝি স্বপ্ন পারে
দুরাশীর দুরের টানে ॥

৭০

থমকে দেখি পথের বাঁকে হল না বা যাওয়া
বুঝি বা এ হ'ল ভালো ফেরার পালা গাওয়া
জানি পথে আছে কত কাঁটার ব্যথা দুখের ক্ষত
ক্ষ্যাপার মত পথে পথে হবে বা পথ বাওয়া ॥
হয়তো ফিরে চাইবো আবার
হয়তো পথে নামবে আঁধার
চুকিয়ে দেওয়া হবে বা ভার সকল দাবী দাওয়া ॥
সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বেলে জানি না বা কে বা এলে
চিনাবে কি জানি না তো অচিনার এই চাওয়া ॥

৭১

নয়নে আজ কে পরালো নীলার নীলাঞ্জন
চেয়ে চেয়ে চোখ ভরে না ঘরে বসে না যে মন ॥
ভোরের আঁচল খসা (তারি) গন্ধ করে যাওয়া আসা
(বুঝি) তারি ভাষা চুপে চুপে
শুনেছে মোর বুকের রণন ॥
শিউলিগুলি এলিয়ে পড়ে দুয়ার ভরি,
কোন অনাগতের আশার বাণী এসেছে মরি ॥
টিপি টিপি পায় পায় আধো আলো আধো ছায়
সে আসে সেই তো আসে নহে কে করে এমন ॥

৭২

তোমায় শুধু চাইনি প্রভু আমার আঙিনাতে
দিনে কিবা রাতে ॥
সন্ধ্যাপূজার প্রদীপ জ্বেলে গেছে বেলা পূজার ছলে
তাই শূন্য আমার হৃদয় দেউল দেবতা নাই তাতে

চোখে আমার ঝরলো যে জল সে তো শুধু ছল
মুছলনা তো চোখের কালি উছল বেদনাতে
ফুল বলে যে দিই গো তুলে ভুলের ব্যথা চরণ তলে
গেঁথে গানের মালাখানি
(আমার) ভুল হয়ে যায় পরাতে ॥

৭৩

ঐ অস্তরবির রাগে
তুমি ডাকলে কি আমাকে
ঝরা ফুলের বেদন বাণী কানে কানে কানাকানি
দরদি হায় নেবে কি তায় সেও সে ডাকে ডাকে
তন্দ্রাহারা নয়নে আজ স্বপন লাগে
কান্না হাসি মিশেছে আজ ব্যাথার প্রয়াগে
বেসুর আমার বীণাখানি কি গান গাবে নাহি জানি
সকল কথা সকল বাণী বিদায় শুধু মাগে ॥

৭৪

পরাণ ভরে তোমার জয়
গাইতে দিও দয়াময় ॥
দেখা না হয় নাহি দিলে
আশার বাণী যেন মিলে
নামটী যেন রয় ॥
চলার পথে কাঁটাগুলি ৰাই বা তারে নিলে তুলি
(দেখো) আঘাত যেন সয় ॥
পথের দিশা দিয়ে মোরে
যেওনা হে সরে সরে
হ'রে সকল ভয় ॥

৭৫

তুমি জান হরি কত নিবল হে
তাই পড়ে থাকি ঐ পদতলে
উথলিত কর পাষান হিয়া
জানি না তো কত পাষাণ হে ॥
কত পুণ্য দিনে দিকচক্র পানে
কেন আকুলি চাই শত আর্ত প্রাণে
দিন আসে কত কপোত পাখে
আলো ঠিকরে গো মণি নিটোলে ॥
বটছায়া পথে ছুটে আসে কত
নীড় হারা পাখী আমারি মত
বুকে চাপি নেবে সব জ্বালা তার
তাই দাঁড়ানুগো দুটি ফোঁটা জলে ॥

৭৬

বাঁশী বলে বাজবনা আর
হাসিতে আর জড়াবোনা
ভাঙে যদি নিঠুর হরি
ভাঙা সে কূল ছাড়বোনা ॥

বটের বাউল

নিবেদন

বট চিরদিনই বাউলের ঠাঁই। বৃন্দাবনের বংশীবটে, পাণিহাটীর দণ্ডবটে, আর দক্ষিণেশ্বরের কাঁদনবটের তলায় সেই পরম বাউল নিজেও পড়েছেন লুটিয়ে, মানুষের মনকেও নিয়েছেন লুটে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুর খেদ ক'রে বলেছেন ঃ—বাউলের দল এল গেল কেউ চিনলে না। আরো বলেছেন ঃ—অচিনে গাছ দেখেছ, কেউ চেনে না। নিজেও নেচে নেচে গেয়েছেন কত গান—ডুব ডুব রূপ সয়রে আমার মন। সেই অচিনে বাউলকে ধরবার সাধনাতেই এই গানের রচনা। অনেকগুলি গানই বটের তলায় নিরালা বনস্থলীতে লেখা সেই "অচিনে গাছ" যদি কেউ খুঁজে পায় তবেই লেখা ধন্য হবে।

রামকৃষ্ণার্পণম্

বটের বাউল

১

তোমায় নি রাখব হরি শাল পাতালের ঘরে
তারি লাগি খেনে খেনে মনরে বাউল করে
ঐ উধাও করা গগন পারে আঁখির পারানি
আকাশ দেউল উতল করা উদাস পরানী।
বক আঁকানি চরে॥
ধূধূ করা বালুর বুকে চরণ চিন্ যাও যে এঁকে
শাপলা দীঘির নয়ন ভেজা একলা পথের পরে।
থমক হেনে দাঁড়াও যদি তোমায় হরি রাখব কতি
সাতটি ঋষি পারলো না যে রাখতে বুকে ধরে॥

২

আমার উড়ান পালের নায়
দয়াল ও তোর বাওর লাগা
হ'লো একি দায়॥
নদীর বুকে ঝাপাই ঝুরে জোনাক তারা ঝুরেই মরে রে
কোন হদিশে চলব ও ভাই বিশবাঁও দরিয়ায়॥
বুকের তিয়াস মিটল না রে গাঙ্গে অথৈ পানী
আর কতবা যাব ও ভাই ভাঙ্গা বৈঠা টানি
ওরে সাঁঝল গেরুয়ায়॥
উজান কত হল ভাটি ঝড়ের ডাওর নিলেম বাঁটিরে
ওরে সুজন রে তোর কূল পাওয়া ভার
বেঁভুল বটের গাঁয়॥

৩

ও ভবের বাউল ভুলেছ কি বটের আসন সাধা
আকাশ নুয়ে ভুঁয়ে পড়ে (ওগো) দেখে তোমার কাঁদা।
ভিন গেরামের কথা তো নাই
তোর কাছে সব জল একজাই
ডালিমফুলী পায়ে রে তোর ধূলার নূপুর বাঁধা ॥
(তোর) একতারাতে জড়িয়ে গেছে বেবাক তারার মালা
রাঙ্গা পথে ভাঙ্গা দেখি চাঁদ সুরজের ডালা
(আহা) কোন সুরে তার বাঁধা ॥
ডাঙ্গায় ডিঙ্গি চালাও আবার বিনি ডিঙ্গায় চলে
সহস্র নাগ কমল হ'ল ধূলার পদতলে
এত জানিস বৈরাগীরে নিয়ে ঝুলি কাঁথা ॥

৪

বাউল রে তোর একতারাতে মউল ফুলের মালা
ধূধূ করা উদাস মাঠের বৈরাগী সুর ঢালা।
ও তোর রুখা বুকের ঈশাণ কোণায়
কাল বোশেখীর ডাক
আবার দখিণ সাগর নাচায় দেখি শাওনী শাঁখ
ওরে কোথায় রে তোর কালা পঞ্চবটের কালা
মন যমুনা শুকিয়ে যে যায় বাঁশীতে সুর থুই
দখিনাতে নুইয়ে পাতল নুপুর বাজাস তুই
একটি তারেই ধরন কি যায় ক্ষ্যাপা রাজের খেলা।

৫

আহা ধরার বাউল রে
চাঁদর মধু দোতারাতে বাজায় বেভুলরে

ঝুপসি রাতে চুপটি পায়ে দখিনা যে যাস দুলায়ে
আতুল গায়ের বউল বাসে ভাঙ্গা দুয়ার আকুল রে
(আমার) ভাঙ্গা দুয়ার আকুল রে ॥
ঐ ধূলার নূপুর পায়
লক্ষহীরার স্বপন যে আজ উঁকি চোখে চায়
কুল হারাব তুল দিতে মরি অচিনে ফুল রে ॥
হরি বলতে পড়িস লুটে আবার মা বলাতে মাথা কুটে
চিনা দিতে পালাস ছুটে তবু ধূলায় আতুল রে ।

৬

ডুব দেরে মন স্বগ্‌গো ডুবো রূপে
চাঁদের বাতি জ্বলল বুঝি আঁধার রাতির দুখে ।
দখিণাতে কাঁদে বটের জটারি বাঁধন
কাঁদে সুরধুনীর একতারাতে বৈরাগী কোন জন
হরি বলা নয়ত ওরে হরে নিল মন
জড়িয়ে ধরে বুকে ॥
খণে গড়াগড়ি মা-মা বলে খণে বলে সাঁই
সবার রায়ে রা কাড়া গো (হরি) এমন দেখি নাই
সব ঘাটেরি জল পাবিরে এক ঘাটে একজাই ।
এলে তি'সে ভরা মুখে ।
ও সে বেবাক রঙে বেসাত করে
আপনি আবার রঙ না ধরে
তবু রঙ দিয়ে যায় চুপে ।

৭

বসন্তেরি বিনি সুতো সেকি মালায় বাঁধে গো
সাতটি সায়র সেঁচা ওগো একটি সোনার তারা
সেকি তোমায় সাধে গো ॥

দখিণ পুরীর দখিণা কি পাতায় কাঁদে গো
কালিন্দী সেই অভিমানে
হরির চরণ বুকেই টানে
হারিয়ে আসা বাঁশিটি যে তোমার কণ্ঠ ছাঁদে গো ॥
এলে গেলে বাউল দলে সকল দলের সাথে গো
অচিনে গাছ চিনল না কেউ চেনা দিতেও বাধে গো।

৮

আহা মেঘ বরণের চরণ কেন ঝরণ জানে না
আমার শাওন গেল ভাদর গেল জমি নিড়ান মানে না
(মন জমিনের নিড়ান হলো না) ॥
সি দেশেতে দেবতা আমার কৃপার বান ভাসিয়ে যায়
ঈশান কোণে খেণে খেণে নয়ন ভেসে যায়
দয়াল দয়া জানে না ॥
বসে যে রই ভাঙ্গা আলে ঘোঘ দিয়ে সব যায় যে চলে
দরদী তোর বেদরদে আহা মন যে মানে না ॥
খাল কেটে জল আনব কোথা
নদীতে নাই টুকচি সোঁতা
দ'পড়া এই কপাল, গুরু আলাল মানে না ॥

৯

ওরে মন সুজনা কইলে কথা নাই গো মানা নাই
তোর বৈরাগী রয় বটের তলে ওরে সেই ত পরম ঠাঁই।
আতাল পাতাল দেখ না খুঁজি .
বনের লতি বনের পাতি একতারাটি বাজায় বুঝি
তার তালাসে চাঁদ সুরুজের ও ভাই চলা যে এক জাই
আলার মেলায় দেখনা আঁধি
ঘর ফেলে নে আঁধার সাধি

ফুল কুড়োনো সফল হবে কাঁটার বন যে চাই ॥
উধাও হলেই ধরা যে যায়
কাঁদন ধোওয়া মণি সে হায়
বাউল মনের একতারাতে নাম গেঁথে নে ভাই ॥

১০

এই বিস্মরণীর শরফুলী
ভয়ে ডরে কাটাই দিন আর রাতগুলি ॥
বটের জটায় সাঁঝ বাঁধে ধর্ম রাজের পাঁজ জাগে
জোনাক আঁকে আল্পনা
আর শঙ্খ বাজায় বাঘ বুলি ॥
পেজাপতির রঙ মেখে টুলটুলে পা যায় এঁকে
ভুলতে নারে বাঁকা চোরা বালুচরের এই কুলি।
খেয়ান মাঝি নাই হেথা জলে হেথা নাই সোঁতা
কাঁটায় মিঠা গোলাপ ফোটায়
পথভোলা কই বুলবুলি ॥

১১

ওগো অচিন বাউল এলে গেলে সাতটি তারার মন হ'রে
দূর গগনের সুর ছড়ালে জোড় করা তুই মুঠ ভ'রে
ব্যাকুল তুটি মুঠ ভ'রে ॥
আতিল পাতিল খুঁজলে হরি কে আছিস রে কোন ঘরে
জিয়ন কাঠির ছোয়ান লাগে মরণ কাঠি রয় প'ড়ে ॥
দখিণাতে নাচলে হরি কাঁটায় যদি ফুল গড়ে
আসা যাওয়ার পথেই শুধু অমাতিথির তুখ ঝরে ॥
ছড়িয়ে গেলে অস্ত পথে সাঁঝ বলাকা যায় ঘরে
পূবের পানে আজ দেখি তাও চন্দ্রা চাঁদা ঠিকরে ॥

১২

আকাশ ভাঙ্গা আকুল করা আঁধার যে একজাই
মন মানেনা বাউল ও তোর মনের মানুষ নাই॥
অচিন দেশের অচিনে গাছ কেউ চেনেনা তায়
তালাসে ধাই তারায় তারায় দিশা যে হারাই॥
হাজার পথে পথের ধূলা মাখাই হল ছাই
ও রাঙা পায়ের সাধা ধূলি একটু কি আর নাই॥
সহজ মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তায় যায় যে চেনা
সার্সি আটা কোটায় কোথা ভিতর বাহির পাই॥

১৩

কারেও পাওনি দরদী ওগো তাই কি উদাসী
মেঘবলাকার পাখায় তাই গেলে কি ভাসি॥
আজো আঁধার চিরে যায়
ওরে কে কোথারে আয়
একি সঙ্গী চাওয়ার দায় কাঁটায় কমল বিলাসী॥
ওগো সাত সায়রের রাজা তোমার একি ধূলার সাজা
তোমার মন কেড়ে নেয় এমন মন পাওনি পিয়াসী॥
কত চান্দ্ উজানি রাত
চোখের জল নিয়ে বেসাত
কত নিশুত রাতের ভোর ওগো গেল তরাসি॥

১৪

আমার কাজল গাঙের নাইয়া রে তুই
সাঁঝল গাঙের নাইয়া
আমার টুটা নায়ে পারিস যদি
(ওরে) চলরে মণি বাইয়া।

ওরে ওকূলে যে ধূধূলিয়া একূলে নাই আলা
বল তরী আমার ভিড়াই কোথা বলরে বাউলিয়া
ওরে প্রাণের বাউলিয়া ওরে বটের বাউলিয়া ।।
তারার তরী বাও রে মিতা সাতপানি পারাইয়া
আজ মাঝ দরিয়ায় বইঠা গেল তুফানে তালাইয়া ॥

১৫

ওরে বটের পাখালি
মিস কালো ঐ দিগন্তরে ঘুরে ফিরে দিশেই হারালি
ঝাপটা ঝড়ে পড়বি ঘুরে ঠাঁই পাবিনা তেপান্তরে
মরবিনা ভাই অথান্তরে হেথা ঘর কি বানালি ॥
ঐ গান ভাসান গাঙ্গে কোন্ প্রাণের কথা আনে
(ভেবে) কোন্ যমুনায় কোন কুলিয়ায়
(ও তোর) মনরে খোয়ালি ।
যেথায় আনাগোনা নাই আমায় নিবিকি রে ভাই
তোর মত ঐ বাউল বটে র'চব ছায়ালি ।।

১৬

এলে গেলে বাউল দলে আজো নাচন থামে না
চিনা দিতে অচিন হলে কই রওনা অজানা ॥
সহজ বলে যাই যে ভুলে ভুলো আড়াল ভাঙ্গে না
নিত্য দিনের এক ফালি চাঁদ কেন বেদন হানে না ॥
মুঠো মুঠো ছড়িয়ে তারা রয় গগন গহনা
কুড়িয়ে যত ধরার কাঁটা দিলে ফুলের জোছনা ॥

১৭

(হরি) তোমার প্রেমের বান বইলো যদি
কেন এই দুকূল কানা 'কানা নদী' ॥

আধভাঙ্গা এই মাটীর ঘরে ভাসিয়ে দাও হে ভেসেই মরি ॥
ধুধূ করা বালির চরে
কত আর রইব পড়ে রইব পড়ে হরি হে
এই বালির তলেই জোয়ার চলে তিসে আমার বুকের মধি ॥
আল আঁধারি মনের মাঝে চলতে হরি পায়ে বাজে
মন চলে হে আলে ডালে নাওনা ডেকে তোমার তথি ॥

১৮

বনের বাউল নাচল যদি মনের মউল জাগল কই
ধরায় যখন লাগল ভাঙ্গন ধূলায় এ মন সাজল কই ॥
দেবতা এবার ধরণ কর চোখের কাজল মুছে লই
কাজলা মেঘে আর ভোরো না বেদনে যে বুক অথৈ ॥
চন্দা চাঁদর ঢাকল মেঘে ফুল ফুটানো কেমনে সই
অচিনে গাছ আছে রে ভাই চেনাবে সেই জনা কই ।
কৃষ্ণ কোথা ডাকল পাখী
উড়ান পথে গেল ঐ
ভাঙ্গন বাসা পক্ষী আমার
শাওন মেঘে চেয়ে রই ॥

১৯

ভ'রে নয়ানজুলীরে
প্রেম যমুনা বইবে কবে ভাসিয়ে কুলী রে ।
আহা রুখা মাঠে সোনার ধান পড়বে ঢুলি রে
আর বাউল রে তোর মনের মানুষ আসবে ভুলি রে ॥
পথের ভাঙ্গায় নূপুর কানা
ধূলার বানে নয়ন হানা রে
(তবু) একতারাতে তুলে ধরি হরি বুলি রে ।

২০

জহ্নুমুনির কন্যে ও মা তোমায় করি গড়
নারায়ণের চরণ ছেড়ে (আর) বাঁধবে কোথায় ঘর
হরিনামে হ'য়ে উতল
ও তোর তরঙ্গ দেয় মৃদঙ্গ বোল
রাঙা কূলে এসে ভেসে গেছে গোরা গর্গর ॥
বটের জটায় আপন হারা
মা বুলিতে কেঁদেই সারা
আহা তুই বিনে আর জিয়াবে কে সগর বংশধর ॥

২১

ওরে গাঙ উজানীর নাও
কার তালাসে ফিরিস ও তুই কোন খেয়াটি বাও ॥
ও তোর মন দাঁড়ি কি ধরে চাঁদ সুরুজের পাড়ি
সাঁঝ সকালের নাইরে নিরিখ তরী যে উধাও ॥
লহর ঠেলে চলিস আবার চলিস ভাসান ভেসে
জানান কি দেয় কোথায় সুজন কোথায় বটের ছাঁও।

২২

সাগর ডাগর নাগর রাজা গদাই গো আমার
সাত মহলে টহল দিতে এমন কোথা আর ॥
বেতস বাঁশী হারিয়ে গেছে তবু কি সুর যায়
গহন প্রাণে ডুকরে কাঁদে চাহন মেটা ভার ॥
নীল গগনের বাগান খানা তাহ'তে সব ফুল যে আনা
আজব মালাকার ॥
কাঁদন হাসি মাদল বাঁশী বাজাও ক্ষণে ও উদাসী
সাত সাগরের রতন মানিক তোমায় চেনা ভার ॥

কোয়েল দোয়েল শ্যামার শীষে তোমার হাসি আছে মিশে
দুই পায়ে দুই সোঁতা যে বয় সাঁতার পাথার ॥

২৩

ঝুম ঝুমরা নাচ নাচে তার রাঙ্গা চরণ
মন ভোমরা কালো বাঁচে পেলে অরুণ নয়ন ॥
শুনে সাধা বুলি সুর সুরধুনী
দোলে দোদুলি—
ঢুলুঢুলী ঢুলুঢুলী যাচে রূপের শরণ ॥
অমারাতির বাঁকা চাঁদা তার রূপে বাঁধা
ও তার হাসা কাঁদায় হাসে কালো মরণ
আহা ধনীর ধন ধনীর মন ॥

২৪

রামকৃষ্ণ নিন্দ সেরমারে রাকাব ইনা
নেল খাই দম হুজুমে
প্রেমের গাড়া ফুলল রে
বিরে বিরে বাহা বাহাও আকানে।
বেঙে ঠাকুর হাজুকানা
গাতে গাতে লাঙ তাহে কানা
আদি গাতে লাঙ তাহে কানা ॥

২৫

ওরে ও সুরধুনীর নাইয়া
আমারে লয়ে চল পারাইয়া ॥
এই চাকি ডোবার বেলা
তোমার নি একি বিষম খেলা
এই ভাঙ্গা ভেলাটারে কেমনে যাই রাইয়া ॥

আকাশ আকুল ক'রে মেঘ যে আসে ভাই
আর ত' কেউ নাই তাই ত' তোরেই চাই
(আয়রে) রূপের সোনা ছাইয়া ওরে সোনার নাইয়া ॥

২৭

আউল বাউল পারের সাঁই
ও তোর আলেকে আসা আলেকে যাওয়া
তার পারের কথা নাই ॥
ও তোর চুপি সারে পাও তবু আসিস আমার গাঁও
আবার চিনতে উধাও আহা কত গুণের কানাই ॥
গলে বিনি সুতোর মালা বুকে প্রেমের চেরাগ জ্বালা
সেই আলাতে আলা হ'ল সারা ভুবন ডাঙ্গাটাই ॥

২৮

কই সোনার বসন পরেই এলে সোনা বন্ধুরে
কেন গগন চাঁদা ধূলায় বাঁধা মনের কাঁতারে ॥
তোর বিনি সুতোর মালায় দেখি চাঁদ সুরুজের আলা
আর ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজন ভুবন ডুবোর পালা
এবার গঙ্গা কিনারে ॥
বাউরী বাতাস লাগল খেনে
সুবাস লাগে বেউর বনে
সাধের করোয়া কিস্তি ধরে ও তোর কিসের সাধা রে ॥

২৯

ও তার সাগর ডাগর নয়ান তলে নিটোল মুক্তো জেগে রয়
বুকে করে তুলবি ও তাই ডুবান জলে রয় ॥
ডাঙ্গায় ভেসে ডোঙ্গায় ভেসে তালাস কি তার হয়
উতল পাতল মনেই পাবি হরির পরিচয় ॥

লহর দেখে ডরিস করিস আগু পিছুর ভয়
মনের কাজল মুছবে যদি চোখের কাজল সয় ॥

৩০

মাঝি তুই সামলে ধরিস হাল
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেনার দোলা
দুলছে দোদুল নাগর দোলা
সামাল রে সামাল ॥
যোজন বায়ু ফুঁসছে পাছে
অকূলে হায় কূল কি আছে
কালীদহের কালীয়া নাগ ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে
ভাঁটিয়ে এলি ভাঁটার টানে
উজিয়ে যাবি উজান গাঙে
শেষের পাড়ি ধ'ররে যদি ধ'রবে নামের হাল

—ঃ *

বল্লরী

বল্লরী

১

মোর প্রথম পাতে   দিলে যে লেখা লেখি
তারে দেখিতে চেয়ে   নাহি তো দেখি ॥
অথির বাদল   হয়েছে উছল
কাজল রাতির   তারাটি সাথী ॥
আজি বিদায় ক্ষণে   গোপন মনে
স্মৃতির ব্যথায়   তুলিছে সেকি ॥

ভাইফোঁটা
১৩৪৫

২

এই গহীন রাতি   হে যুগ সাথী
আমি যে জাগি   একেলা জাগি ॥
জাগিছে দীপ   দহনে একা
ধূপের সুরভি   স্মরণ মাখা
কাহার লাগি   কাহারে মাগি ॥
মালার সুরভি   উদাসী ঝরে
স্বপন স্মৃতি   মেলিয়া ধরে
আঁধারে ঢাকি ॥

৩

জেলেছ শিখা   জ্বলিতে একা
দেউল তুয়ার রেখেছ চাপি
তাই নিথরি থাকা ॥

চরণ নখরে পড়িনি ঠিকরি
শুধু যে জাগা ॥
দখিণ শিহরণ স্মরণ সাথী
শিয়রে জাগে মরণ রাতি
মরমে প্রভু নাহি তো আঁকা ॥

৪

খেলা তব চির চিরন্তন
ব্যথা হবে তাই অন্তরে মম নিতি নিরুপম ॥
লুকোচুরী ওগো নিয়ত বিচুরী
ঝয়ারিছ বুকে তব রূপ ঝুরি
ওগো চিতচোর সব চুরি কর নিঠুর সম ॥
পাথেয় হারানো পথিকে ছুটে নিয়ে যাও নিদিকে
তাই অনিমিখে খুঁজে মরি ঐ চরণ ॥

৫

ধীরে—এই জীবন বীণায় বাজো বাজো
ওগো বেদন মীড়ে
জানি—জীবন নদীর জলে-শত শতদলে
ফোটেনি প্রেমবাণী অথিরে ॥
তবু—জানি জানি ওগো অন্তর যামী
তুমি যে তবু আমারে প্রভু রহিবে ঘিরে ॥

৬

মোর প্রথম রাতি প্রভাত হলো
এলে আলোর সাথী ॥
তব প্রণয় কাঁতি মোর জীবন ধূলে
ধুসর হোল কি পুলকে মাতি ॥

নত নয়ন নীড়ে বারেকের ভুলে-চাহিনি অধীরে
মোর হৃদয় নীড়ে
সুর অকূলে বাজেনি আকুলি ফিরে ফিরে
চরণ ধূলে হিয়া দেয়নি পাতি।।

৭

ওগো পরশ মণি পরশ সোনায় রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও
জীবন নদীর কানায় কানায় কাঁদন দিলে তাও।।
ক্ষণিকের গোলাপিয়া ওগো আকার মোহনিয়া
তোমার মোহন বাঁশীতে আজ তোমার সুরে ছাও।।
ভুলে যাই আপন দোলা, ভুলে হই আপন ভোলা
বেয়ে নাও আমার এ 'নাও'।।

৮

জ্বলেনি দীপ জ্বালিনি ধূপ গাঁথিনি সন্ধ্যা মালা
ওমা ভরিনি অর্ঘ্য ডালা।।
এই অশ্রু সজল সন্ধ্যায় জাগেনি রজনীগন্ধা
জাগিবে বেদন ছন্দা বেদন অলকানন্দা।।
লীলার বিথারে বিহারী ওগো ব্যথিত চিতচারী
দূর অলকায় অলস লীলায়
বুঝি আঁধারে করিলে করিলে আলা
শারদ অশ্রু ঢালা।।

৯

রোদ হাঁটা এই গগন হাটে
পথ চেয়ে মোর দিন যে কাটে।।
কোন অথৈ চাওয়ার হাতছানিতে
নয়ন দুটি আপনি তিতে
আপনি আপনাতে থাকা কি যায় এ বাটে।।

স্বপনের নাই নিশানা মানা যে তাই মানে না
পাগল এ মন দেয় যে হানা
নাচনে বাউল ঠাঠে ॥

১০

প্রথম পূজার কমল হব হব গো আমি আঁধার রাতে
প্রথম সাঁঝের তারাটি হব নিজন দীপ দখিন রাতে ॥
বাদল ঝারি অঝোরে ঝরি ভরিবে তুই আঁখির পাতে ॥
জীবন জ্বালায় জ্বলে যে ধূপ যে চাওয়া চমকি ভরেছে বুক
হে যুগ সাথী অসহ পথে পথিক আমি রবে কি সাথে ॥

২২ | ১১ | ৪৫

১১

ওরে ও সুরধুনীর নাইয়া আমারে লয়ে চল পারাইয়া।
এই ডাকি ডোবার বেলা
তোমার নি একি বিষম খেলা
এই ভাঙ্গা ভেলাটারে কেম্‌নে বা যাই বাইয়া ॥
আকাশ' কুল করে মেঘ যে আসে ভাই
আর তো কেউ নাই তাই তো তোরেই চাই
আয়রে রূপের সোনা ছাইয়া ওরে সোনার নাইয়া ॥

১২

আমার এ অশ্রু শিখা হবে কি দিপালীকা
ঠিকরি রইবে সেকি চরণের অনিমিখা ॥
আমার এই ঝরা ফুলে ভুলে কি নেবে তুলে
বুকে কি রবে লিখা ॥
ওগো ও গহিন রাতি আমি যে তারা সাথী
চরণের কাঁদন কলিকা ॥
আজি মোর পূবের ভালে রঙের জালে
বুলাও আলোর তুলিকা ॥

১৩

ওরে ও বটের বাঁশী   একি সুরধুনীর সুর ছড়ালি
ওরে ও দুখ দুরাশী   একি ব্যাথায় বুক ভরালি ॥
কি যাদু মায়া ফোটে   বকুলের আধো ঠোঁটে
সাঁঝের ছায়া নটে   গগট গোঠে
জ্বালালি রূপ দিপালী ॥
নয়নে অশ্রু ঢেলে হাসির মানিক জ্বেলে
কারো ঐ মন কুড়াতে অকুলের ফুল কুড়ালি ॥

১৪

যেথা ছায়া ঘনায় বনে বনে   মায়া ঘনায় মনে
মনের কথা সেথায় বাঁধি আনমনে ॥
ঝিরি ঝিরি ধারায় নেয়ে, কচি ঘাসের নাচন ছেয়ে-
সুরের পাখী আলোর রাখী পরে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বাঁধন ভোলা খেয়াল মনের
স্বপন হারা নয়ন কোনে   শরণ শুধুই বোনে ॥

১৫

স্বপনের নিসীম আঁখি   শিথিলে খোলে সেকি
মানসের কমল ফোটে   শরণে চরণ লুটে
মধু তাই ঝরে একি ॥
গাঁথা যে তারার ফুলে   সে মালা নেয় কে তুলে
অভুলে ভুলায় নাকি ॥
ঘুমে হায় যদি জাগি   জেগে তো রয় না বাকী
আঁখির শিশর শুধু হয়ে রয় স্মরণ রাখী ॥

১৬

জীবন নদীর অথৈ পারে
বসে থাকি চেয়ে থাকি নিশি জাগি নয়ন রাখি ঐ ওপারে
ওগো আকুল নদী ওপার যদি ডাকে মোরে কিবা ক্ষতি
কেন দাঁড়ায় নাকো বারে বারে ॥
ওগো বাঁশী ব্যাকুল বাঁশী তোমার অকুল হাসি
দুখ বিলাসী বারে বারে বুকে আসি
কেমন করে যেন কেমন করে ॥

১৭

ঝুম ঝুমরা নাচ নাচে তার রাঙ্গা চরণ
মন ভোমরা কালো বাঁচে পেলে অরুণ নয়ন ॥
পেলে অরুণ নয়ন ॥
শুনে সাধা বুলি সুর সুরধুনী দোলে দোদুলি
ঢুলু ঢুলি ঢুলু ঢুলি যাচে রূপের শরণ ॥
অমারাতির বাঁকা চাঁদা তার রূপে বাঁধা
ও তার হাসা কাঁদায় হাসে কালো মরণ
আহা ধনীর ধন ধনীর মন ॥

১৮

ও অচিনে তোরে টুকচি চিনেছি
এই গোপনের বেদন দিয়ে তোর মরম জিনেছি
আঁধারের কাঁদন কালো সেই বোধন ভালো
আপনে আপন ক'রে তাইতো নিয়েছি ॥
সজল কেয়া হাসি সেথা যে বাদল বাঁশী
ও উদাসী বটের বাসী অপথে তাই তো মিলেছি।

১৯

এলোমেলোর একি খেলা জানা অজানা।
এই ভেলা এই একেলা মনে হায় কেন মানা ॥
ওগো অশরণের শরণ ওগো জীবন ওগো মরণ
ওগো মোর ব্যথার বরণ তব চরণে সব হরণে
কর আপনা ॥

২০

শীতের শিথিল বায়ে ঝরি তোর আলোর পায়ে ॥
আঁখির শতদল শিশিরে ছলছল
সুবাস হারা সাঁঝের ছায়ে ॥
নীরব গগন কোলে আরতির মন্ত্র জ্বালা
নিথরি আছে ঝরি ধরনীর ছন্দ মালা
শরণের সুর ছড়ায়ে ॥
মরমের গহিন পূজায় যদি দুখ শাওন ঘনায়
চুপে এই শেষের শিখায় হবে কি সায় সব হারায়ে ॥

২১

তোমার চরণ তলে আমি আধো ঘসা ফুল
ধূলায় বেভুল ॥
তোমার দেউল মূলে কামনায় কাঁপা দীপ
"আঁধারে আতুল ॥
তন্দ্রাহারা আমি সন্ধ্যা তারা
তোমারেই চেয়ে হই অধরা
পূবালী আকাশে আঁকা আশার দেউল ॥
নিথরি একেলা জাগি আধো আঁকা তোমা লাগি
দ্বিতীয়ার চাঁদ-রাঙ্গা চরণের ধূল ॥

২২

আজকে আমার ব্যথার দুয়ার খুললো গো
তাই অশ্রু সায়র আঁখির কোনে দুললো গো ॥
আজ হারা মনে কার অভিসার' ডাক এল কার সব হারাবার
সব হারাবার পারাবারে আমার মনকি আঁখি মেলল গো ॥
দখিনার চিত্তদোলা আজ উতরায় ভোলার পালা
আমার পৌষালী কার বুকের দোলায়
ব্যথার হাসি ভুললো গো ॥

২৩

খেলার ছলে ঝরাও যে ফুল ফুটিয়ে খেলার ছলে
বসন্তেরি হাসির খেলা ভাসাও শাওন জলে ॥
কান্না হাসির মালা গাঁথি খুঁজি তোমায় আঁতিপাঁতি
মনের কুহু বনের তুঁহু, দুঁহু কি এক বোলে ॥
যখন সন্ধ্যা মানিক জ্বেলে
ঘরের পানে ফিরবে ঘরের ছেলে
পূজা আমার সায় হবে কি তোমার দেউল তলে ॥

২৪

জ্বেলেছি দীপ জ্বলেছে আলো,
দুখের দিন তবু হয়েছে কালো ॥
ভরিতে চেয়ে শূন্য ঝুলি, ভরা যে হল আমার ভুলই
চলিতে দুলি দিশা মিলালো ॥
অলখ দিশারী ওগো তোমারি কূলে
শরণ নিলাম আজি আপনা ভুলে
ঝরা এ ফুলে নিও গো তুলে
অশরণে তুমি বাসো যে ভালো ॥

২৫

দখিনারে দোল দিয়ে যায় কে পারুলচাঁপা বন যুথীরে
দখিনার বোল বোলে যায় কে কোয়েলার কুহুকুহী রে ॥
দখিনার 'না' নিয়ে যায় রে স্বপন নেয়ে রে
দখিনার রূপ বয়ে যায় যে চাঁদতারা ছেয়েরে ॥
দখিনার ফুল হয়ে যায় কে
ভোরের আলো সুরের কমল রে
দখিনার ভুল হয়ে বয় রে জীবন মরণ চরণ শরণ রে ॥

২৬

ঐ নীল নিসীমের বাঁশী আমি নিশিদিন রই উদাসী
পলক প্রহরায় যাচি উভরায়
সীমা অসীমার সীমানায় বসে রই পরবাসী ॥
ফেলে যেতে পিছে আঁখি যায় ভিজে
উধাও এর ধ্যানে চেয়ে মরি কিযে
কোন মরণ অমিয়া পিয়াসী ॥

২৭

তারা চুপি চাওয়ায় তোমার মুখের পানে চাই
দখিনারি উদাস হাওয়ায় গন্ধ তোমার ছাঈ ॥
চাঁদ ধরা আঁধার ফাঁদে ব্যাকুলতা তোমায় বাঁধে
কেতকীর পরাণ কাঁদে চির যাত্রী আমি তাই ॥
পথের শেষে ওঠে হাসি আলেয়ার বেভুল বাঁশী
মরুর দেশে পিয়াসী প্রাণ উধাও হয়ে ধাই ॥

২৮

ও আকাশ তোর বুকে কার আলোর আসন পাতা।
ও বাতাস বল মোরে বল করে সে ছোঁওয়া।

বুকেরে তোর গাঁথা ॥
ওরে মন মানিকেরি বন
বল আমার তোর বুকেরি ধন
বয় কি তোরি বুকের ব্যথা ॥

২৯

মেঘেলা সাঁঝে কই মেঘেলা আঁখি
নয়ন হরা কই বেদন রাখী ॥
রঙ্গীন রামধনু রাঙ্গালো সুর পাখী
চপল মনে কই চপলা আঁকি ॥
ঝরণ দুটি ফোঁটা অফুট আঁখি টুটে
তাহারে চেয়ে কই মরমী মাথা কুটে
কোথা গো কোথা সেই শরণ সাকী ॥

৩০

চলি চলি নেচে চলি চঞ্চলি চলি গো
ছলছলি আঁখি জলে পদতলে গলি গো ॥
কলকল খলখল হিয়া খানি টলমল
উচ্ছল বেদনায় পড়ি ঢলি ঢলি গো ॥
ভুলি ভুলি নাহি ভুলি ব্যথা ক্ষত দিনগুলি
রাঙা রাখী রাঙা আঁখি তার নাহি তুলি গো ॥

৩১

দূর নূপুরের সুর বেজেছে রঙ্গের পরশ দোলে
আকাশে কে নীড় বেঁধেছে তাই ব্যথার মীড়ে বোলে ॥
কার উধাও নীল চুমায় সুরধুনীর ঘুম শিহরায়
কার বেদন ঘন বরণে মরণ আমায় ভোলে ॥
কার নাচন বোনা চলায় নয়ন উছলায়
আনমনা মেঘ ঘনায় আমার বটের কোলে ॥

৩২

নেয়ে মোরে লইয়া গেল   সুরধুনী উছলিত ভেল
বেদন নয়ন তীরে   স্বপন উছল ধীরে
ঘিরে ঘিরে মন মীড়ে করে কেল ॥
এপারে ওপারে যাচত বারে বারে
আপনারে দিয়া তারে আজহি না হোয়ল মেল ॥

৩৩

আগল ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে, কেন আর রাঙাস রাঙ্গা মেয়ে
যখন আঁধার আসে ছেয়ে ॥
এ চরণের অরুণ রঙে রঙল না তো জানি
তবে ঐ মরণ নাচে হৃদয় দে মা ভাঙ্গি
রাঙবো চরণ পেয়ে ॥
এড়াস যদি ছল করে মা হেলায় যদি যাস সরে
তবে আর ভবের হাটে ভাব করিতে
দাঁড়াসনে ও ভবের নেয়ে ॥

৩৪

কার গৌরবেরি গৈরিকে সাজল শ্যামল অঙ্গ
কোন রঙ্গময়ের রঙ্গ পেয়ে দোলে তনুর তরঙ্গ ॥
কুল হারান কার সে বাণী   বুকে করে কানাকানি
পাগল হয়ে খোঁজে বা কোন শ্যামলের সঙ্গ ॥
পঞ্চবটে লুটলো কিরে সুরধুনীর ধন
মনের তটে এলো বা কোন অরূপ রতন
ভাবেতে ত্রিভঙ্গ ॥

৩৫

আবার কবে পড়বে রাখী সুরের রঙে বোনা
আবার কবে করবে সাথী বুকের বাণী শোনা ॥
কব তুঁহু আওবি দুখ বুক নাটে
বটক বাটে চরণ আঁকবি রাখবি মরমকে কোনা
ভুল যাউঁ সব দুখ বিথাকি রাতি
রূপ কাঁতি হোই কহনকে টোনা ॥

৩৬

ঐ আলো আর ছায়ার ছোপায়
সুর যে টোপায় গগনে ॥
সুরধুনীর কাঁকনে রূপের শাঙনে
সুরের শিহরণ মনের আগুনে ॥
বটের বাটে বাজে কি বাঁশী
কোন উদাসী রে দূর পিয়াসী বুকে জাগলো কাঁদনে ॥
আলসে যায় যে বেলা
আনমনা মোর একি খেলা জাগায় স্বপনে ॥

৩৭

মোর গহিন বীণার গানে এই নিশীথে জাগালো প্রাণ
কোন দুরাশী কোন বটের বাসী বেদনায় শতখান ॥
জাগর নিশীথে অসীমা মিশিতে
মোর কাজল নয়নে বয়ে যায় দুখ বান ॥
স্বপনের সুধা ছানি যে ব্যথা রেখেছি আনি
বুকের পত্রপুটে সে যে নিরাশায় হতমান ॥

৩৮

এই কান্না হাসির হাটে খানিক দাঁড়াও মোহন ঠাটে
দিয়েছি যত কিছু নয়ন করে নীচু ঐ চরণ ছোঁয়া বাটে ॥
বাজায়ে মনের বীণা পথ হারায়ে লবে কিনা
জানি না জানি না।
তবু এই অকূল পথে চেয়ে রই নয়ন পেতে
ধেয়ে যেতে চাই যে মেতে নাচনের বট বাটে ॥

৩৯

তুমি আপনার হাতে দিয়াছ জ্বালায়ে
আপনি দিবে কি নিভায়ে
আপনি নিয়াছ যে মুঠি লুটিয়া
কোলে ল'য়ে দাও ভুলায়ে ॥
শাসনের তলে নয়ন উছলে,
জানি জানি তাই তোমারি আঁচলে
সব দুখ লবে মুছায়ে ॥
যত দিলে দুখ, ভরে এই বুক,
যত দিলে দাহ অসহ অনলে
লয়ে চল সব পারায়ে ॥

৪০

যদি জীবন দিলে এই মরণ নীলে
তবে শরণ নিতে চরণ তলে কেন যাই গো ভুলে ॥
যদি নয়ন দিলে এ উধাও নীলে
অলখ লীলায় কেন রওনা দুলে ॥
যদি তোমারে আমি না পাই গো স্বামী
তবে দিবস যামী রই কিসের ভুলে ॥

ও অচিনে এই অদিনে
তোমারে নাহি লইগো চিনে
তবে কিসের তরে মরি গো বু'লে ॥

৪১

আমার গানের মন্ত্র গাথা
সে যে আমার বুকের ব্যথার সোঁতা ॥
জানি গো জানি জানি পূজার ছলে
আপনারে যাই গো ছলে শুধু কথার কথা বলে
তাইতো নয়ন হয় না রাতা।
দূর নিশীতে নয়ন মেলা কত যে গেছে বেলা
ক'রে যত হেলাফেলা ধূলা খেলায় হল ধূলা
অফুট যত কথা ॥

৪২

ওগো হৃদয় যমুনা বিথারি দাও নীল নীলাঞ্জন পুরায়ে
জীবন পদ্মে উছলিত হোক বিজলীর জ্বালা জ্বালায়ে ॥
সুখ দুখ দোলা পথে পথ ভোলা
জীবনের অবেলায় হাত দুটি দাও বাড়ায়ে
নাহি জানি কিছু নাহি বুঝি কিছু
ছুটে চলি তাই মাথা করি নীচু
দূরে অজানায় চির চেনা তুমি
জানি জানি আছো দাঁড়ায়ে ॥

৪৩

বেদন নভতল কেন গো ছলছল
কেন আর আঁখি পাশে ব্যথার শতদল ॥
বিদায় গোধূলী ভুলিতে নাহি ভুলি
স্মৃতির ফুল তুলি ভরেছি আঁচল ॥

দূরের আঙিনায় রঙের তুলিকায়
কি কথা আসে যায় কেমনে ভুলি বল ॥
আশার আশে আশে এসেছি যার পাশে
দূরের পরবাসে আজি চলিতে অচল ॥

৪৪

ওরে আমার সাধের বীণে রামকৃষ্ণ বল রে বল
ভবের হাটে হেসে খেলে চল রে নেচে নেচে চল ॥
বাদল ধারায় কাঁদবে যখন ওরে ও তোর গগন ভুবন
চরণ শরণ হোক সফল ॥
আসবে যখন আঁধার রাতি
জ্বেলে দিস তোর প্রেমের বাতি
ফুটবে আলোর শতদল ॥
সবারে আপন করে আপন ঘরে থাক রে ওরে
ঘরের ঠাকুর হোক উছল ॥

৪৫

শিব সুন্দর আজি জাগো জাগো আপন ভোলা ভঙ্গে
ঊষার তুষার লাজে ঐ ধ্যান সুন্দর সাজে
মুখ মৃদঙ্গ বাজে মাভৈঃ মুখর ছন্দে ॥
বিজুরী ঠিকর নয়নে জাগো স্বপন হরণ বরণে
থমক নিথর মরমে জাগো অলখ নটরঙ্গে ॥
দিকের শঙ্খ পুকারি, জাগো নর নারায়ণ পূজারী
জাগো গদাধর গড়া অঙ্গে ॥

৪৬

সুরধুনীর নিথর জলে কার রূপের ঝিকিমিকি
কূলে বসে দেখি ॥
মন যেন কি করে আমার ভাঙ্গা কুটীর ঘরে

উদাসী এ মন রয় যে একা বসি
যখন আঁধার নিশি কাঁদে
হায় বিদেশী হায় বিরাগী ॥
মন যে আমার থির না বাঁধে আপন মনে গুমরে কাঁদে
তারে মন যে জানে না
হায় আপন ভোলা মনের শিখী ॥

৪৭

আকাশ বাঁশী বাজিয়ে তুমি এলে
বাতাস বীণায় একি সুধা ঢেলে
সুরধুনী ধন্য হল মনের বটে দলমল
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে ॥
আমার বুকে যে দীপ জ্বলে
আমার চোখে যে দুখ দোলে
আপন বলে তোমায় সেকি পেলে ॥

৪৮

আমার গগনে ভুবনে এসো আমার নয়নে নয়নে এসো
এসো অঝোর ঝরণ শাঙনে এসো বিজুরী ঝলক বরণে
এসো স্বপনে স্বপন হরণে এসো এসো ॥
এসো শুকানো যুথীর বুকে এসো কেতকী ভুলানো রূপে
বুকের তিয়াসে এসো এসো এসো ॥
এসো বট বেনু বন উছসি এসো ঘন কেয়া মন পুলকি
এসো তনুতে অনুতে গোপনে এসো এসো

৪৯

যে পথে যাস রে যুঝি
সে পথে নাই রে পুঁজি ॥

ওরে ও ভোলা মাণিক, দাঁড়িয়ে দেখরে খানিক
মিছে তোর খোঁজাখুঁজি ॥
যত বা পেলি রতন   যত বা হারালো ধন
হিসাবে পাবি বুঝি ॥
মনে আজ নাই যদি মন নাই বা শরণ সাধন
অযতনে পাবি খুঁজি ॥

৫০

ছিন্ন পাতার বাণী   সেকি আমিই শুধু জানি ॥
জীবন দীপের যে রাগিনী, বাজলো বীণার তারে
মরণ নিথর কানে   সেকি জাগলো একটু খানি ॥
শত ছিদ্র ভরা বুকে যে দুখ জাগে চুপে
সেকি করবে কানাকানি ॥
মোর এই যে অভিশাপ এই যে সফল বাণী
তোমার চোখের জলে কাঁদবে পরাণী ॥

৫১

ওগো পথিক সখা এই একা তোমার দায়
যদি সবি হারায় পথে   রেখো চরণ ছায় ॥
যত মোর কাঁদন হাসি   সে যে তোমার বিদায় বাঁশী
যত মোর কল্পনারি কথা সে যে তোমায় চায় ॥
যত বা ঘুরেছি দিক   যত মোর চাওয়া অনিমিখ
যত মোর নিরিখ সব যে তোমার স্বপনে মিলায় ॥

৫২

ওগো বাদল অতিথি   তীর্থ তীরে কি এলে
মোর সাধন দুয়ারে নয়নে নয়ন পেলে ॥

আজ ফাগুনে চরণ নিকনে
ছুখের ছুয়ার খুলিয়া স্বপনে অরুণ চরণ ফেলে ॥
দূর অলকার বারতা আনি দিয়াছ আমারে স্বপন নিছানি
জানি গো জানি জানি গো জানি
মোর মরণে তোমারে পাব যে হেলে ॥

৫৩

যদি তোর মনের কোণে মন বসে না রে
তবে আয় ভেসে যাই আয়
তোর বনের বনে রয় যে জনা
তার চরণের রণন আসে যায় ॥
সুখে আর ছুখের দিনে তারে যদি নিস রে চিনে
তবে আর ঠেকবি কিসের দায় আয় আয় ॥
যদি তোর বুকের পারে আশা দোলা ভাঙ্গে গড়ে
তবে তোর বটের তটে নেয়ে তোর
(সেই সোনার নেয়ে)
আসবে কেন হায় আয় আয় ॥

৫৪

মোহন তোমার রূপের লিখা আজকে দেখি জলে জলে
পরাণ বীণায় যে সুর বাজে তারি ঝরণ ঝরার ছলে ॥
ওগো অলখ পলক মেলি রইবো কি আর আপন ফেলি
হয়তো বা যাও আমায় হেলি রইনু যদি চরণ তলে ॥
বটের বাঁশী বাজাও দেখি চরণ রেখাও যাও যে আঁকি
আঁখি জলে মাখামাখি তাইতো পরাণ এমন গলে ॥

৫৫

ছুখ নিবিড় গহন তিমির তোমারি প্রভু দান
জীবন যেথায় মরণ হারায় ভরায় আমার প্রাণ ॥

কতবা তোমায় হেরি কভু বা যাই গো ভুলে
আমার জীবন কূলে কূল হারানো গান ॥
মরণ নিশি যেথায় নামে দীপিয়ে উঠে জীবন গাঙ্গে
তোমার চরণ রাঙ্গা আনে ভোরাই আলোর বান ॥

৫৬

গগন ছন্দে একি বন্দনা
একি আলোয় কালো মিশে ক্রন্দনা ॥
জীবন রেখায় যত বাণী চরণে নিকষে দিনু আনি
স্বপন ছানি জাগে স্পন্দনা ॥
বুকের কথায় যত ভাষ মুখর মনের মন পিয়াস
সুরে সুরে হোক নব নন্দনা ॥

৫৭

যদি তুই এলি ফিরে যদি তুই নিলি ঘিরে ॥
যদি এই হৃদ যমুনা উছলি নেয় না মানা
তবে কেন এই আনাগোনা কেন বা চাওয়া ফিরে ॥
যদি এই মুখের হাসি যদি এই দুখের বাঁশী
আমার এই ঝরা পাতার রাশি
বাজে তোর বুকের নীড়ে ॥

৫৮

সারা সকাল গেছে নাকি ঘুমের চুমা আঁকি ॥
যখন বাজলো তোমার আলোর পায়ল
পাগল মনে লাগলো কি দোল
চরণ ছোঁয়া রাখি ॥
যখন জাগলো বনে গানের পালা
ফুলে ফুলে রঙের মালা

স্বপন আমার ভাঙলো না তো চরণ রেণু মাখি ॥
কি আলসে কি আবেশে
রই যে আমি আপন রসে
তোমার আশে কেন রইনা বসে
নির্জন নিশীথ জাগি ॥

৫৯

যখন গগন হল আনমনা গো আনমনা
তখন আর ব্যথার শাওন আনবো না ॥
এবার ঘরের কোণে একলা বসে
আপন মনের দুখ রভসে
কোণের প্রদীপ জ্বালবো না গো জ্বালবোনা ॥
যখন ভুলের বোঝা বাঁধছে বাসা রঙনে
মন দেয়া আর মন নেয়ারি স্বপনে
অশ্রু হাসি হানবো না ॥
প্রজাপতির ডানায় আঁকা বরণে
রামধনুকের রঙের মেলা মরমে
চরণ রাঙা রয় বোনা গো রয় বোনা ॥

৬০

আজি শুভ দিনে লহ লহ বীনে গাহ মঙ্গল গান
সব সুখ দুখ করি উন্মুখ মন মুখ এক প্রাণ ॥
বেদের মন্ত্রে উঠিল যে বাণী
দিক দিগন্তে করে কানাকানি
ওরে ও দিশারী শোন পেতে তুই কান ॥
যুগের শঙ্খে মেঘ মৃদঙ্গে
জাগিছে যুগের প্রাণ—নব যুগের ভগবান ॥
১৯৪৭ ১৫ই আগষ্ট

৬১

মরণ আঁধার নামলো যখন শরণ আলো জ্বলল কই
আঁধার কালো ভুললো যদি চরণ মণি মিলল কই ॥
জীবন যদি থমক হারা কাঁদন কেন বাঁধন হারা
তোমায় পেয়ে কোথায় সারা বটের বেদী দীপল কই ॥
মন মরালী মেলল ডানা স্বপন ভরা নয়ন কোণা
সুরধুনীর সুর জাগাতে সুরের কুনাল জাগল কই ॥

৬২

ঘুম সায়রে ডুব দিয়েছে আমার দুটি আঁখির তারা
জাগাও ওগো জাগাও তারে অন্ধ সে যে আপন হারা ॥
চুমায় চুমায় ঝুঁকে পড়া রূপের মানিক ঐ পশরা
দখিনার দোলায় ধরা করো তারে করো সারা ॥
ওগো জাগা নিশির নেয়ে কাঁদন আমার তোমায় চেয়ে
নিদালীর আঁধার ছেয়ে বল কোন অলকায় দেবে ধরা ॥
যেথায় তুমি সেথায় আমি হয় না তবু জানাজানি
জীবন পারের পারাপারে বেয়ে চলে একি ধারা ॥

৬৩

ওগো ঠাকুর ওগো দরদী ঐ চরণ ছোঁওয়া দিলেই যদি
তুমি মনহরা মোর মনে দাঁড়াও যদি ক্ষণে
কিবা তোমার ক্ষতি ॥
তুমি বসন্তেরি বাণী আমার যত জানাজানি
যদি পায় গো শরণ নতি ॥
তুমি চাঁদের চাওয়া রাতি মোর অন্ধ কোণের বাতি
ওগো ও সারথি পথ ভোলা এ আরতি ॥

৬৪

এই বেদন দীপে হবে কি আরতি
জীবন জ্বালায় জ্বলে যে জ্যোতি ॥
নিতি স্মরণ বীনে লবে কি চিনে
মোর বরণ মালায় গাঁথি আঁখির মোতি ॥
বুকের শতদলে যে ব্যথা টলমলে
স্বপন দলমলি লবে কি শেষের নতি ॥

৬৫

আমি গাঁথি গানের মালা তোমার চরণ হবে আলা
তাই গাঁথি গানের মালা ॥
তোমার ভোরের আলোর রেশে আমি গেছি গানে ভেসে
দিনের আলোয় আলা ॥
সন্ধ্যামণি জ্বালি গেছে আঁধার ঘরের কালি
দিছি গানের মণিমালা ॥
গভীর রাতের ঘুমে গানের চুমে চুমে
গেছে আমার বুকে জ্বালা ॥
শিশির ঝরা প্রাতে তোমার অরুণ চরণ পাতে
আমার শেষের গানের পালা ॥

৬৬

আলোর শিউলী তুমি জীবন ভোরে
শরণ দিপালী তাই গাঁথিল ভোরে ॥
মরণ বীণায় তুমি বরণ ডালা
স্বপন শিখায় গাঁথা গানের মালা
তাই রহি যে ঘোরে ॥
পরাণ মথিয়া বুকে নেবে কি ধরি
আগল ভাঙ্গিয়া মরি যাবে কি সরি এমনি ক'রে ॥

৬৭

নয়নের জ্যোতি প্রভু জীবনের গতি
আজিকে আলোর রূপে লহ আরতি ॥
শরণে নত এই মরম খানি
রবে কি চরণে জানি নাহি জানি
তব অমলিন রূপে ধর আঁধার নতি ॥
অমর মরণ রূপে   বেদনের চুপে চুপে
জেগো জেগো সুখে দুখে ওগো সারথি ॥

৬৮

মোর ব্যথার দলে তোমার চরণ তলে
হরি রাঙাবে নাকি ॥
মোর আঁখির জলে আমি আলপনা নিতি নিতি আঁকি ॥
তব চরণ তলে ঝরার ছলে
মোর মনের মুকুল রয়েছে বলে   লবে না ডাকি ॥
যদি ঘনায় নিশি
যদি মেঘের কোলে আলো যায় গো মিশি
তবে জীবন আশা হরি রবে কি বাকী ॥

৬৯

ওরে মন ভুলানো তারা তোর ধূলায় আপন হারা
ও তোর আলোর হাসি আজি কোন বেদন বাঁশীর কারা ॥
তোর ধূলার বটমূলে   তোর বেদন সুর কূলে
এ কোন কান্না হাসির ধারা ॥
তোর সুর জাগানো খেলা   আমার মন ভাসানো ভেলা
দেখি চলেছে আপন হারা ॥

৭০

ওগো শ্যামল সুন্দর   নিঠুর খেলা কি এ
আমি ঢুঁরিয়ে ঢুঁরিয়ে মরি
বিফল যামিনী যাপি   গলে না পাষাণ হৃদয় ॥
আঁখির দীপ জ্বালি রহিব কি নিশিদিন
পরাণে পরাণে মম পরশ পাব না তব
রবে পাষাণ হৃদয় নিরাশায় ॥
স্বপনে হারায়ে যায়   জাগিয়া খুঁজিয়া না পাই
আমার একি দায়   চাহিয়া সে অচাওয়ায় ॥

৭১

কালি আর কালা   এক দেহে হল আলা ॥
হে দেব তনয়   হে চির ভাস্বর হে শিব সুন্দর
আপনি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছ শুধু
প্রসাদ আশিষ মালা ॥
মহাকাল মরু বুকে   রেখে গেছ চুপে চুপে
প্রেম হেম শিখা   গদাধর বরণিকা
তাই ধরে দিনু   প্রাণের বরণ মালা ॥

৭২

জীবন নদীর নেয়ে মোরা কুল পেয়েছি এই অকুলে
নামের নিশান নেব তুলে ॥
তরী মোদের সবার তরে   ভরা পালে চলবো জোরে
জোর পেয়েছি মা-মা বলে ॥
সকল মতে সকল পথে   সকল ভায়ে নেব সাথে
করব সাথী বট বাউলে ॥

৭৩

আপন ভুলে মনের কুলে
হরি বলে মন ভুলায়
হরি বলা কে এলিয়ে
নয়ন জলে না কুলায় ॥
সুরধুনীর যমুনা তোর
কুলু কুলু বয়ে যায়
কথার কথা হয় না কথা
কথার বাঁশী বেজে যায় ॥
ধরার ধূলে এলো ভুলে
ধূলার মানিক হল হায়
ধূলার ঠাকুর ঐ চরণে
জীবন মরণ তাই লুটায় ॥

৭৪

প্রেম বিজিম্ভৃত শঙ্কর মূর্তি
লহ লহ লহ লহ হে নতি।
জীবনেরি জ্যোতি তুমি
তুমি মম গতি চির গতি ॥
পথের পাথেয় দিলে
দিলে অমর্তের বাণী
যে ব্যথার কানাকানি ছিল বুকে
তারে দিলে ভারতী ॥
দিক দিক মুখরিত হোক তব গাথা
বুকে বুকে থাক তব আসন পাতা
চির নত মাথা করিছে বন্দনা আরতি
হে বিবেক যতি ॥

৭৫

বীণ ভাঙ্গা এই গান জাগায় যদি প্রাণ
তোমার আনমনা ঐ প্রাণ ॥
যদি স্বপন হারা বুকে জাগবে চুপে চুপে
তবে জাগিয়ো ভগবান আমায় জাগিয়ো ভগবান ॥
যদি ঝরা ফুলের দুখে
সুবাস হয়ে রও গো চুপে চুপে
তবে চরণ রেনু যেন মাগি দিন যাম ॥

৭৬

আমায় যদি ডাক দিয়েছ
আজ আঁধারের তীরে ধীরে ধীরে
আবার যদি বাজলো বাঁশী শেষের মীড়ে ॥
আবার যদি ও উদাসী
দুলিয়ে এলে বটের হাসি
পিয়াসীর বুক জুড়ানো এসো এসো ফিরে ॥
বাঁধলে যদি ঘাটের তরী
যদি বা হায় আছে কড়ি
কাণ্ডারী গো চেয়ে থাকি
নয়ন অধীরে ॥

৭৭

ভোরের চুমা দিলে আঁকি আমার দুটি নয়ন ঢাকি
কাল যা ছিল আঁধার কালো আজ তা হল আলোয় আলো
রূপের সোনায় মাখামাখি ॥
তাইতো দেখি দূর অসীমায় আলোর খেলা কোনায় কোনায়
তাইতো দেখি আলোর ঝরণ নামলো তোমার গানের পাখী ॥

৭৮

মোর মনে মনে   মোর মন বনে
জাগে একি কলরোল
মোর স্বপনে জাগা   মোর নয়নে আঁকা
একি দোল ॥
চেয়ে রই আনমনে   কত ব্যথা দুই নয়নে
অকাল বরষা বরষিতে চায়   দুখ উতরোল ॥
কোন বটের বাটে   কোন নট নাটে
দুলিছে নব নিচোল ॥

৭৯

যদি বা উঠি ফুটে ফুলের মত
যদি বা গন্ধঢালা মনের মুকুল
জাগে নত ॥
যদি এই বিদায় সাঁঝে   যদি এই আঁধার লাজে
যদি এই ঘুমার দিঠি   ভুলে হয় ব্যথা হত ॥
সাঙ্গ করে নিলে নাকি   ঘরে ফেরা মনকে ডাকি
অনিদ চোখে যদি জাগি আধো ঘুমে শিশুর মত ॥

৮০

এই ভবনে জনম দিলে   এই ভুবনে মরণ মিলে
তবে ভুবন ভবন কেন
শূন্য হেরিয়া মরি   ও হরি যুগের হরি ॥
নীল নভতলে জ্বলে তোমার আরতি দীপ
মোর শূন্য মন্দিরে হরি কেন তোমারে নাহিক হেরি ॥
ফুলে ফুলে বন উঠে দুলি দুলি
মোর মন ভুলে একি ভুল বুলি
কেন নয়ন না উঠে ভরি ॥

৮১

দূরের পাহাড় দিল আনি ঘর ছাড়া কি বাণী
জানি না জানি ॥
ঐ আকাশ চাওয়া পথে আমার মন যদি আজ মাতে
সুখে দুখে কিবা তার কানাকানি ॥
আরো কি পথ বাকী তুমি জান না কি
ওগো পথের সাথী পথে হয় না যেন হানি ॥

(ঝুমকা হতে ফেরার পথে)

৮২

যদি ঝড় এসেছে দুলে আমার ঝরা ফুলে ফুলে
ভেঙে ভেঙে পড়া কূলে সুরধুনী ওঠে দুলে ॥
গান যদি যাই ভুলে স্বপন হারা কূলে
বুলে বুলে ॥
যদি আকাশ গাঙ্গে বাদল নামে
যদি ঝিলিক লিখা বেদন বোনে
বটের বাঁশী বাজবে নাকি পঞ্চবটের কাঁদন কূলে ॥

৮৩

মোর ব্যথার মেঘে কে এলে আঁধার এঁকে ॥
ওগো সন্ধ্যা তারার সাথী
হায় নিবলো যে মোর বাতি
এই আঁধার আরতি হবে নিজন জেগে ॥
উতল উধাও বুকের কোনে
কি যে চাওয়া আপন মনে
কি যে বোনে শিউরে ওঠা বেদন লেগে ॥
ঐ সুরধুনীর বাঁকে ঐ বটের বাঁশী ডাকে
তারি আঁকে কাঁপন লাগে থেকে থেকে ॥

৮৪

মোর সন্ধ্যার শেষ তৃষা
একি কান্না হাসিতে মিশা ॥
শেষ সোনালীতে হাসি আঁধারেতে যাও ভাসি
পূরবীর গান গাহি রেখে যাও একি শিখা ॥
বেদনায় বটরাঙি শত বুকে পড় ভাঙ্গি
জানি জানি নাহি জানি কোন মরণের নিশা ॥
ঐ আঁধার করেতে লিখা জ্বলিবে কি প্রেম শিখা
জননীর অনিমিখা নয়নে জাগাও দিশা ॥

৮৫

আমার একলা ঘরের প্রদীপ
জ্বালে তোমার আরতি
আমার ব্যথার মুকুল করে
তোমায় প্রণতি ॥
বুকের ঠাকুর দুখের ঠাকুর ওগো দয়াময়
ব্যথায় রাঙা রক্ত কমল
নাইতো কাঁটার ক্ষতি ॥
চপল তোমার চরণ নুপুর
মৌন আমায় করে মধুর
জ্বলে যদি জ্বলুক তবে
শেষ শিখারি জ্যোতি ॥

৮৬

অবেলায় ব্যথার মেঘে বাজে কই বেদন বীণা
জানিনা জানিনা ॥
শ্যামল আঁচল ঢাকা কার ঐ চরণ চিনা
জানিনা জানিনা ॥

বেদন সুরধুনী নাচনে কইগো দোলে
স্মরণের রুনুরুনি মরমে কইগো বোলে।
চকিত যূথির বুকে কোথা গো ঝরার পালা
নয়ন ভরে কোথা আপন মরম ঢালা
চরণ শরণ দীনা ॥

৮৭

যত কি গান ভেসে যায় আঁধার পাড়ে
আমার আলোর তৃষা তাইত হারে
বারে বারে ॥
ও সে ডাক দিয়ে যায় হাতছানি দেয়
হাসিতে মাণিক জ্বেলে সারে সারে ॥
বোঝেনা অবুঝ বাঁশী
ওগো ও বটবাসী ও উদাসী
পিয়াসী তাইতো খোঁজে অলখ হারে
কান্না হাসির পারাপারে ॥

৮৮

বেদন সুন্দর অন্তরতম অন্তর করো আলোময়
এস সন্ধ্যার মৃদু মন্থর বায়ে জয় হোক তব জয় ॥
এস সকল মোহ মুছিয়া এস জীবন মরণ সাজিয়া
আঁধারের হোক ক্ষয় ॥
এস সুদূরের দুখ ভরায়ে এস হৃদয়ে হৃদয়ে জড়ায়ে
অপগত হোক ভয় ॥
এস অরুনিত দুই চরণে এস ছন্দিয়া মধু রণনে
এস সকল হরণ সবময় ॥

৮৯

এই আঁধার সাঁঝে তোর অদিশ প্রদীপ রাজে
রাজে গো রাজে ॥
এই মৌন কোণে বাজে গো বাজে
তোমার প্রেমের বীণাই বাজে ॥
আমি শুনি যে তোমার বাণী
যখন থেমে যায় কানাকানি
আমি দেখি যে তোমার হাসি
দুখের দরদী সাজে ॥
দূর দূর নভোনীলে রঙ্গের রাখী যে দিলে
স্বপন সোহাগ রাগে জাগো সুখে দুখে ভয়ে লাজে ॥

৯০

ওরে ও বটের বাউল
কোথি তোরে পাইরে পাই
দেখি সুরের সুরধুনী তুমি বটের গুনগুনি
বকুলের বুক ফেটে যায় লুটিয়ে একজাই
তোর চরণ চেয়ে ভাই ॥
কোথা সেই মা-মা বলা পাষাণীর পাষাণ গলা রে
কোথা সেই সোহাগ বলায় গলে ভুবনটাই ॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা ধূলে চোখের জলে মরি বুলে
বাঁকাচাঁদ কোথায় আঁকা রাকা চরণ হাই ॥

৯১

আমার একলা মনের শাপলা ফোটা ধন
তুই যে সাতরাজারি স্বপন ॥
এই ছায়ায় কালোয় ফোটে তোর আলো
ওপারে জাগলো তোর আবছা লোটা চরণ ॥

যদি থাকিস ভোলায় এই আপন দোলায়
এই বেলা হারা বেলায়
তবে রাখিস বুকে অরূপ রতন ॥

৯২

এই নিথরিত রাতি ওগো সাথী
একেলা পথের সাথী
তুমি লবে কি আমারে ধরি ॥
এই গন্ধ থমকে জাগা
এই অন্ধ আলোয় মাখা
পথ যে আলা
তুমি আসিবে নাকি আমারি হরি ॥
বটবেনু কাঁদা পথে পদরেখা নাই জাগে
অনুরাগে রাঙ্গা আঁখে
চলিব কি শুধু স্মরি ॥

৯৩

গানে আমার মন বসে না
গান জাগানো মনের মানুষ কই।
আমার মনের বনে কোন সে জনা
তাই মন হারায়ে রই।
আকাশ আকুল করা সেই সে জনা গো
সোনায় সোনায় ভরা পরশ মণির কণা গো ॥
আমার সকল আলো আঁধার হল
আমার সকল জ্বালায় সে জ্বালালো
প্রাণের কালো আমার প্রাণের প্রাণ কই ॥

৯৪

ও মন গান গেয়ে যা সারাখন
তারি গান গেয়ে যা সারাখন ॥
দিনের চিতা সাঁঝে নিভায়
বুকের চিতার ওর নাহি হয়
ও সে জ্বালায় নিতি মরন বাঁচন
যখন গানের পাখী কুলায় নামে
মনের মাণিক তারার কানে
কয় কথা কয় অফুরণ ॥
পেলি যদি ভোলার পালা
গেঁথে নে তোর গানের মালা
পথের দিশায় হবে আলা
সারা হিয়া সারা তন ॥

৯৫

এই কাঁদন ঘন রাতি   ওগো কান্নাহাসির সাথী
বল আরো কত থাকি ॥
আকাশ আকুল করা   তারার মাণিক ভরা
হয়কি গো বুকভরা   যদি বুকের মাণিক নাহি রাখি
তোমার চরণ রণণ শুনি   আমি স্বপন জাল বুনি
চেয়ে চেয়ে নয়ন তারা চোখের জলে মাখামাখি ॥
যদি ব্যথার শাঙন হেনে   আসবে ঠাকুর নেমে
কেন পাষাণ হিয়া ভেঙে যাও চোখের জলে ঠেকি ॥

২রা আশ্বিন, ১৩৫০, শনিবার
শিউড়ি

৯৬

ওগো আমার ব্যথার মাণিক জানিনা কি চাও
দরদী গো ওগো ঠাকুর।
দূর হ'তে হ'লে সুদূর আপন হ'তে তবু আপন
মধুর হ'তে আরো সুমধুর ॥
কান্নাহাসির মালা হ'য়ে দুলছো আমার গলে
পরশসোনা পেয়েও নাহি পাই শরণ পদ্মদলে
সোহাগ সোনায় গ'লে কবে রাঙবে হৃদয়পুর ॥
আপন তুমি গোপন তুমি স্বপন মণি মালা
তাইতো স্মরণ হয়গো আলা ওগো রসপুর ॥

৯৭

তবু রইবি চেয়ে তবু চলবি বেয়ে
ভাঙা তরীখান
ঐ আঁধার আসে ছেয়ে ওরে অপ্পেয়ে ওই শোন
ঝরা পালার গান ॥
আজো তুই বাসিস ভালো
আজো তোর আঁখির আলো হয়নি কালো
ভরালি মরা বুকের গাঙ ॥
আকাশ আকুল মুখে কেন তুই তাকাস চুপে চুপে
দুখের ঠাকুর আসেই যদি নামবে চোখের জল ॥

২রা ডিসেম্বর ১৯৪৮ বৃহস্পতিবার
সিউড়ি

৯৮

চরণ কমল হাসলো যদি নয়ন অতল ভাসলো কই
আলোর দুয়ার খুললো যদি বুকের শিলা গললো কই ॥

অনেক আশায় অনেক কাঁদায়
ধূলার মাণিক ধূলায় রাঙায়
মেঘভাঙা চাঁদ ফুটলো যদি
বুক ভাঙা দুখ লুটলো কই ॥
নিঙরে বুকের সকল খানি
ধরলি কিরে মণির মণি
স্বপন কাড়া ঐ অধরা ধরার ধূলায় ফুটলো ঐ ॥

৯৯

বিশ্ব দেউলের নিস্বঃ পূজারী
সপ্ত অলকার সান্ত্বনা ছাড়ি
এস এস হে নামি
গেয়ান ধেয়ান ঘন প্রেম মথন তন
এস বিবেক বাণী ॥
এস বিশ্ববেদনে গড়া গদাধর ধ্যানধরা
এস যুগের আঁধার ভাঙি ॥
এস শিব সুন্দর চির শিশু চঞ্চর
ধ্যান মন্তর দুটি চরণ দানি ॥

১০০

ঐ সাঁঝের ছায়া নামলো বনে নামলো আমার মনে গো
ঐ আলোর নূপুর হারিয়ে যে যায়
সকল হারা কোণে গো ॥
ঐ বনের পাখী কণ্ঠ হারা
এই মনের বনে নাইতো সাড়া
ঐ সুরধুনীর স্বর্ণছড়া পায়না ধ্যানের ধনে গো ॥
এই যে বুকের হোমের চিতা
এই যে আমার ব্যথার গীতা গাই যে প্রাণপণে গো ॥

১০১

তুমি শিব তুমি সুন্দর শ্যাম মোহন হে
জাগ্রতে জাগো মনমোহন হে ॥
ভুবনে তুমি ভবনে তুমি
নয়নে নয়ন লোভন হে ॥
অন্তরে মম অন্তর স্বপনে সুখ চঞ্চর
মন্থর ঘন রাতে
গহন ধন গোপন হ'তে গোপন হে ॥

১০২

মরণ দানে চরণ শুধু দানিও
হানিবে যদি বাজের বাঁশী চরণ দুটি হানিও ॥
চাহিতে যদি ভুলিয়া যাই স্মরণ হারা ক্ষণে না চাই
আপন হাতে আপন হতে আমারে বুকে টানিও,
প্রভু টানিও ॥
পথের বুকে কাঁকর ক্ষত হবে কি চরণ ফুলের মত
দিয়েছ যত দিবে হে যত দহন দীপে রাঙিও
প্রভু রাঙিও ॥

১০৩

ও উদাস হাওয়া হাওয়ারে তোর কিবা চাওয়া বল
উধাও হ'য়ে এই যে ধাওয়া একি শুধুই ছল ॥
আকুলকরা এই যে বাদল অবেলায় হ'ল উছল
একি ঐ চরণ চাওয়ার ফল ॥
ঐ যে আসা বেদন রাতি ঐ কি কাঁদা হাসার সাথী
এই যে অশ্রু মালা গাঁথি একি রাঙবে হিয়াতল ॥

১০৪

এই যে আমার সুরের সাধন
এই যে আমার কথার কাঁদন
এই যে আমার বেলা শেষের গান
এই যে আমার চাওয়া পাওয়া
অকুলের এই তরী বাওয়া
ব্যথার শতদান ॥
অশ্রু সেঁচা এই যে মালা হাসি খুসীর এই যে জ্বালা
দুখের ব্যথা এই যে শতখান ॥
তুলে কি হায় নেবে এরে স্বপনহারা সোহাগ ঘিরে
ওগো প্রভু দিনের শেষে ভরবে আমার প্রাণ ॥

১০৫

আমার উদাস আঁখি উধাও হ'ল ঐ অসীমের পানে
কোন অজানার টানে
আমার মন জানে না জানে জানে ॥
গোপন হিয়ায় খুঁজিতে চাই
পথ হারায়ে পাথেয় চাই
নয়ন রাখা হ'ল যে দায় কোন আপনার টানে ॥
স্বপন সেঁচা এই যে চাওয়া
দিনের ব্যথার তরী বাওয়া
বুকের জ্বালায় জ্বলে যাওয়া গোপন প্রাণে প্রাণে ॥
বটের ছায়ার সেই অধরায়
বুক চিরে কি পাব গো হায়
সে যে হানে ব্যথাই হানে ॥

১০৬

তোর ঘুমের দেশে আমার আলোর শেষে
ডাকলি বুঝি আয়
মরণ হরা সব পাশরা ও দিশারী
আমার মন যে ভেসে যায় ॥
দখিনার ঝিরি ঝিরি সুরধুনী বহে ধীরি
পঞ্চবটের ঐ যে নেয়ে সারি গেয়ে যায় ॥
গগন ভুবন আলোর মালা জীবন মরণ হ'ল আলা
নয়ন দুটি তাইতো মেলা
থমক হারা তাইতো শুধু চায় ॥

১০৭

তোমার সুরের বীণা কেন বাজেনা গো বাজেনা
রূপ আলো অসীমা কেন সাজেনা গো সাজেনা ॥
আমার চলার পথে তোমায় ডাকার সাথে
পায়ের নূপুর কেন যাচেনা গো যাচেনা ॥
নীল সায়রের শতদল আঁখির জলে হয়না টলমলো
দলমলি নাচন তুলি কাঁদন বাউল কেন নাচেনা ॥

১০৮

মরণ যখন নামবে চোখে শরণ বীণ বাজবে কি
সকল আলো মিলায় যদি তোমার আলো জাগবে কি ॥
সাঙ্গ যদি ফুলের মেলা সবাই যখন করবে হেলা
তোমার ভেলায় ডাকবে কি দীনের ঠাকুর আসবে কি
নীরব যখন কুহু কেকা পড়বে কি ঐ চুমার রেখা
সব হারানোর পারানী গো
একা একায় রাখবে কি ॥

১০৯

শান্ত সমাহিত হে শিবসুন্দর
জাগো অন্তর মন্দির মাঝে
দুঃখ দহন হত কণ্টক ব্যথা ক্ষত
রিক্ত পূজারী হের লাজে ॥
চন্দ্র রেখায়িত কপোল কলয়িত
অভেদ মন্ত্র আজো বাজে
দিশ দিশ ছন্দিত নন্দন নন্দিত
ধরা অমরার হিয়া যাচে ॥
চিরায়িত নহ প্রভু যুগে যুগে জাগো তবু
তৃষিত পরাণ চেয়ে আছে
বরষণ বরণিত হরি চরণায়িত
গদাধর বাঞ্ছিত সাজে ॥

১১০

ব্যথার খেয়ার কাণ্ডারী গো বেলা যে প'ড়ে এল
খেলা ভোলা এই অবেলায় প'ড়ে কি থাকবো বলো ॥
ডেকে যায় হিমেল বায় ঝরার যা ঝ'রে যে যায়
তরাসি উঠে গো মা হিয়াটি ছলোছলো ॥
ওগো ও বটের মণি ব্যথার সুরধুনী
আজো যে বইছে কেঁদে চরণে দলমলো ॥

১১১

সাত সায়রের ঘুম নেমে আয় চন্দ্রামায়ের কোলে
যেথা গদাই আমার দোলে ॥
ওরে ও মাণিক বনানী জোনাকি করে কানাকানি
আজ ঘুমায় সুখে ঘুমায় যাদু ভুলতে যুগের ভুলে ॥

ঘুমায় লক্ষ্মীজলার মায়া ঐ ঘুমায় রাতের ছায়া
মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানী ঘুমন্তি হাওয়ার বোলে ॥
ঐ নিঝুম দীপের হাসি ছড়ায় লীলার স্বপন রাশি
মায়ের দুখে ঘুমপাড়াতে যাদুর স্বপন দোলে ॥

১১২

এই খেলা ঘরের খেলা
এই ভাঙাগড়ার হেলা ॥
এই ঝিকিমিকি জলে তোমার অলখ খেলা চলে
এই জীবনমরণ বেলায় প'ড়ে যে যায় বেলা ॥
যদি বিশ্বখেলার দেশে এমনি হাসির বেশে
তোমার চরণ শেষে মেলে বিশ্ববটের মেলা ॥

১১৩

এই সুদূরের আপনি ফোটা ফুল
ঐ চরণ রঙ্গে হবে গো অতুল ॥
জানি তোমার হয়নি জানা যত গোপন আনাগোনা
কত ব্যথায় আছে বোনা রাঙ্গা ঐ চরণ রাতুল ॥
হয়তো ভুলি হয়তো দুলি হয়তো আছে অনেক ভুলই
হয়তো তোমার চরণ চেয়ে হয়নি তো-বেভুল ॥
জানি আমায় ভালবেসে দাঁড়িয়ে আছো পথে এসে
ব্যথার হাসি ফুটাও জানি ক'রে যে দোদুল ॥

১১৪

এই সে বটের পঞ্চবটী এই সে সুরের সুরধুনী
যুগে যুগের এই সে রাখাল
প্রেমের কাঙাল এই সে গুণী ॥

মনের মাণিক এই সে মণি   নয়ন জলের যাতুমণি
চরণ রাকা এই সে বাঁকা তাইতো বুকে রুণুরুণি ॥
আহা আপন ভুলে কাঁদা হাসা
বিকিয়ে দেওয়ার ভালবাসা
ধরার ধূলি ধন্যকরা চরণমণি যায় যে বুনি ॥

১১৫

হে যুগসম্ভব পুরুষপুরাণ নমো হে নম
ঈশা তুমি মুসা তুমি তুমি চির চিরন্তন ॥
রূপে রূপে কতরূপে   ধরার ধূলায় এসেছ চুপে
নিতি নিরুপম ॥
পঞ্চবটের ঐ নবীন ঠাটে
নেচেছ নিখিল মনের বাটে
অরূপ ঢেকেছ চন্দ্রলেখায় আধো ঢাকা কান্ত কম ॥
উধাও ধারার পথিকটীরে
ডাকলে বুঝি আপন নীড়ে
চাইতে যারা চায় না ফিরে মরুহারা তৃষা সম ।

১১৬

যদি চরণ ধূলায়   রই গো ভুলে
ধূলাতে ঠাঁই মিলবে কি
যদি নয়ন জলে   যাইগো গলে
তোমার পরাণ গলবে কি ॥
নিতি নিতি এই যে চাওয়া   অথৈ ব্যথায় এই যে গাওয়া
অফুট মুঠে এই পাওয়াতে ব্যথার মানিক ফলবে কি ॥
আপন হারা এই যে চলা   বলতে গিয়ে হয় অবলা
ও চন্দ্রামনির মনির মালা আপন করা চলবে কি ॥

১১৭

একি লুকিয়ে ফোটা আলোর রাশি
এই ধরার ধূলে কোন পিয়াসী
একি চাঁদের চাওয়া চকোর চোখে
একি মেঘের ছাওয়া শিখি বুকে
ধূলায় পাওয়া দুখ বিলাসী ॥
একি আঁধার রাতির শতদল স্বাতির বুকের ঢল ঢল
ব্যথায় গড়া সাত মহলে সপ্ত ঋষির স্বপন বাসী ॥
যুগে যুগে আঁধার ভাঙ্গা আপন ব্যথায় আপনি রাঙ্গা
চন্দ্রামায়ের কাঁদন হাসি ॥

১১৮

গহন ঘন নিবিড় তম
নিথর আজি এ হৃদি মম ॥
সুরের গঙ্গা আপনা হারা বটের বেণুর নাহিযে সাড়া
এ ধরা কারা শ্মশান সম ॥
ঝিঁঝির ঝঙ্ক ঝরিছে চুপে স্তিমিত তৃষা নিভৃত বুকে
দুখের পারাপারের তরী আনিবে তুমি হে নিরুপম ॥

১১৯

হে অনন্ত হে অশান্ত
ক্ষান্ত হও হে ক্ষান্ত ॥
দিক মেখলায় বহ্নিশিখা আকুল কপোলে রয়েছে লিখা
চন্দ্র চূড়ার ছন্দ ছায়া জুড়াক ললাট প্রান্ত ॥
ধূমল কেতুর নিশান গুঁড়াও অভয় নিথর চরণে দাঁড়াও
সত্য-শিব-সু-শান্ত ॥
মরণ হরণ শরণ লেখি সকল বাধা যাক না ঠেকি
লুটিয়া চরণ কান্ত ॥

১২০

আমি যাই যে শুধু চেয়ে আমি যাই যে শুধু গেয়ে ॥
কত রাতি গেছে জাগি   নয়ন দুটি পথেই রাখি
শরণ আমার পায়নি চরণ রাঙ্গা চরণ চেয়ে ॥
ভোরের আলোয় জাগবে প্রাণ তোমার গানে গানে
বুকের তৃষা জুড়াতে চাই তোমার নামে নামে
আমার ব্যথার টানে এলে কোথা ধেয়ে ॥
তাইতো আমার হারায় ধারা   তাই তো আমি হইগো সারা
তাইতো হিয়া জুড়ায় নাগো পাওয়ার মত পেয়ে ॥

১২১

নামের নেয়ে মোদের ঠাকুর নাম নিয়ে যাই আয় ।
নামের খেয়া চলবে দুলে অলখ অলকায় ॥
আঁধার পথে নামের বাতি   উছল করে দুখের রাতি
নামে নামে আসবে মাতি ঠাকুর পায় পায় ॥
জ্বলবে যখন বুকের জ্বালা   দুচোখ বেয়ে দুখের মালা
আঁধার হিয়া হবে আলা ধরবে অধরায় ॥

১২২

নয়ন মনে জ্বালাও আবার
আকুল আলো সেই আলো
হৃদয় বীণার আকুল সুধার
সুর ঢালো গো সুর ঢালো ॥
ধরার ধূলায় দাও হাসি   স্বপন হরা সুর আশি
ভালো বেসে বাসাও ভালো সেই ভালো ॥
শরণ নত এই চোখে   চরণ আলোয় দাও ঢেকে

জীবন কুসুম যাক ঠেকে যেথায় তোমার রূপ কালো
আলোর আলো রূপ কালো ॥

১২৩

যা তোর আছে লেখা বুঝে নে একা একা ।
ও মন ভোলা মানুষ তোর বুকে কি আছেরে হুঁস
তারে তুই চাস কি দেখা ॥
যত বা আছে বেদন যত বা আছে মাতন
মনেঁ কি আছে আঁকা ॥
ওরে ও অফুট বাঁশী ওরে মন দাঁড়া আসি
মন কদমের তলায় একা ॥
স্বপনের নয়ন ঢাকা চরণে চরণ রাকা
বাঁকা ঠাম দেবে দেখা ॥

১২৪

হে বিরাট শিশু হে চির সুন্দর
যুগে যুগে একি টানে
নেমে এস ধরণীর ধূলে
ধূলি হয় আনন্দ মধুর ॥
যুগের কালিমা চুমি ক্ষণিকের দুখ চুমি
ভুলাইয়া দাও হে ভোলানাথ ॥
এই কি সংঘাত
প্রথম প্রভাত
জাগরণের অভিনব জীবন সম্পাত ॥
হে লীলা কিশোর
ধরণীর ধূলি জাগাইয়া যাও
দিয়ে আলোর কুহেলী ॥

১২৫

হয়তো এ গান তোমার তরে নয়
তাইতো গানে আমার ব্যথায় রয়
রয় গো শুধু রয় ॥
হয় বা এ প্রাণ তোমার তরে নয়
তাইতো এ প্রাণ আকুল নাহি হয় ॥
চোখে আমার যে জল ঝরে
সে তো শুধু তোমার তরে
আমাব বীণার রিনিঝিনি
তোমার বেদন কই বয়
বয় গো কই বয় ।
যখন গগন ভুবন আকুল করে
যখন ঘনায় বাদল বেদন ভরে
দুয়ার আমার রুদ্ধ রাখা আর কত বা সয়
সয় গো কত সয় ॥

১২৬

আর কতকাল বাইবো হরি
আমার তরী আপন হাতে
আর কতকাল জ্বালবো প্রদীপ
আমার এই গহিন রাতে ॥
সাধের বাঁধন আপনি নিয়ে
খুলতে গিয়ে যায় জড়িয়ে
ছড়ান মন দিন কুড়িয়ে
কাঁদবো কত বেদনাতে ।

এবার তোমার বাঁশীর বুকে
জাগাও সোহাগ সুরের সুখে
আমার এই ঝরা ফুলে
ফুটিয়ে তোল চরণ পাতে
ফুটল যেমন আলোর কুঁড়ি
যুগে যুগে দখিন বাতে ॥

১২৭

আমার এই নিবেদন সব নিবেদন
হয়তো শুধুই ছল
বুক নিঙারি নাইকো ব্যথা
নাইকো চোখে জল ॥
ব্যথার বুকে হয়না ধরা
হয়না তো তাই আপন করা
হয়না তো তাই সব সমাপন আরাধনার ফল ॥
এই যে পূজা এই যে খেলা অনেকই তার হেলা ফেলা
সফল করে নেবে কি তাই দিয়ে চরণ তল ॥

১২৮

বেদোজ্জ্বল অমল বরণে
এস বেদমাতা রাখিতে শরণে ॥
এস মা শুভদে এস মা বরদে
জ্ঞান বিজ্ঞান দানিতে মরমে ॥
শুচিস্মিতা শুভ কিরণ স্নাতা
জাগিয়ো জননী মরমে রাতা
জাগায়ো মরম শতদলে মাগো
রাখিতে অভয় চরণে ॥

১২৯

ওগো আঁধার রাতির তারার সাথী
সাথে তোমার লও মোরে লও।
দরদী গো ঠাকুর ওগো
তোমার কথাই কও ওগো কও ॥
বনে যখন নাই গো বাহার
গানে শুধু সাধন কাঁদার
জীবন নদীর দুকূল আঁধার
তরী আমার লও বয়ে লও ॥
ক্ষণে আসে কতই ছলে
আঁধার মনের ভীতি
হাত ধরে কি লবেনা গো
চোখের জলের গীতি ॥
বুকের ব্যথায় আছে শুধু ঝরা ফুলের দহন ধূ-ধূ
চরণ তলে নিতে তুলে ব্যথাই জানি বও ওগো বও ॥

১৩০

ওরে তোর স্বপন সেঁচা না' আজ যারে বেয়ে যা
ঐ আকাশ আলোয় ঝরা ঐ আঁধার বরণ করা
তোর বিদায় বীণায় গা ॥
জুড়ায় যদি কূলের আলো
ও কূলে তোর হয়নি কালো
কূল ছাড়া তোর ভুল যে ভাঙে না ॥
ভাঙ্গা মেলায় ভাঙ্গা বেলা
বীণ ভাঙ্গা তোর গানের পালা
সেই শেষের গানই গা ॥

১৩১

তোমার বটের মূলে তোমার চরণ ধূলে
আমার প্রথম প্রণাম ॥
তোমার খেলার বাটে মাণিক রাজার নাটে
আজি ঝুরে মরে প্রাণ ॥
তোমার লীলার ঠাটে সখা সখীর হাটে
আছো স্বপন সমান ॥
তোমার সুরধুনী করি কুলু ধ্বনি।
আজো গাহে জয়গান ॥
ওগো ও মহামায়ী বিশ্বময়ী একি রূপ বিশ্বজয়ী
ওগো চিন্ময়ী মা দিও চরণ ছোঁয়ান ॥

১৩২

দিনের শেষে শেষ পারানী গো
তোমার পথ চেয়ে যে মরি ওগো বটের হরি ॥
যখন সূর্য্যি ডুবু ডুবু আমার জীবন বেলায় ধূ-ধূ
তোমার নামটি জাগে শুধু কখন আসবে খেয়ার তরী ॥
কখন বেলা শেষের সারি শুনবো পরাণ ভরি
কখন নয়ন মন হরি নেবে আমায় ধরি
ওগো বটের হরি ॥

১৩৩

অনেক গানই গেয়েছি গো গানের মালা গেঁথেছি তো
একলা ঘরে সেই মালাটি গলায় এবার রাখো রাখো ॥
অনেক সাজে অনেক কাজে অনেক দুখে অনেক লাজে
জ্বেলেছি মোর দুখের প্রদীপ বলেছি যে জাগো জাগো
ধূলায় পেতে ধূলার আসন গোপন করা বুকের কাঁদন
গেছে কেটে গহিন রাতি গহন গাহন তোমায় পাবো ॥

১৩৪

ও রাখাল রাজা বটের হরি
আজ একি বেশে এলে মরি এলে মরি ॥
ব্যথার কমল তুলল পায়ে   এলে মনের গোপন ছায়ে
শাওন ঘন নিরুপম রূপ হেরে যাই গড়াগড়ি ॥
বাজের বাঁশী বাজাও ভুলে
বিজলী দোলা বটের মূলে
ঐ চরণ তলে নাও না ধরি ॥

১৩৫

আজ মনে আমার রয় না যে মন
তনুতে আজ রয় না যে তন
জীবন নদীর এই কিনারে   রয় না যে জীবন ॥
আজ ফুল ঝরে যায় আপন ভুলে
আজ বনের কুহু বৃথাই বুলে
আবছা ছোঁওয়ায় ছুঁয়ে কে যায়
আমারে এমন   কোন গোপন রতন ॥
যেন শীর্ণা নদী কূল হারালো
মরণ মরুর বুক জুড়ালো
অন্ধ নিশির গহীন কালো
কোন আলেয়া করল গহন ॥

১৩৬

ঐ আলোর দুয়ার খুলে
এবার নাওনা আমায় তুলে ॥
ঐ যেখানে খুশীর বাঁশী   ঐ যেখানে সুরের রাশি
ঐ আলোর আলো ঐ যেখানে

সকলি যাই ভুলে ।।
স্বপন ছাওয়া ঐ যেখানে   ঢেউ তুলে যায় গন্ধ গানে
ও বটের বাউল সেই দেউলে   নাওনা চরণ ফুলে ।।

১৩৭

পুরুষ মহান্ত হে শিব শান্ত
লহ নতি লহ নতি বারে বারে।
দিক রেখ চক্রে বিশ্বের সত্রে
নত নিবেদন লহ আজি আঁখিঃধারে ।।
জ্যোতির জয় জয় শিব মঙ্গলময়
বেদ মাঙ্গলিকে দেহ বরাভয়
অভেদ অভ্যুদয় গদাধর মণিহারে ।।

১৩৮

এমন আকাশ আকুল রূপে কেন দাঁড়িয়ে চুপে চুপে
ঐ নীলার নীলাঞ্জন কেন মাখলি গায়ে সুখে ওগো মা মা ॥
ভোরের আলোর টিপটী আঁকা আধেক চাঁদের সোহাগ বাঁকা
তারার কুচি শুভ্র শুচি অরূপ রূপে রূপে
বেদন ব্যাকুল বুকে বুকে ॥
সকল দুখের আঁধার ঠেলি
একি রূপের কাজল দিলি মেলি
আবছা ছোঁওয়া রূপ কুহেলী জড়ালি কোন দুখে ॥

১৩৯

ওগো ও বটের বাউল বটের উদাসী
আমি এই নয়ন জলে চরণ তলের হ'লাম পিয়াসী।
ঐ আঁধার সাধা নয়ন রাতা
সপ্তঋষির বাঁধন বাঁধা

সেই বাঁধনের সেই কাঁদনের হইগো তুরাশী ॥
ঐ চরণের টলোমলো ঐ নয়নের ফোঁটা জল
ঐ বয়ানের মা মা বোলে
পরাণ যায় বা ভাসি ॥

১৪০

আমি উদাসী এক পথিক ওগো আলোর একটু দিশা চাই
সাতশো তারার মালায় মালায় নাই নিশানা নাই ॥
ঐ মরু নদীর কুলুধ্বনি   ঐ তরুলতার ঘুমপাড়ানী
বনান্তরের ঐ কাঁদনী প্রাণ ভ'রে যে পাই ॥
আঁধার মিশা এই নিশাতে   তুরু তুরু এই হিয়াতে
ধূ-ধূ জাগা এই পথেতে পথিক সখা নাই ॥
আসবে কখন বটের নেয়ে   তৃষিত তুই নয়ন ছেয়ে
বুকের পরে আঁকড়ে নেব রাঙা চরণটাই ॥

১৪১

তুমি গান জাগালে গগনে
হরি গান জাগালে পবনে ॥
শিহর লাগা গাছের পাতায়
অশ্রু শিশির তাইতো টোপায়
গানের মেলায় রইতে নারি এমনে ॥
সুরধুনীর বুকের কোনায়
গানের স্বপন রয় বোনা
দূর বনানীর ঐ অজানায় ডাক দিয়ে যায় গহনে
তোমার ঐ গানের মালায়   কান্না হাসির বুকের দোলায়
সোহাগ সোনায় জাগবে কি আজ মরমে ॥

১৪২

হৃদয় দেউল দলমলি কবে বাহিরে দাঁড়াবে বল হরি
কবে চপল চরণ চঞ্চলি   অন্তর মোর দেবে ভরি ॥
কবে হৃদয় যমুনা উছলি   বাঁশীতে ডাকিয়া যাবে চলি
রাখালীয়া বেশে আসি   তনু মন মম নেবে হরি ॥
কবে তৃষিত শ্রবণ জুড়ায়ে লব চরণ শিঞ্জা কুড়ায়ে
যাবে নয়নে নয়ন হারায়ে নয়নে নয়নে লব বরি ॥

১৪৩

মেঘ ঘন ছায়ে গুরু গুরু মহ্লার গায়ে
হরি গুণ গায়ে গদাধর গায়ে ॥
চকিত চপলা সম   আকুল নয়ন মম
পথ চাহি অনিমিখে চঞ্চল বায়ে ॥
তিয়াসা আকুলি উঠে   দুরু দুরু হিয়া পুটে
দাও ধরা বাহু মুঠে বিজুরী থমক পায়ে ॥

১৪৪

দুরু দুরু মন্থর ছন্দে বাদল দল কারে নন্দে গদাধর চন্দে ॥
আকুল হিয়া তলে   আঁখি যেন ছল ছলে
বন অঞ্চল বন চঞ্চল বেদন আনন্দে ॥
নিঙারি বুকের ব্যথা   বেদন কাজরী সাধা
আলো আঁধা মেশা এই গহন গন্ধে ॥
চির চেনা হারানো সে আঁখি জলে গেছে মিশে
দিশে দিশে খুঁজে মরি অলখে অতন্দ্রে ॥

১৪৫

গুরু তুমি ঠাকুর তুমি অথৈ সায়র জল
চিদানন্দ রসময় লীলায় টলোমল ॥

সবার তরে আছ তুমি তবু আপন জন
আপনি টেনে নাও যে কাছে নাও বা টানে মন
কলমীলতার দল এই কলমীলতার দল ॥
অণু তুমি তনু তুমি বিশ্বাতীতে স্থিত
গুরু আর গরীয়ানে রও যে বিধৃত
অচল অথল ॥

১৪৬

তোমার বাদল সুরে সুরু হ'ল বীণ ভাঙ্গা এই গান
ছুঁতে ছুঁতে ছোঁওয়া না হয় আবছা সুরে বুকে যে রয়
নিবেদনের দান ॥
বেতস বন বেদনে ঘন বেদন লীন গহন মন
ঝিরিঝিরি নিঝর ছন্দে গুমরে নিথর প্রাণ ॥
হে দুখ সখা নিবিড় বুকে জাগিবে কবে নিলীম রূপে
সকল দুখে স্বপন সুখে ও চন্দা মাণিক গোপন কান ॥

১৪৭

গানের লেখন গেছি লিখে জীবন পাতার দিকে দিকে
লিখেছি যে সকাল সাঁঝে লিখেছি যে অশ্রু সাজে
খেলার কাজে ধূলার লাজে
পথ চেয়েছি অনিমিখে ॥
আজ এলে কি জীবন নীড়ে গন্ধগহন সন্ধ্যা তীরে
জীবন পদ্মে ঘিরে ঘিরে
বাজলো যে বীণ তোমায় দেখে ॥

১৪৮

হে মুক্ত হে উদার চির পরিচিত চেনা ধন
লহ নিবেদন তন মন মম লহ এ জীবন ॥

লহ কাঁদা হাসা প্রীতি আর আশা
লহ সুখ দুখ জীর্ণ এ বাসার
সব আকুতি সব আকিঞ্চন ॥
জীবন পদ্মে সার্থক তব দান
জ্যোতির জ্যোতি পঞ্চবটের ভগবান
সুন্দর এ সন্ধ্যায় শরণাগতের লহ নিবেদন ॥

১৪৯

ঝিরি ঝিরি ঝরণিত ধারা নৃত্যের ছন্দেতে হারা ॥
আজি পলাশে পল্লবে হাসি আজি পরাণে পরাণে বাজে বাঁশী
আজি কুমুদ কহ্লারে সারা ॥
নয়নে নয়নে সুখ রেশে অজানা আকুলি আসে ভেসে
রুদ্ধ বুকের কোণে ভেঙ্গে যেন যায়
সব আঁধার কারা ॥

১৫০

লীলায় অশেষ তোমার শেষ পেয়েছে কে
জানতে জানিনে জানিনে ॥
যুগে যুগে সুখে দুখে গেয়েছি গান কতই রূপে
পেয়েও তবু পাইনে ॥
রূপে রূপে হলে অরূপ দহন শিখার আরতি ধূপ
চিনতে চিনিনে চিনতে চিনিনে ॥

১৫১

ধরার ধূলে পেলি যদি অরূপ রতন রে
তবে আদরেতে রাখ রে ধরে ক'রে যতন রে ॥
যুগে যুগে খুঁজলি যারে ক'রে সাধন রে
সে যে হৃদয় মাঝে আছে বসে ক'রে আসন রে ॥

শ্যামদুলালী শ্যামার মেয়ে সবার দুলালী
শ্যাম শ্যামাতে করলে অভেদ আহা যুগের স্বপন রে ॥
সে যে শিব হয়েছে শব হয়েছে রূপে রূপে রূপ হয়েছে
হ'রে জীবন মরণ রে ॥

ট্রেনে—সিউড়ি কলিকাতা
পথে ১৯৫২

১৫২

মণি মঞ্জির দুই চরণে রণি
নাচে গদাধর গোপাল মনের মণি ॥
স্বপন মোহন ঐ গোপন বেশে
যুগে যুগে এসেছ কি স্বপন হেসে
কুসুম তনুতে একি রূপের খনি ॥
বাঁকা চাঁদের রেখা দুই নয়নে আঁকা
রাকা হয়ে এলো বুঝি চন্দ্রলেখা
চলিতে উছলি উঠে রূপ লাবণি ॥

১৫৩

আমার বুক ভরে দাও আলো গানে
এবার চোখ মেলেছি তোমার পানে ॥
রইবে আমার আঁখির আগে
তাই তো বুকের কাঁপন জাগে
বাজন বাঁশী না জানি কোন সুরেই বাজে কানে কানে ॥
তনুতে ঐ আবছা ছোঁয়ায় অশ্রু ঘনায়
অধরা ও গদাধর
আজ তিয়াস আমার সকল খানে ॥

১৫৪

আজো মনের রঙ্গে হয়নি রাঙ্গা রাকা চরণ দুটি ।
আজো নয়ন জলে হয়নি জাগা চরণ তলে লুটি ॥
বুকের ব্যথায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রাণের ঠাকুর রয় না রেঙ্গে
সকল আড়াল টুটি ॥
বুকের কোনায় মনের মণি বেদন প্রহর গনি গনি
আকুলি যে আজো জাগে বাড়িয়ে ব্যাকুল মুঠি ॥

১৫৫

মানিক রাজার বনে গন্ধ আলিঙ্গনে
বাঁশীই যেন শুনি ॥
বেদন নিথর প্রাণে অকুল আকুল গানে
যখন তৃষার প্রহর গুনি ॥
অশ্রু হাসির মালা দেয় যে বুকে দোলা
পেতে চরণ রুনুরুনি ॥
জানি এমনি সারা হবে যবে আমায় তুলে লবেঁ
স্বপন সোহাগ বুনি ॥

১৫৬

যদি মানস কমল শুধুই রবে ধূলার আসন ধূলাই হবে
হরি কেন তবে এমন আসা ॥
যদি চরণ রঙ্গে রাঙ্গবে না গো ব্যথার দোলায় কেন রাখো
নিতি নিতি জাগাও আসা ॥
যদি তিলে তিলে গাঁথা মালা চরণ নাহি করে আলা
তবে কু ড়ির কেন ভালবাসা ॥
যদি নয়ন হরা অরূপ রূপে জাগবে না হে চুপে চুপে
কেন রূপ ধরেছ সর্বনাশা ॥

নীরব হয়েই রবে মরি   কেন মোহন বাঁশী নিলে হরি
(গদাধর হরি)
দিতে এমন কাঁদা হাসা ।।

১৫৭

প্রভু গান ভুলাতে গান যে জাগাও
তাই ধূলায় জাগে চরণ ধূলাও ।।
ব্যথার ছলে দাও যে হাসি
আঁধার অমায় বাজাও বাঁশী
ব্যথা দিয়ে ব্যথা কি নাও ।।
কেন বটের ধূলায় গড়াগড়ি
কার এত কাঁদন নিলে হরি
লুকাও তবু চাওনা যে তাও ।

১৫৮

হিয়ার গহিন হতে একি রূপ নিয়েছ হরি
লুকাতে উছলে পড়ে রূপের মানিক মরি ।।
বাঁকা আঁখি আধো রাকা   প্রেমের পাথার যায় কি ঢাকা
তিলে তিলে বুক নিঙারি রূপ উঠেছে ভরি ।।
মানিক রাজার বনের বাঁশী   ঠোঁটের কোনে ওঠে হাসি
চরণের নাচন রাঙা আজো যে রয় গুমরি ।।
চন্দ্রামনির ছন্দ বাউল   আজ ধরণীর ভাসলো দুকুল
আকুল করা আতুল রূপে রাখবো কোথা ধরি ।।

১৫৯

নয়নে বাদল ভাঙ্গি
এস তবে এস নামি

জীবনের দুটি কূলে মরুমায়া শুধু দুলে
আলো আর ছায়া ভুলে ছাওয়া মম দিন যামী ॥
স্বপন মোহন রূপে বেদন ঘন বুকে
দুখ দিয়ে সব দুখে ঝলকিয়া এস স্বামী ॥
সারদার শ্যাম সখা লুকাতে দাঁড়াও একা
প্রেমমণি মাখামাখা নয়নে নয়ন দানি ॥

১৬০

মেঘ ঘন রূপে এস বিজলী ঝলি
আকুল চরণে শত স্বপন দলি ॥
হিয়ার গোপন ব্যথা ভুলে যাওয়া কল কথা
আকুল পুলকে যদি যাই গো ভুলি ॥
মরণের এই কূলে স্মরণের এই কুলে
কুল-হারা করিবে কি বারেক ছলি ॥
জীবনের যত পূজা উছলিত হবে কি তা
নয়নের সুরধুনী তাই পড়ে গো গলি ॥

১৬১

আমার মনের বীণায় আজ বাজলো কিনা
জানি না জানি-না ॥
কি জানি কি দিশা হারায় আকাশ আলোয় বনের মায়ায়
দেয় কি চেনা ॥
অবশ আবেশ ক্লান্ত আঁখি জানিনা কোন স্বপন মাখি
রয় যে জাগি তন্দ্রাহীনা ॥
আপন মনে বসে থাকা স্বপন নিয়ে এই যে জাগা
তার এড়িয়ে যাওয়া পরশ কিনা ॥
কোন বটের বাসী রয় উদাসী তাই দুরাশী মন আঙ্গিনা ॥

১৬২

ওগো ঠাকুর ওগো নিঠুর এমনি করে করলে যে দূর
আপন জনা বলে ।।
দুখ দিলে যে টানতে বুকে অশ্রু দিলে উছল চোখে
সোহাগ সোনায় গ'লে ।।
মনে ছিলে মনের মণি তাইতো নিতি প্রহর গণি
জীবন মরণ পলে পলে ।।
দূর থেকে যে বাঁশীর টানে সুর দিয়েছ ব্যথার গানে
বাউল বটের তলে ।।

১৬৩

ওগো ধূসর সন্ধ্যা অন্ধকারের আলো
মোর অন্ধ দেউলে জ্বালো দীপ জ্বালো জ্বালো ।।
ঐ অরূপ অধরা হাসি আজ অলখে দাঁড়াও আসি
সব বন্ধন হোক কালো ।।
চরণে চরণ রাঙায়ো মরণে শরণ দানিও
আমারে বাসিয়া ভালো ।।

১৬২

আমার পথের ধূলা রাঙলো নাকি
এই গোধূলীর ছায়
বেদন মোহনায় ।।
ঝিল্লী কাঁপা শ্যামল বনে থেমে আসা দূর রণনে
সেই অচিনেই চায় গদাধরেই চায় ।।
নিঙড়ে বুকের সকলখানি নিথরিত এই বনানী
বুক পেতে রই বুকে পেতে সেই অধরায় ।।

ভুলতে ভোলা হয়না যারে
ভীড় করে রয় নয়ন ধারে
আলো মেশা অন্ধকারে   সেই তো আসে যায় ॥

১৬৫

জাগো মা চন্দ্রারাণী
গদাধর চন্দ্রে জাগাও গো
ভুবনে ভবনে প্রভাত হবে না না যদি জাগে ভুবন স্বামী
পুলক আকুল দখিন পবন
ঘুমায়ে রয়েছে জীবন স্বপন
জাগেনা বুঝি জাগার বাণী ॥
ফোটে ফোটে ফোটে না বিকাশ কুসুম
টুটিতে টুটেনা ঘুমের নয়ন
কমল নয়নে মিলন মেলানী ॥

১৬৬

দিঘীর কূলে ওগো আকুল
আর কত কাল ডাকবে এমন
জীবন মরণ দুধার ভেঙ্গে   ডাক শুনেছি যেন কখন ॥
কোন বনেতে গন্ধ গোপন   কোন বনেতে ওগো মোহন
কোন সায়রের পারে হে ঠাকুর লুকিয়ে এমন জাগাও স্বপন ॥
যুগে যুগে জাগিয়ে জাগো   রূপে রূপে লুকিয়ে থাকো
চপল হয়েও ওগো অচল   নিঠুর মধুর তোমার শরণ ॥

১৬৭

গহন গাহন চোখে একি চিকন মাধুরী
স্বপন হয়ে থমকে আছে রূপের রিজুরী ॥

আঁখিতে যে স্বপন বোনা অঙ্গ ভরি রূপের সোনা
এমন করে কে রচেছে উছল চাতুরী ॥
ভোরের আলো চপল পায়ে চলতে যেন চরণ ছায়ে
অচল হয়ে রইল পড়ে চরণ উজোরী ॥

১৬৮

শিশির ফোটা কমল না এ কাঁপন লাগা ভোরের তারা
কাঁদন রাতির শেষ আরতি রূপের যুথী আপন হারা ॥
হিমেল রাতের হেমন্তিকা মায়ের মায়া অনিমিখা
দূর অলকার আশিষ লিখা উধাও ডাকের সাড়া ॥
কুন্দকলির গন্ধ শুচি দূর অলকার চাঁদের কুচি
অলখ আকুল রূপের গুছি শ্যামার মেয়ে পরাণ কাড়া ॥

১৬৯

ওরে মাকে আমার যায়কি চিনা
ও সে রূপে রূপে অরূপ হয়ে
সকল রূপে আছে লীনা ॥
দোয়েল শ্যামার ছন্দখানি সেও তো আমার মায়ের বাণী
সুরধুনীর মরমরানি সেও তো মায়ের ছন্দলীনা ॥
ভোরের আলোয় লিখন সোনা রূপে রাঙ্গা চরণ কোনা
মল্লীমধুর বল্লী হাসি ঐ অফুট হাসি একটু কিনা ॥
ঐ আড়াল আঁখির চুপে চাওয়া
গগন ভুবন রয় যে ছাওয়া
স্বপন দিল নয়ন ছেয়ে শ্যামা মেয়ের কথার বীণা ॥

১৭০

তুমি চেয়ে রও বুঝি করুণা ঘন নয়নে
ক্ষণে নাচি যবে প্রভু চঞ্চল চল চরণে ॥

আকুল উছল কণ্ঠে যদি গীত জাগে নব ছন্দে
গীত মন্থন ধন জাগো কি নন্দন ঘন বরণে গদাধর ঘন বরণে ॥
অর্চনা নত উপচারে যবে প্রিয়তম ডাকি বারে বারে
তুমি জাগো কি নয়ন হরণে ॥
মোর সন্ধ্যা নিমীল আঁখিতে
তুমি এসো কি থমকি চলিতে আমার শয়নে স্বপনে শরণে ॥

১৭১

হরি গদাধর হরি—
অনেক সাধায় অনেক কাঁদায় আরতি দীপ জ্বেলেছি গো
চোখের জলে অনেক বাঁধায় মণি দীপটি মেজেছি গো ॥
আয়োজনের অনেক ভুলে শুখানো এই তুখের ফুলে
ধূপের মত জ্বলে জ্বলে পূজার দেউল ভরেছি গো ॥
মন হারানো মনে মনে চপল উছল ক্ষণে ক্ষণে
শরণ আমার হারায় প্রভু ধরতে চরণ সরেছি গো ॥
নেবে তুলে আপন বলে সব হারায়ে যাবো গলে
সেই আশে আজ তুহাত জুড়ে আপন বলে বসেছি গো ॥

১৭২

নেচে কি আসবি আবার ওরে ও চন্দ্রা কানাই
ধরার ধূলে তেমন করে ফোটেনা তো কুমুদ কেয়াই ॥
আমের বনে ঝুলন ঝুলায়
আর কে তেমন মনকে ভোলায়
ঢলে ঢলে কই রে ঢলে মনের যমুনাই ॥
নূপুর নাচন চরণ ছাঁদে মনে প্রাণে আর কে বাঁধে
বনের কুহু কাঁদন মুহু নাই যে সাড়া নাই ॥
ধূ-ধূ করে শ্যামলতা কয় না কথা বনের পাতা
হু হু করে উধাও হল সারা পরাণটাই ॥

১৭৩

প্রভাতী তারায় প্রথম প্রকাশ তোমার অভ্যুদয়
জয় হোক তব জয় ॥
প্রেম ঝলকে অলকানন্দা বেদ আলোয় পুলক ছন্দা
নন্দন নব বন্দনা তব জেগেছে জগৎময় ॥
সপ্ত ঋষির মন্থন ধন গদাধর সাধা অরূপ রতন
সত্য শিব সুন্দর বর অলকার আলোময় ॥

১৭৪

বিজুলী উছলিত রজনী মম
দীপ হীন দেউল নিবীল তম ॥
কতনা চাওয়া পথ ছায়াতে ছায়া মত
চুপে যে যাওয়া আসা নয়নে নিদ সম ॥
বেদনার নন্দনে দুখ হৃদি মন্থনে
মুক্তির বন্ধনে গদাধর প্রিয়তম ॥
জানিনা তো কি যে চাওয়া নাহি চেয়ে তবু পাওয়া
বুকে চেপে তবু রাখা দুখের ধন মম ॥

১৭৫

আমার মনের মুকুল উছল উতল এলে কি হরি
শ্যাম নিচোলে জলদ দোলে মরি গো মরি ॥
চরণ নূপুর বাজাও মধুর মেঘের মাদল বোল
ঐ নয়ন চমক লাগাও একি স্বপন সুধায় হরি ॥
দূরের পথে সুর হারায়ে মরি যে ঝুরে
আপন হতে তাই কি হলে গদাধর হরি ॥
চোখের জলে সাজবে বলে হলে যে বিধুর
কাজল চোখে রচবে কি দূর দাঁড়াও নিথরি ॥

১৭৬

কমল ফোটা আলোর কূলে আজকে এলে কি
ঝরে পড়া স্বপন হরা তোমায় পেয়েছি ॥
শ্যামলের বান ডেকেছে   সুরধুনীর সুর জেগেছে
নয়ন দুটি পরাণ মেলে তোমায় পেল কি ॥
দূরের পথে যারে পাওয়া   দিনে দিনে মিছেই চাওয়া
আমার এই বন্ধ দ্বারে কর হানে কি ॥
নিছানী হিয়ায় হিয়া   বিদায়ীর বেদন দিয়া
চরণ শরণ সফল চাওয়া আমায় নেবে কি ॥

১৭৭

খেয়ার তরী ভাসাই ওগো তোমার চরণ মূলে
জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে চলি কতই ভুলে ॥
আঁধার আসে আসে আলো প্রদীপ আবার জ্বালো
একূল ছেড়ে চলি যদি তোমার অপর কূলে ॥
স্বপন আসে আসে শরণ জীবন আসে আসে মরণ
আঁধার রেখায় আলোর লেখায়
চরণ দুটি কে গো দেখায়
ঢেউয়ের উছল কূলে ॥

১৭৮

মেঘ কজ্জল বিমলিন আঁখি নন্দন গন্ধিত অন্ধকারে
ওগো গদাধর এলে নাকি ॥
কজ্জলিত এই কেয়ার বনে গহিন গোপন আনমনে
সুরছন্দে আজো যে জাগি ॥
নূপুরিত চরণে বাদল রিমঝিম
বিজুরী উছলিত নয়নে আধো চিন

পুঞ্জিত বেদনার মদির মধু বীণ
ছাপিতে যে রহে জাগি ॥
শিহরিত মালতীর গন্ধ ঢাকা
অরূপ লাবণি হল যে রাকা
জীবন মরণ যায় কি রাখা
নয়ন মনে নেব কি মাখি ॥

১৭৯

একি ভুবন মোহন মম এলে
নভনীল নয়ন মেলে গদাধর
বাদল বিথান বন বেশে সজল কেতকী কম কেশে
এলে এলে গদাধর ॥
রিমিঝিমি নূপুরিত পায়ে বনবীথি নিখরিত ছায়ে
এলে এলে গদাধর ॥
স্বপনিম চরণের ভঙ্গিমা
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাহি ছোঁয় আধা আঁকা চন্দ্রিমা
এলে এলে গদাধর ॥

১৮০

আড়ালে আকুলতায় আর কত দিন থাকবো হরি
আর কত দিন এমন করে চোখের জলে ডাকবো মরি ॥
সুখে দুখে এই দোলাতে চরণ সোনা রইবে স্মরি
চোখের জলে মণিমালা তোমার গলায় দেব ধরি ॥
কোয়েল দোয়েল শ্যামার বাঁশী গন্ধ গহন ফুলের হাসি
আমি শুধু কাঁদব বুঝি তোমার রাঙ্গা চরণ স্মরি ॥
বুকে আমার এই যে ব্যথা তোমার ব্যথায় দিও ভরি
আমার মনের সকল কথা তোমার কথায় থাক নিথরি ॥

১৮১

আলোর আনন্দে ওগো আলোর আনন্দে
উতলা আজ জাগলো বুঝি গানে ও গন্ধে ॥
হাসি আর অশ্রু মেশা তারায় তারায় জাগল নেশা
পথের দিশা হারালো আজ বাউল আনন্দে ॥
ভুলেছি যা ঘুমের মাঝে জাগবো না আর আলোর সাজে
হৃদয় মাঝে পেয়েছি যে গদাধর চন্দ্রে ॥
শ্যামার শিষে স্বপন মাগি ফুল কলিদের নাচে জাগি
অলকানন্দে ॥

১৮২

তোমার আলোর নাচন দেখে মন যদি আজ নাচে
তোমার আঁখির স্বপন লেগে যদি জাগন বাঁশী বাজে ॥
তোমার পদ্মদীঘির বুকে ঢেউ যে জাগাও চুপে
আমার হৃদয় কমল সেথা তোমার অরুণ লেখাই যাচে ॥
তোমার গগন ভুবন ভরি একি রূপ উছলে মরি
ওগো গদাধর হরি তাই আঁধার আমার লাজে ॥
এই মরণ মধুর কারা সেথা জাগাও আলোর ধারা
আমায় কর সারা তোমার রূপের মাঝে ॥

১৮৩

আমার ভোরের আলোয় তোমার গন্ধ ঢালা
আমার কণ্ঠ কল তোমার ছন্দ দোলা ॥
আমার গন্ধ গহন তুমি চন্দ্রা মোহন
আমার মুরলী বুকে তোমার মন্ত্র ঢালা ॥
আমার জীবন মাঝে মধু আরতি বাজে
আমার সাঁঝের ক্ষণ তুমি করিও আলা ॥

ধূলা ব্রজেতে ঢাকা তোমার সিঙ্গা রাখা
আমার নিথর কাঁদায় তুমি নিরূপ কালা ॥

১৮৪

আজো আঁধার হয়নি আমার আলোয় আলোময়
আধো আলো রয় দয়াময় আধো আলো রয় ॥
আজো আমার দিঠির বুকে ব্যথার শিশির একটু জেগে
আজো আমি ধূলায় লুটি হইযে তোমাময় ॥
আজো আমার কণ্ঠ মাঝে ছন্দ গীতি একটু আছে
আজো আমার ধূপের মাঝে সুরভি যে বয় ॥
শুকানো এই ফুলের দলে তোমায় চাওয়াই দলমলে
দয়াল আজো চুপি ব্যথা বুক নিঙাড়ি রয় ॥

১৮৫

বিদায় গোধূলি হে প্রভু আজি লহ এ প্রণতি বারবার
শত ভুল দোষ ক্ষমা কর ওগো ক্ষমা সুন্দর তুমি আমার ॥
জীবনে মরণে তোমারি চরণে
জেগেছি কি প্রভু মরমে মরমে
আজি এই দিনে তোমারেই ওগো করেছি জীবনে সার ॥
নন্দিত কর এ জীবন মম
ফুটে উঠি যেন নব ফুল সম
বরণীয় ওগো ওগো রমণীয় জীবনের ফুল হার ॥

১৮৬

প্রভু আমার এ গান আমার এ প্রাণ
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥
আমার বুকে নাচন জাগে বৃন্ত মুখে কাঁপন মাগে
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥

এই যে আমার জ্বলে যাওয়া
এই যে নিতি বিলিয়ে দেওয়া
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥
সুরধুনীর ধারায় ভেঙ্গে দুকূলে কি যাই গো রেঙ্গে
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥

১৮৭

ভোরের আলো যখন জাগে
তুমি দাঁড়াও প্রভু আকুল আঁখির আগে ॥
সুরধুনীর কুহু কুলে আলো ছায়ার মালায় দুলে
দাঁড়াও ঠাকুর হৃদয় যেমন মাগে ॥
ঐ কাকলীর কলকলে আবছা আঁধার ছলছলে
উছল হয়ো ওগো প্রভু মন যমুনার বাঁকে ॥
জীবন নদীর তিমির কালো
তুমিই প্রভু সেথায় আলো
অরুণ করুণ রাগে ॥

১৮৮

গগন ভুবন আঁধার হল
এবার পার কর হে কাণ্ডারী
সাঁঝের আঁধার গহন হলে
ভয়ে ভয়ে তোমায় স্মরি ॥
একুল আঁধার ওকুল আঁধার
উছলে ওঠে দুখের পাথার
চোখের কোনা যায় যে ভিজে
নাই যে পাড়ের কড়ি ॥
বারে বারে জ্বালাই যে দীপ

নিভে নিভে হারায় নিরিখ
ভয়ে ভয়ে মরি যে আজ
ধরতে নারি পাড়ি ॥
যদি সাঙ্গ হরি তোমার খেলা
আর কোরো না হেলা ফেলা
তবে এবার হাতটি ধরে
চরণ তলে নিও ধরি ॥

১৮৯

তবু জেগেছ আমারি মাঝে
চির পুরাতন নহ তবু চেনা
কোথা তুমি লও নাহি তার জানা
চলা পথে দিশা আছে ॥
হিম মলিন এই ধরণীর
হে গিরিশন্ত হে চিরবীর (বিবেক বীর)
আজি এ নিভৃতে প্রাণের সমিধে
জাগো ভয়ে জাগো লাজে ॥
নন্দন ফুল চন্দন হারে
বন্দিত জানি আজি বারে বারে
দীন উপচার দীন নিবেদনে রাজ উপচার রাজে ॥

১৯০

আজি সেজেছি তোমারি সাজে
নাচিতে তোমারি নাচে ॥
আজি নৃত্য আমারি অঙ্গে
আজি নৃত্য সকল ভঙ্গে
ভুবন ভবনে রঙ্গে নৃত্যে তোমারে যাচে ॥

নীল যমুনার ধারা   অঙ্গে আমারি সারা
মৌন নাচন বাণী অঙ্গে অঙ্গে রাজে ॥
(ওগো) গদাধর চিরসুন্দর   হৃদয় আজিকে চঞ্চর
গহন গোপন মন্থরে জাগো হে নিবিল লাজে ॥

১৯১

হে শিব শান্ত করুণ কান্ত
জাগ্রত হও জাগো জাগো ॥
আনন্দ সঙ্গীতে   হোক আজি নন্দিত
বেদ গাথাময় রাগ ॥
দীপ্ত নয়ন হানো   দহন মন্ত্র দানো
বিবেক শঙ্খ হাঁকো হাঁকো ॥
শিব সুন্দর বেশে অমৃত হাসি হেসে
দেশে দেশে আর দিশে দিশে
প্রেম অমৃত মাগো ॥
জাগ্রত হও জাগো জাগো ॥

১৯২

তোমার বাঁশীর সুরে   আমার গহন আঁখি
তাই তো জাগি ওগো ঘুমেই জাগি ॥
তোমার অলখ হাসি   নয়ন নেয় যে মাখি
তবু চুমার রাশি কই যাও গো আঁকি ॥
আমার বুকের বীণায়   কাঁদন ধন লীনা
জানি জানি জানিনা তবু রাখি চাপি ॥
সাথের সাথী ওগো তুমিই সাথী
গানে গানে তোমার মালা গাঁথি
মোর বেদন খানি চুপে চুপেই রাখি ॥

১৯৩

হরি যেমন রাখো তেমনি থাকি
যেন সুখে দুখে তোমায় ডাকি ॥
পথের কাঁটা ফুলের মত   জানি প্রভু ফুটবেনা তো
ব্যথার হারে তবু যেন বুকের তলে নিতুই রাখি ॥
দীপের বুকে জ্বালা দিলে
না হয় দীপক রাগে তুমিই এলে
কৃপায় কণায় জুড়াও যদি বারেক যেন তোমায় দেখি ॥
আঁধার রাতির প্রদীপটিরে   নিভাও যদি ব্যথার মীড়ে
ভোরের বেলায় চুমায় ঘিরে নয়ন দুটি দিও ঢাকি ॥

১৯৪

প্রভু পূজাই শুধু রাজে
জীবন ভরা কাজে ॥
গগন ভুবন সারা   তোমার পূজায় আপনহারা
আরতির ছন্দে তোমার চন্দ্র সূর্য্য নাচে ॥
ব্যথার ধূপ জ্বালি   সাজাই পূজার থালি
তোমার বন্দনাই যে দেখি ফোটা ফুলের মাঝে ॥
সুরধুনীর ছন্দ দোলে   ভোরে পাখীর কলকলে
নন্দন আনন্দে তোমার আনন্দ গান বাজে ॥

১৯৫

বেলা যায় অজানায় জানিনা কি চেয়ে
কান্নাহাসির মানিক ওগো ওগো অচিন নেয়ে ॥
কাঁদন ঘনায় ক্ষণিক যেন   কি যে চাই কেন হেন
আঁধার আসে নয়ন ছেয়ে।

১৮১

আলোর আনন্দে ওগো আলোর আনন্দে
উতলা আজ জাগলো বুঝি গানে ও গন্ধে ॥
হাসি আর অশ্রু মেশা তারায় তারায় জাগল নেশা
পথের দিশা হারালো আজ বাউল আনন্দে ॥
ভুলেছি যা ঘুমের মাঝে জাগবো না আর আলোর সাজে
হৃদয় মাঝে পেয়েছি যে গদাধর চন্দ্রে ॥
শ্যামার শিষে স্বপন মাগি ফুল কলিদের নাচে জাগি
অলকানন্দে ॥

১৮২

তোমার আলোর নাচন দেখে মন যদি আজ নাচে
তোমার আঁখির স্বপন লেগে যদি জাগন বাঁশী বাজে ॥
তোমার পদ্মদীঘির বুকে ঢেউ যে জাগাও চুপে
আমার হৃদয় কমল সেথা তোমার অরুণ লেখাই যাচে ॥
তোমার গগন ভুবন ভরি একি রূপ উছলে মরি
ওগো গদাধর হরি তাই আঁধার আমার লাজে ॥
এই মরণ মধুর কারা সেথা জাগাও আলোর ধারা
আমায় কর সারা তোমার রূপের মাঝে ॥

১৮৩

আমার ভোরের আলোয় তোমার গন্ধ ঢালা
আমার কণ্ঠ কল তোমার ছন্দ দোলা ॥
আমার গন্ধ গহন তুমি চন্দ্রা মোহন
আমার মুরলী বুকে তোমার মন্ত্র ঢালা ॥
আমার জীবন মাঝে মধু আরতি বাজে
আমার সাঁঝের ক্ষণ তুমি করিও আলা ॥

ধূলা ব্রজেতে ঢাকা   তোমার সিঞ্জা রাখা
আমার নিথর কাঁদায় তুমি নিরূপ কালা ॥

১৮৪

আজো আঁধার হয়নি আমার আলোয় আলোময়
আধো আলো রয় দয়াময় আধো আলো রয় ॥
আজো আমার দিঠির বুকে ব্যথার শিশির একটু জেগে
আজো আমি ধূলায় লুটি হইযে তোমাময় ॥
আজো আমার কণ্ঠ মাঝে ছন্দ গীতি একটু আছে
আজো আমার ধূপের মাঝে সুরভি যে রয় ॥
শুকানো এই ফুলের দলে তোমায় চাওয়াই দলমলে
দয়াল আজো চুপি ব্যথা বুক নিঙাড়ি রয় ॥

১৮৫

বিদায় গোধূলি হে প্রভু আজি লহ এ প্রণতি বারবার
শত ভুল দোষ ক্ষমা কর ওগো ক্ষমা সুন্দর তুমি আমার ॥
জীবনে মরণে তোমারি চরণে
জেগেছি কি প্রভু মরমে মরমে
আজি এই দিনে তোমারেই ওগো করেছি জীবনে সার ॥
নন্দিত কর এ জীবন মম
ফুটে উঠি যেন নব ফুল সম
বরণীয় ওগো ওগো রমণীয় জীবনের ফুল হার ॥

১৮৬

প্রভু আমার এ গান আমার এ প্রাণ
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥
আমার বুকে নাচন জাগে   বৃন্ত মুখে কাঁপন মাগে
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥

এই যে আমার জ্বলে যাওয়া
এই যে নিতি বিলিয়ে দেওয়া
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥
সুরধুনীর ধারায় ভেঙ্গে   দুকূলে কি যাই গো রেঙ্গে
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥

১৮৭

ভোরের আলো যখন জাগে
তুমি দাঁড়াও প্রভু আকুল আঁখির আগে ॥
সুরধুনীর কুহু কুলে   আলো ছায়ার মালায় দুলে
দাঁড়াও ঠাকুর হৃদয় যেমন মাগে ॥
ঐ কাকলীর কলকলে   আবছা আঁধার ছলছলে
উছল হয়ো ওগো প্রভু মন যমুনার বাঁকে ॥
জীবন নদীর তিমির কালো
তুমিই প্রভু সেথায় আলো
অরুণ করুণ রাগে ॥

১৮৮

গগন ভুবন আঁধার হল
এবার পার কর হে কাণ্ডারী
সাঁঝের আঁধার গহন হলে
ভয়ে ভয়ে তোমায় স্মরি ॥
একুল আঁধার ওকুল আঁধার
উছলে ওঠে দুখের পাথার
চোখের কোনা যায় যে ভিজে
নাই যে পাড়ের কড়ি ॥
বারে বারে জ্বালাই যে দীপ

নিভে নিভে হারায় নিরিখ
ভয়ে ভয়ে মরি যে আজ
ধরতে নারি পাড়ি ॥
যদি সাঙ্গ হরি তোমার খেলা
আর কোরো না হেলা ফেলা
তবে এবার হাতটি ধরে
চরণ তলে নিও ধরি ॥

১৮৯

তবু জেগেছ আমারি মাঝে
চির পুরাতন নহ তবু চেনা
কোথা তুমি লও নাহি তার জানা
চলা পথে দিশা আছে ॥
হিম মলিন এই ধরণীর
হে গিরিশস্ত হে চিরবীর (বিবেক বীর)
আজি এ নিভৃতে প্রাণের সন্নিধে
জাগো ভয়ে জাগো লাজে ॥
নন্দন ফুল চন্দন হারে
বন্দিত জানি আজি বারে বারে
দীন উপচার দীন নিবেদনে রাজ উপচার রাজে ॥

১৯০

আজি সেজেছি তোমারি সাজে
নাচিতে তোমারি নাচে ॥
আজি নৃত্য আমারি অঙ্গে
আজি নৃত্য সকল ভঙ্গে
ভুবন ভবনে রঙ্গে নৃত্যে তোমারে যাচে ॥

নীল যমুনার ধারা   অঙ্গে আমারি সারা
মৌন নাচন বাণী অঙ্গে অঙ্গে রাজে ॥
(ওগো) গদাধর চিরসুন্দর   হৃদয় আজিকে চঞ্চর
গহন গোপন মন্থরে জাগো হে নিবিল লাজে ॥

১৯১

হে শিব শান্ত করুণ কান্ত
জাগ্রত হও জাগো জাগো ॥
আনন্দ সঙ্গীতে   হোক আজি নন্দিত
বেদ গাথাময় রাগ ॥
দীপ্ত নয়ন হানো   দহন মন্ত্র দানো
বিবেক শঙ্খ হাঁকো হাঁকো ॥
শিব সুন্দর বেশে অমৃত হাসি হেসে
দেশে দেশে আর দিশে দিশে
প্রেম অমৃত মাগো ॥
জাগ্রত হও জাগো জাগো ॥

১৯২

তোমার বাঁশীর সুরে   আমার গহন আঁখি
তাই তো জাগি ওগো ঘুমেই জাগি ॥
তোমার অলখ হাসি   নয়ন নেয় যে মাখি
তবু চুমার রাশি কই যাও গো আঁকি ॥
আমার বুকের বীণায়   কাঁদন ধন লীনা
জানি জানি জানিনা তবু রাখি চাপি ॥
সাথের সাথী ওগো তুমিই সাথী
গানে গানে তোমার মালা গাঁথি
মোর বেদন খানি চুপে চুপেই রাখি ॥

১৯৩

হরি যেমন রাখো তেমনি থাকি
যেন সুখে দুখে তোমায় ডাকি ।।
পথের কাঁটা ফুলের মত   জানি প্রভু ফুটবেনা তো
ব্যথার হারে তবু যেন বুকের তলে নিতুই রাখি ।।
দীপের বুকে জ্বালা দিলে
না হয় দীপক রাগে তুমিই এলে
কৃপায় কণায় জুড়াও যদি বারেক যেন তোমায় দেখি ।।
আঁধার রাতির প্রদীপটিরে   নিভাও যদি ব্যথার মীড়ে
ভোরের বেলায় চুমায় ঘিরে নয়ন দুটি দিও ঢাকি ।।

১৯৪

প্রভু পূজাই শুধু রাজে
জীবন ভরা কাজে ।।
গগন ভুবন সারা   তোমার পূজায় আপনহারা
আরতির ছন্দে তোমার চন্দ্র সূর্য্য নাচে ।।
ব্যথার ধূপ জ্বালি   সাজাই পূজার থালি
তোমার বন্দনাই যে দেখি ফোটা ফুলের মাঝে ।।
সুরধুনীর ছন্দ দোলে   ভোরে পাখীর কলকলে
নন্দন আনন্দে তোমার আনন্দ গান বাজে ।।

১৯৫

বেলা যায় অজানায় জানিনা কি চেয়ে
কান্নাহাসির মানিক ওগো ওগো অচিন নেয়ে ।।
কাঁদন ঘনায় ক্ষণিক যেন   কি যে চাই কেন হেন
আঁধার আসে নয়ন ছেয়ে ।

ঝরা পাতার মরমরে   বনের কাঁদন নয়ন ভরে
দরদী গো কাণ্ডারী গো আপনি এস নয়ন ছেয়ে ॥
নিঝুম হওয়া এই যে রাতি   সাথীহারা সন্ধ্যা পাখী
ছুটে চলে না জানি হায় উধাও ধেয়ে ॥

১৯৬

প্রথম বীণার ঝঙ্কারে মাগো জেগেছে মরণে প্রাণ
ওঙ্কার মধুছন্দ জাগালে সুরভিত সব দান ॥
মন্থর ধরা চঞ্চর হল   ছন্দ উথল রূপ ঢল ঢল
আঁধারের অবসান ॥
মুদিত ত্রসিত জীবনের মাঝে
শুভ্র শোভন ও তনু বিরাজে
চন্দনে আর অর্চনে দিও
চরণ নিকষে স্থান ॥

১৯৭

আমার নয়ন জলের পূজায়
জানি হয় না তোমায় চাওয়া ॥
সকল ব্যথার ব্যথী তোমায়
হয় না যে তাই পাওয়া
আমার বুকের কোণে কোণে
জানি আঁধার আছে বোনা
তাই জনে জনে শুধাই হয় না আমার গাওয়া ॥
যদি বারেক করুণ হেসে
হরি দাঁড়াও কভু এসে
এলে আপনি কৃপা করে মিটবে আমার চাওয়া ॥

১৯৮

যদি মন না নাচে নাচার মত
তবে কি হেরবে না হে বারেক হরি ॥
যদি গান না জাগে কলকণ্ঠে ওগো
শুনতে বারেক রইবে সরি ॥
ধূপের জ্বালায় জ্বলি যখন ক্ষণে ক্ষণে
সেকি নয়কো তোমার চরণ স্মরি
উছলে ওঠা হৃদয় আমার যায় গো ঝরি
সে কি ক্ষনিক রঙেও রাঙ্গবে না গো চরণ ধরি ॥

১৯৯

বন জোছনা তুমি আধো অন্ধকারে
সুরছন্দ গাঁথা মম বেদন হারে ॥
জীবনের মাঝে তুমি মরণ বীণা
ধূপ সুরভির সম যেন আছো গো লীনা
ফোটা আর ঝরা তাই বারে বারে ॥
আঁধারে থমকিত আলোর ধারা
মরুর বুকে যেন আপনা হারা
নাহি দাও ধরা তবু চাওয়া মিটে না রে ॥

২০০

বেদন নিবেদন প্রভু হে
নিও নিও হে ধরে নিও হে ॥
হয়তো মিছে আমার এ গান
হয়তো প্রাণের ছোঁয়ান নাইকো এতে
কমল হতে পারবো তবু ধরে নিও নিও হে ॥
হয়তো ভরা অঞ্চলে শুধু কথাই সম্বল

তোমার চরণ তলে মুকুতার মত ফুটে ওঠে যদি
ধরে নিও হে ॥
জীবন ভরা এই যে জ্বালা
হয়তো হবে কাঁটাই শুধু
মণির মালা নাইতো আমার
তাই ধরে নিও হে প্রভু নিও হে ॥

২০১

যখন ঘনায় সাঁঝের আঁধার ঘনায় বিদায় বেলা
আর কোর না হেলা ঠাকুর আর কোর না হেলা ॥
কণ্ঠে আমার নিবিয়ে আসে গান
নয়ন ভরা অশ্রু অফুরান
আর সাজেনা লুকোচুরী খেলা ॥
কুলায় নীরব কলকথা সাঁঝের দীপে জমলো ব্যথা
পূরবীতে আরতির পালা ॥
সুরধুনীর চুপি চুপি গানে
কি যে ব্যথা কয় যে কানে কানে
উধাও হয়ে চলা শুধু চলা ॥

২০২

কি জানি কেন নয়ন ভরে চেয়ে থাকি
প্রথম মেঘের খেলা কেন নয়ন নিল মাখি ॥
কেয়ার বনে ফিরে দেখি দল কটি ত্রার মেললো নাকি
গন্ধ তারি গহন হল কণ্টক দুখ লাগি ॥
গোপন কোনের কোন বাঁশরী ডেকে যায় আজ আদরি
কাজরীর চমক লেগে কই জাগলো কালো আঁখি ॥

স্মৃতি ভেজা কার বারতা   কুল হারায়ে ফেরে হেথা
ঐ কুলেরি হাতছানি কি যায় অকুলে হাঁকি ॥

২০৩

আমার দিনে দিনে দিন যে গেল
দিনের আশা মিটল কই ?
ওগো সাঁঝের আলো জ্বললো যখন
সাঁঝের প্রদীপ দীপলো কই ?
গগন কুলায় নামলো পাখী
আমার মনের কুলা ভরলো কই ?
যখন যূঁই চামেলী মেল্‌লো নয়ন
আমার মন ভ্রমরা জাগলো কই ?
বাজলো বাউল এক তারাতে
ওগো তারায় তারায় কাজলা রাতে
আমার নয়ন তারায় বটের বাউল
তোমার দেখা মিললো কই ?

২০৪

চন্দ্রা যেন চন্দ্রহারা দখিনা পুর আজ কাঁদিয়া সারা
নাহি আনন্দ নৃত্যছন্দ সুরধুনী হারালো ধারা
আঁধারে ফিরে বকুলবাস বেণুর বনে কাঁদিয়া ধায়
নিতি এ ব্রজে নাহি যে সাড়া ॥
নিথরে কাঁদে মুরজ মুরলী
বটের মূলে মুরছে উতলি
আকুলি খুঁজে পরাণ পরাণি
কথার কাকলী পরাণ কাড়া ॥

২০৫

যাই গো যদি যাই ক্ষণের পরশ যেন পাই
এই যে চাওয়া চিরদিনে চল চঞ্চল সদা সদাই ॥
যদি এই পথ ধুলে সাড়াটুকু নাহি মিলে
আশা রবে তবু রবে হারাতে না হারাই ॥
গদাধর দয়া করে শেষ ক্ষণে নিও ধরে
ক্ষণ তরে দিও ঠাঁই ॥

২০৬

মেঘে কজ্জল আবেশিত তুহুঁ আঁখি
উছলিত বিজুলীরে নিল আঁকি ॥
ঝিরি ঝিরি বাতাসের সেতার বাজে
বনময় মর্মরি বেতস নাচে
নব মধুকর ওগো গদাধর এলে নাকি ॥
গোধুলীর লগনে নব মেঘলা
শিথিলিত ফুলদল হল যে মেলা
নিজনের অঞ্চলে নয়ন ঢাকি ॥
সুরধুনী সিঞ্জন নূপুরে বাজে
চাঁদিনীর মুরছন নয়নে নাচে
ভুবনে ভবনে আজি একি সাজে
নন্দন ছন্দন নিলে যে মাখি ॥

২০৭

আমার নয়ন নিদে এস এস হে হরি
বরষার আঁধিয়ারে ক্ষণ বিজুরী ॥
রিমঝিম রিমঝিম দাদুরী বোলে
সুরভিত বনানীর তমাল তলে

নূপুরিত চরণের রণন ভরি ॥
রাতের নিসীমায় কণ্টকি কেয়া ছায়
গৃহহারা পথিকেরি পথ নিথরি ॥
শ্রান্ত এ তনু মনে জাগাও তৃষা
দুর্জয় বন পথে দাও হে দিশা
নিথর বটবেণু দাও মুখরি

২০৮

সামোয়া দ্বীপে নাচি নাচি গো
গদাধর প্রীত যাচি য়াচি গো
শ্যামলের প্রীত যাচি গো ॥
হো হো হাওয়া যায় যে বয়ে
তারি কথন কয়ে কয়ে
নিথর হ্রদে ভেঙ্গে ভেঙ্গে
তারি বীণায় বাজি বাজি গো ॥
ঝড়ের মাতন দেখি দেখি চেয়ে
বাজের কাঁদন ছেয়ে ছেয়ে
নাম না জানা ফুলের দোলায়
সাজি সাজি গো ॥

২০৯

সাঁঝের ক্ষণে নম হে নম হে নিরুপম
বেলা শেষের এই মালাখানি গানে ও গন্ধে দিলাম আনি
হে গদাধর হে প্রিয়তম ॥
ঝরে পড়া এই বেলার মত
চরণ তলে আজি হয়েছি নত
ঝরা মালতী সম ॥

বিদায় পথের ঝরা পাতায় লেখা
অমলিন চরণের জাগায়ো রেখা
পরম রম।

২১০

সকল আলো নিভিয়ে এলো
তোমার আলো জ্বালো জ্বালো
সকল দুয়ার রুদ্ধ হয়েছে
তোমার দুয়ার খোলো গো খোলো ॥
পরাণ দখিণা জাগে না বনে
ফুলের নেশা মনের কোণে
চোখের জলের এই নিবেদন
সেই তো ভালো ভালো গো ভালো ॥
কাঁদন রাঙ্গা আকাশ সম
জেগেছ যদি হে নিরুপম
দুখের রাঙা চরণ দুটি
জাগায়ো বুকে আকুল আলো ॥

২১১

আলো আর ছায়া মাখি বাঁধো একি গোপন রাখি
চুপে চুপে চঞ্চলতায় কয়ে যাও গোপন কথা
নীরব চোখে কত ব্যথা রয় যে জাগি ॥
দুয়ার আমার বন্ধ জানি তবু যে রয় কানাকানি
জীবনের এই যে কালো আলো আর করবে নাকি
হে গদাধর হে গোপাল এই যে তোমার গোপন চাল
গোপনে দিও ধরে সেথায় যেন নিতুই থাকি ॥

২১২

হিমালয় ভাঙ্গি জয় গৌরব
এনেছে নয়ন নিথর ॥
সমাধির চির নিথরিত প্রাণে
উচ্ছসিত নিত শিয়র ॥
জ্ঞানের শিখায় সমিধ যোগায়ে
আঁধারের বুক দিয়েছ জ্বালায়ে
দেশে দেশে আর দিশে দিশে
মুক্ত উদার শিহর ॥
কালের কালো কপোলের তলে
কালিকা প্রসাদী প্রদীপ যে জ্বলে
অভেদ মন্ত্রে হৃদি শতদলে
স্বপনিম রূপে সঙ্কর ॥

২১৩

চুপে চুপে একি দাঁড়ানো হরি
বিলাসী বাদলে নয়ন ভরি ॥
ভুলের বেদনা নূপুরে হানি
দূর অলকার স্বপন ছানি
আধো ফোটা ফুল ঝরানো মরি ॥
চাওয়া পথ ভরি ঝরে নি তো জল
তবু সেধে নিলে তাই তব ছল
ধূলার বাদল ও দুটি চরণে
শেষ বরিষণে যাবো কি ঝরি ॥

A glance of গদাধর
12.11.55

২১৪

জ্বেলেছি প্রাণের দীপ আঁধারে হারানো দিক
(ওমা) আরো কি রহিবি আঁধারে ॥
যত ব্যথা আর যত আকুলতা
চরণ নিকষে ছায়া নিবিড়তা
হারাবে কি শুধু পাথারে ॥
সন্ধ্যা নিবিল জীবনে তন্দ্রা জড়ানো নয়নে
দূরের পান্থে ওমা ও জননী
শুধু কি যাইবি ধাঁধায়ে ॥
দুটি হাত জুড়ি আজি এই ক্ষণে
ধরে দিনু মোর দীন নিবেদনে
রাতুল চরণে রাখিও শুধু আমারে ॥

২১৫

নাচ দেখে তার চন্দ্র তারা আকাশ পথে থম্‌কে আছে
ফুলের বনে ফুল যে নাচে মনের বনে সেই তো সাজে ॥
গগন বুকে মেঘের নাচন
দেখেছিস কি পাগল ও মন
নীল যমুনায় লহর নাচে সাগর বুকে সলিল নাচে ॥
দিগ্‌বসনার নাচের তালে
বিশ্বভুবন ওঠে দুলে
সেই নূপুরের তালে তালে জীবন নাচে মরণ নাচে ॥

২১৬

কত ঘরে প্রভু কত আনন্দ কত রূপে দাও দেখা গো
বিশ্বভুবনে তুমি আছো জানি কভু নহি আমি একা গো ॥
শ্যামলিম মাঝে শ্যাম সুন্দর ভরে তোল মোর হৃদি কন্দর
অন্তরযামী তুমি জানো মোর কত ক্ষত কত ব্যথা গো ॥

চেয়ে চেয়ে আঁখি ভরে নাকো আর
নয়ন জুড়ান গদাধর আমার
আঁখি জলে আর হিয়ায় হিয়ায় তুমি আছো চির বাঁধা গো ॥

রাসবন
২৮শে কার্ত্তিক ১৩৬২

২১৭

দাঁড়াও হরি দয়াময়
আঁধার দেউল আলো করে এবার দাঁড়াও হরি দয়াময়
অরূপ রূপে এলে যদি আর কি আঁধার রাখা যায় ॥
মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ সাধ্য আমার বেশী ত' নয়
চোখের দিশা হারায় যদি দিশায় তুমি দিশাময় ॥
জানি আমার অনেক ব্যথা অনেক আছে আঁধার কাঁদা
ধূপের মত জ্বালাও যদি দেউলে ঠাঁই যেন হয় ॥
ফুলের মত ফুটিয়ে তোলো কাঁটার ব্যথা তবেই সয়
চোখ জুড়ে যে আঁধার দিলে রূপেই তুমি রূপময় ॥
মরুর বুকে একটি যে ফুল তাইতে মরুর ব্যথাটি সয়
মনের আঁধার কেনই রাখ তুমি যদি মনোময় ॥

রাসবন

২১৮

ভোরের আলোয় ঝিকিমিকি গদাধরে সেথায় দেখি
ভিজে বনের পাতায় পাতায় মনের কথাই মুরছায়
গদাধরে সেথায় রাখি ॥
আঁকা বাঁকা পথের রেখা চরণ দুটি বুঝি আঁকা
তাইতো বাঁধি গানের রাখী ॥
বিস্মরণীর বালুর চরে সরতে মন নাহি সরে
গানে গন্ধে মাখামাখি ॥

রাসবন

২১৯

আঁধার যদি গহিন হলো এবার তবে এসো আলো
আমার যদি সবই কালো এবার তুমি বাসবে ভালো ॥
মরুর বুকে তৃষা ধূ ধূ বুক ফাটানো কাঁদন শুধু
চোখের জলে কে গলাবে কৃপার বারি তুমিই ঢালো ॥
আমার যদি কাঁটায় ঢাকা ব্যথায় তুমি হবে রাকা
কুঁড়ির বুকে তুমিই সুধা রূপে অরূপ ঢলো ঢলো ॥

২২০

তোমার চোখে এই যে আলো সেইতো আলো প্রাণের আলো
তোমার বুকে লাগে ভালো সেই তো ভালো আমার ভালো
সবার চেয়ে সেই তো ভালো ॥
তোমার মুখে ফুটলে হাসি সবই আমার যায় যে ভাসি
ভুবন মোহন তোমার রূপে
আমার সবই আলোয় আলো ॥
তোমার চোখে লাগে মিঠে তাইতো আমার আঁধার মিটে
আমার দিঠি ভরে দিলে তাইতো লুকায় সকল কালো ॥
সাজবে তুমি এমন ক'রে গরবে বুক যায় যে ভরে
তোমার প্রীতির একটু খানি সেই প্রেমেতে প্রদীপ জ্বালো
আমার প্রাণের প্রদীপ জ্বালো ॥

২২১

আমি তোমাময় কবে হয়ে যাবো হরি
তোমা ছাড়া কভু নাহি হব হে ॥
শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে
তোমা সনে একাকার হব হে ॥

আঁখি জলে আর হিয়ায় হিয়ায়
তোমাময় হয়ে রব হে
ধরণীর ধুলি সঙ্কিল অতি
হেথা তোমা পাওয়া কঠিন হে ॥
কবে এ ধরণীরে ভুলি তোমারেই ভাল বাসিব হে
জীবনে মরণে তুমি আছো শুধু এ ধ্যানে মগ্ন হব হে
কবে তোমা সনে একা রব হে ॥

২২২

হরি ভুলাও নাকি ভুলে যাওয়া হে
রূপে রূপে ভুলাও নাকি   নাকি এড়িয়ে যাওয়া হে ॥
কত রূপে রসে গানে   কতই বিলাস কেবা জানে
প্রাণে প্রাণে এস নাকি উধাও হওয়া হে ॥
ধরতে যে যায় হারিয়ে হরি তোমার মোহন রূপ
শুধু যে হায় জ্বলে যাওয়া আমার প্রাণের ধূপ ॥
রঙ্গ ভরা তোমার রূপে   জাগিয়ে যদি যাও হে চুপে
তবে স্বরূপ রূপে মনের গহণ কূপে
হোকনা পাওয়া হে ॥

২২৩

হে জ্যোতিঘন হে দেবতন লহ নতি লহ নতি
ধূম মলিন কুহেলী বিলীন ধরণীরে দেহ গতি ॥
নাহি বাণী নাহি ভাষা   চির আঁধারের নাহি আশা
হে ধ্রুবতারা সপ্তসায়র সন্ধানী
জাগাও প্রাণের আরতি ॥
বেদোজ্জ্বল নয়ন উজলি
প্রাণের দেবতা জাগাও আকুলি
সত্য শিব সুন্দর হে তুমি হে যুগের সারথি ॥

অভিমন্ত্রের বিবেকবাণী কানে কানে দেহ আনি
মরণ মন্থন গরলিত বুকে জাগো অমৃত মথি ॥

২২৪

হরি তোমার লীলার পার পাওয়া যে ভার
কাঁদি হাসি লীলায় ভাসি কৃপার পারাবার ॥
হয়তো নাহি সজাগ দিঠি তবু আছে প্রেমের মুঠি
তোমায় আমি ছলতে গিয়ে ছলেই পড়ি বারবার ॥
হাত ধরে যে চলছো নিতি আমি ভুলেই গাই চলার গীতি
আমার সকল গতির মাঝে হরি তোমায় করিনে সার ॥
(লুকান ভোগ-চেয়ে নেওয়ায়)

২২৫

আমার বুকের আড়াল হরি আর যেন না থাকে
আঁধার পারাবারে যেন সুধার জোয়ার জাগে ॥
পোড়াও আমায় তাও তো মানি
ধূপের মত সুবাস দানি
যেন জ্বলি তোমার আগে ॥
তোমার মুখের মধুর হাসি
বাজায় নিতি প্রাণের বাঁশী
লীলার বিলাস লীলার সুধা
নিতুই যেন মাগে ॥

২২৬

সন্ধ্যার নীল নিথর বুকে
ওগো নীল কমল ফুটবে কি ?
আমার ধ্যান গহিন রূপে
অরূপ তুমি জাগবে কি ॥

অমা ঘেরা আঁধার রাতে
অমিময় তুমি জাগবে কি ॥
ব্যথার সায়র মন্থন ধন
স্বপন হাসি হাসবে কি
মরণ গরলিত কালিয়াদহে
চন্দ্রার চাঁদ ওগো নাচবে কি ॥

২২৭

আমার নয়ন ছেড়ে কোথাও দাঁড়াও হরি
এমন নয়ন হরণ রূপ ধরি ॥
ওগো কোথায় এমন ব্রজের কানন
ওগো কোথায় এমন মানস হরণ
কুঞ্জ কানন মরি হৃদয় মন হরি ॥
চরণের ঐ রুনুরুনি
কভু শুনি নাহি শুনি
(ওগো) কোন বিরহের বালুচরে
তোমার সুর নিয়েছে হরি
বেতস বনের সুরের লতা নিল হরি কোন সে ব্যথা
পঞ্চবটের মুখরতা ধূলায় গড়াগড়ি ॥

২২৮

যখন বেলা বয়ে যায় সকল বেলা বয়ে যায়
সুরধুনীর ছায় ॥
আমি বসে যে রই একেলা অসময়
ওগো প্রভু ওগো প্রিয় অবসর এখনো কি নয় ॥
তোমার কণ্ঠে দোলে আমার অশ্রুমোতির মালা
একেলা একেলা এই যে প্রদীপ জ্বালা

সেকি তোমার লাগি নয় ॥
এই ঝরা পাতার গান
প্রভু তোমার চরণ তলে পাবে নাকি স্থান
দেবার মত আর কি আছে দান
ওগো ঠাকুর নিঠুর দয়াময়

২২৯

হরি আমার গানে গানে
হয়তো তেমন ফুল ফোটে না তোমার চরণ পানে ॥
জানি পূজার নিবেদনে ব্যথাই কিগো তোমার হানে
অশ্রু আমার যায় গো মিশে তোমার অশ্রু বানে ॥
হয়তো আঁধার হয় না আলা
হয়তো নিভে প্রদীপ জ্বালা
হয়তো আমার সুর ফোটে না তোমার প্রাণে প্রাণে ॥
ভরা চাঁদের কুহুলিত রাতের আঁধার বাড়িয়ে দিলো
তবু জানি তুমি আছো আমার সকল খানে ॥

২৩০

অচিনে গো চিনবো তোমায়
যদি ছলে যাও
আমার আছে অনেক কাঁদা
আমার আছে অনেক হাসা
না যদি গো আপন হাতে তুমি টেনে নাও ॥
অনেক দূরের অনেক আশা
মনের কোনে আঁধার বাসা
একটি প্রদীপ হাতে আমার নিভিয়ে যদি দাও ॥

কাঁটা আমার মনের ফুলে
একটি করে তাও ঝরিয়ে দাও ॥
গগন কোনে সাতশো দীপের মালা
আমার বুকে একটি ধূপের জ্বালা
আরতি তার হবে কি তাও ॥

২৩১

হরি নেমেছে আঁধার পরাণে মোর
আজি অবেলায় অসহায় আমি
দেবে কি তোমার বাহুর ডোর ॥
পথের মিনতি জানাই প্রভু
নয়নে আজি ঝরিছে লোর ॥
কৃপার সরণি বাহিয়া চলি
কত যে বাধা যাইগো দলি
নয়নে আমার বেদন ঘোর ॥
মৌন বুকেতে নাহি ছন্দ
নাহি যে বাণী নাহি সে চন্দ্র
আজি হে অন্ধকারের সাথী
কেমনে মিলিবে পথের ওর ॥

২৩২

এই তো আমার পূজা
সব নিবেদন মাঝে হরি তোমায় শুধু খোঁজা ॥
তোমার তরে পথ বাওয়া
তোমার পানে সদাই চাওয়া
কাজের মাঝে নট ভঙ্গে পূজা আমার অঙ্গে অঙ্গে
বন্দনা আর গন্ধ গানে হয় না যেন বোঝা ॥

ফুটি যেন ফুলের মত   সুবাস ভরা জীবন নত
চাইবো না আর আগে পিছে
পিছের রেখা যাবে মুছে
তোমার পানে এগিয়ে যাওয়া তবেই হবে সোজা ॥

২৩৩

বেলা শেষের উদাসী মন চায়
(হরি) তোমার পানেই চায় ॥
কেটে গেছে কত বেলা
গেঁথে কত ধূলার মালা
চাইনি তবু তোমার পানে ধূলার মেলায় ॥
কতই যে গো ফুটলো ফুল
গন্ধে কত করল আকুল
কত পাখীর কল কণ্ঠে বেদনা জাগায় ॥
হেসেছে যে চন্দ্রলেখা   কুমুদ কলি ফুটলো একা
আঁধার আলেয়ায় ॥
ভয়ে ভয়ে চলি একা   দূরের পথ যায়না দেখা
ওগো পঞ্চবটের পথিক সখা
আর রেখোনা হেলায় ॥

২৩৪

ভুবন মন্দিরে হরি এসেছ যেচে
ধূলার নূপুর পায়ে নেচে নেচে ॥
কাঁটার মুকুট হরি নিয়েছ তুলে
নীল বিবেক মানিক্ ঐ কণ্ঠে জ্বলে
বেদনার বেদীমূলে ভিখারী সেজে ॥
নয়নে এনেছ বহি করুণা বারি

অমিয়া দিয়ে গেলে বুক নিঙাড়ি
ধরার বেদনা নিলে নীল সায়র সেঁচে

২৩৫

যখন আঁধার আসে ধেয়ে
ওগো প্রভু ওগো ঠাকুর
আলোর দিশারী তুমি
আসবে কিগো নেয়ে ॥
প্রভাতের ধ্রুবতারা তুমি
শঙ্কা হরণ তব মঙ্গল শঙ্খ
শুনাও শুনাও হে পার্থ সারথি
আশা থাক ছেয়ে ॥
গগন গঙ্গা তুমি উছল ছন্দা
অলকার তুমি প্রভু অলকানন্দা
দেহ গতি দেহ গতি
সরণী মোর বেয়ে ॥

২৩৬

বেলা বয়ে যায় এই অবেলায়
পথের ধারে ধূলা খেলায় ॥
সাঁঝের পাখীর ছুটী তীরে
আঁধার আসে ঘিরে ঘিরে
বেদন ঘনায় ॥
কোথায় আলো কোথায় আলো
নিভেছে দীপ আঁধার কালো
ধূ-ধূ মরুর বালুর চরে
জীবন নিরিখ যদি হারায় ॥

২৩৭

যত রঙ দিয়েছ ফাগুন বনে
তত কাঁদন দিলে এই মরমে ॥
যত আঁধার দিয়ে ঘেরলে রাতি
তত কি হলে সাথী
ফুলের বুকে দিলে হাসি স্বপন বরণে ॥
গোধূলীর গোলাপীয়া আবিরে রাঙ্গাও হিয়া
গোকুলের আকুল হিয়া রাঙালো ঐ চরণে
বটের বেদন বাঁশী বাজালে ও উদাসী
রাধার হৃদয় ভাঙ্গি রঙ্গেছো লীলাঞ্জনে ॥

২৩৮

বেদন নিবেদন লহ হে আজি
অশ্রু সরসে হরি এসেছি সাজি ॥
রঞ্জিত দিশি আজি ফাল্গুন নব
ফুলে ফুলে হয় হরি শুভউৎসব
গগনের অঙ্গনে আনন্দ রাজি ॥
বেদনার চন্দন আর্ত্ত নিবেদন
উছল ছন্দেতে রহুক সাজি ॥

২৩৯

সাঁঝের তারা তুমি আমার তুমি আমার ধ্রুবতারা
তোমার তরে চেয়ে চেয়ে আজি আমি দিশাহারা ॥
কত পথে হল ধাওয়া কত তুফান তরী বাওয়া
জানি তোমায় পেতে পেতে পথ চেয়ে পথ হারা ॥
পথের বাঁকে বাজাও বাঁশী আড়াল থেকে শুনি হাসি
হুরাশীর নয়ন যেথায় ব্যাকুল ডাকে মাগে সাড়া ॥

২৪০

আমার এই ডালপালাতে দোল দিয়েছে
শ্রাবণেরি দোল
সহসা উতলা যে গগনেরি কোল ॥
আঁচলে প্রদীপ ধরি ছুটে বিজুলি
চরণের ছন্দে বাজে গুরু গুরু মাদল বোল ॥
দুয়ার ভেঙ্গে কি আজ ছুটে যাই ওই অকূলে
উছল সুরধুনী ছুটেছে যেথায় ভুলে
চমকি জল নিচোল ॥
স্তিমিত গৃহকোণে চুপে এই সকল কথা
বেদন গহিন রাতি ভুলেছে কল কথা
স্বপনে হ'ল বিভোল ॥

২৪১

শুভ প্রথম দিনে লহ শরণ নতি
জেগেছ আমারি ধ্যানে শিব শুভ্র জ্যোতি ॥
করুণার দ্রব রূপ তোমারি হরি
রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে নিতি আঘাত করি
হরেছ ক্ষতি শত ক্ষত ও ক্ষতি ॥
মোহনীয়া চিরদিন এমনি হেসে
উছল দেহলী ভ'রে উঠিও হেসে
নিতে অশ্রুমোতি ॥

২৪২

হঠাৎ জাগা এই বাদলের দিনে
আসবে কিগো ওগো ঠাকুর ওগো অচিনে
পদ্মদলের গুটিয়ে আসা ঈষৎ হাসা ক্ষণে

যখন সন্ধ্যামনি জাগলো মনে মনে
আকুল করা একটি ফোঁটা হাসি ঠোঁটের কোণে ॥
ক্লান্ত কমল শ্রান্ত মধুর সুরধুনীর কুলে
দাঁড়াও যদি কভু আপন পথ ভুলে
চকিত জাগা তড়িৎ শিখার মত
দিন হারানো এই অদিনে ॥
না হয় থাকুক মরিচীকা না হয় থাকুক কুহেলিকা
না হয় তোমার পদরেখা থাকবে তীর্থ তীরে
না হয় পুলক জাগিয়ে দিও কাঁপন ধরা বীনে ॥

২৪৩

পল্লব ঘন আবেশে
নিলে আকুলি ভালবেসে
জানি কুহেলি জড়ান দিঠি শিথিলিত মম মুঠি
বারে বারে প্রভু লুটি ছন্দ হারানো রেশে ॥
তব চকিত তড়িত আসা নিথরিত মম ভাষা
তাই জানিতে অজানা হলে অচিন অরূপ দেশে ॥
তব গহন গাহন রূপে অতল উছলি চুপে
ভুলে যাওয়া রূপ ছন্দে জাগিও স্বপন বেশে ॥

দর্শন কৃপা

২৪৪

হৃদয় গাগরি আজি উছলে ছল ছল
আঁখির কোনা তাই টলমল টলমল ॥
মেঘেলা বায়ু আজি বহে পূরবীয়া
ভাষাহারা আসে শুধু হৃদয় বহিয়া
সুরধুনী উজান দোলমাল দোলমাল ॥

হৃদয়ে ভরা তীরে গহন ম্লান নীরে
বসে আছি একাটি যে কোথা সেই কথা ওগো
কাকলি কলকল ॥

২৪৫

হরি গদাধর হরি
লীলা তোমার কতই দেখি
মরি গো মরি ॥
কভু ধূপের মত পোড়াও দেখি
দহন জ্বালায় ভরি ॥
ভুলের মালায় সাজাও কভু
আপন করি ॥
লীলার রসের সাগর তুমি রসময় হরি
চপল আকুল তৃষায় আমার ধূলায় গড়াগড়ি ॥
সুধায় সুধায় পূর্ণ তুমি রও যে দূরে সরি
দূর ইসারায় ডাক যে তোমার নাই যে পারের কড়ি।

২৪৬

দিনের শেষে এসো হরি বুক জুড়ানো বেশে
আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে গভীর ভালোবেসে ॥
বাইরে যখন ঝড়ের মাতন অন্তরে তার নেই আলোড়ন
শান্ত শিব সুন্দর হে জাগো হৃদয় দেশে ॥
ঝড়ের ভীরু কপোতীরে ডাকো আবার তোমার নীড়ে
ক্লান্ত করুণ পক্ষটীতে যাই যে আজি ভেসে ॥

২৪৭

(হরি) ঝরার পালা তোমার গাওয়া আমার ঝরে যাওয়া
আলোক লতা নিভায় যখন আমার সারি গাওয়া

শূন্য মুখে সূর্য্যমুখী   চায় যে গগন ধরা
অগ্নিলীলার দহন দুখী   কোথায় দখিন হাওয়া ॥
ধূধূ আকুল গগন বুকে   রামধনুকের চাওয়া
কল্পবিলাস্ সে যে হরি   হয় না সে তো পাওয়া ॥
এপারের এই শুকনো চোখে ওপার ডাকুক আকুল সুখে
এপার যখন ব্যথিয়ে উঠে (হরি) ওপারে থাক ধাওয়া ॥

২৪৮

প্রভু তুমি হবে আমার মালা জুড়াবে মোর সকল জ্বালা
বইবে বায়ু হুতাশ সম   কদম কেয়ার কীর্ণ বন
তোমার উছল দুটি চোখে জড়িয়ে আমার যাবার পালা ॥
জানি আছে কাঁটার ব্যথা   জানি ক্ষত কত হবে সাধা
সব জুড়ান বেদন ধন তুমি হবে বুকের আলা ॥
কোনের প্রদীপ দেখে চুপে   শত জ্বালা গগন বুকে
নিতল কালো চরণ দুটি কান্ত করুণ সুধা ঢালা ॥

২৪৯

কুন্দ কেয়ার ধূধূ ডাকে এস ছুটে এস
আঁধার গহন কালো চোখে বিজলিতে হেসো ॥
শুকনো বুকে নাচন গানে   বৃন্ত মুখে কাঁপন আনে
ঝিরি ঝিরি ধারাসারে সকল ব্যথা নেশো ॥
সুরধুনীর বুকে জাগুক চমকানি আশা
মৌন বনভূমীর মুখে জাগুক আবার ভাষা
মর্মরিত হৃদয় বীণায় লীলার শেষ ॥

২৫০

তুমি সাঁঝের উদাসীয়া
বেতস বনের বাঁশীতে নিছি তোমায় চিনিয়া ॥

আঁধার গহন গহিন মনে জেগেছো কি মোহনীয়া
তোমার চরণ চিহ্ন জাগে ঝরা বকুল ব্যাকুলিয়া ॥
পাতার ছন্দে দেখি কাঁদন দিয়ে হাসো নাকি
গদাধর গহনীয়া ॥

২৫১

থমকিত বাদল আঁচল ভরি
বন মল্লিকা এনেছো মরি ॥
পুলকি কদম কেয়া উঠেছে ফুটি
উতলা কলাপী তাই পড়িছে লুটি
জীবন মাধুরী এই পত্রপুটে দিয়েছি ধরি ॥
কেতকীর ধূ ধূ জ্বালা
বাদল চুমে পড়ে কি ঘুমে
আলোর কিনারে এসে আঁধার ভূমি
পেল কি হরি ॥
নিথরিত আজি এই দেউল তলে
গদাধর এলে কি ভুলে
শত ব্যথা শত ক্ষত যাবো যে ভুলে
চরণে ধরি ॥

২৫২

তব দহন লীলায় একি শরণ জাগাও
এই মরণ মালায় হরি আমারে ফোটাও
ক্রন্দসী নিশি জাগে চরণ আশে
ঐ তারার মালায় বুঝি তাহারে হাসাও ॥
উছল বাদল হিয়া চাহিয়া মরে
বিজুলীর জ্বালা দিয়ে তাহারে সাজাও ॥

পথ চেয়ে পথ পাশে বুঝি বা পড়ি
মরুর তৃষায় তাই করো কি উধাও ॥

২৫৩

মেঘের মালা দুলাও না যে গগন গঙ্গা উছলি
কেয়ার বন কণ্টকিয়া গন্ধ গহন আকুলি ॥
সুরধুনীর যমুনাতে কাঁকন তো বাজে না
উছলিত গাগরীতে মন ওঠে না আকুলি ॥
বাজের বাঁশী বাজেনা তো আকুল শিখি নাচে না
কদম কেয়া রচেনি তো বনপথে গোধূলী ॥

২৫৪

হরি তুমি নীল গগনের চাঁদ আমি নীল আকাশের তারা
তোমার লাগি সাগর হয়ে হৃদয় আমার ধরা ॥
তুমি দখিন হাওয়ায় ফুল ফোটানো
ফুল ছড়ানো গান
একলা ঘরে আঁধার রাতে আমার কাঁদন ভরা প্রাণ
ঝরা শ্রাবণ ধারা ॥
চন্দ্রামানিক চন্দ্রমুখের একটু হাসি লাগি
যুগে যুগে তৃষিত আঁখি পাতি
সাথী তুমি পথিক সখা
তবু পথ যে আমার হারা ॥

২৫৫

একি ফুল ঝরানোর বেলা
নাকি ফুল ফোটানোর পালা ॥
একি ডাক্ দিয়ে যাও এড়িয়ে যেতে
গেঁথে কান্না হাসির মালা ॥

গগনেতে ঝরে বাদল   সেকি আমার চোখেরই জল
সেকি তোমার বিজলী হাসি ছল করারি ডালা ॥
ঐ যে নদী কলকলে   কি যে কথা কি যে বলে
ওকি শুধু বুকের ব্যথা বুক জুড়ানো জ্বালা ॥

২৫৬

কাঁদাও যারে বাসো ভালো
দিন ফুরালে জ্বালো আলো ॥
রিক্ত প্রাণের একটি কাঁদন
তাইতো তোমার পূজার বোধন
অশ্রু জলে ভরা ঘটে করো কি তাই দলোমলো ॥
ছিন্ন বীণা ব্যথার তারে   সুর দিয়ে যাও বারে বারে
নয়ন ধারে জাগবে বলে ফোটাও প্রেমের শতদল ॥
আজকে বনের অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বারে বারে
কণ্টকিত গন্ধ ঘন আশার প্রদীপ জ্বালো জ্বালো ॥

২৫৭

আলো আর ছায়াতে নাচি
ধরার ধূলায় ওকে এলো আজি
গোপন গদাধর আপনি নাচি ॥
ক্ষণেক ভুলে এই ধরণী ধূলে
আধো কথার ছলে হায় একি বুলে
ভুল হয়ে যায় এই ধূলার কাজই ॥
আনমনে ফোটা যুথির গন্ধ মাখি
ক্ষণিক পরশ বুঝি রয়েছে লাগি
নন্দন বন ছন্দে বাজি ॥

ঝিকিমিকি সুরধুনী ঢেউয়েতে রাকা
আধো আঁকা আধো কাঁপা চাঁদিনী মাখা
বুক নিঙাড়ি যাচি ॥

২৫৮

সাতশো তারার সায়র মাঝে তুমি থাকো হরি
শুনতে কি তাই পাও না ওগো আমি ডেকে মরি ॥
কত আছে তোমার নায়ে কতই হাসা কাঁদা
কত ধূপের দহন লীলা কত মালা গাঁথা
কত ব্যথায় জ্বলে যাওয়া ধূলায় গড়াগড়ি ॥
চাতক যখন তৃষায় মরে উধাও বাদল হাঁকে
অগ্নি লীলার দহন মুখে নয়ন তোমার জাগে
তবু আমার শরণ সুখে চরণ চেপে ধরি ॥

২৫৯

লুকোচুরীর চরণধ্বনি আজো শুনি গোপন বুকে
চিনি গো চিনি চিনি ভুলের নিবিল দুখে ॥
শ্রাবণের অমা রাতি আজো যে উঠে মাতি
গুমরি মরণ ব্যথায় জেগেছি চুপে চুপে ॥
নিয়ে মোর ব্যথার বাঁশী বাজালে ও উদাসী
কেমনে গেছি ভুলে উছসি উঠি সুখে ॥
এড়ায়ে গেছ হরি বুঝি বা এমন করি
বুকের ব্যথা কাড়ি ব্যথাহারী নিবিড় রূপে ॥

২৬০

আনন্দ বন নন্দন তুমি আমার শ্যাম
ছায়া কেকা নাচনে যে নয়নাভিরাম ॥

কোথা তৃষা তার মিটিবে হে হরি
দুটি ফোঁটা স্বাতী জলে ॥

২৭৩

আজি লহ আরতি
মেঘ মলিন দিন
আকুল বাদল সাঁঝে জানাই নতি ॥
সন্ধ্যাসাগর কূলে ক্ষীণদীপ জ্বালা
দিন শেষ মালা
ভগ্ন এ নীড়ে কুহু কূজন গীতি ॥
আলোর আকাশে ধরা আঁধার মিলন
জীবনের পটভূমে মরণ চুম্বন
নিথরিত বট তট মৌন ব্রতী ॥

২৭৪

যদি মেঘের মালা পরো
যদি অভয় হয়ে ভয়ের রূপ ধরো ॥
যদি মুকুলিত বনমালা ঝড়ে দেয় দোলা
কাঁপাতে থর থর ॥
যদি গহন রাতের কলি রক্তিম রাগে জ্বলি
তবে বেদন রূপে আসি আমায় ভালবাসি
ক্রন্দসী রূপে ধরো ॥

ঝড়ের রাতি
১৪.৭.৫৬

২৭৫

তোমার প্রদীপশিখা আমি গো জ্বলি
আঁধার দেউল তব উঠে দোদুলি ॥

দূর ঈশারায় হাসে সাঁঝের তারা
কুহেলী আঁধিয়ায় আপন হারা
বয়ে যায় সুরধুনী ছলছলি ॥
তোমার চরণ তলে কনক রেখায়
ক্ষণিক দেখায় পড়ি গো চলি ।
আমার বুকের জ্বালা নয়ন জলে
তোমার নিঠুর হিয়া যদি গো বলে
অফুটে ফুটিয়া রবে হিয়ার কলি ॥

২৭৬

আকাশ নীলায় ডাক দিয়েছে মাটির মেত্তুর কেনই রাখি
ভোরের আলোয় জাগলো পাখী নয়নে নিদ কেনই মাখি
যখন নীল সাগরে দোল লেগেছে
ঘরের কোণা ভোলায় নাকি
দখিনা যে কর হেনে যায়
কুঁড়ির আগল হানলো একি ॥
দখিনপুরের হাতছানিতে
অচিন হয়ে কেনই থাকি ॥

২৭৭

যদি ব্যথায় ব্যথায় ও মন গলে
ঠাঁই দিও রায় চরণ তলে ॥
কত যে গেছি কাঁদি অবুঝের যত কথা—
কত যে গেছি সাধি ভুলে যাও ওগো মিতা
দরদী ওগো ঠাকুর নিও গো নিও ধরে
মনে মনে মন যে বলে আমারে অবুঝ বোলে ॥

তোমার ঐ চরণ মণি
রাঙ্গালো জানি জানি
কত যে গুণী জ্ঞানী
তবু চাই নয়ন জলে ॥

২৭৮

কান্নাহাসির মানিক আমার আমার হরি তুমি হে
হয়ত আছে অনেক বাধা হয়ত আছে অনেক কাঁদা
তাই ও চরণ চুমি হে ॥
অনেক আছে পথের দোলা অনেক আমার পথ ভোলা
হৃদয় দোলায় তবু দোলো আপন রঙ্গে রঙ্গি হে ॥
ব্যথার সায়র সেঁচে মরি এবার না হয় এসো হরি
আঁধার আমার দেউল দ্বারে যেন চরণ রুণু শুনি হে ॥

২৭৯

অনেক দুখে তোমায় পাওয়া
তাই বুক জুড়ায় এমন
দুখের গোপাল বুকের গোপাল
তুমিই আমার কাঁদন ধন ॥
কাঁদন মেঘে রাঙ্গাও তুমি
আমার আঁধার আঙ্গন ঘেরি
রাঙ্গা পায়ের রুনুরুনি জাগাও এমন ॥
কত রাঙ্গা স্বপন ছেয়ে
আকুলে যে আছ চেয়ে
পথে পথে পথ হারায়ে
সাথে সাথে সাথী হবে আর কে এমন ॥

২৮০

অন্তর অবরুদ্ধ আজি বেদন ফল্গুধারা
সুন্দর তব বন্দনা আজি মৌন মনেতে হারা ॥
সুর সপ্তক হানি সুরধুনী নাহি বাণী
মন্থর কানাকানি আজি জাগে না মুক্তধারা ॥
ব্যথার বাদল থমকি মেঘে মেঘে রয় নিথরি
ঝরিতে ঝরে না প্রাণে দুকূল সরস করা ॥
আজি সন্ধ্যা শৈলশিরে তন্দ্রা এসেছে ঘিরে
ঘন বনানী নীড়ে মুরজ মুরলী সারা ॥

২৮১

লীলার মাঝে লীন হওয়া হে তোমার কি সাজে
ক্ষণে ক্ষণে পথ চলাতে কাঁটায় সে তো বাজে ॥
ধূলায় ঝরা শিউলী দেখি কেমন করে নয়ন রাখি
গানের মাঝে রইবে জাগি নইলে সকল গান যে লাজে ॥
আলোর মেলা নয়ন মাঝে মেঘলা ময়ূর যদিই নাচে
আঁধার রাতির কমল ফোটা গোপন লীলায় কিবা সাজে ॥

২৮২

হরি মিলাও ওপারে
আঁধার দেখে ভয়ে মরি কেমনে বা বাই এ তরী
দিশারী হে দিশাও আমারে ॥
যা আছে মোর খেয়ার কড়ি দিতে তায় লাজে মরি
মরি না হয় বাঁচি হরি কৃপার কিনারে ॥
পালে হাওয়া লাগে না যে হালে পানি না ত' বাজে
নাও যে আমার বড়ই ফুটা হরি চালাও ইহারে ॥
গগন মেঘা ভরো ভরো তুফান ফনা নাচে বড়ো
অনন্ত নাগ বড়ই দড়ো কেন নাচাও ইহারে ॥

২৮৩

তুমি আমার হরি ওগো গদাধর হরি
আমি চরণ ধ'রে রইবো পড়ে
বাঁচি না হয় মরি ॥
রাতের আঁধার আসবে না হয় আসবে ভোরের আলা
ফুলের হাসি ফুটবে না হয় কাঁটার পাবো মালা
রাঙা চরণ ধরি ॥
আমার কুঁড়ির বুকে দিও আলতো চরণ ছোঁওয়া
মধুর মধু বুকে পাবো না হয় যাবে খোওয়া
সেই তো হবে ওগো ঠাকুর অন্ধজনের নড়ি ॥

২৮৪

যদি আজ ডাক দিতে গো তেমন ক'রে
তবে কি থাকত এ মন ধুলায় প'ড়ে ॥
যেমন ভোরে আলোর লতায় ডাক দিয়ে ঐ কমল রাঙ্গায়
নীল আকাশে ভরা চাঁদের ঝিলিক জাগে কুমুদ তরে ॥
সাহারায় ফুল ফোটাতে পারে কি গো চাঁদনী রাতে
মরুর বুকে তরুর ছায়ে বাঁশরী কই উঠলো ভ'রে ॥
জানি গো বাদল বীণায় বাজের মাদল সাজে
জানি মোর অশ্রুলীনা হিয়াটি আছো ভ'রে ॥

২৮৫

তোমার পরশ কতই মধুর হৃদয় পুরে তাই তো জানাজানি
সকল বেদনা সকল কাঁদনা তাইতো মানি নাহি মানি ॥
উথলিত গোধূলির হয়ে যে ব্যথার সুরধুনী
অজানিতে যায় যে হাসি
মিশায় যে গো অদিশাতে
রেখে যে যায় তোমার একটু বাণী ॥